মধ্যবিত্তের ঘর সাজানো

দুর্গা বসু

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা - ৯

শ্রীমতী অজন্তা মিত্র

(আমার কন্যা)

যিনি ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান পাশ করে তাব শ্রীমানেব শখ মিটিয়েছিলেন

এবং

শ্রীমান সঞ্জয় মিত্র

(আমার জামাতা)

যিনি ইন্টিরিযাব ডিজাইনার হিসাবে প্র্যাকটিসে উৎসাহ যুগিযে তাঁর শ্রীমতীব শখ মিটিয়েছেন,

সেই

দুই পরম মিত্রের হাতে তুলে দিলাম 'মধ্যবিত্তের ঘর সাজানো'।

আশীর্বাদক

বাবা

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সারণীর তালিকা ॥

॥ নকশা ও চিত্রসূচী ॥

॥ রঙিন চিত্রসূচী ॥

আয়ুহীন স্তব্ধতা

> To despise theory is to have the excessively vain
> pretension to do without knowing what one does.
> — Fontelle

● সত্যম শিবম সুন্দরম

গৃহীর গাইডে যে ট্রিলজীর শুরু মধ্যবিত্তের ঘর সাজানোয় তার সমাপ্তি। বাড়ি বানানো, সংসার পাতা ও ঘর সাজানো এই ট্রিলজীব তিনটি অধ্যায় যার একটির সীমা কিন্তু অপরটির ভিতর অনেকদূর প্রসারিত। এর ফলে প্রতিটি বইয়ের স্বয়ং সম্পূর্ণতা বজায় রাখতে একটি বইয়ের বিষয়বস্তু কিছু কিছু অনুপ্রবেশ করেছে অন্য দুটি খণ্ডে, হয়ত সংক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত রূপে। শত চেষ্টা করেও এ জাতীয় পৌনঃপুনিকতা একেবারে এড়ানো গেল না। হৃদয়বান পাঠক, আশা রাখি ক্ষমাশীলতার সাথে মেনে নেবেন এটিটুকু।

● সুন্দরের উপাসনা

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ সুন্দরের উপাসক। গুহাবাসীরা গুহার দেয়াল চিত্রিত করত শিকার আর যুদ্ধের দৃশ্যপটে। দেহে ধারণ করত রঙ্গীন উল্কি। গায়ে জড়াতো শোভন বাঘছাল বা বিচিত্র হরিণের চামড়া। পরবর্তী যুগের কেয়ূর, কঙ্কন, প্রাসাদ আর মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে বর্ণময় চিত্রপট সবই মানুষের সৌন্দর্যবোধের সাক্ষ্য বহন করছে।

'কোন এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের
নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ
আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা;
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল
মেহগিনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;
ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী
অপরূপ খিলান গম্বুজের বেদনাময় রেখা
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাঁচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে
আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়
পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ—,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!'

— জীবনানন্দ দাশ

আধুনিক কবির আকুতিতেও ফুটে উঠেছে সেই সুন্দরের নেশা যা আমাদের উৎসাহিত করে পারিপার্শ্বিককে এক সুন্দরের বাতাবরণে ঢেকে দিতে। সুন্দর পরিবেশ মানুষকে খুশী করে, সুখী করে, তৃপ্ত করে।

ঘর সাজানোর সার্থকতা এইখানেই। এই সাজ-সজ্জার মধ্যে আবাসিক খুঁজে পায় তার হৃদয়ের তৃপ্তি, প্রাণের আরাম, আত্মার সন্তুষ্টি।

● সৌন্দর্যের সংজ্ঞা

সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করতে, ব্যাখ্যা করতে যতরকম বিশেষ্য বা বিশেষণের প্রয়োগ চোখে পড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সার্থক সংজ্ঞা হচ্ছে — 'সৌন্দর্য বলতে বোঝায় এমন কতকগুলি গুণপনার বা উপাদানের সমাবেশ যার সামগ্রিক প্রকাশ দর্শক বা শ্রোতার কাছে তৃপ্তিদায়ক'। চিত্রকলা, সঙ্গীত, পুষ্পোদ্যান, দেহসজ্জা, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্য — যা কিছু সুন্দর সবই কতকগুলি তৃপ্তিদায়ক উপাদানের সমাবেশ। যিনিই সুন্দর কিছু সৃষ্টি করতে চান তাঁকেই জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে তাঁর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে।

● কল্পসূত্র ও কল্পমৌল

ঘর সাজানোর বাবদে এই উপাদানগুলিকে আমরা দুভাগে ভাগ করব — কল্পসূত্র (Design Principles) এবং কল্পমৌল (Design Elements)। (খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে নিবেদন করে রাখি গৃহসজ্জা নিয়ে এ পর্য্যন্ত কোন প্রামাণ্য বই বাংলায় লেখা হয় নি। ফলে প্রচলিত ইংরাজি শব্দগুলির কোন তৈরী পরিভাষা পাই নি। বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে আমাদের ভাষাবিদরা যত মাথা ঘামিয়েছেন তার শতাংশের একাংশও ঘামান নি শিল্প অর্থাৎ চারু ও কারুকলা বিষয়ক শব্দগুলি নিয়ে। শেষে খানিকটা নাচার হয়েই নিজের বিদ্যে ফলিয়েই তৈরী করে নিতে হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিভাষা। (আমি ভাষাবিদ বা ব্যাকরণবিদ নই, এইসব পরিভাষায় ভাষাগত ত্রুটি থেকে যাওয়া সম্ভব। পাঠক সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।)

কল্পসূত্র ও কল্পমৌলগুলি হচ্ছে ঘর সাজানোর আসল হাতিয়ার। কাজেই এগুলি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা দরকার। এই সূত্র ও মৌলগুলি আপনার কাছে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে উঠলে ঘর সাজানোর কলাকারী আপনার কাছে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। পাঁচটি সূত্র ও পাঁচটি মৌল — এই দশটি উপাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে আমাদের আলোচনা।

● গৃহসজ্জার দশায়ুধ

সূত্র ৫টিঃ ভারসাম্য (Balance), গুরুত্ব আরোপ (Emphasis), ছন্দ (Rythm), অনুপাত (Proportion) ও সঙ্গতি (Harmony)। মৌলও ৫টিঃ রেখা (Line), আকৃতি (Form), রং Colour), অনুকৃতি (Pattern) ও গাত্ররূপ (Texture)।

আসুন এই দশটি হাতিয়ারের সাথে পরিচিত হই আমরা।

১·০১ নকশা—ভারসাম্যের রকমফেরঃ ভারী বনাম হালকা আসবাব।
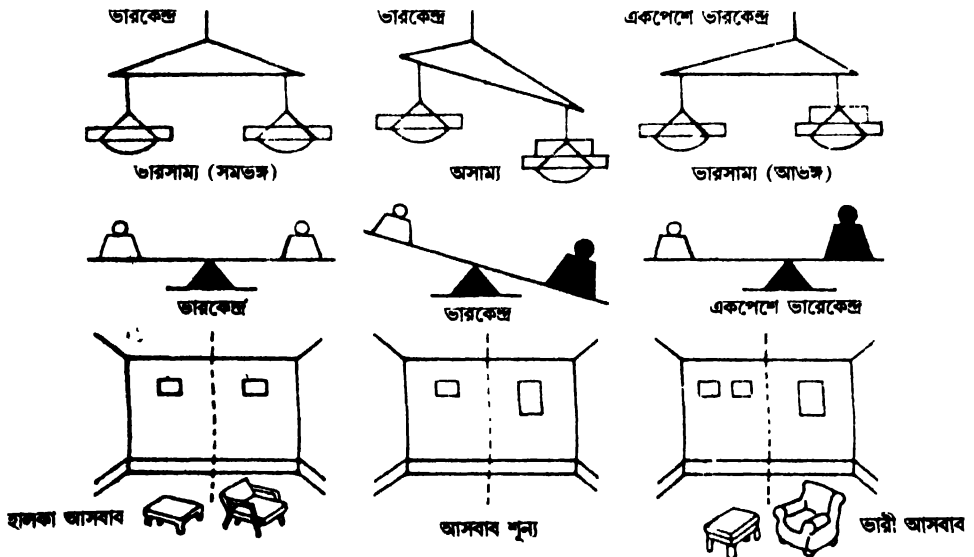
(১) ভারসাম্য (Balance) — ১.০১ নকশার তুলাদণ্ডের দিকে নজর দিন। প্রথম ছবিতে ভারকেন্দ্রের দুদিকে সমান দূরত্বে দুটি সমান ওজন ভারসাম্য বজায় রেখেছে ওজন দাঁড়ির। নিচের নাগরদোলাটির (See-Saw) ভারসাম্য বজায় রয়েছে একইভাবে। এ জাতীয় ভারসাম্যকে বলা হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমভঙ্গ (Symmetrical) ভারসাম্য। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে একটি দেয়ালের ভারকেন্দ্র থেকে সমদূরে দুটি সমান আকৃতির ও মাপের ছবি (বা জানালা) থাকলে এই জাতীয় ভারসাম্যের সৃষ্টি হবে। এবার তুলাদণ্ডের একদিকের ওজন যদি আমরা বাড়িয়ে দি তা হলে ওজন দাঁড়ির ভারসাম্য নষ্ট হবে। সি-সয়ের একদিকে তেমনি ছেলেটির বদলে যদি কোন এক কুমড়ো পটাসকে চড়িয়ে দেওয়া যায় দেখা দেবে একই ধরনের ভারসাম্যহীনতা। এই ধরনের অবস্থা ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হতে পারে যদি একদিকের ছবিটি খুলে নিয়ে তার বদলে টাঙানো হয় ই-য়া ভারী বিশাল এক দাদাঠাকুরী তৈলচিত্র। এবার এই টালমাটাল অবস্থায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হলে ভারকেন্দ্রকে সরাতে হবে একপাশে। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে এইভাবে একপেশে ভারকেন্দ্রের দুদিকে টাঙানো ছবিতে ভারসাম্য আনতে ছোট ও হালকা ছবির পাশে আর একটি ছবি টাঙালে ভারসাম্য ফিরে আসবে। এই ধরনের ভারসাম্যকে বলা হয় আভঙ্গ (Asymmetrical) ভারসাম্য (আমাদের বন্ধু ডঃ মণি চক্রবর্তীর একটা থিয়োরী ছিল ব্যালেন্স বাবদেঃ কুকুর জিভ বার করে হাঁপায় ল্যাজটাকে ব্যালেন্স করার জন্য!)। তুলাদণ্ডের বেলায় ভারসাম্যটা ওজনগত। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে নান্দনিক ভারসাম্যটা মূলতঃ দৃষ্টিগত। এক্ষেত্রে ভারকেন্দ্র রচিত হয় ঘরের মাঝামাঝি রাখা কোন প্রধান আসবাব (টিভি, সোফা) বা গাছের টবকে কেন্দ্র করে। আসবাব সাজানোর ব্যাপারে ভারসাম্য একটা বড় সূত্র। কারুকার্যময় সনাতনী আসবাব হলে তা সাজানো হয় সমভঙ্গ ভারসাম্য বজায় রেখে। আধুনিক ছিমছাম আসবাবের বেলা আভঙ্গ ভারসাম্য গৃহসজ্জায় আধুনিক বৈচিত্র আনতে সাহায্য করে। সৃষ্টি করে খোলামেলা সহজ পরিবেশ।

(২) গুরুত্ব আরোপ (Emphasis) — ভারসাম্যের জন্য ভারকেন্দ্রের প্রয়োজন; দৃষ্টিগতভাবে তা সৃষ্টি করতে ওই কেন্দ্রে এমন একটা ভাস্কর্য্য বা আসবাব রাখতে হয় যা তার আকৃতি, ব্যবহারিক প্রাধান্য বা রঙের দরুন ঘরের অন্য সব চেয়ার, টেবিল, কুশন, পর্দার থেকে সহজে নজর কেড়ে নিতে সমর্থ। গুরুত্ব আরোপ বাবদে ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity)কে আকর্ষক কেন্দ্র (Centre of interest) বলা যেতে পারে। যে চার উপায়ে এই গুরুত্ব আরোপ করা চলে তা হলঃ

(ক) বড় বা অভিনব আকৃতির সজ্জাবস্তু স্থাপন করে যথা একটি বড় সোফা, অ্যাকোয়ারিয়াম, ভাস্কর্য্য বা ঘরোয়া গাছের সমাবেশ।

(খ) কেন্দ্রস্থলের গাত্ররূপের আমূল পরিবর্তন করে যথা মেঝের ক্ষেত্রে কার্পেট, দেয়ালের ক্ষেত্রে আয়না বা ভারী পর্দার ব্যবহার।

(গ) বাড়তি আলো প্রয়োগ করে যথা টেবিল ল্যাম্প, দীপাধার বা পঞ্চপ্রদীপ, মোমবাতি ইত্যাদির স্থানীয় প্রয়োগ।

(ঘ) উজ্জ্বল আকর্ষক রঙের ব্যবহার করে যথা ম্যাটম্যাটে সোফায় রং-বেরং-এর কুশান বা এক রংয়া দেয়ালে উজ্জ্বল পেন্টিং টাঙ্গানো।

কিন্তু গুরুত্ব আরোপ করার আগে তো চিহ্নিত করে নিতে হবে আকর্ষক কেন্দ্রকে। তা কি করে করা যাবে? ওজনগত ভারকেন্দ্র তো মাপজোপ করে বার করা সম্ভব কিন্তু একটি ঘরের বা দেয়ালের দৃষ্টিগত আকর্ষক কেন্দ্র খুঁজে বার করার উপায় কি? অভিজ্ঞ ঘর-সাজিয়ে সেটি হয়ত এক নজরে বলে দিতে পারবেন কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় আপনাকে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে। ১.০২

১·০২ নকশা—জ্যামিতিক উপায়ে ঘরের বা দেয়ালের আকর্ষক কেন্দ্র নির্ধারণ।

◁ ১·০২ নকশা—জ্যামিতিক উপায়ে ঘরের আকর্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ।
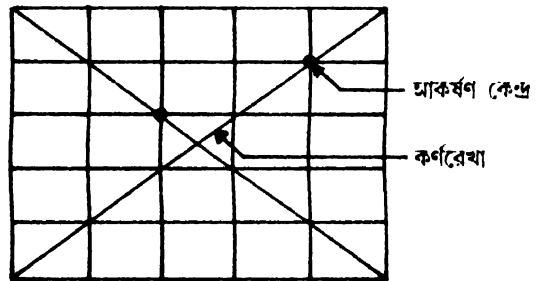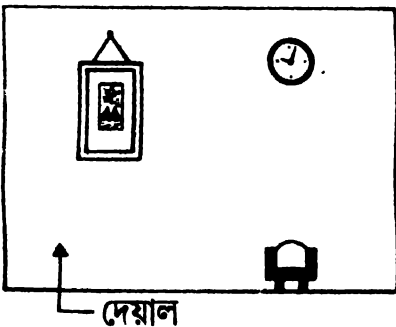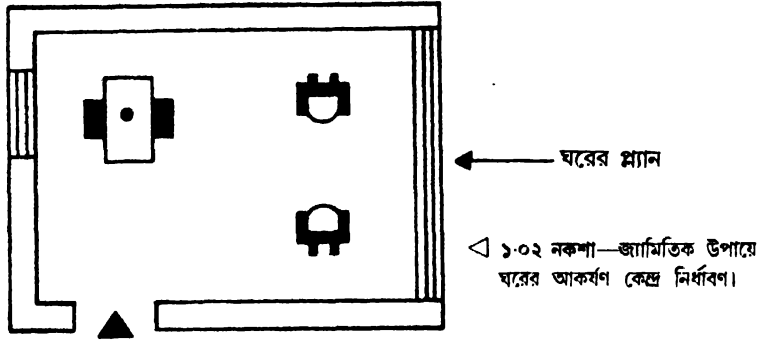
নকশার মত ঘরের বা দেয়ালের একটা আনুপাতিক-নকশা (Scaled Plan) আঁকুন। ওপর-নিচে এবং পাশাপাশি আয়তক্ষেত্রটি ৫ বা ৭টি সমান ভাগে ভাগ করুন। কোণাকুণি বা আড়াআড়ি মূল আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণরেখা দুটি এঁকে ফেলুন। আয়তক্ষেত্রের যেখানে যেখানে খাড়া, শোয়ানো ও কর্ণরেখা — এই তিনের মিলন ঘটবে সেগুলিকেই সার্থকভাবে আকর্ষক কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং উপরিল্লেখিত চার পদ্ধতির যে কোন একটি ব্যবহারে ওই বিন্দুতে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন।

(৩) ছন্দ (Rhythm) — ভোরবেলা খুদী পিসি যখন পাড়ার এজমালি টিউবওয়েলে দাঁড়িয়ে পাড়ার সকলের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন কাংসকণ্ঠে তখন তার মধ্যে কোন ছন্দ থাকে না, অথচ এই খুদী পিসি যখন সন্ধ্যেবেলা শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে 'ও নিঠুর কালা —' বলে গান ধরেন করতাল বাজিয়ে, তখন কিন্তু সে শব্দ ছন্দে ছন্দে ভরে ওঠে। এই পার্থক্যের মূল কারণ গান হয় সুরেলা — একটা নির্দিষ্ট তালের বারম্বার আবর্তনে ছন্দবদ্ধ। গানে যেমন তালের পুনরাবৃত্তিতে তা হয়ে ওঠে ছন্দময় তেমনি কোন দৃশ্যপট ছন্দিত হয় কোন বিশেষ আকৃতি, রং বা গাত্ররূপের পুনরাবৃত্তিতে। ছবিতে কালো মেঘের পটভূমিকায় সাদা এক সার বক উড়ে যাচ্ছে ... বকের সাবলীল উড়ন্ত ভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি ছবিকে করে তোলে ছন্দময়। ঘর সাজানোর বেলা দেখুন খাবার টেবিলকে ঘিরে রয়েছে এক চেহারার ছটি চেয়ার; মেঝেতে একই নকশা বারবার ফুটে উঠেছে সারা ঘর জুড়ে বাহারে টালির সমাবেশে; বিছানার চাদরের ফুল-তোলা ডিজাইন ছাপা হয়েছে বালিশের ওয়াড়ে, ড্রেসিং টেবিলের ঢাকায় এবং জানালার পর্দায়; এইভাবে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দবদ্ধ হয় সজ্জিত গৃহ। গড়ে ওঠে একটা একতাবদ্ধ অনুকৃতি (Pattern)।

(৪) অনুপাত (Proportion) — অনুপাত হল যাকে আমরা চলতি ভাষায় বলি ঢপ। বেঢপ কিছু বোঝাতে আমাদের বন্ধু অশোক সেন ছড়া কাটত —

'হাত ল্যাং ল্যাং, পা ল্যাং ল্যাং, গলা সরু;
মাথা মোটা, পেট গজেন্দর, গাল পুরু।'

আমরা বলি ঝাঁটার কাঠির মাথায় আলুর দম! শুধু মানুষের দেহ নয়, আমাদের পারিপার্শ্বিক সব কিছুই আকারে বা প্রকারে মানানসই হলে তবেই তা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুন্দর। গন্ধর ডাবার সাইজের টবে যদি দেড় আঙুল উঁচু ফুলগাছ লাগান বা পুঁচকে তেপায়ার ওপর রাখেন এক দশাসই স্ট্যান্ড ল্যাম্প তা হলে তাদের পারস্পরিক অনুপাত হয়ে উঠবে বিষম। যতই কারুকার্যময় অপরূপ হোক না কেন সেগুলি, অলঙ্করণ তাদের মাঠে মারা যাবে, কিছুতেই ফুটবে না তাদের সামগ্রিক সৌন্দর্য। ঘর সাজাবার আগে প্রত্যেকটি বস্তু ঘরের সাথে উপযুক্ত অনুপাত বজায় রাখছে কিনা তা খুব ভালভাবে যাচাই করে নিতে হবে। সুউচ্চ সভাকক্ষের বিশাল ঝাড়লণ্ঠন আপনার ফ্ল্যাটের ছোট বৈঠকখানায় বেমানান হতে বাধ্য। সঠিক অনুপাত ধরার কোন অঙ্ক নেই। এর জন্য তৈরী করতে হয় চোখকে। তৈরী চোখে যা নয়নরঞ্জন, তার অনুপাত সঠিক হতে বাধ্য। তাই তো আমরা কনে যাচাই করতে পাঠাই ঠানদিদের। ঘর সাজানোর বেলা ছোটবড় নানান জিনিসকে পাশাপাশি সাজিয়ে যাচাই করুন। যেগুলি সঠিকভাবে আনুপাতিক, তা দেখেই মনে হবে মানাইসই। ক্রমে অনুপাত বাবদে যখন ঠানদি হয়ে উঠবেন তখন আর বরকনেকে পাশাপাশি দাঁড় করাবার দরকার হবে না আপনার।

(৫) সঙ্গতি (Harmony) — একটু আগে যে একতাবদ্ধতা (Unity)-এর কথা বলা হয়েছিল, সঙ্গতি তার সঙ্গে সমার্থক। এই সূত্রটির আলাদা প্রয়োগ অন্ততঃ ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। ভারসাম্য, গুরুত্ব আরোপ, ছন্দ এবং অনুপাত যদি সঠিকভাবে হয়ে থাকে তা হলে গৃহ সজ্জায় সঙ্গতি আসতে বাধ্য। একটি গানে বিভিন্ন সুর, তাল, লয়, যতি, ছন্দ সব মিলিয়ে আসে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা; একটি ছবি পরিপূর্ণ হয় তার রূপ, রং, রেখা, বিষয়বস্তু মায় ফ্রেম সব মিলিয়ে। এই সমাহার থেকে যে কোন একটি উপাদান সরিয়ে নিলেই সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়, একতা নষ্ট হয়, সঙ্গতি হয় লঙ্ঘিত। অন্যান্য কলার মত ঘর সাজানোর ক্ষেত্রেও সঙ্গতির সূত্র থেকে আসে পরিপূর্ণ নিটোল রূপ।

উপরের এই পাঁচটি সূত্র প্রযুক্ত হয় পাঁচটি মৌলের উপর যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঘর সাজাবার সমস্ত উপকরণের মধ্যে। আমরা এবার একে একে আলোচনা করব এই পঞ্চ-মৌল (elements) কে নিয়ে।

(৬) রেখা (Line) — কল্পমৌলের প্রধানতম হচ্ছে রেখা। রেখা দুরকমের হতে পারে। এক, খাড়া রেখা বা দণ্ডায়মান। দুই, শোয়া রেখা বা শায়িত। দু ধরনের রেখাই তাৎপর্যপূর্ণ, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার প্রতীক। খাড়া রেখা জীবন চাঞ্চল্যের দ্যোতক।নৃত্যশীল, ছন্দময়, সকর্মক। শায়িত রেখার মাধ্যমে প্রতীকি প্রকাশ বিশ্রামের। জীবন সেখানে শান্ত, অকর্মক, মৌন, ধ্যানমগ্ন। এই দুই-এর মাঝামাঝি আর এক শ্রেণীর রেখা — কর্ণ বা হেলানো যা গতির প্রতীক। জীবন সেখানে ছুটন্ত, অস্থির, চপলমতি। এ জাতীয় হেলানো রেখার ব্যবহার ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে সিঁড়ি বা তার রেলিং-এ সীমাবদ্ধ। সরলরেখা পৌরুষব্যঞ্জক। বাঁকানো রেখা (Curved line) আনে সাবলীল মেয়েলী সুষমা। এক ধরনের রেখার পুনরাবৃত্তি (যেমন ধরুন টানা পর্দায় সারি সারি খাড়া খাড়া ভাঁজ বা ডিভানের চাদরে শায়িত ডোরা বা স্ট্রাইপ) এক ধরনের একতা (Unity) বা সঙ্গতি (Harmony) সৃষ্টির সহায়ক। বিভিন্ন ধরনের রেখার মিশ্রণে মিশ্রণকারী খুব দক্ষ না হলে এক ধরনের জগাখিচুড়ী অনুকৃতির (Pattern) সৃষ্টি হয় যাতে কোন শিল্পসুষমার সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটতে পারে না।

ঘরে আসবাব সাজানোর ক্ষেত্রে সেগুলির উচ্চতা মোটামুটি এক লাইনে হলে তাদের মাথাগুলি জুড়ে যে শায়িত রেখা সৃষ্টি হয় তা পুরো গৃহসজ্জাকে একতাবদ্ধ করে, সঙ্গতি দেয়।
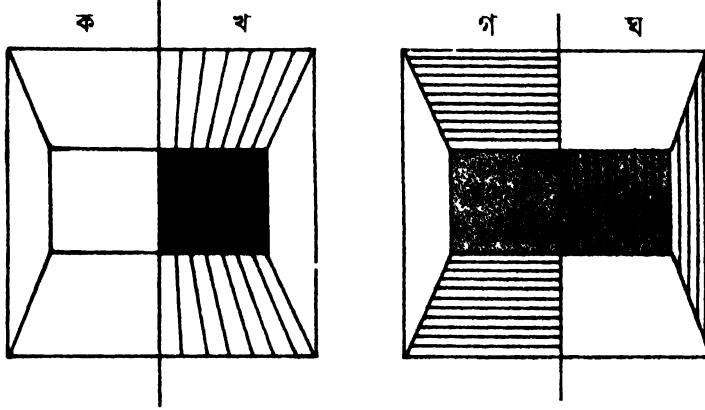
১০৩ নকশা —এই নকশার চারটি অংশ (ক, খ গ, ঘ) একে একে পর্যবেক্ষণ করবেন অন্য তিনটিকে সাদা কাগজ চাপা দিয়ে। 'ক' ও 'খ অথবা 'গ' ও 'ঘ' একসাথে দেখলে বুঝবেন—হালকা রঙ দূরের দেয়ালকে দর্শকের দিকে এগিয়ে আনে।

১.০৩ নকশায় দেখুন শায়িত রেখা কিভাবে ঘরটি আপাতদৃষ্টিতে লম্বা বা চওড়া দেখাতে সাহায্য করে (খ ও গ), আর খাড়া রেখা দৃশ্যত বাড়িয়ে দেয় ঘরের উচ্চতা (গ)। চওড়া উঁচু ঘরে আপনার সৃষ্ট সিলিং ও মেঝের রেখাগুলি হওয়া উচিত 'খ'-এর মত। ঘরটির চওড়া অপ্রতুল হলে রেখাগুলির অবস্থান হওয়া দরকার 'গ'-এর মত। নিচু ঘরে 'ঘ'-এর মত খাড়া রেখাসমূহ সাহায্য করবে তার চাপাভাব কাটাতে। প্রথমটা ঠিক মাথায় না ঢুকলেও একটু গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলেই দেখতে পাবেন ঘর সাজানোর উপকরণগুলি জুড়ে রয়েছে অসংখ্য রেখা :

১ নং সারণী : রেখা-খাড়া ও শোয়ান

খাড়া	শোয়ানো
পর্দার ভাঁজ, চেয়ার বা টেবিলের পায়া, দরজা বা জানালার চৌকাঠ, বারান্দার রেলিং, দুই-দেয়ালের জোড়, ফুল ও টবের গাছ, থাম বা পিলার ইত্যাদি।	পেলমট, ছবির ফ্রেম, শোফার ব্যাক রেষ্ট, সিলিং ও দেয়ালের জোড়, টেবিলটপ, ডিভান, কার্পেট, কুশানের সারি, ডোরা কাটা মেঝে, রেলিং-এর হাতল, ইলেকট্রিকের তার ইত্যাদি।

এগুলি মিলে মিশে জগাখিচুড়ী হয়ে আছে। ঘর-সাজিয়ে হিসাবে আপনার কাজ হবে ঘরের আকৃতি, পরিমাপ ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সব রেখার কিছু কিছুতে গুরুত্ব আরোপ .... পাঁচ দফা কল্পসূত্র প্রয়োগে যাতে এই রেখা-সমাবেশ সমষ্টিগতভাবে প্রতীকি হয়ে উঠতে পারে।

(৭) আকৃতি (Form) — কল্পসূত্র প্রয়োগের ব্যাপারে আকৃতিও রেখা থেকে কম প্রয়োজনীয় নয়। আকৃতিও রেখার মত দুরকম হতে পারে। এক, ত্রিতল (Three Dimentional) বা ঘনাকার (Solid); দুই, দ্বিতল (Two Dimentional) বা পত্রাকার (Flat)। ঘনাকার আকৃতি আকারভেদে হতে পারে চৌকো, ইষ্টকাকৃতি, পিরামিড, চূড়াকৃতি, গোল, স্তম্ভাকৃতি ইত্যাদি। এক স্তম্ভাকৃতিই হতে পারে গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ষড়কোণ, অষ্টকোণ ইত্যাদি। দ্বিতলেরও চৌকো, লম্বা, গোল, ত্রিভুজাকৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি হতে বাধা নেই। এগুলি তো সব জ্যামিতিক আকৃতি। এর পরেও আছে অসংখ্য অ-জ্যামিতিক (Non-Geometric) ফর্ম। আকৃতি তত্ত্ব নিয়ে বেশী আলোচনা চালালে আমাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিতে পারে। অতএব অল্পে সারা যাক। আকৃতি বিচারে পাঁচ-দফা বিবেচ্য ঃ

(ক) চতুষ্কোণ বা ইষ্টকাকৃতি আসবাব ও গৃহ উপকরণ পৌরুষ ব্যাঞ্জক। অফিস, স্টাডি, লাইব্রেরী, রান্নাঘর-সর্কর্মক ঘরগুলির আসবাবে এই আকৃতির প্রতীকি ভাব সার্থকতর হয়।

(খ) গোল বা ডিম্বাকার আসবাব ও উপকরণ নারীসুলভ লালিত্যের প্রকাশক। শয়নকক্ষ, বিশ্রামাগার, সাজঘর ইত্যাদি অকর্মক স্থানে এই ধরনের আসবাব অধিক শোভন।

(গ) একই ঘরে বহু ধরনের আকৃতির সমাবেশ একতা ও সঙ্গতি বিরোধী। এতে ঘর সাজানোর নান্দনিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।

(ঘ) ঘরে ছোটখাট দু-চারটে ভিন্নাকৃতি উপকরণ থাকলেও যদি এক ধরনের আকৃতির আধিক্য আনা যায় তা হলে তা ছন্দ, গুরুত্ব আরোপ ও সঙ্গতির পক্ষে সহায়ক হয়।

(ঙ) আকৃতি নির্ধারণে ব্যবহারিক উপযোগিতা ও নির্মাণের উপাদান তাদের প্রভাব ফেলবেই। পরিকল্পনাকারীর সে প্রভাব মেনে নেওয়া উচিত। গোলাকার টেবিলে পরিবেশনের সুবিধা, অতএব খাবার ঘরে গোল টেবিল চমৎকারভাবে উপযোগী। কিন্তু তার সঙ্গে মানানসই করতে ডিভান বা সোফাকে গোলাকার করা অনুচিত কারণ এ সব ক্ষেত্রে গোলাকার আকৃতি ব্যবহারের অনুপযোগী। ডিভান বা তার ফোম রবারের গদি চতুষ্কোণ বলে তার তুলোর তাকিয়াগুলিকে চতুষ্কোণ করতে যাওয়া হাস্যকর। (আমাদের পাড়ায় এক ভয়ঙ্কর গোঁড়া আর্টিস্ট থাকতেন। রোজ বিকেলে তিনি বেড়াতে বেরুতেন খাঁটি মলক্কা বেতের ছড়ি হাতে। ছড়ির হাতলটা ছিল আঁকশির মত বেঁকানো। ছড়ির ফর্মের সাথে নিজের শরীরের আকৃতির মিল রাখতে সেই হাড্ডিসার শিল্পী চলতেন ঘাড় গুঁজড়ে। অন্ততঃ পাড়াতুতো নিন্দুকেরা তাই বলে। ফলং তিন মাস যেতে না যেতে তিনি স্পণ্ডিলাইটিসে শয্যা নিলেন।) তুলোর স্বভাব ধর্মে সেগুলি গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৮) রং (Colour) — রং হচ্ছে ঘর সাজিয়ের সবচেয়ে ধারালো হাতিয়ার। রং-এর যাদুকরী ক্ষমতায় যে কোন কুৎসিত, ফাটা, মজা ঘরের চেহারা আমূল পাল্টে দেওয়া যায়। আনা যায় যে কোন মেজাজ, যে কোন মৌতাত। রং-এর সমাবেশ একটা পুরোপুরি আলাদা বিজ্ঞান, তাই এ বইয়ে পরের পরিচ্ছেদটি পুরো রাখা হয়েছে এই শক্তিমান হাতিয়ারটির আলোচনায়।

(৯) অনুকৃতি (Pattern) — অনুকৃতিকে বুঝতে হলে আমাদের একটা খুব চেনা মাধ্যমকে উদাহরণ করে চালানো যাক আলোচনা। প্যাটার্ন কথাটা আমাদের কাছে ঘরোয়া হয়ে উঠেছে উলবোনার মাধ্যমে। ভাবুন একই উল — পড়ছে এক এক গুণীর হাতে আর 'উল্টো-সোজার' বিচিত্র সমাবেশে তৈরী হচ্ছে বিচিত্রতর সব বুনটের প্যাটার্ন, মন মাতানো সব অনুকৃতি। এরপরই মনে পড়ে যায় গয়নার প্যাটার্ন — মটরমালা থেকে ডায়মন্ডকাট; সম্ভাব্য সবরকম অনুকৃতির ছড়াছড়ি। ঘর সাজানো একটি চারুকলা। যে কোন চারুকলার মত এখানেও কারুকার্য্য বা অলঙ্করণের একটা বিশেষ অবদান আছে। গৃহসজ্জার উপকরণগুলি যত সাদামাটা অলঙ্কার বিবর্জিত হয়, ততই অনুকৃতির অভাবে ঘরটি হয়ে ওঠে ম্লান ও নির্জীব। পর্দা বা চাদরের ছাপা বা সুতোয় বোনা ফুলকারি, কুশন, সোফার ঢাকনা বা কার্পেটের বর্ণাঢ্য মোটিফ, কাঠের সূক্ষ্ম খোদাই কাজ, পলকাটা কাঁচের ফুলদানী বা অ্যাশট্রের উজ্জ্বল নকশা — এ সবই এক কথায় বলতে গেলে অনুকৃতি যা সেই ম্লান ঘরটিকে করে তোলে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। অনুকৃতির নির্বাচন করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) অধিক সন্ন্যাসীতে যেমন গাজন নষ্ট, অনুকৃতিরও আধিক্য ঘটলে ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যটাই বাতিল। নিয়ম হিসেবে বলা যেতে পারে ঘরের মোট দৃশ্যমান তল (Visible Surface) —এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হওয়া দরকার সাদামাটা অনুকৃতিহীন। বাকি পঁচিশ ভাগে যে সব অনুকৃতি থাকবে তার মধ্যেও একটা রং, ছন্দ, আকৃতি ও অনুপাতের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি থাকা দরকার। অনুকৃতির মোটিফ যদি গোলাপফুল হয় তাহলে সর্বত্রই তা গোলাপফুল হওয়া দরকার। কোথাও পদ্ম, কোথাও শংখ হলে ছন্দপতন অবশ্যম্ভাবী।

(খ) অনুকৃতির সৌন্দর্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তা হল—

(i) মোটিফ বা নকশার উৎকর্ষতা (ii) মোটিফ সাজানোর কৌশল (iii) এই নকশা ঘরের বা মালিকের প্রতীক — কাজেই নকশায় ফুটে ওঠা চাই ঘরের বা মালিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। (iv) মোটিফ হবে সহজ, সরল, আনন্দদায়ক। (v) মোটিফের ঐক্যবদ্ধতা ও পারস্পরিক সঙ্গতিও দরকার।

অনুকৃতির মোটিফ হয় তিন রকম। পয়লা—প্রাকৃতিক মোটিফ ঃ ফুল, ফল, পশু, পাখীর ছবি। আধুনিক রুচিতে ক্রমশ অচল হয়ে উঠছে এ ধরনের নকশা। দুসরা —বিমূর্ত মোটিফ ঃ ফুল, ফল, পশু, পাখী এখানে সরলতর জ্যামিতিক আকার ধারণ করায় তাদের বিমূর্ত সমাবেশ হয়ে ওঠে রহস্যময় রঙ্গীন সংস্থিতি বা কম্পোজিশান। তিসরা —জ্যামিতিক মোটিফ ঃ এখানে সংস্থিতি

রচিত হয় বৃত্ত, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ ও রেখার সমাবেশে। সহজ নান্দনিক সাফল্যের জন্য এই জাতীয় অনুকৃতি আধুনিক ঘর সাজিয়ের প্রিয়। এ ধরণের অনুকৃতি নিয়ে কাজ করলে ঠিকেয় ভুল হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অনভিজ্ঞ হবু পরিকল্পনাকারীর উচিত হাত না পেকে ওঠা পর্য্যন্ত এ ধরনের অনুকৃতি নিয়ে পরিকল্পনা করা। এ ছাড়া আরো যে কটি বিষয়ে তাঁকে নজর রাখতে হবে তা হল— ক অলঙ্কৃত বস্তু ও অলঙ্করণের মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকবে। খ অলঙ্করণ যেন আসবাবের ব্যবহারিক উপযোগিতা হরণ না করে। গ রং-এর সঙ্গে নকশার, মোটিফের সাথে পটভূমিকার যেন সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি থাকে।

(১০) গাত্ররূপ(Texture)—গাত্ররূপকে বলা চলে সূক্ষ্মতর অনুকৃতি। পর্দায় বা কুশনের ঢাকায় যে বুটিদার নকশা থাকে, গালচে বা কার্পেটের গুচ্ছির মাঝে ফুটে ওঠে সূক্ষ্ম প্যাটার্নের ব্যাঞ্জনা অথবা মেহগিনি কাঠ ও মার্বেলে যে শিরার (Veneer) কারুকার্য্য তাকেই বলা হয় গাত্ররূপ। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বুঝতে সাহায্য নেওয়া যাক— চিত্রকলার। ১৯ শতকের প্রাচীন তৈলচিত্র লক্ষ্য করলে দেখবেন তা যতদুর সম্ভব মসৃণ করে আঁকা। বিশ শতকে ভ্যানগগ ইজেলে পুরু করে মাখালেন তেল রং, তুলির ছোট ছোট আঁচড়ে ফুটিয়ে তুললেন এক পুরুষালী গাত্ররূপ বা টেক্সচার যা খুলে দিল তৈলচিত্রের এক নতুন দিগন্ত।

কাঠ, কাঁচ, ধাতু চামড়া, রেশম, কার্পাস, ইট বা সিমেন্টের পলেস্তারা— এর প্রত্যেকেরই আছে একটা নিজস্ব গাত্ররূপ যা এই সব উপাদানের চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ওস্তাদ ঘর সাজিয়েদের দল এই সব গাত্ররূপের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Contrast) কে কাজে লাগান মনমত রূপ বৈচিত্র সৃষ্টি করতে। যেমন ধরুন চামড়ায় মোড়া গদীওয়ালা চেয়ারের হাতল বা পায়ার জন্য তাঁরা সাধারণতঃ নির্বাচন করে থাকেন চকচকে ষ্টীল টিউব। এই নির্বাচনের পিছনে প্রধানতঃ কাজ করে গাত্ররূপের বৈসাদৃশ্য উদ্ভূত বৈচিত্র। এ বৈচিত্র কাঠের পায়া বা হাতল দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। কাঠের পায়া বা হাতলের সঙ্গে গদী দিতে হলে তাব চাই বুটিদাব তন্তুজ ঢাকা—চট থেকে শুরু করে মিশ্র উল বা র-সিল্ক। তেমনি গাত্ররূপের দিক দিয়ে ওক ও মেহগিনির আসবাব পাশাপাশি খাপ খায় না। মেহগিনির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে চাই ওয়ালনাট। দেয়ালে প্লাস্টিক রং-এর মসৃণ আস্তরণ থাকলে পর্দা করবেন রুক্ষ বুটিদার কাপড়ের। খসখসে চূণ বালির কাজ করা বা ইট বার করা দেয়ালে চাই সাটিন, ভেলভেট বা মখমলের মসৃণ পর্দা। মার্বেল বা মোজাইকের মেঝে থাকলে তে-পায়ার ওপরটা (Table Top) করবেন কাঠের। মেঝেতে উল বা জুট কার্পেট থাকলে তে-পায়ার ওপরটা স্বচ্ছ কাঁচ। এইভাবে গাত্ররূপ চিন্তা করে ঘরের উপকরণ নির্বাচন করলে ঘরের সৌন্দর্যের খোলতাই হবে বিশগুণ।

দশায়ুধের পালা শেষ। এতক্ষণ আমরা গৃহকল্পের তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। তত্ত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দু একটা ভাসা ভাসা দৃষ্টান্ত আলোচিত হলেও প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিশদভাবে বলা হয়নি। আমাদের অবস্থা এখন অনেকটা সেই হবুচন্দ্র রাজার তাল পাতার সেপাইয়ের মত, যে বলেছিল, 'হুজুর আমার একহাতে ঢাল, দুসরা হাতে তলোয়ার, হামি লড়াই কোরবে কি করে?' আসুন শেখা যাক দশায়ুধ নিয়ে আমরা 'লড়াই কোরবে কি করে'।

● বিকাশ ভঙ্গিমা

এতক্ষণ আমরা দেখলাম পাঁচটি কল্পমৌল (রেখা, আকৃতি, রং, অনুকৃতি ও গাত্ররূপ) -কে হাতিয়ার করে পাঁচটি কল্পসূত্র (ভাবসাম্য, গুরুত্ব আরোপ, ছন্দ, অনুপাত ও সঙ্গতি) অনুযায়ী পরিকল্পনা করাই এককথায় ঘর-সাজানো। উদ্দেশ্য— সৌন্দর্যের এক পূর্ণ বিকাশ (Expression) যা নয়নকে দেবে তৃপ্তি, মনকে দেবে সন্তুষ্টি, দেহকে দেবে আরাম। এ সৌন্দর্যের এমন এক ফলিত বিকাশ যা একাধারে উচুদরের শিল্পকলা আর সতত ব্যবহারোপযোগী। ঘর সাজানোর প্রধান উদ্দেশ্য চার দফা— সুন্দরের প্রকাশ, দর্শকের তৃপ্তি, ভোক্তার আনন্দ ও সর্বাধিক আরাম। এই বিকাশের চারটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছেঃ

(১) বিধিবদ্ধ বা ফর্মাল—এ ভঙ্গিমা আড়ষ্ট কিন্তু ভাবগম্ভীর, শক্তি ও স্বাতন্ত্রের প্রতীক। ন্যায়ালয়ের বিচার কক্ষ, আইন সভার সভাকক্ষ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের অফিস কক্ষে গৃহ সজ্জা করতে হলে আমরা এই ভঙ্গিমাকে বেছে নেব। এখানে আসবাবের বিন্যাস হবে সমভঙ্গ বা Symmetrical, গুরুত্ব আরোপ হবে বক্তা বা সভাপতির আসনে, অনুপাত এমন হবে যে তাদের বৃহদায়তন দর্শকের মনে সম্ভ্রম জাগাবে (জজসাহেবের বৃহৎ শালুঘেরা টেবিল ও চেয়ারের অস্বাভাবিক উচ্চতা এই বিশেষ অনুপাতের কারণেই হয়ে থাকে)। এখানে খাড়া রেখার প্রাধান্য হবে, আকৃতি হবে মূলতঃ চতুষ্কোণ, পুরুষালী, সকর্মক, রং চিত্তবিভ্রম ঘটাবে, আসবাব হবে অনুকৃতি বর্জিত, গাত্ররূপ যত বলিষ্ঠ, যত রুক্ষ মোটা দাগের হতে পারে ততই ভাল।

(২) ঘরোয়া বা ইনফরমাল— পরিবেশ এখানে সরল, বন্ধুত্বপূর্ণ, মানুষকে উৎসাহী করবে ঘনিষ্ঠ হতে, হালকা হতে, মুখর হতে। রেষ্টুরেন্ট বা ক্লাবঘর, আপনার ঘরোয়া আড্ডাখানা, স্কুল কলেজের কমনরুম বা বিতর্ক সভাটি সাজান এই ঘরোয়া ভঙ্গিমায়। ভারসাম্য আ-ভঙ্গ বা Asymmetrical, গুরুত্ব আরোপ করবেন মানানসই ভাবে জ্যামিতিক নিয়ম মেনে , অনুপাত কিন্তু হবে মানুষের দেহানুপাতিক , রেখা বেশীর ভাগ খাড়া , আকৃতি মিশ্র তবে প্রাধান্য ইষ্টকাকৃতির , রং হালকা কিন্তু সকর্মক , অনুকৃতি বিমূর্ত , গাত্ররূপ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

(৩) প্রাকৃতিক বা ন্যাচারাল—হাতে গড়া অকপট রূপটি তখনই সার্থক হবে যখন তার মধ্যে ফুটে উঠবে নৈষর্গিক সরলতা আর অকৃত্রিম আদিম সৌন্দর্য। আপনার শোবার ঘর থেকে শুরু করে আপনার অফিসের অ্যান্টিরুম বা হোটেলের শয়ন কক্ষ, ষ্টেশানের রিটায়রীং রুম মায় শিশুদের নার্সারী ও নার্সিংহোমের কেবিনেও চলতে পারে এই প্রাকৃতিক ভঙ্গিমা। এখানে ভারসাম্য

হবে মোটামুটি আভঙ্গ; গুরুত্ব আরোপ মানানসই ভাবে জ্যামিতিক নিয়ম মেনে; ছন্দ যতটা সুরেলা সম্ভব; অনুপাত মানবিক; সঙ্গতি একান্ত প্রয়োজন ; রেখা যথা সম্ভব শায়িত ; আকৃতি গোল ও ডিম্বাকার ; রং ঠাণ্ডা, শান্ত, নরম, অকর্মক, বিশ্রামের দ্যোতক ; অনুকৃতি একেবারে প্রাকৃতিক না হলেও যথাসম্ভব প্রাকৃতিক ঘেঁষা ; গাত্ররূপ মসৃণ ও সাদৃশ্যের আধিক্যযুক্ত।

(৪) আধুনিক বা মর্ডান—পরিবেশ ও আসবাবের কার্য্যকারিতা এবং ব্যবহারিক উপযোগিতাই এখানে প্রধান বিবেচ্য। নবনির্মিত আধুনিক বাড়ির আলোক উদ্ভাসিত বিশাল হলে যার ব্যবহার ভিত্তিক বিভাজন হয় দেয়াল দিয়ে নয়, নিচু হালকা ও পাতলা স্ক্রীন, পার্টিসান বা পর্দা দিয়ে, যার মালিকানা সাধারণতঃ বর্তায় অত্যাধুনিক রুচিসম্পন্ন মানুষের হাতে বা যেসব অতি সম্ভ্রান্ত হোটেল বা ক্লাবে হোমড়া চোমড়া বিদেশীর আনা-গোনা, সেখানের লাউঞ্জে বিকশিত হতে পারে সুন্দরের আধুনিকতম বিকাশ। ভারসাম্য এখানে গুরুতরভাবে আভঙ্গ ; গুরুত্ব আরোপ হবে প্রধানতম আসবাবে (কারণ আসবাবের ব্যবহারিক দিকটা তুলে ধরাই এখানে মূল বক্তব্য); যদি পরিকল্পনাকারীর সাধ্যে কুলোয়, ছন্দ বা সঙ্গতি ভঙ্গ করে চমক সৃষ্টি করতে পারেন ; অনুপাতেও আনতে পারেন আধুনিকতা বৈপ্লবিক নিয়মভঙ্গের মারফৎ ; অনেক সময় হেলানো বা এলোমেলো রেখার বহুল ব্যবহারে সৃষ্টি হয় নতুনত্বের আস্বাদ ; রংও হতে পারে নিয়মছেঁড়া তবে তার মধ্যে উদ্দামতা না আসাই ভাল ; আকৃতি সাধারণতঃ অজ্যামিতিক ; অনুকৃতি প্রায় বিবর্জিত ; গাত্ররূপে প্রচণ্ড বৈসাদৃশ্য। এই প্রকাশ ভঙ্গিমায় এসে ঘর সাজানোর এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। ঘর সাজানো আর অভ্যন্তর পরিকল্পনা বা Interior Decoration নেই। কংক্রিটের আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার দৌলতে এবং বিশালাকৃতি প্লেট গ্লাসের দৌলতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাঁজ পাল্লার দরজা বা অপসৃয়মান দেয়ালের মাধ্যমে বাইরের উদ্যান বা বাগিচা ঘরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এমন কি বিশাল বিশাল জানালা ও স্বচ্ছ ছাদের সাহায্যে গৃহের অন্তরঙ্গ কোণকে রৌদ্রভাসিত করে সেখানেও সৃষ্টি হচ্ছে আভ্যন্তরিক (Indoor) উদ্যান যা প্রকৃতিকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে দিয়েছে মানুষের জীবনে, গোলাপ ফুলের অনুকৃতি নয়. সত্যিকার গোলাপ বাগিচায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে তার বৈঠকখানা। উদ্যান-স্থাপত্য বা ল্যাণ্ডস্কেপ আর্কিটেকচার হয়ে উঠেছে ঘরসাজানোর অন্তরঙ্গ অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ। যথা সময়ে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট যে আধুনিক বিকাশ ভঙ্গিমায় ঘর সাজানোর দশায়ুধকে আর সনাতনী নিয়মে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। খুব দ্রুত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সুকুমারকলা-ভাবনার প্রতি পদক্ষেপে।

শিক্ষানবিশী ঘর সাজিয়েদের অনুরোধ করব অতি আধুনিকতার এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে আপাততঃ শিকেয় তুলে রাখতে। না হলে নিয়মে অভ্যস্ত হবার আগেই বেনিয়মের স্রোতে ভেসে যাবার সম্ভাবনা আছে। আর সত্যি বলতে মধ্যবিত্তের ঘরে অতি আধুনিক গৃহ সজ্জা আসতে বেশ কিছু দেরী আছে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ডামাডোলে। কাজেই অতি আধুনিক চিন্তাধারাগুলি জমা থাকুক আপনার পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীর জন্য। আপাততঃ আমাদের আলোচনা এগুবে সনাতন এবং পরীক্ষিত প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি মেনে নিয়ে।

● দশায়ুধের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(ক) শহরে আবাসনের মাপ গত তিরিশ বছরে দেড়শ বর্গ মিটার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ষাট বর্গ মিটারে। এতেও অর্থ নৈতিক হালে পানি পাচ্ছেন না বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত। কারণ ষাট বর্গ মিটারের দাম ইতিমধ্যেই ছাড়িয়েছে আড়াই লক্ষ রৌপমুদ্রা। এখন চেষ্টা চলেছে আবাসনের মাপকে ৫০ বর্গ মিটারে নামানোর। এত ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে ইটের দেয়াল দিয়ে আলাদা আলাদা ব্যবহার ভিত্তিক কক্ষ তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। এই সব দেয়ালের স্থান নিচ্ছে নিচু পার্টিশান, বুককেস, আলমারি, হালকা স্ক্রীন, পর্দা বা বৃহৎ পাল্লার স্লাইডিং দরজা। এতে প্রয়োজনানুযায়ী বড় হলকে একাধিক অংশে ভাগ করা যায়; আবার নিমেষে অংশগুলিকে এক করে ফিরিয়ে আনা যায় হলকে। ধরা যাক হলটিকে ভাগ করতে হবে তিনটি অংশে—বৈঠকখানা, ভোজনাগার এবং পাঠ কক্ষ। বসার ও পড়ার অংশের মাঝে একটি সুদৃশ্য বইয়ের র‍্যাক রেখে ও খাবার ও বসার ঘরের মাঝে সু অনুপাতের একটি স্ক্রীন ঝুলিয়ে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব (১.০৪ ও ১.০৫ নং নকশা)। আড়ালকে আড়ালও হল আবার ঘর সাজানোর উপযুক্ত উপকরণও পাওয়া গেল।
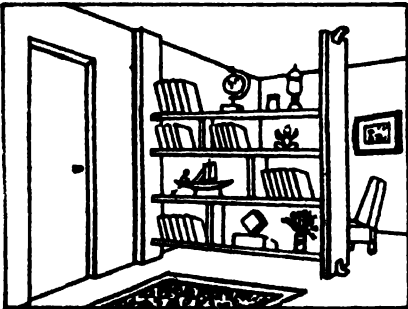
◁ ১·০৪ নকশা—বসার ও পড়ার অংশের মাঝে একটা সুদৃশ্য বইয়ের র‍্যাক রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী বড় হলকে একাধিক অংশে ভাগ করা যায়। ছবির র‍্যাকের তাকগুলিকে ইচ্ছে মত ওঠানো—নামানো যায়।
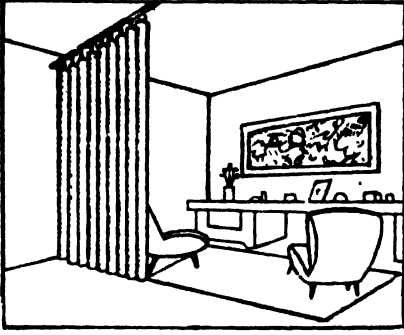
◁ ১·০৫ নকশা—বসার ঘর ও খাবার ঘরের মাঝে সু—অনুপাতের একটি স্ক্রীন ঝুলিয়েও করা যায়—দরকার মাফিক বিভাজন ও আবরুরক্ষা। এই স্ক্রীন হতে পারে কাপড়ের দড়িতে ঝোলান পুঁথি—ঘণ্টা ইত্যাদি বা সরু কাঠের।

(খ) উঁচু সিলিংকে নিচু করার খরচ সাপেক্ষ পদ্ধতি ফলস্ সিলিং লাগানো। তার বদলে যদি আনুপাতিক ভাবে এক অংশের মেঝেটাকে তুলে দেওয়া যায় কয়েক ধাপ তা হলে উঁচু অংশের তলায় মাল রাখার বাড়তি জায়গা মেলে এবং সেই সাথে হলের ব্যবহার ভিত্তিক বিভাজন ও উঁচু সিলিংকে নিচু দেখানোর দৃষ্টি-বিভ্রম—দুই পাওয়া যায় এক সাথে (১.০৬ নং নকশা)। সিলিং বেশী উঁচু হলে, উচ্চতাকে আনুপাতিক ভাবে ভাগ করে বানানো যায় একটি লফট বা ডেক যার উপর শয্যা বা ড্রেসিং টেবিল রাখার মত আবরু পাওয়া যায় অনায়াসে। এই ভাবে তৈরী লফট আপাত দৃষ্টিতে সিলিং-এর উচ্চতা হ্রাসের সাথে সাথে হলের বিভাজন ও বাড়তি স্থান সঙ্কুলান—সবই করে এক লপ্তে। লফটের রেলিং দেয় লতা ঝুলিয়ে বা ছবি টাঙ্গিয়ে শায়িত রেখাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে (১.০৭ নং নকশা)।
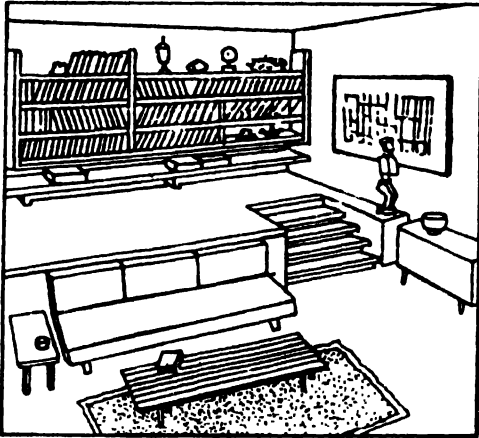
◁ ১·০৬ নকশা—ফলস সিলিঙের বদলে যদি ঘরের একটা অংশের মেঝেকে তুলে দেওয়া যায় তা হলে উঁচু অংশের তলায় বাড়তি মাল রাখার জায়গা মেলে এবং সেই সাথে ঘরের প্রয়োজনভিত্তিক বিভাজন ও উঁচু সিলিংকে নিচু দেখানো দুই সম্ভব।

১·০৭ নকশা—সিলিং বেশী উঁচু হলে—বানানো যায় একটি ডেক—যার উপর শয্যা বা ড্রেসিংটেবিল রাখার আবরু বা লাইব্রেরীর নিভৃতি সবই পাওয়া যায়। একই সাথে হয়—দৃশ্যত সিলিঙের উচ্চতা হ্রাস ও বাড়তি স্থান সংকুলান। ▷
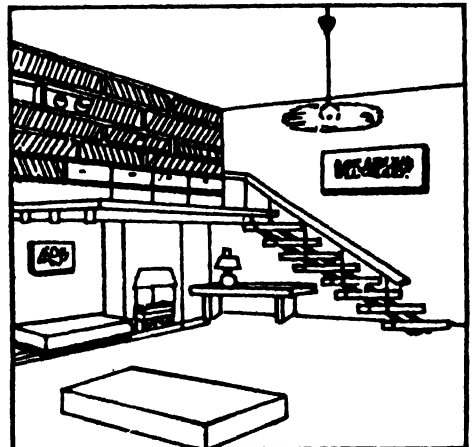
(গ) ঘরের অগোছাল ভাব দূর করতে এবং সেই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপ, মন মাফিক অনুকৃতি ও অনুপাত সৃষ্টি করতে একটি সুচিন্তিত নকশার দেয়াল আলমারী অতুলনীয়। এটিকে একাধারে হাবিজাবি ছোটখাট জিনিস ষ্টোর করতে ও ঘরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করতে সস্তায় কিস্তিমাত বলা চলে (১.০৮ নং নকশা)।
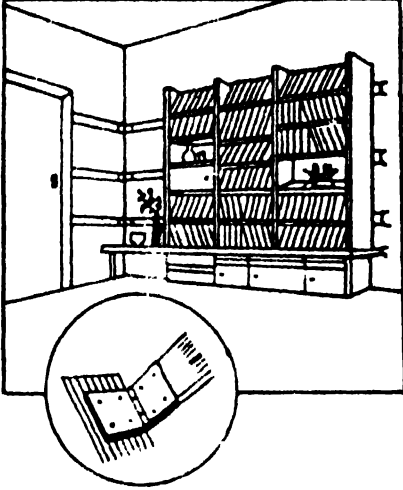
১.০৮ নকশা – এই সুচিন্তিত ঢঙের দেয়াল আলমারী -এটিকে একাধারে হাবিজাবি ছোটখাট জিনিস স্টোর করতে ও ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করতে সস্তায় কিস্তিমাৎ বলা চলে।

● জায়গার সদব্যবহার

ওপরে যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল ঘরসাজানোর সাথে সাথে তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু জায়গার সদ্ব্যবহার। জায়গার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারলেই তখন আবাসনের মাপ কমানো সম্ভব। ছোট পরিবারে (দোহাই মশাই, পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না) খাওয়াটা রান্নাঘরের এক কোণে সারা যায় যদি রান্নাঘরের মাপ অন্যূন ৭ বর্গ মিটার হয়। সে ক্ষেত্রে খাবার জায়গাটুকুকে স্ক্রীন বা আলমারী দিয়ে পাওয়া যায় একটা বাড়তি স্থান যা কাজে লাগানো যেতে পারে ছেলের পড়ার জায়গা, শ্রীমতীর নিত্যপূজার স্থান বা অতিথিদের রাত্রিবাস হিসাবে।

● দৃষ্টি-বিভ্রমের কৌশল

ব্যবহারের অনুপযোগী ছোট জায়গাকেও দৃশ্যত বড় করে তোলা যায় কাঁচের বড় আয়না লাগিয়ে। এ ছাড়া এ ধরনের দৃষ্টি-বিভ্রম রচনা করতে সুকৌশলে লাগানো যায় রেখা, আকৃতি, রং, গাত্ররূপ বা আলোকে। দেয়াল ধরে তাকের শায়িত রেখা সৃষ্টি করতে পারলে ছোটখাট জিনিস রাখার বাড়তি জায়গার সাথে সাথে ঘরটিকে প্রশস্ত দেখাবার মত দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করা চলে অনায়াসে। দেয়াল আলমারী, দেয়ালের সাথে লাগানো সোফা ও ঘরকে বড় দেখাতে সাহায্য করে। ঘরকে বড দেখানোর আরো কয়েকটি কৌশলঃ

(১) ঘরে আসবাবের সংখ্যা যথাসম্ভব কম করুন।

(২) এমন আসবাব রাখুন যাতে পায়ার ফাঁক দিয়ে তলার মেঝে দেখা যায়।

(৩) ঘরের ও আসবাবের রং হোক নির্দিষ্ট সংখ্যক ঠাণ্ডা হালকা রং বা নিউট্রাল গ্রে রং-এর হালকা শেড। অনুকৃতি হোক ক্ষুদ্রাকার।

(৪) অনুকৃতি ও গাত্ররূপের সংখ্যা ও আয়তন কমিয়ে ফেলুন যথাসাধ্য।

(৫) কাঁচ, স্বচ্ছ প্লাষ্টিক ও প্রায় স্বচ্ছ পর্দা ব্যবহার করুন। বাড়ান আয়নার ব্যবহার।

(৬) ঘরে দিবালোক ও ইলেকট্রিক আলোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। জানালার উল্টোদিকে দিন প্রতিফলক।

(৭) কর্মভিত্তিক অংশগুলির মধ্যে নির্বাচিত একটির (যেমন ডাইনীং, স্টাডি বা স্লিপিং এরিয়া) মেঝে দুই তিন ধাপ উঁচু করে দিন (১.০৬ নং নকশা)।

(৮) পর্দা, কুশন ও গালচে এক রংয়া করুন।

(৯) ন্যূনতম মাপের আসবাব বসান। সমধর্মী গাত্ররূপ।

(১০) সাদা দেয়াল ঘরকে বড় দেখাতে সাহায্য করে।

(১১) সম্ভব হলে সিলিং-এর উচ্চতা কমিয়ে দিন।

(১২) সম্ভব হলে দুটি ঘরের মাঝে দেয়াল ভেঙ্গে পর্দা বা স্ক্রীন লাগান। দরজার পাল্লা খুলে ফেলুন। জানালা সম্ভব হলে বড করুন। দেখবেন আপনার 'ছোটিসে ঘর' দেখতে লাগছে বিশালাকৃতি হল সদৃশ।

● উপকরণ নির্বাচন

দশাযুধের প্রয়োগে জায়গার সদ্‌ব্যবহার ও ছোট জায়গাকে বড় দেখাতে দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টির সাথে সাথে ঘর সাজানোকে সার্থকতা ও মৌলিকতার স্তরে নিয়ে যেতে হলে, গৃহ সজ্জার মাধ্যমে গৃহীর ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হলে উপকরণ নির্বাচনে সাবধানতার সাথে মেশাতে হবে প্রচর মৌলিক চিন্তা।

পেশাদার ঘর-সাজিয়েরা কাজ করেন ইউরোপীয় বা আমেরিকান পদ্ধতিতে। তাঁদের উপকরণ নির্বাচনেও থাকে পশ্চিমী প্রভাব। এই সব উপকরণ আমাদের সামাজিক রীতি নীতি, ঘরোয়া অভ্যাস বা আর্থিক সংস্থানের উপযোগীও নয়। প্রথমত চট করে পাবেন না। পেলেও দাম আকাশ ছোঁয়া। পাঁচ সাত হাজার টাকা দিয়ে যে কার্পেটটি কিনবেন একমাত্র ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসেই তা পায়ের তলায় আরামদায়ক উষ্ণতা যোগাবে। বাকি দশ মাস তার কুটকুটে গরম স্পর্শের থেকে খালি ঠাণ্ডা মেঝে আপনার কাছে বেশী মনোরম লাগবে। পুরু ফোমের যে সোফাসেট পেশাদার আপনাকে দিয়ে কেনাবেন সাড়ে চার হাজারে, তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া লাগবে না আপনার ঘেমো পিঠে। পা মুড়ে পদ্মাসনে বসা আপনার আজন্মের স্বভাব। এ জাতীয় সোফায় ও ভাবে বসার পারমিশান নেই; নৈব নৈব চ। অথচ একটু মৌলিক চিন্তা কাজে লাগালে হাতের কাছে অসংখ্য উপকরণ পাবেন—অকৃত্রিম ভাবে দেশজ, যার দাম দু সংখ্যা ছাড়াবে না। এগুলি আপনার বাঙ্গালী রুচি, কৃষ্টি ও চিন্তাধারা প্রকাশ করবে অমোঘ ভাবে।

আমার বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যে সিঁড়ি উঠে গেছে তার প্রতি ধাপের খাড়াইয়ে আমি একটি করে শোলার তৈরী কল্কা সেঁটে দিয়েছি। এগুলি যোগাড় হয়েছে কল্কাকৃতি চাঁদমালা ভেঙ্গে। তিনটি চাঁদমালার দাম পড়েছিল একুনে সাড়ে সাত টাকা। ঘরে ঢোকবার দরজার তিনটি প্যানেলে সেঁটে দিয়েছি চিত্রাংশুর তৈরী কালো কাগজে সাদা কালিতে ছাপান তিনটি বড় আলপনা। এই ধরনের ১০টি আলপনার এলবামটি সংগ্রহ করেছিলাম বই মেলায় দশটাকার বিনিময়ে। চাঁদমালার তলায় ঝোলানো শোলার সাদা কমদফুলগুলি রেখে দিয়েছি একটা শুকনো ডালের সঙ্গে। অবসর সময় তৈরী করব একটি ইকেবানা—এক রকম বিনা খরচেই। গুণীজন যাঁরা আমার বাড়িতে এসেছেন, একবাক্যে তারিফ করেছেন এই সব খাঁটি বাঙ্গালী ঘরানার রূপাজ্ঞলীর। রূপাজ্ঞলীর ঘরানা বাবদে বিস্তৃত আলোচনা পাবেন ৩য় - অধ্যায়ে। এ বাবদে দেশ পত্রিকায় 'প্রমীলার' লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। অংশ বিশেষ এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। '... ব্রিটিশ কাউন্সিলের শ্রী রবিন টোয়াইট তাঁর গেষ্টরুমে বিদেশী আসবাব সরিয়ে মাত্র চারশো টাকায় পুরো ঘবটি আবার সাজিয়েছেন। তিনি কিনেছেন ঘাস দিয়ে বোনা একটি পুরু মণিপুরী মাদুর যা কর্পেটের বদলে ঘর জুড়ে পাতা রয়েছে। সঙ্গে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো ঘাস রং কুশন। জানালার কাছে বেতের ঝুড়িতে দুটি রবার গাছ। ঘাস রং কাপড়ে মোড়া একটি নিচু ডিভান জানালা ঘেঁষে রাখা। কাঠের উপর আলগা ভাবে রাখা কাঁচের ফালিটা সেন্টার টেবিল হিসারে চমৎকার মানিয়েছে। এ ছাড়া রেখেছেন বুদ্ধদেবের একটি পাথরের মূর্তি ও একটি যামিনী রায়ের ছবি। আমার বান্ধবী রাজলক্ষ্মী মোহন একটা বড়োসড়ো কাঠের গুঁড়িকে সেন্টার টেবিল হিসাবে ব্যবহার করেন, ওপরটা শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মোম পালিশ করে নিয়েছেন। তাঁর ঘরে আছে একটা রকিং চেয়ার ও ছোট্ট ছোট্ট জল চৌকির মত আসন। বাল্বের উপর ঝুড়ি লাগিয়ে আলোর শেড বানিয়ে নিয়েছেন। ঘরটিতে ঢুকে চোখ আরাম পায়। বিপরীতে এক শিল্পপতিদের খাবার ঘরটি এমন ভাবে আয়না দিয়ে মোড়া যে আমার এক বান্ধবী সেখানে খাদ্যরতা নিজের ছবিটি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। দেয়ালময় শুধু খাওয়ার দৃশ্য।'

চুপিচুপি বলি শুনুন, শিল্পপতিদের এই ডাইনীং রুমটির পরিকল্পনা লেখক করেছিলেন — মোটা ফি-এর বিনিময়ে!!!

এই অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে দেখা গেল টানায় পাঁচটি কল্পসূত্রের ও পোড়েনে পাঁচটি কল্পমৌলের শুভ্র সূতোয় বোনা ঘর সাজানোর কাপড়টির উপর বিকাশ ভঙ্গিমার ত্রিবর্ণ (জায়গার সদ্‌ব্যবহার, দৃষ্টি-বিভ্রম কৌশল ও উপকরণ নির্বাচন) বাহারী ছাপ লাগিয়ে সৃষ্টি করা যায় এক অনন্য চিত্রকল্প যা আপনার মনও ভরাবে, তহবিলও বাঁচাবে।

এবার চলুন আমরা যাই এই রঙিন আকর্ষণের গভীরে ...

খবরদারপত্র—১ নং

অর্থাৎ Information sheet No-1.

ক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানঃ

- **যে সব প্রতিষ্ঠানে অন্দর-সজ্জা (Interior Decoration) শেখানো হয়**
  - (১) উইমেনস প্রফেসানাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ৬ সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভিন্যু, কলকাতা-১৭
  - (২) ইন্দো-অ্যামেরিকান সোসাইটি, ক্যামাক কোর্ট ১৭, ক্যামাক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
  - (৩) এক্স-এন, ১৮ বণ্ডেল রোড, কলকাতা-১৯
  - (৪) ইনষ্টিটিউট অফ মর্ডান ম্যানেজমেন্ট
  - (৫) বি.আই.এল এ.এম.এস., ৫এ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-২০
  - (৬) তৈরী, ৪ ভূপেন রায় রোড, কলকাতা-৩৪

  এই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকাল সাধারণত ছমাস থেকে এক বছর। ফি দিতে হয় ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে কিস্তী বন্দী ভাবে

- **ইকেবানা শেখান**

  কাজুকে নিগাম, ৫৩/১/২, হাজরা রোড।

- **ফুল সাজানোর এবং ইকেবানার কোর্স শেখান**

  উমা বসু পার্ক স্ট্রীটে তার স্কুল আছে, এ ছাড়া আছেন

  উষা বিব্রা, ১৭, স্টিফেন কোর্ট, কলকাতা-৭১ এবং

  অঞ্জলি রাজ ওয়াদে, ৭৪/এইচ, বণ্ডেল রোড, কলকাতা-১৯.

- **হাতে কলমে উদ্যান রচনাও শিখতে পারেন**

  দি এগ্রি হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া (ফোন ৪৫-২৬১৩), ১, আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭-এ।

  মরশুমী ফুলের কোর্স আছে এক বছরের (ফি ৩০০)। বনসই শেখানোর ছোট্ট কোর্স দু মাসের (ফি ২০০)।

- **কৃত্রিম ফুল তৈরী শেখান**

  সবিতা ধুধুরিয়া, ৭৭, লেনিন সরণি, ফিস ২০০)

  কুঞ্জ কাপুর ১৫/৯/৬ সানিপার্ক (ফিস মাসে ৫০) এবং

  কুমকুম দে, ১৩ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা-২৯ (১৫০)।

খ. এ ছাড়া কলকাতা শহরে রয়েছেন বেশ কিছু নাম করা তরুণ ঘর সাজিয়ে (Interior Designer) যাঁরা মধ্যবিত্তদের জন্য পরিকল্পনা করেন। নতুন শিক্ষানবীশরা এঁদের কাছে শিখতেও পারেনঃ

(১) অদিতি বোস, বি ই ৫৮, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।

(২) অনিন্দিতা সাহা, সি ই ৭২, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।

(৩) অজন্তা মিত্র ও গোপা দে, ডেক্স-এন স্পেশ, ৭এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩। (ফোনঃ ২৬৩৮৭৭)

(৪) ভানু গরসিয়া, বিউটিফুল হোম ডেকর সারভিসেস স্যুট ২, ফিফথ্ ফ্লোর, ৮/১ মিডিলটন রো, কলকাতা ৭১।

(৫) মিত্তা গরসিয়া, ৪, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা-২০।

(৬) মঞ্জুলা সেন, আকার, ১২১, কারনানি ম্যানসান, ২৫ এ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

(৭) ডি সিতাপ্রা, ১৬এ রবার্ট স্ট্রীট , কলকাতা-১২

(৮) আরতি চৌধুরী, ২৭/৪, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলকাতা-৪০

(৯) দীপিকা সুদ, ৩৩, বালীগঞ্জ টেরাস, কলকাতা-২৯

(১০) শালিনী সোমানী, ১৮৮/৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৪৫

(১১) রঞ্জনা রায়বাগি, ৬১১, ও ব্লক, নিউ আলিপুর কলকাতা-৫৩

(১২) বন্যা ব্যানার্জি, পি-১, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা-৩৪

গ. নানা ভাবে হাতের কাজ করেন যাঁরা :

- **মেঝে-মোজায়েক**

(১) সি. এম. সি. ফ্লোর ৪৭ সি, মুর অ্যাভিন্যু, কলকাতা-৪০

(২) ন্যাশানাল ফ্লোরিং কোং ব্রহ্মপুর, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪ (ফোন: ৭২-২৫৬৭)

(৩) এলিট ফ্লোর ৮৬এ চেতলা রোড, কলকাতা-৫৩

সিনথেটিক ফ্লোর (মারবেলেক্‌স)বিক্রি করেন

ভোর ইণ্ডাষ্ট্রীস লিঃ, ১০এ হো-চি-মিন সরণী, কলকাতা-৭১।

- **মার্বেল বা অন্যান্য পাথর বিক্রি করেন**

কাবরা মার্বেল কর্পোরেশান, ৪ সায়নাগগ স্ট্রীট (পাঁচ তলা)।

মার্বেলের মেঝে তৈরী করার ভারত বিখ্যাত যাদুকর ছিলেন বসন্ত মিস্ত্রি। এখন আর নিজে হাতে কাজ করেন না, ছেলে সৎনারায়ণ কোম্পানী চালান। ঠিকানা ৫/১ ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, কলকাতা।

- **দরজা, জানালা, আসবাব — যাবতীয় কাঠের কাজ করেন**

(১) অরুণ কুমার শর্মা, ৫৪, রামকৃষ্ণ সরণী ঢালিপাড়া, কলকাতা-৬০।

(২) এস.কে.ব্যানার্জি অ্যাণ্ড ব্রাদার্স ১১, রসা রোড (ইষ্ট) সেকেণ্ড লেন কলকাতা-৭০০০৩৩।

(৩) মহম্মদ দাউদ ও তাঁর পিতা ২৮/১ গিরিবাবু লেন, কলকাতা-১২।

(৪) উডল্যাণ্ড, ৮৫, এস.পি.মুখার্জি রোড (কালিঘাট গনেশকাটরার পাশে), কলকাতা-২৬।

এই সব দরজা জানালার গ্রীল বা কোলাপসিবিল গেট, রোলিং সাটার ও লোহার স্টীলের দরজা জানালা তৈরী করেন: মায়া ইঞ্জিনীয়ারীং ওয়ার্কস ১৯৪বি, রাসবেহারী অ্যাভিন্যু, কলকাতা-২৯।

এ ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের জন্য কয়েক কনট্রাক্টারের নাম ধাম ও কামের পরিচয় দিলাম।

(১) জয়নুদ্দীন খান, ৫৫, প্রিন্স আনওয়ারশা রোড কলকাতা-৩৩। (প্লাস্টার অফ প্যারিসের কাজ সিলিং ইত্যাদি)

(২) উমের এণ্ড সান্‌স্, ১৩১,দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কল-৩৩। (প্লাস্টার অফ প্যারিসের মডেল, সিলিং,পেন্টিং ইত্যাদি)

(৩) দূর্গা গ্লাস এন্টারপ্রাইস, সি.এ.৭১, সল্টলেক। কলকাতা-৬৪ (কাঁচের আসবাব ও রকমারী আয়না)

(৪) এম.এ.রহমান, ৩৯, সারং লেন, কলকাতা-১৪। (প্লাম্বার)

(৫) এস.কে.রাউথ, ৫২, হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-১২। (ঐ)

(৬) কনস্কো, ৫৫, সন্তোষপুর অ্যাভিনু, কলকাতা-৭৫। (ঐ)

(৭) এম.এ.সেন অ্যাণ্ড কো, ৪৪/১, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, বেহালা, কলকাতা-৬০। (ইলেকট্রিকাল কাজ)

(৮) পেস্ট কন্ট্রোল সেন্টার, ৯০ মিডিল রোড, কলকাতা-১৪। (উইদমন)

(৯) মার্কিট কার্পোরেসান, ১১৫ই, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩। (ঐ)

(১০) অ্যান্টপেস্ট কর্পোঃ, ৩১/৩ বি, সুরি লেন, কলকাতা-১৪। (ঐ)

অন্দর-সজ্জা তৈরী করতে গিয়ে নানা রকম মডেল, স্কাল্পচার (ভাস্কর্য) বা গ্রাফিক আর্টের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য কিছু কিছু শিল্পী কাজ করেন শহরে:

- **মডেলার,**

(১) ফ্রেণ্ডস (শ্যামল দাস/রঞ্জন আইচ) ১৫৭, সন্তোষপুর অ্যাভিনু, কলকাতা-৭৫।

(২) শঙ্কর সাহা, ৪২/৮২ দমদম রোড, কলকাতা-৭৪।

- **গ্রাফিক আর্টিস্ট**

(১) অতনু মিত্র, ২০/১৪ এস.এন.রায় রোড, কলকাতা-৩৮।

(২) আর্ট লিঙ্ক, হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলকাতা-১২।

স্কাল্পচার বি. বনিফেস, ৩৭, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনু (৩ তলা) রুম-১৭, কলকাতা-১৯।

এ ছাড়া আর একটি দরকারী প্রতিষ্ঠানের খবর এখানে দি। সেটি ৮/১এ লিটিল রাসেল স্ট্রীটের (কলকাতা-৭১) অড জবস (odd jobs)। টেলিফোন নম্বর ৪৪.৮৪০৪। প্রতিষ্ঠানটিতে হাজার টাকা মত জমা রেখে সদস্য হতে হয়। সদস্যদের বাড়ির ঘরোয়া যন্ত্রপাতি কল কব্জা টুকিটাকি বিগড়ে গেলে খবর পাওয়া মাত্র এঁরা উপযুক্ত মিস্ত্রি পাঠিয়ে মেরামত করে দেন চট করে। ছোটখাট কাজের জন্য সঠিক মিস্ত্রি পাওয়া খুব শক্ত। এই দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতেই সৃষ্টি হয়েছে অড জবের কন্ট্রাকচুয়াল মেন্টিনেন্স সার্ভিস বা চুক্তিবদ্ধ মেরামতি কাজ।

ময়ূরের পেখমের মত রঙিন

Appreciation of colour, largely an emotional process, is felt by nearly every one. .. colour is a source of universal pleasure.
—— Anna Honk Rutt.

● গৃহীর গাইডের দুটি খণ্ডেই প্রাসঙ্গিক ভাবে রং সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। যে সব পাঠক ওই বই দুটি পড়ে ফেলেছেন তাঁদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রং সম্বন্ধে তাঁদের মূল জ্ঞাতব্য যখন জানা হয়ে গেছে তখন এই অধ্যায়টা বাদ দিয়ে গেলেও চলবে। বাড়ি বানানো বা সংসার পাতার তুলনায় ঘর সাজানোর সাথে রং-এর সম্পর্ক অনেক নিবিড়, অনেক গভীর। বিশেষতঃ মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে উচ্চবিত্তের হাতে অনেক দামী দামী উপকরণ থাকে, যেমন মেঝের জন্য মার্বেল, দেয়ালের জন্য মেহগিনি কাঠ, সিলিং-এর জন্য প্লাষ্টার অফ প্যারিস যেগুলি স্বভাবতই অর্থনৈতিক কারণে মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে। এই সব নামীদামী উপকরণের অভাব কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষ বেশ অনেকটাই মেটাতে পারেন রং-এর যাদুকরী ক্ষমতার মাধ্যমে। সাজানোর যাবৎ উপাদানের মধ্যে অন্যতম সস্তা হাতিয়ার রং, যার প্রভাব অতিশয় প্রখর এবং বৈচিত্রও অশেষ। ফলে স্রেফ রং দিয়েই অতিশয় কুৎসিত সাবেকি পর্ণকুটিরকেও সাজিয়ে অপরূপ করে তোলা যায়। যে কোনো সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে দেখুন দরজার পাশে বা দাওয়ার উপর রঙিন দেওয়াল চিত্র কুঁড়ে ঘরের রূপলাবণ্যকে কি অতুলনীয় স্তরে তুলে নিয়ে যেতে পারে। গোধূলি বেলার আকাশ পানে নজর রাখলে বুঝতে পারবেন রং-এর খেলা কি মোহন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। রং-এর এই গুরুত্বের জন্যই এ বইয়ে একটা পুরো অধ্যায় রং-এর তত্ত্ব ও রং করার পদ্ধতি নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনায় মত্ত যা গৃহীর গাইডের স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। এ অধ্যায়টি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে ঘর সাজানোর জ্ঞানের একটি বড় ফাঁক থেকে যাবে। এ অধ্যায়টি বাদ দিলে আপনার ঠকবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

● রঙের গুণপনা

সঙ্গীতের গুণকীর্তন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন গান নাকি অসুস্থ মানুষকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু রং-এর গুণপনাও কিছু কম নয়ঃ

(১) মানুষের চিত্তের উপর রং এর প্রভাব অসীম। কোন রং মানুষকে শান্ত করে, কোন রং করে উত্তেজিত। কোন রং মনকে আনন্দে করে তোলে উদ্দীপিত, কোন রং তাকে করে তোলে বিষাদগ্রস্ত।

(২) শুধু মনের উপর নয়, দেহের উপরও তার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কোন কোন রং যেমন দেহে তাপের চেতনা আনে, অপর কয়েকটি রং আনে শৈত্য বোধ।

(৩) রং-এর প্রভাবে উঁচুঘরকে নিচু, বড় ঘরকে ছোট বা উল্টোটা দেখানোও সম্ভব। বস্তুবিশেষকে ভারী বা হালকা করে তোলাও সম্ভব। সম্ভব এগিয়ে আনা, পেছিয়ে নেওয়া।

(৪) একই ঘরকে এক রং করে তোলে অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্য রং করে আলোকোজ্জ্বল।

(৫) সুষ্ঠু রং-এর সমাবেশ ঘরকে দেয় শিল্পসুষমা আবার বিষম সমাবেশ সেই ঘরেই সৃষ্টি করতে পারে নারকীয় পরিবেশ। সরু লম্বা ঘরের মাথায় উষ্ণ রং দিলে তাকে চৌক আনুপাতিক দেখায়।

এক কথায় রং-এর সর্বজনীন আবেদন যত সহজে গৃহীর চোখের সামনে তুলে ধরে গৃহের অন্তর্লীন সৌন্দর্য; রেখা, আকৃতি, অনুকৃতি বা গাত্ররূপ তত সহজে তা পারে না। রং ব্যতীত অন্য যে কোন কল্পমৌলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে খানিকটা শিল্পীর তৈরী চোখ দরকার হয়। রং-এর এই সরল ও প্রত্যক্ষ আকর্ষক শক্তির জন্যই ঘর সাজাতে রং-এর এত কদর। যে কোন ঘর সাজিয়েকেই প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে জানতে হয় রং-এর রূপবিভাগ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই বিভাজনের নানান পদ্ধতি আছে যার মধ্যে সব চেয়ে সহজ ও সর্বগ্রাহ্য সর্বস্বীকৃত পদ্ধতি হল রং-এর চাকা।

● রঙের চাকা

বা ব্রুয়েস্টেরিয়ান থিয়োরী। এই মতবাদ অনুযায়ী মূল রং (Primary colour) তিনটি — লাল, হলদে এবং নীল। অন্য কোন রং-এর মিশ্রণে এদের তৈরী করা যায় না। ২.০১ নং নকশায় দেখুন রং-এর চাকা (মলাটে রয়েছে রঙীন প্রতিচ্ছবি)। তিন মূল রং-এর একটিকে অপর একটির সাথে মিশিয়ে তৈরী হয়েছে উপমূল (Secondary colours) বেগুনী, সবুজ ও কমলা। এই ছয়টি
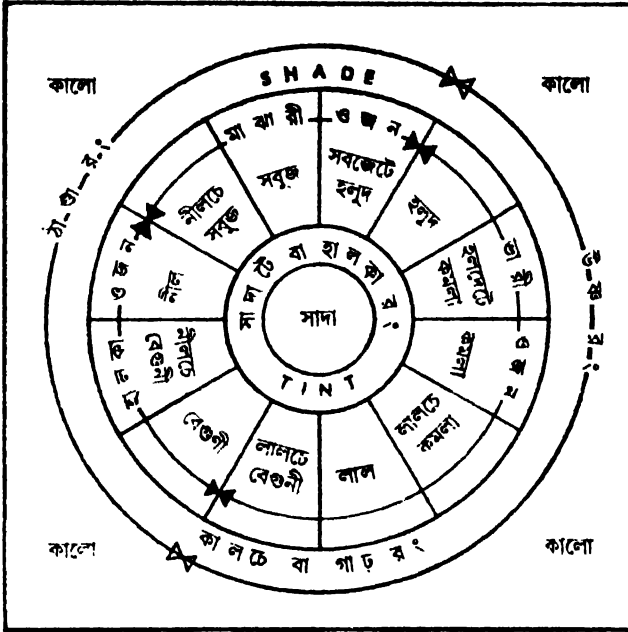
◁ ২·০১ নকশা---রঙের চাকা।

রং-এর যে কোন মিশ্রণে তৈরী হতে পারে ছয়টি তৃতীয় বর্গের রং (tertiary colours) বা অন্তর্বর্তী রং (Intermediate colours) — লালচে বেগুনী, নীলচে বেগুনী, নীলচে সবুজ, সবজেটে হলুদ, হলদেটে কমলা ও লালচে কমলা। এখানে দেখানো চাকাটির ১২টি ভাগ। বৃহত্তর বৃত্তকে আরো বেশী বৃত্যাংশে ভাগ করা সম্ভব যাতে আরো অসংখ্য অন্তর্বর্তী রং (৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ইত্যাদি বর্গের রং) পাওয়া যেতে পারে। বৃত্তের সব কটি রংকে সমপরিমাণে মেশালে পাওয়া যায় সাদা রং। এই মিশ্রণ থেকে একে একে সব রং বাদ দিয়ে দিলে যা থেকে যাবে তার নাম কালো (তাই হয়ত সর্বগুণের সমাবেশের প্রতীক সাদা আর গুণহীনতার প্রতীক কালো)। বোঝা যাচ্ছে তিনটি মূল রংয়ের মিশ্রণেই জগতের যাবতীয় রংয়ের সৃষ্টি। এখানে দেখানো চাকাটিতে ৬ জোড়া পূরক (Complementary) রং রয়েছে বৃত্তের দুই প্রান্তে। যেমন লালের পূরক রং সবুজ, হলদেটে কমলার পূরক নীলচে বেগুনী, নীলচে সবুজের লালচে কমলা বা হলুদের বেগুনী। সম পরিমাণে দুটি পূরক রং কে মেশালে এক প্রাণহীণ বিবর্ণ ধূসর রং (Neutral Grey) পাওয়া যায়। কোন রং-এর ঔজ্জ্বল্য বা তীব্রতা (সোজা বাংলায় ক্যাটকেটে ভাব) কমাতে হলে সহজ উপায় ওই রং-এর সাথে অল্প পরিমাণে তার পূরক রং মিশিয়ে নেওয়া। হাতের কাছে রং-এর চাকা থাকলে পূরক রংটি সহজেই বের করা যায়। না থাকলে কি করবেন?

একটা মজার উপায় হচ্ছে— ৩০/৪০ সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন রংটির দিকে। রংটি একটি টিনের চাকতি বা ঢাকনায় মাখিয়ে ধরে রাখতে হবে চোখের সমান উঁচুতে সাদা দেয়ালের পটভূমিকায়। আধ মিনিট বাদে চট করে চাকতিটা সরিয়ে নিলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সম আকৃতির পূরক রং-এর একটা ছাপ চোখের সামনে ফুটে উঠবে সাদা দেয়ালের পটভূমিকায়। উজ্জ্বল দেবমূর্তির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ বুঁজে প্রণাম করতে গেলে মানস চক্ষে ফুটে ওঠে ওই দেবমূর্তিরই হুবহু প্রতিচ্ছবি— এ অভিজ্ঞতা আছে ভক্ত মাত্রেরই। অবশ্য এখানে নীলঘন শ্যাম দেখা দেবেন লক্ষ্মীর কমলা রং এ, দেবাদিদেবের শুভ্র রূপে পড়বে মহাকালীর ছাপ। এতে আপনার ভক্তির কৃতিত্ব যতটা, তার থেকে অনেক বেশী দায়ী আপনার অক্ষিস্নায়ুর রং ধাবক ক্ষমতা (Retinal colour perception) ও রং-এর পূরক ধর্ম। ভক্তি আপনাকে যুগিয়েছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার উৎসাহ, বাকিটা সবই রংয়ের খেলা।

এক জোড়া পূরক রং পরস্পরের মধ্যে একটি রঙ্গীন ও নান্দনিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে ইংরাজিতে যাকে বলা হয় 'কালার ব্যালেন্স'। এই ধর্মটির বিপুল ব্যবহার হয় ঘর সাজানোর প্রতি পদক্ষেপে যার সম্বন্ধে এরপরে 'রং-এর পরিকল্পে' বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

সব রংয়েরই তিনটি মান (Quality) আছে, যা দিয়ে একটি রংকে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়ঃ

বর্ণপরিচয় (Hue) গভীরতা (Value) এবং ঔজ্জ্বল্য (Intensity)

বর্ণপরিচয় হচ্ছে রং-এর নাম (যথা নীলচে সবুজ, বেগুনী বা লাল)। গভীরতা হচ্ছে রংটি গাঢ় (কালচে বা deep) না ফ্যাকাসে (সাদাটে বা light) তার মান বিচার। যে কোন রং-এর সাথে সাদা মেশালে ওই রংয়ে যে সাদাটে ভাব আসে তাকে বলা হয় হালকা রং (Tint)। কালো মেশালে আসে কালচে ভাব; নাম গাঢ় রং (Shade)। রংটি জ্বলজ্বলে না ম্যাড়মেড়ে তার মান নির্দ্ধারক মাত্রাকে বলে ঔজ্জ্বল্য (Intensity)। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে মূলতঃ ম্যাড়মেড়ে (Dull) রংই ব্যবহার হয়। চিত্রকলার মত তীব্র উজ্জ্বল (Bright) রংয়ের ব্যবহার ঘর সাজানোর কাজে হয় না বল্লেই চলে। ঘর সাজানোর উপযোগী ম্যাড়মেড়ে রংকে নরম রং (Toned down) ও বলা হয়।

● রঙের প্রভাব

আগেই বলেছি মানুষের মানসিকতার উপর রংয়ের প্রভাব প্রচণ্ড। কাজেই ঘর রং করার আগে খুব সাবধানে বিচার করে নিতে হবে রংগুলি ব্যবহারকারীর উপর কোন অবাঞ্ছনীয় প্রভাব যাতে সৃষ্টি না করে বসে। এ জন্য আমাদের কোন রং কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে তা বিশেষ ভাবে জানা দরকার।

২.০১ নং নকশায় দেখুন হলুদ থেকে লালচে বেগুনী রংকে বলা হয়েছে উষ্ণ রং (Warm colours)। বেগুনী থেকে সবজেটে হলুদ অবধি রং-এর নামকরণ করা হয়েছে ঠান্ডা রং (Cold colours)। লাল, হলুদ, কমলা প্রভৃতি রংকে উষ্ণ বলা হয় কারণ সেগুলি হচ্ছে রোদের রং, বৈদ্যুতিক আলো বা আগুনের রং। স্বভাবতই এই রংগুলি আমাদের মনে ওই উত্তপ্ত জিনিসের সান্নিধ্যের অনুভূতি জাগায়। লাল বা কমলা রং-এর গালচে, হলুদ রং-এর দেয়াল বা পর্দা ঘরে থাকলে মনে হয় সে ঘরের তাপমাত্রাও বেড়ে গেছে। ঠিক উল্টো ফল দেয় নীল সবুজ প্রভৃতি রং যা আমাদের মনে গেঁথে আছে জল, বরফ, উদ্ভিদ ইত্যাদির ঠান্ডা অনুভূতির মাধ্যমে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় উত্তরের একটি হিমপুরী ঘরে উষ্ণ রং ও গরম আবহাওয়ায় পশ্চিমের একটি আগুন তাতা ঘরে ঠান্ডা রং ব্যবহার করে আমরা ঘরে আরামদায়ক তাপমান সৃষ্টি করতে পারি, অনুভূতির বিচারে।

রং, তাপের মত ভারেরও একটা অনুভূতি সৃষ্টি করে। নীল, গোলাপী, বেগুনী রংগুলি দৃশ্যতঃ হালকা। লাল ও হলুদ সবচেয়ে ভারী। সবুজের ভার সূচক অনুভূতি মাঝারী ধরনের (২.০১ নং নকশা)। ঘর সাজানোতে ভারী রং গুলি (লাল, কমলা ইত্যাদি) নিচের দিকে (মেঝে বা কার্পেটে) রাখতে হয়; হালকা (নীল, গোলাপী) উপর দিকে (ছাদ আলোর শেড ইত্যাদি) ও মাঝারী (সবুজ বর্গের রং) দেয়ালে, পর্দায় রাখলে ঘরটির সজ্জা মাথা ভারী বা ভারসাম্যহীন মনে হয় না। ১.০৩ নং নকশার কৌশল বুঝতে জানবেন উষ্ণ, হালকা বা উজ্জ্বল রংগুলি রঞ্জিত তলকে দর্শকের দিকে এগিয়ে আনে। ঠান্ডা, গাঢ় ও ম্যাড়মেড়ে রং গুলি তাকে পেছিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই সূত্র ব্যবহার করে অস্বাভাবিক উঁচু সিলিংকে দৃশ্যতঃ দর্শকের দিকে নামিয়ে আনা বা খুব ছোট ঘরের দেয়ালগুলিকে পিছিয়ে দৃশ্যতঃ ঘরটিকে বড় দেখানোর মত দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করা চলে। পোষ্ট কার্ডের মাপের দুটি চৌক সাদা কার্ড যোগাড় করুন। গ্রীটিংস কার্ডের সাদা পিঠ হলেও চলবে। একটির মাঝখানে দেড় ইঞ্চি মাপের একটি বর্গক্ষেত্র আঁকুন হলুদ রং-এ। এর চারপাশে একটা আধ ইঞ্চি চওড়া বর্ডার আঁকুন কমলা রং-এ। একে বেড় দিয়ে আধ ইঞ্চি মাপের লাল বর্ডার, তাকে ঘিরে পর পর সবুজ, বেগুনী ও একেবারে বাইরে দিয়ে নীল। অন্য কার্ডটিতে রং-এর ক্রম হবে ঠিক উল্টো। কেন্দ্রে থাকবে নীল চৌক ও একেবারে বাইরে হলদে বর্ডার। দেয়ালে কার্ডদুটিকে পাশাপাশি টাঙ্গিয়ে দূর থেকে দেখুন। মনে হবে প্রথম কার্ডের কেন্দ্র স্থূল পিরামিডের মত দেয়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে আর দ্বিতীয় কার্ডে কেন্দ্র ফানেল বা চুঙ্গির মত দেয়ালের ভিতর ঢুকে পেছিয়ে যাচ্ছে।

রঙের মারফৎ তাপ বা শৈত্য অনুভব যেমন এক মানসিক প্রক্রিয়া তেমনি আরো নানান ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন রং ঃ

(১) সাদা — মনে পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করে। খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা তাই সাদা আলখাল্লা পরেন।

(২) কালো — শূন্যতা, ভয় বা মৃত্যুর প্রতীক। ইয়োরোপে মৃত্যুতে শোক প্রকাশের পোষাক তাই কালো। মৃতদেহবাহী গাড়ীগুলির ক্রুশচিহ্নও এই একই কারণে হয় কালো। রহস্য ইঙ্গিতবহ এই রং।

(৩) হলুদ — একটা আনন্দময়, আশাবাদী, সম্ভ্রমপূর্ণ মানসিকতার সৃষ্টি করে। এই কারণে এটি সচ্ছলতার, প্রতুলতার প্রতীক। মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তের ঘরে হলুদ রং তার অর্থনৈতিক দৈন্যকে লুকোতে সাহায্য করবে। এই রং-এর সাথে আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে স্বর্ণ বা সোনালী রং-এর। যে জন্য বিত্তের মূল মাপকাঠি সোনাকে বলা হয় Yellow metal বা হলুদ ধাতু।

(৪) লাল — রক্তের রং, আগুনের রং। স্বভাবতই আদিম হিংস্রতা, যুদ্ধ, শক্তি, গতি, উদ্যম ও সাহসের প্রতীক। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে বুঝে শুনে ব্যবহার না করলে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। চীনাদের প্রিয় রং বলে চীনা রেস্তোরায় লালের প্রাচুর্য্য আমাদের মনে অনেক সময় অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে। বুঝে শুনে ব্যবহার করার উদাহরণ পরিমিত মাপের লাল (গাঢ়) কার্পেট যা মানুষকে জানায় উষ্ণ অভ্যর্থনা।

(৫) নীল — ঠান্ডা রং, প্রশস্ততার প্রতীক। এটি মনে জাগায় শান্ত, সৌম, সংযত নরম ভাব। এটিকে বলা চলে বিশ্রামের রং; ফলে আবাসিক গৃহে ব্যবহারের পক্ষে (বিশেষতঃ আমাদের গরম আবহাওয়ায়) খুবই উপযুক্ত।

(৬) কমলা — বর্ণালীমালার উজ্জ্বলতম রং। সাদা বা কালো মিশিয়ে হালকা বা গাঢ় করে না নিলে এর উজ্জ্বতা ঘর সাজানোর ব্যাপারে অনুপযুক্ত। গাঢ় বা হালকা ব্যাবহারোপযোগী কমলার উদাহরণ (পিচ, মরচে, সিডার, গেরুয়া বা হালকা তাম্র রং)। এটি আনন্দ, আতিথ্য, শৌর্য্য, বীর্য, আশা ও আন্তরিকতার প্রতীক। হিন্দুমতে ত্যাগের ও বিশেষত যখন তা হালকা হয়ে গেরুয়া রং ধারণ করে। তাই হিন্দু সন্ন্যাসীর একচেটিয়া রং গেরুয়া।

(৭) বেগুনী — লাল ও নীল দুটি ভিন্নধর্মী রংয়ের মিলনে বেগুনীর জন্ম বলে এটি অনিশ্চিয়তা, বৈষম্য ও রহস্যময়তার প্রতীক। গাঢ় অবস্থায় (নীল বা কালোর আধিক্য হেতু) মনকে শান্ত, বিষাদগ্রস্ত দার্শনিক ভাবাপন্ন করে তোলে। হালকা গোলাপী অবস্থায় কিন্তু এটি আনন্দ ও খুসীয়ালীর সৃজনকারী। গোলাপী (Pink) বা ল্যাভেন্ডার শেডে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বিশেষত মেয়েদের ঘরে। ঐগুলি মেয়েলী রং বলেই খ্যাত।

(৮) সবুজ — গাছের রং, পাতার রং, ঘাসের রং। সজীবতা, তৃপ্তি, ঠান্ডা নরম প্রশান্ত জীবনের প্রতীক এই রং চোখের পক্ষে উপকারী। ক্লান্ত মানুষকে বিশ্রামান্তে সজীব করে তুলতে এর জুড়ি নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিশ্রামাগারেই তাই এই রং-এর ছড়াছড়ি।

(৯) ছাই রং — বেগুনীর মত সাদা ও কালো দুই বিপরীত ধর্মী রং-এর সমাবেশ এতে। হালকা অবস্থায় আরামদায়ক। গাঢ় অবস্থায় সন্ত্রস্ত করে তোলে মানুষকে, করে তোলে বিষাদাচ্ছন্ন।

তৃতীয় বা উচ্চতর বর্গের রংগুলি মূল ও উপমূলের মিশ্রণে তৈরী। অনুপাত হিসাবে এই সব রং-এর প্রভাব কম বেশী লক্ষ্য করা যায় মিশ্রিত সব রং-এ।

● রং-এর দান

রং কি, কি ভাবে তৈরী হয়, এক রং থেকে আর এক রং এর পার্থক্যটা কি — এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যে কোন বস্তুর আলোক প্রতিফলন ক্ষমতা বিচার করে। আলোক বর্ণালীতে আছে রামধনুর সাত রং :

বেগুনী (Violet), নীলচে বেগুনী (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red) — এক কথায় চাকার সব কটি রং যার সমাবেশে তৈরী হয় সাদা আলো (যথা সূর্যের আলো)। এই আলোটি একটা নীল রঙের বস্তুর উপর পড়লে ব্যাপারটা কি হয়? এই বস্তুটির ক্ষমতা একমাত্র নীল রংয়ের আলো প্রতিফলিত করার। সেই বস্তুটি বর্ণালীর বাকি ছটি রং-এর আলোকে শুষে নিয়ে কেবল নীল আলোকে প্রতিফলিত করায় বস্তুটির রং নীল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে নীল রং বলে কিছু বস্তুটির গায়ে লেপা নেই; যা আছে তা হচ্ছে নীল আলোকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা। এখন বস্তুটির উপর সাদা আলো না ফেলে যদি লাল আলো ফেলেন, তা হলে ওই আলোতে কোন নীল অংশ না থাকায় বস্তুটি পুরো আলোটাকেই শুষে নেবে। সেক্ষেত্রে সেটিকে মনে হবে কালো রংয়ের। সন্ধের ঝোঁকে শোরুমের নীলাভ ফ্লুরোসেন্ট আলোয় যে শাড়ীটি তার দারুণ চকোলেট রংয়ের জন্য পছন্দ করে কিনে আনলেন ম্যাডামের জন্য, বাড়ির সাদা আলোয় সেটি প্যাকেট থেকে বেরুল ক্যাটকেটে বেগুনী রূপ নিয়ে আর আপনি মুখ চূর্ণ করে দেখলেন গিন্নীর নথনাড়া, শুনলেন কড়া মন্তব্য 'অকম্মার ঢেঁকী, পছন্দ বলতে কি কিছু নেই গা!' আপনার এই দুরভিজ্ঞতার মূলে কিন্তু শাড়ীর প্রতিফলন ক্ষমতা। এক একটা জিনিস বর্ণালীর এক একটা অংশের প্রতিফলন করে (কেবল সাদা ও কালো বস্তু ছাড়া যারা যথাক্রমে সব আলোই প্রতিফলন করে বা শুষে নেয়।) যে জিনিস যে আলো প্রতিফলন করে সে জিনিসের রং প্রতীয়মান হয় সেই অনুপাতে। বর্ণালীতে সব রং-এর অধিকার বা বিস্তৃতি সমান নয়। বর্ণালীর ৬৫ শতাংশ হলুদের অধিকারে নীলের স্থান মাত্র ১৫ শতাংশে। ফলে হলদে দেয়াল নীল দেয়ালের চতুর্গুণ আলো প্রতিফলন করবে। প্রতিফলনের তালিকাটা এই রকম :

সাদা	—	৭০%	৯০%	কমলা	—	১৫%	৩০%
ক্রীম	—	৫৫%	৭০%	নীল	—	১৫%	৩০%
হলুদ	—	৬৫%	৭০%	গাঢ় নীল	—	১৫%	২০%
বাফ	—	৪০%	৫৫%	লাল, মেরুন	—	৫%	১৫%
সবুজ	—	৪০%	৫০%	চকোলেট	—	৫%	১৫%
গাঢ় সবুজ	—	১৫%	৩০%	কালো	—	১%	৫%

অন্ধকার ঘরে রং সাদা বা ক্রীম হলে দৃশ্যত তাকে অনেকটা আলোকিত দেখায়। আবার যে ঘরে আলো প্রবেশ করে তীব্র অসহনীয় মাত্রায়, সে ঘরে গাঢ় নীল রং করলে প্রতিফলিত আলোর মাত্রা সহনীয় আরামদায়ক পর্যায়ে নেমে আসবে।

● রঙের পরিকল্প

বোঝাই যাচ্ছে ঘরে রং করতে হলে অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা যাচাই-বাছাই করে রীতিমত পরিকল্পনা মাফিক এগোতে হবে। এই সব পরিকল্পনায় যাতে ভুলচুক না হয়, বিশেষ করে অনভিজ্ঞ শিক্ষানবীশদের সেই জন্যে ছকে বেঁধে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে নানান ধরনের পরিকল্পের (Scheme)। এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল ঃ

ক. এক রংয়া পরিকল্প— একটি মাত্র রং ব্যবহার করা হয় সাদার সহযোগে বা বিনা সাদায়। এক ঘেয়েমি কাটানোর জন্য ওই রংটির হালকা থেকে গাঢ় নানান গভীরতায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক ঘেয়েমী একেবারে যে কাটে তা নয় তবে, কোন মারাত্মক ভুল হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। লেখককে দক্ষিণ বাংলার এক সিনেমা হলের রং পরিকল্প রচনা করতে হয়েছিল অতি সীমায়িত আর্থিক ক্ষমতা ও উপাদানের মাধ্যমে। 'পূর্বেকার অনুদানে পাওয়া কয়েক ড্রাম গাঢ় নীল রং দিয়ে পিছনের দেয়ালকে করা হল অতি নীল। এরপর লেখকের নির্দেশে কেনা হল কিছু সাদা রং। পিছন দিক থেকে পাশের দেয়ালে শুরু হল রং করা ছয় ভাগ নীলে এক ভাগ সাদা মিশিয়ে। যেমন যেমন সামনের দিকে এগিয়ে আসা হল পাশের দেয়াল ধরে, রংয়ে সাদা অংশ বাড়ানো হতে লাগল ৬ ঃ২, ৬ ঃ৩ ৬ ঃ৪ এই ভাবে। গাঢ় নীল ক্রমে হালকা হতে হতে আকাশী নীলে পরিণত হল সামনের দেয়ালের কাছে এসে এবং সামনের দেয়ালে তা আরো হালকা হতে হতে সাদায় পরিণত হল পর্দার দু-পাশে। এক রংয়া এই পরিকল্পটি সফল হয়েছিল আশাতীত ভাবে.....তার প্রশান্ত শ্রীয়ের জন্য।

খ. সমবৃত্তিক পরিকল্প—রংয়ের চাকা থেকে বেছে নেওয়া হয় পাশাপাশি অবস্থিত দুতিনটি রং (যথা সবজেটে হলুদ -হলুদ -হলদেটে কমলা)। এই ধরনের পরিকল্পে একটির বেশী মূল রং ব্যবহার করা যায় না। তিনটির যে কোন একটিকে (সাধারণত ঃ যার ঔজ্জ্বল্য কম) প্রাধান্য দিয়ে (অর্থাৎ ঘরের বড়বড় আয়তক্ষেত্র দেয়াল, মেঝে কার্পেটে ব্যবহার করে) উজ্জ্বলতর রংগুলি অপ্রধান সহযোগী রং হিসেবে ছোটখাট আসবাব, কুন, পর্দায় ব্যবহার করতে হয়। এখানেও ভুলচুক হবার সম্ভাবনা কম।

গ. পূরক পরিকল্প— রং-এর চাকা থেকে বাছাই করা হয় দুটি পূরক রং (যথা নীলচে সবুজ ও লালচে কমলা)। অনেক সময় বৈচিত্র বাড়াতে একটি পূরক রং-এর পার্শ্বস্থ সমবৃত্তিক রং (যেমন লালচে কমলার পাশে অবস্থিত কমলা বা লাল) ও গ্রহণ করা হয়। একটি রংকে প্রাধান্য দিয়ে তার পূরক রং ও পরায় পূরক রংকে ব্যবহার করা হয় অপ্রধান সহযোগী হিসাবে।

এইসব পরিকল্পেই প্রধান রং বিভিন্ন গভীরতায় ব্যবহার করা হয় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ দৃশ্যমান তলে (Visible surface)। রং এর নির্বাচন করার আগে (বিশেষত প্রধান রং) ঘরের আয়তন, ঘরের উদ্দেশ্য, আসবাবের আকার ও ঢং এবং পছন্দ ও আবাসিকের মানসিকতা সব কিছু বিচার করে নিতে হবে গভীর ভাবে। এ ব্যাপারে মনে রাখবার মত এক ডজন টিপস ঃ

(১) সাদা বা প্রায় সাদা রং-এর সাথে একটি ঠাণ্ডা রং (বিশ্রামাগারের ক্ষেত্রে) বা একটি উষ্ণ রং (কর্মস্থলের ক্ষেত্রে) দিয়ে পরিকল্প রচনা সবচেয়ে নিরাপদ। উত্তরের ঘরে চাই উষ্ণ রং, পশ্চিমের ঘরে ঠাণ্ডা রং।

(২) পরিকল্পে একাধিক রং ব্যবহার করলে তাদের গভীরতা একই পর্য্যায়ের হওয়া ভাল। কোন রং গাঢ়, কোন রং হালকা হলে পরিকল্পকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দরকার।

(৩) দুটি পূরক রং-এর মিশ্রণে যে বিবর্ণ ছাই রং পাওয়া যায় তাকে প্রধান রং করে পূরক রং দুটিকে অপ্রধান হিসাবে ব্যবহারও নিরাপদ পদ্ধতি।

(৪) প্রত্যেক পরিকল্পেই অন্ততঃ একটি প্রধান ও একটি অপ্রধান রং দরকার। এক রংয়া পরিকল্পে সাদা অপ্রধান রং-এর দায়িত্ব নিতে পারে।

(৫) দুধসাদা রং-এর সাথে ঠাণ্ডা রং ও প্রায়সাদা হালকা ক্রীমের সাথে উষ্ণ রং বেশী মানানসই।

(৬) ছাই রং-এর সাথে অপ্রধান রং খুব উজ্জ্বল হওয়া চাই।

(৭) অন্ধকার জায়গায় হলুদ বর্গের রং ও অতি আলোকিত স্থানে নীল বর্গের রং লাগাতে হয়।

(৮) ঘরের উবড়োখেবড় প্লাষ্টার, দৃশ্যমান পাইপ তেড়াবেঁকা ইলেকট্রিক লাইন ও ভাঙ্গা চোরা দরজা জানালার কুশ্রীতা ঢাকতে আশেপাশের দেয়ালের সঙ্গে এগুলিকে বেশ গাঢ় কোন রংয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট ঘরে দেবেন হালকা রং।

(৯) একটি আধুনিক কৌশল হল রং এক রেখে একটি ঘর থেকে অন্য ঘরে তার প্রাধান্য পাল্টে দেওয়া (যেমন ধরুন হলদেটে-কমলা ও নীলচে-সবুজ রং এক রেখে বসার ঘরে উষ্ণ হলদেটে-কমলাকে প্রধান রং ও পাশের শয়ন কক্ষে ঠাণ্ডা নীলচে-সবুজকে প্রধান রং হিসেবে ব্যবহার করলে রং উভয় ঘরেই উপযুক্ত মানসিক প্রভাব বিস্তার করবে আবার ভিন্নধর্মী দুটি ঘরের মধ্যে রংয়ের একটা একতা, একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবে)।

(১০) গুরুত্ব আরোপ করতে ব্যবহার করুন উজ্জ্বল রং।

(১১) একটি হালকা, একটি গাঢ় ও একটি উজ্জ্বল রং নিয়ে পরিকল্প রচনা করলে তার সাফল্য প্রায় নিশ্চিত।

(১২) তিনটির বেশী রং নিয়ে (যার মধ্যে মূল রং হবে মাত্র একটিই) পরিকল্প করলে তা মার খাবার সম্ভাবনা ষোলআনা।

আলোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত আরো কয়েকটি পরিকল্পের সারাংশ :

২ নং সারণী : রঙ-এর পরিকল্প

ঘরের			রং-এর পরিকল্প		
বিবরণ	দেয়াল	সিলিং	মেঝে	পর্দা	আসবাব
বসার ঘর (নিচু সিলিং)	ডীপ ক্রীম ও ক্রীম	প্রায় সাদা	মরচে রং কার্পেট	মেরুন, কমলা স্ট্রাইপ	গাঢ় হলুদ কমলা কভার
	বাদামী ও সাদা	সাদা	চকোলেট মেঝে	চকোলেট সাদা প্রিন্ট	গাঢ় সবুজ কভার
ঐ (উঁচু সিলিং)	গাঢ় ও হালকা কমলা	ডীপ হলুদ	গাঢ় সবুজ	হালকা সবুজ	মাঝারী সবুজ
খাবার ঘর (আলোকিত)	হালকা বাদামী	প্রায় সাদা বা ক্রীম	খুব গাঢ় হলুদ	হালকা হলুদ	সাদা বা ক্রীম সানমাইকা
	হলদেটে কমলা	ক্রীম	গাঢ় নীল মেঝে	মাঝারী নীল	হালকা কমলা সানমাইকা
ঐ (অন্ধকার)	সবজেটে হলুদ	সাদা	গাঢ় হলুদ লিনো	হালকা সবুজ	সাদা কভার
শোবার ঘর (ছেলেদের)	হালকা সবুজ, মাথার দেয়াল হলদে	প্রায় সাদা সবুজ মেশানো	হলদেটে সবুজ মাদুর	হলদে বা গাঢ় হলদে	হালকা সবুজ কভার
ঐ (মেয়েদের)	কচিকলা পাতা রং	সাদা	হালকা সবুজ কার্পেট	কচিকলাপাতায় সবুজ ছাপ	কচি কলাপাতা কভার
রান্নাঘর (নিচু সিলিং)	হালকা গেরুয়া	ক্রীম	গাঢ় হলুদ মেঝে	×	টিক ফিনিশ সানমাইকা
ঐ (উঁচু সিলিং)	গাঢ় ক্রীম	চকোলেট	বাদামী মেঝে বা লিনো	×	ক্রীম সানমাইকা
বাথরুম (উঁচু সিলিং)	গোলাপী	গাঢ় গোলাপী	মেরুন মেঝে	গাঢ় নীল	পিঙ্ক সেরামিকস
ঐ (নিচু সিলিং)	গাঢ় নীল ও নীল	হালকা নীল	খুব গাঢ় নীল বা কালো	গাঢ় হলুদ	নীলচে সেরামিকস

এই চার্টটি প্রয়োজন মত ও পছন্দ মত অল্পস্বল্প পরিবর্তন করে ব্যবহার করলে ভুলের সম্ভাবনা কম।

● ছকে বাঁধা সমাবেশ

ঘরের ব্যবহার ও আয়তন অনুযায়ী বাঙালী মধ্যবিত্তের উপযোগী রং পরিকল্পের একটা ছক তৈরী করার চেষ্টা করেছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। পাঠকের কাজে লাগতে পারে ভেবে উদ্ধৃত করলাম এখানে :

প্রবেশকক্ষ — উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে কমলা বা হলদেটে কমলাকে প্রধান রং হিসেবে বাছতে পারেন প্রান্তিক দেয়ালের জন্য। অন্য দেয়ালে ক্রীম, মেঝে বাফ ও আসবাব গাঢ় সবুজ হলে মানাবে। কক্ষটি সরু লম্বাটে হলে প্রান্তিক উষ্ণ রং নির্গমন পথকে দৃশ্যত এগিয়ে আনবে।

বসার ঘর— প্রধান রং হতে পারে কমলা থেকে হলদেটে সবুজ অবধি। অপ্রধান রং এরই পূরক হবে। সোফার পিছনের দেয়ালে গুরুত্ব আরোপ করতে করুন উজ্জ্বল হলুদ বা কমলা। বাকি দেয়াল ক্রীম। মেঝেতে নীলচে বেগুনী বা বিবর্ণ ধূসর কার্পেট। আসবাবে ওয়ালনাট পালিশ। সোফার ঢাকনা, কুশন ও পর্দায় কমলা ও গাঢ় নীলের স্ট্রাইপ দিলে মানাবে। ঘর খুব চৌক হলে দুপাশের দেয়ালে ক্রীমের বদলে গাঢ় রং (চকোলেট, মেরুন) ব্যবহার করলে ঘরের মাপে ভাল লম্বাটে অনুপাত দেখা দেবে। ঘরের জানালা দিয়ে যদি তীব্র আলো আসে উল্টো দিকের দেয়াল বা পর্দা গাঢ় ছাই রং (Dark Grey) করবেন। আলোর মাত্রা সহনীয় স্তরে নেমে আসবে।

শয়ন কক্ষ — ব্যক্তিগত পছন্দ এখানে বড় কথা। তবে যাই রং বাছাই করুন, প্রধান রংটি ঠাণ্ডা হতে হবে (পুরুষদের শয়ন কক্ষে হালকা নীল, মাঝারী নীল বা গাঢ় নীল, হালকা বাদামী ইত্যাদি ও মেয়েদের ঘরে হালকা গোলাপী বা কচি কলাপাতা)। এ বাবদে একটা মজার সমস্যা তুলে ধরেছিলেন এক পেন্ট প্রস্তুতকারক কোম্পানী তাঁদের বিজ্ঞাপনে। একটি নবদম্পতির প্রথম বাচ্চা হবে। তাঁরা ঠিক করলেন ছেলে হলে শিশুর ঘরটিতে করা হবে নীল রং, মেয়ে হলে হালকা গোলাপী। যথাসময়ে প্রসব হল;কিন্তু দম্পতি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন যখন নার্স জানাল তাঁদের জমজ সন্তান হয়েছে, একটি ছেলে, একটি মেয়ে!

খাবার ঘর — বসার ঘরের মতই পরিকল্প হবে উদ্দীপক উষ্ণ কমলা-হলুদ বর্গের রংকে প্রধান করে। গুরুত্ব আরোপ করতে হবে খাবার টেবিলের উপর (চমক লাগানো সাদা সানমাইকা ব্যবহারে এই গুরুত্ব আরোপও হবে, সাদা টেবিলক্লথের পরিচ্ছন্ন প্রতীক হয়ে উঠবে আপনার টেবিল টপ)।

রান্নাঘর — রং হতে হবে উদ্দীপক, আনন্দবর্দ্ধক, উদাম সৃষ্টিকারী। এবং হতে হবে হালকা, উচ্চ আলোক প্রতিফলক। এখানে দেয়াল প্রায় সাদা করলে তা সহজে সিঙ্ক, ওভেন ও ফ্রিজের সাথে মানানসই হবে। এর সাথে চমক সৃষ্টি করতে কখনো কখনো অভিজ্ঞ পরিকল্পকরা সরাসরি একাধিক মূল রং ব্যবহার করেন অপ্রধান সহযোগী হিসাবে। তবে এ ধরনের রং চং-এ পরিকল্প বাঙ্গালী মানসিকতার উপযোগী নাও হতে পারে।

বাথরুম — বেসিন, কমোড, প্যান, টব সাদা হলে যে কোন হাল্কা ঠাণ্ডা রং-এর পরিকল্প রচনা করতে পারেন। তবে ফিক্সচারগুলি রঙীন হলে পরিকল্পের সূত্র সেখানেই বাঁধা হয়ে যাবে। ছোট বাথরুমে আয়নার ব্যবহারে তাকে দৃশ্যত বড় করে তোলা যায়।

● রঙিন জাত বিচার

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ব্যস্ত ছিলাম আবাসিক বাড়ির অন্দর মহল নিয়েই। কিন্তু এর বাইরেও আছে বহুতর ভিন্ন জাতের বাড়ি যার রং পরিকল্প কোন অংশে লঘু ব্যাপার নয়। এই সব বাড়ির মধ্যে আছে অফিস, স্কুল, লাইব্রেরী, দোকান, নার্সিং হোম, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। এক পাতা আলোচনা করা যাক এদের নিয়েও।

নার্সিংহোম বা হাসপাতাল—কেবিন বা ওয়ার্ডগুলিতে ঠাণ্ডা আরামদায়ক ও নয়ন তৃপ্তিকর সবুজ বা নীলের প্রাধান্য থাকা উচিত। করিডোর হবে একেবারে সাদা যাতে সামান্যতম ধূলো ময়লা ঝুলও চটকরে নজরে পড়ে। আসবাবও সাদা বা প্রায়-সাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অপারেশান থিয়েটার সাদা হতেই হবে। ডাক্তারের চেম্বার ক্রীম বা হালকা হলুদ।

স্কুল, অফিস—উদ্দীপক, শক্তি বর্দ্ধক প্রাণবন্ত উষ্ণ হালকা রংয়ের সাথে সহযোগী হিসাবে রাখুন নানা গভীরতার সবুজ (আসবাবে, পর্দায়)। তাতে কর্মীদের চোখ বিশ্রাম পাবে অথচ সজীবতা বাড়বে। বজায় থাকবে কর্ম স্পৃহা। কনফারেন্স হলে সম্ভ্রম আনতে ব্যবহার করুন গাঢ় বিধিবদ্ধ [Formal] রং। ডায়াসে গুরুত্ব আরোপ করতে লাগান উজ্জ্বল মূল রং—লাল, হলদে।

সিনেমা-থিয়েটার—লবীতে উদ্দীপক সকর্মক রং লাগালেও হলের ভিতর বিশ্রামাত্মক নীল-সবুজ বর্ণের রং বা ছাই রং মনঃসংযোগে সহায়তা করবে।

রেষ্টুরেন্টের দেয়ালে উজ্জ্বল অথচ হালকা নীল বা ছাই রং দেবেন। টেবিল টপে গুরুত্ব আরোপ করতে মূল নীল বা মূল হলদে হালকা গভীরতায়। রান্নাঘর যতটা পারা যায় সাদা রাখাই স্বাস্থ্যসম্মত। বারে লাল বা উজ্জ্বল বেগুনীর মত চমকদার রং লাগাবেন। এখানে কাউন্টার টপ হবে পূরক রংয়ের।

দোকান—যেহেতু পণ্যসামগ্রী সাধারণত অতি উজ্জ্বল মূল রংয়ের মোড়কে ঢাকা থাকে, দেয়াল ছাদে হালকা বিবর্ণ ধূসর রং বা ওই জাতীয় অনাকর্ষক রংয়ের (যেমন হালকা বাদামী, হালকা ল্যাভেন্ডার ইত্যাদির) এক রংয়া পরিকল্পই সবচেয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। এই পরিকল্প অনায়াসে তুলে ধরে পণ্যসামগ্রীকে। এখানেই তার সাফল্য।

ক্লাব বা হোটেল—লাউঞ্জে লাল ব্যবহার করতে পারেন অভ্যর্থনার প্রতীক হিসাবে। ঘরে কিন্তু চাই ঠাণ্ডা বিশ্রামের রং।

অবশ্য এই সব বাঁধা ধরা ছকের সঙ্গে আয়তন, আলোর মান, ব্যবহারিক উপযোগিতা ও মানসিকতা সব বিচার করে প্রয়োজন মত অদল বদল ঘটাতেই হবে। সেখানে বিচার্য বিষয়গুলিকে যদি একটু গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করেন, রং-এর সঠিক পরিকল্পটি পেতে আপনার খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

● রঙ-বাজীর ভোজবাজী

এতক্ষণ আমরা রংয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা করলাম যা ঘর-সাজিয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এবার আমরা আসব ব্যবহারিক ভাগে। যদিও এটা ঘর সাজিয়ের পক্ষে ততটা প্রয়োজনীয় নয় তবু রংয়ের উপাদান—পেন্ট [Paint] ও তার সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতির সারাংশ আপনাকে জানতেই হবে রং-এর সুষ্ঠু বাছাই (উপাদানগতভাবে) এবং মিস্ত্রিদের সঠিকভাবে চালনা করে সুচারু কাজটি আদায় করে নিতে। পুরো ব্যাপারটায় আপনিই যে কাপ্তেন..... প্রধান রংবাজ!

● বুঝ লোক যে জান সন্ধান

বাঁশ বনে ডোম কানা। চটকদার বিজ্ঞাপনের জঙ্গলে নানা নামের নানা দামের এত রকমারী পেন্টের গুণগান হয়ে চলেছে অনবরত যে খুব সহজেই আপনার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। পেন্টের দুটি প্রধান কাজ—বস্তুটিকে রঙ্গীন সৌন্দর্য্য দান ও বস্তুটিকে আবহাওয়ার হাত থেকে সংরক্ষণ। এর বাড়তি কোন গুণের প্রয়োজন নেই পেন্টের, বিশেষত ঘরবাড়িতে আমরা যে সব পেন্ট ব্যবহার করি।

ঘর সাজানোর কাজে মূলত তিন জাতের পেন্ট আমরা ব্যবহার করি—(ক) ডিসটেম্পার, (খ) তেল রং ও (গ) ইমালসান পেন্ট। **ডিসটেম্পার** দু'রকম পাওয়া যায়—গুঁড়ো (জলে গুলতে হয়) ও তৈলাক্ত [Oil Bound] ডিসটেম্পার। গুঁড়ো ডিসটেম্পার সস্তা কিন্তু স্বল্প স্থায়ী। যে সব জায়গা খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয়, রং করার প্রয়োজন হয় ঘন ঘন (যেমন রান্নাঘর, চাকরদের ঘর, গ্যারাজ), সেখানে গুঁড়ো ডিসটেম্পার আদর্শ রং। তৈলাক্ত ডিসটেম্পারে খরচ বেশী কিন্তু স্থায়িত্বও বেশী। কম বেশী ২০টি ভিন্ন ভিন্ন রং-এ পাওয়া যায়। রং চকচক করে না। শুকনো প্লাস্টার, কংক্রিট, ইটের গাঁথুনী বা অ্যাসবেস্টাস-এর উপর রং করার আদর্শ উপাদান এটি। এক লিটারে ১০-১২ বর্গ-মিটার জায়গা রং করা চলে। তেল রং দু-রকম—**ফ্ল্যাট পেন্ট** ও **এনামেল পেন্ট**। মূল তফাৎ **ফ্ল্যাট পেন্ট** চক্‌চক্ করে না, এনামেল চক্‌চক্ করে যার জন্য একে গ্লসি পেন্টও বলা হয়। যে সব জায়গার ব্যবহার বেশী (টেবিলটপ, কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, রান্না ঘরের তাক, বাথরুম ইত্যাদির পক্ষে টেকসই ফ্ল্যাট পেন্ট খুব উপযোগী। বাজার থেকে সাদা পেন্ট কিনে টিউবের স্টেনার দিয়ে রাঙিয়ে নিতে হয় পছন্দ মাফিক। হালকা রং হিসেবে ভাল। গাঢ় গভীরতায় রোদে চট করে বিবর্ণ হয়ে যায়। **এনামেল রং** মূলত কাঠ বা ধাতুর সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। **এনামেল রং** এই সব জিনিসের উপর একটা শক্ত আস্তরণ সৃষ্টি করে যা বহুদিন ধরে জিনিসগুলিকে জল হাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচায়। বহু বর্ণ পাওয়া যায়। চলে ধোয়া মোছা। শুকতে সময় লাগে। লিটারে ১৮-১৯ বর্গ মিটার জায়গা রং করা যায়। **ইমালসান পেন্ট—দু'রকমঃ প্লাস্টিক ও অ্যাক্রালিক।** জলে গোলা এই রং জল শুকালে সিন্থেটিক রেজিনের একটা টেকসই আস্তরণ গড়ে তোলে। পেন্টের উপাদানে ভিনাইল বা অ্যাক্রালিক হিসাবে জাত বিচার হয় প্লাস্টিক ও অ্যাক্রালিকে। দামী চেহারা ও মসৃণতার জন্য ঘরসাজানোর কাজে খুব উপযোগী। খুব টেকসই ও বর্ণবৈচিত্রের জন্য বিখ্যাত। খুব তাড়াতাড়ি শুকায় ও একদিনেই দু'কোট শেষ করা যায়। নতুন বা পুরানো চুণকাম করা দেয়াল বা কাঠ ও ধাতুর উপর সমান ভাবে লাগানো চলে। এক লিটারে ২২/২৩ বর্গ মিটার রঞ্জিত করা যায়।

এ ছাড়া আর একটি সস্তার রং হল **প্রাইমার** যা এক কোট দামী তেল রং-এর আগে লাগিয়ে নিলে দামী রং-এর খরচা কমে যায়। সাদা সিমেন্টের সাথে গুঁড়ো রং মিশিয়ে তৈরী হয় **সিমেন্ট পেন্ট** যা প্রধানতঃ বাড়ির বাইরের দিকেই লাগানো হয়। গুঁড়ো রং-এ বর্ণ বৈচিত্রে অপ্রতুলতার দরুন সিমেন্ট পেন্ট ৯/১০ টির বেশী রংয়ে পাওয়া যায় না। এই গুঁড়ো রং চুণকামের চুণের সাথে গুলে **রঙিন চুণকাম** [colour Lime wash] করা যায় খুব সস্তার কাজে ঘরের ভিতর। রঙিন চুণকাম খুব টেকসই নয় ও এক বছর বাদেই শ্রীহীন হয়ে পড়ে। কাঠের দামী কাজের জন্য (সৌখীন আসবাব বা খুব দামী দরজা জানালার জন্য স্বচ্ছ **কোপাল ভার্নিস** বা **ফ্রেঞ্চ পালিশ**। এর স্বচ্ছতার দরুন এর ভিতর দিয়ে দেখা যায় কাঠের শিরার [Veneer] প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। রুক্ষ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে পালিশ খুব টেকসই নয়। পালিশের সঙ্গে নাইট্রোসেলুলোজ ল্যাকার মিশিয়ে তৈরী হয় দামী **ল্যাকার পালিশ**। এটি মহার্ঘ্য কিন্তু অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী টেকসই।

● সাবধানের মার নেই

সাত দফা 'ঘোড়ার মুখের' টিপস দিচ্ছি। এগুলি মনে রাখতে পারলে কারিগর দিয়ে সহজেই মনের মত কাজটি করিয়ে নিতে পারবেন :

(১) রং করার প্রাককৃত্যটি বড়ই দরকারী। পুরানো রং তুলে, চেঁচে, ফাটা গর্ত পুটিং দিয়ে ভরে দেয়ালটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তবে রং-এর ব্রাশ হাতে নিতে হবে। নতুন দেয়ালে, ছাদে এক কোট প্রাইমার দিয়ে নেওয়া দরকার।

(২) ব্যবহারের ২৪ ঘন্টা আগে রং-এর টিনগুলি উপুড় করে রেখে দিন। ব্যবহারের অব্যবহিত আগে সোজা করে। একটা শক্ত কাঠি দিয়ে গুলিয়ে নেবেন। প্রয়োজন হলে একই কোম্পানীর থিনার মাত্রা মাফিক মিশিয়ে রং-কে কার্য্যোপযোগিভাবে পাতলা করে নেবেন। সর পড়ে থাকলে ছেঁকে তা ফেলে দেবেন। ছাঁকার জন্য ব্যবহার করুন পুরানো মোজা বা গেঞ্জী।

(৩) রং করার আগে দরজা জানালার হ্যান্ডেল, নব, ছিটকিনি ইত্যাদি খুলে না নিলে রং-এ জেবড়ে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে। দেয়াল রাঙ্গানোর আগে আলোর ব্র্যাকেট, সুইচ বোর্ডের ঢাকনা, দেয়াল ঘড়ি, ছবি আয়না ইত্যাদি খুলে নিতে হবে।
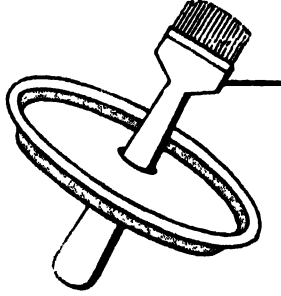
◁ ২·০২ নকশা—ছাদ বা দেয়াল রাঙানোর আগে রোলার বা ব্রাসের সঙ্গে—পাশের নকশা অনুযায়ী একটা টিন বা পিচবোর্ডের চাকতি লাগিয়ে নিন।

(৪) সব সময় রং করা সুরু করবেন সিলিং দিয়ে। ছাদ রং করার সময় ২.০২ (ক) নং নকশা অনুযায়ী রোলার বা ব্রাসে একটা টিন বা পিজবোর্ডের চাকতি লাগিয়ে নেবেন। রং গায়ে পড়বে না, মেঝে নষ্ট করবে না। ছাদের এক ধার দিয়ে রং করতে সুরু করবেন। প্যানেল দরজা হলে প্রথমে প্যানেলগুলি ও শেষে চারপাশের স্টাইল রং করে নামবেন উপর থেকে নিচে। দেয়ালের ক্ষেত্রে একটা দেয়ালে এক কোট রং এক দিনে শেষ করা দরকার। আধহাত চওড়া করে রং মাখাবেন উপর থেকে নিচে। ভাল দামী কাজে রোলার ব্যবহার করবেন।
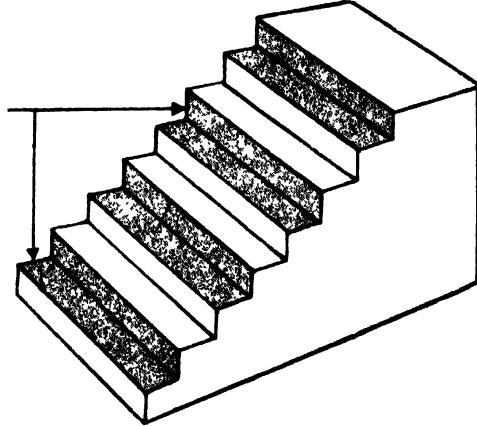
২·০২ নকশা—রঙ করার কলাকৌশল। ▷

কাঠের সিঁড়ি রং করতে হলে জোড় ধাপগুলি একদিনে ও বিজোড় ধাপগুলি পরের দিনে উপর থেকে নিচে রং করে আসবেন; কখনই সিঁড়ি অব্যবহার্য্য হয়ে থাকবে না। উপরের ধাপের খাড়াই ও নিচের ধাপের পাদানী একসাথে রং করবেন (২.০২ (খ) নং নকশা)।

(৫) পয়লা কোট শুকিয়ে যাবার পর ৪ ঘন্টা অপেক্ষা করে লাগাবেন দুসরা কোট—যতই আপনার তাড়া থাকুক। প্রয়োজন বোধ করলে তার আগে শুকনো পয়লা কোটকে মসৃণ শিরিষ কাগজ বা কাপড় দিয়ে ঘষে মসৃণতর করে নিন।

(৬) উঁচুদরের কাজে (ফ্রিজ, আসবাব ইত্যাদি) স্প্রে-গান ব্যবহার করা হয়। স্প্রে-গানে খুব পাতলা রং ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে গান ভাল থাকবে, স্প্রে হবে এক ধারায়, রং নষ্ট হবে কম। গান থেকে রং বাষ্পাকারে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বলে, রং করার আয়তক্ষেত্রটুকুকে বাদ দিয়ে ঘরের বাকি অংশ ঢেকে রাখতে হবে। নিজেও মুখোস ও ওভারঅল পরবেন। গানের মুখটি দেয়াল থেকে আধহাত দূরে রাখবেন, নজলটি থাকবে দেয়ালের সঙ্গে উলম্ব [Perpendicular] ভাবে। গানটিকে সমান গতিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেয়ালের সর্বত্র; এক জায়গায় বেশীক্ষণ ধরে রাখা চলবে না। প্রতিদিন ব্যবহার শেষে গানটি পরিষ্কার করে ফেলতে হবে সুচারু ভাবে।

(৭) ব্রাশ ব্যবহার করলে কাজের শেষে তা ধুয়ে (জল রং হলে পরিষ্কার কলের জলে এবং তেল রং হলে তারপিনে) রাখতে হবে। পরিষ্কার ব্রাশ খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখবেন। রং-এর টিনগুলি যদি উপুড় করে রাখেন তা হলে সর পড়লে তা পড়বে রং-এর তলদেশে। পরবর্তী কাজে সুবিধা হবে।

● রাঙা ঘরের চিকিচ্ছে

এত সব সাবধানতা অবলম্বন করেও মাঝে সাঝে কিছু কিছু দোষ দেখা দেয় সযত্নে কৃত পেন্টিং এও। এ বাবদে কার্য্য কারণ ও মেরামতির কিছু জানকারী আপনাকে অনেক বিব্রত অবস্থার হাত থেকে বাঁচাবে, তুলে নিয়ে যাবে বিশেষজ্ঞের পর্য্যায়ে ঃ

৩ নং সারণী ঃ রাঙা ঘরের চিকিচ্ছে

খুঁত-দোষ-ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	সমাধান বা চিকিৎসা
গুড়ো গুড়ো রং উঠে আসছে (মিস্ত্রিদের ভাষায় খড়ি ওঠা) রাঙ্গানো দেয়াল থেকে।	(১) অপরিষ্কার ব্রাশে ধুলো বালি সমেত রং লাগানো হয়েছে। (২) রং কাঁচা অবস্থায় ধুলো উড়ে এসে আটকে গেছে রং-এ। (৩) পুরানো আধশুকনো রং না ছেঁকে লাগানো হয়েছে।	কাপড় দিয়ে সজোরে ঘষে নিয়ে পরিষ্কার ব্রাশ বা রোলার দিয়ে পাতলা করে লাগান টাটকা রংয়ের এক কোট। রং না শুকানো পর্যন্ত দরজা জানালা খুলবেন না।
ফোস্কার মত ফুলে উঠছে রং এর আস্তরণ।	ভেজা দেয়ালে রং করা হয়েছে।	ফোস্কা ফাটিয়ে অল্প ব্লোল্যাম্প প্রয়োগে শুকিয়ে নিন দেয়াল। পরে উপরের পদ্ধতিতে রং করুন এক কোট।
ফুল ফুল ভিজে ছাপ ফুটে উঠছে এনামেল পেন্টের ক্ষেত্রে।	(১) ঐ (২) খারাপ থিনার মেশান হয়েছে রং-এ।	শীত কাল অবধি অপেক্ষা করুন। তারপর ব্লোল্যাম্প দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে উপরের পদ্ধতিতে। রং করুন
রং-এর মধ্যে ফুটে উঠেছে ব্রাশের দাগ।	(১) অসমান ভাবে ব্রাশ চালান হয়েছে অনভিজ্ঞ হাতে (২) রং শুকিয়ে আসার সময়ও চালান হয়েছে ব্রাশ। বাজে ব্রাশ। (৩) রং লাগাবার আগে পাতলা করে নেওয়া হয় নি।	কাপড় দিয়ে ঘষে ব্রাশের দাগ মেটান। মিহি শিরিষ কাগজও লাগাতে পারেন। এবার পাতলা টাটকা রং স্প্রে করে বা রোলার চালিয়ে লাগান এক কোট। অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দরকার।
রং ছ্যবড়া ছ্যবড়া হয়ে উঠছে।	দেয়ালে পুরানো তেলকালি থেকে গেছল।	নিচের তেলকালি তুলে ফেলে নতুন করে রং করা ছাড়া উপায় নেই।
অমসৃণ প্যাচ দেখা যাচ্ছে।	(১) জল রং-এর কাজে পুটিং এ তিসির তেল দেওয়া হয়েছে। (২) দেয়াল শোষকের কাজ করেছে বেশী মাত্রায়। (৩) বেশী ঘন পেন্ট লাগানো হয়েছে।	কাপড় দিয়ে ঘষে নিয়ে পাতলা এক পোঁচ রং লাগান।
রং কুঁচকে কুঁচকে উঠছে!	দেয়ালে প্রচুর প্রায় অদৃশ্য ছিদ্র রয়ে গেছে।	কোঁচকান অংশ গুলি চেঁছে তুলে ফেলে নতুন রং লাগান ২/৩ কোট। ছিদ্র বন্ধ হয়ে মসৃণতা ফিরে আসবে।

৩ নং সারনীর শেষ অংশ পরের পাতায় দেখুন

৩ নং সারনীর শেষ অংশ

খুঁত-দোষ-ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	সমাধান বা চিকিৎসা
নোনা ধরা দাগ।	রঙের প্যাঁচে ফাঁক থেকে যাওয়ায় বেরিয়ে আসছে দেয়ালের নোনা।	পরের বার রং করার আগে গোবর জল দিয়ে দেয়াল লেপে নিয়ে রঙ করুন।
এনামেল রঙ যথাযথ ভাবে চকচকে হচ্ছে না।	(১) দেয়ালের তেল কালি সব সাফ হয় নি। (২) রঙ খুব বেশী পাতলা করে লাগানো হচ্ছে। (৩) বাজে থিনার মেশানো হয়েছে।	দেয়াল সাবান জলে ধুয়ে শুকিয়ে টাটকা রঙের পেন্ট করুন আগের বারের থেকে ঘন অবস্থায়। একই কোম্পানীর থিনার চাই।
পাপড়ির মত পরতে পরতে রঙ উঠে আসছে।	(১) ভিজে দেয়ালে রঙ মাখানো হয়েছিল। (২) দেয়ালের (কংক্রিট বা ধাতু নির্মিত হলে) সঙ্কোচন প্রসারণের ফলে।	দেয়াল শুকিয়ে নিয়ে আবার রঙ করুন। পাতলা কংক্রীট বা ধাতু নির্মিত দেয়ালের সংকোচন প্রসারণ বন্ধ করা যায় না।
রঙ ফেটে যাচ্ছে।	রঙ বা পুটি খুব পুরু করে লাগানো হয়েছে।	পুরোনো রঙ তুলে ফেলে পাতলা করে আবার রঙ লাগানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

মনে রাখবেন রং বাড়িকে সুন্দরই করে না, দীর্ঘজীবীও করে। সবশেষে ঘরবাড়ির আত্মিক প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিতে প্রখ্যাত পেন্ট প্রস্তুতকারকের বিখ্যাত স্লোগানটিকে একটু পাল্টে দিয়ে বলি, 'Wherever You see us, think of colour! রং আপনার বাড়ির নীড়ে উত্তরণের পথে হবে নিত্য সহচর...

খবরদারপত্র — ২ নং

● একটা ১২′ × ১৪′ ঘর রং করতে কি রকম খরচ পড়তে পারে তার একটা আনুমানিক হিসাব দিলাম। আনুমানিক এই জন্য যে ঘরের উচ্চতা, দরজা-জানালার আয়তন ও সংখ্যার উপর খরচ কমবেশী নিভরশীল।এখানে দেওয়া তালিকা মূলতঃ বাজেট তৈরীর কাজে লাগে— এস্টিমেট বা পেমেন্টে হিসাবার্থে নয়ঃ

(১) সাদা কলিচুণ (৩ ফেরতা)	—	৩৫০	টাকা
(২) ড্রাই ডিসটেম্পার	—	৫৬০	,,
(৩) প্লাস্টিক পেন্ট	—	১,০৫০	,,
(৪) অ্যাক্রালিক প্লাস্টিক পেন্ট	—	১,৭৫০	,,

এর মধ্যে পুরানো রং ময়লা ঘষে তুলে দেয়ালের জমি পরিষ্কার তৈরী করে নেওয়ার কাজ সামিল আছে।

● **সাজগোজ ঘর রাঙানোর কাজে যাঁরা মিস্ত্রি মজুর যোগাতে পারেন**

(১) ছুতোর

(ক) জে. সি. মজুমদার অ্যান্ড কোং ৩৩/১, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কল-১৬।
(খ) জলি ফার্নিচার, ৮/১ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস, কল-১৯

(২) ইলেকট্রোপ্লেটিন

(ক) ইলেকট্রোক্রাফট, ৮৬/১৮ ও ১৯ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কল-১৬।
(খ) মেট্রো ইলেকট্রোপ্লেটিং, ১২ মতিশীল স্ট্রীট, কল-১৩।

(৩) পলিশমিস্ত্রি ঃ

কৌচ ফিটার্স অ্যান্ড পলিশার্স,
৭,রিপণ স্ট্রীট, কল-১৬।

(৪) গদী মিস্ত্রী

(ক) আসরফ আলি, ২৭ শামসুল হুদা রোড, কল-১৭।
(খ) ইদ্রিস, ১৩৭, পার্ক স্ট্রীট, কল-১৭

(৫) কাঁচ মিস্ত্রী

(ক) প্লাস্টোমিরর, ৬ মতিশীল স্ট্রীট, কল-১৩
(খ) বেঙ্গল গ্লাস সিন্ডিকেট, ২০৫, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রীট, কল-১।

(৬) রং মিস্ত্রী

(ক) এম. ডি. ইসমাইল, ৩৫ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কল-১৬।
(খ) এ হোসেন, ৩/১ ঝাউতলা রোড, কল-১৭।

Without hearts there is no home.

— Byron.

স্থপতি-বাস্তুকারের দল আপনার ফরমাশে একটা বাড়ি বানাতে পারবেন......চুণ আর তেলে রং-এর গন্ধে ভরা, ভিজে দেয়াল, খসখসে মেঝে, চৌদিকে ছড়ান ইটের টুকরো আর উদ্বৃত্ত বালি, কুমারী সিঁথির মত প্রাণহীন ফ্যাকাশে সাদা ঘরের সমাহারটিকে ইংরাজিতে বলা হয় হাউস। তারপর একদিন কলাপাতায় নৈবিদ্য সাজিয়ে, ঘন্টা নেড়ে সেই ঘরে হয় নারায়ণ পুজো। ঠেলায় হাঁড়ি কুড়ি চৌকি লেপ তোশকের পাহাড় চাপিয়ে গরুর ল্যাজ ধরে ঘরে ঢোকেন গৃহকর্তা। পেরেক পুঁতে দেয়ালে দেয়ালে ঝোলান হয় ছবি, ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার, দরজা জানালার ফ্রেমে পর্দার স্প্রীং, গেটের পাশে পোঁতা হয় পঞ্চমুখী জবা, টগর শিউলী। ছাদে বাঁধা হয় এরিয়ালের খুঁটি, অ্যান্টেনা, কাপড় শুকতে দেওয়ার তার। উঠোনে গড়ে ওঠে তুলসী মঞ্চ বাতাবী গাছের তলায়, কলতলায় শ্যাওলা জমে, সিলিং ফ্যানে ধুলো, কয়লার গাদায় বাচ্চা পাড়ে পাডাতুতো জিমি। ইমিটেসান পুঁথির মালা পরা জোড়া বিনুনী কুমারী হাউসের তন্বী চেহারায় আসে বয়সের ভার। চওড়া লাল পেড়ে এগার হাত শাড়ীর ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে সেই ভারিক্কী গিন্নীমা ঘোষণা করেন, 'আমি হলুম গ্যে বড় তরফের ওয়াইফ্ মিসেস হোম।'

হাউস থেকে হোমায়নের এই উত্তরণ সর্ব্বজনীন হলেও কারও ক্ষেত্রে সেটি হয় বিশৃঙ্খল আধা খেঁচড়া ভাবে, কারও ক্ষেত্রে সুকল্পিত নাটকের মত সুশৃঙ্খল সুচারু ভাবে। প্রার্থনা করি আপনার বাড়িতে এটি হোক দ্বিতীয় ধারায়। এর জন্য মূলত যা দরকার তা হল আপনার রুচিবোধ আর শিল্পকলার খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান।

● রুচিবোধ

লক্ষ্য করে দেখেছেন, কোনটা তাঁর পক্ষে মানানসই এই জ্ঞানটুকু না থাকায় সাজতে গিয়ে কি বীভৎস দর্শন হয়ে ওঠেন এক এক জন মহিলা— দামী মেকআপে, তস্য দামী শাড়িতে এবং তস্য তস্য দামী গয়নায়! অথচ শুধু খোঁপার একগুচ্ছ লাল ফুলে মুকুলিত হয়ে ওঠে সাঁওতালী যৌবন; একটা লাল টিপে লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠেন রেল কলোনীর শ্যামলী বধূটি। আসল কথা হচ্ছে জানা দরকার কোন্ পরিবেশে, কোন্ আধারে কোন্ সাজটি সবচেয়ে মানানসই। আর্টের সবচেয়ে বড় শিক্ষা— সংযম; কোথা অবধি এগিয়ে থেমে যেতে হবে তার জ্ঞান।

● শিল্পকলার জ্ঞান

শিল্পকলার দুটি শাখা—(১) চারুকলা বা Arts এবং (২) কারুশিল্প বা Crafts। চারুকলা হৃদয়াবেগপ্রসূত, সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা নিবারক, সৃজনশীল এবং মানসিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য। অন্যদিকে কারুশিল্প মূলত মস্তিষ্ক উদ্ভূত, প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহৃত, অনুকরণশীল দৈহিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিপোষক। উভয়েরই দশটি করে শাখা :—
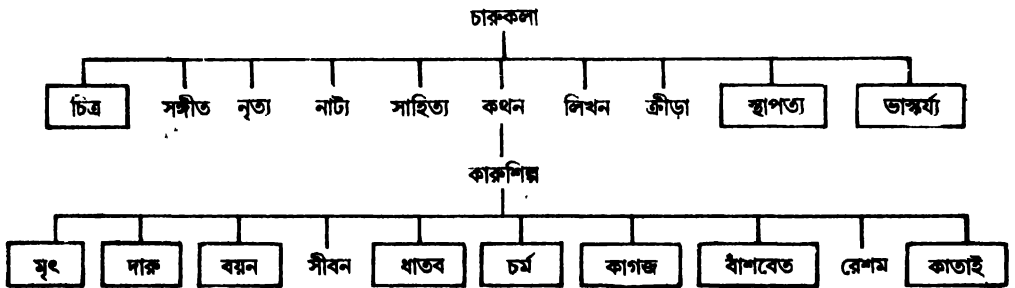
এর মধ্যে যে সব কলা ও শিল্প ঘর সাজানোর সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত সেগুলিকে উপরের লতিকায় চৌক ঘেরাটোপের মধ্যে দেখানো হল ও নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

(১) **চিত্রকলা :** কতকগুলি রেখা ও রং-এর সমন্বয়ে সৃষ্ট ভাব, আবেগ, ও অনুভূতির রূপদানকে বলে চিত্রকলা।

(২) **স্থাপত্যকলা :** ইট সিমেন্ট, বালি, ইস্পাত, কাঠ, পাথর ইত্যাদি দিয়ে ঘর বাড়ি নির্মাণের কৌশলকে বলা হয় স্থাপত্য কলা।

(৩) **ভাস্কর্য্যকলা :** পাথর, কাঠ, হাতির দাঁত, হাড়, ব্রোঞ্জ জাতীয় ধাতু, প্লাস্টার অফ প্যারিস ইত্যাদি খোদাই করে যে ত্রিমাত্রিক চিত্র ও মূর্তির বিকাশ হয় তাকে বলে ভাস্কর্য্যকলা।

(৪) **মৃৎশিল্প :** মাটি, কাদা, বালি ইত্যাদির সমন্বয়ে দ্রব্য সামগ্রী, তৈজসপত্র তৈরী করাকে বলে মৃৎশিল্প। এটি প্রাচীনতম লোক শিল্প।

(৫) **দারুশিল্প :** কাঠ জাত আসবাব, নৌকা, কুটির ইত্যাদি বানানোর বিদ্যার নাম দারুশিল্প।

(৬) **বয়ন শিল্প :** বুননের সাহায্যে প্রস্তুত তালপাতা ও খেজুর পাতার চাটাই, হোগলা, পাটের ও নারকেলের দড়ি নির্মিত জাল, শিকে, তাঁত, লেস ইত্যাদি সৃষ্টিকে বলে বয়ন শিল্প।

(৭) **ধাতব শিল্প :** লোহা, ইস্পাত, সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি দিয়ে কলসী, থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি, তৈজসপত্র ও হাতিয়ার তৈরী করাকে বলে ধাতব শিল্প।

(৮) **চর্মশিল্প :** চামড়ার সাহায্যে জুতা, জামা, ব্যাগ, সুটকেস, বেল্ট ইত্যাদি তৈরী করাকে চর্মশিল্প বলে।

(৯) **কাগজ শিল্প :** কাটা কাগজ, বোর্ড বা কাগজের মন্ড দিয়ে খেলনা, শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি বানানোর নাম কাগজ শিল্প।

(১০) **বাঁশ-বেত শিল্প :** বাঁশ বা বেতের সাহায্যে আসবাব, ঝুড়ি, খাঁচা ইত্যাদি বানানোর কারিগরীকে বাঁশ-বেত শিল্প বলে।

(১১) **কাতাই শিল্প :** নারকেল ছোবড়ার দ্বারা, দড়ি, শিকা, পাপোশ, বুরুশ প্রভৃতি শিল্প সম্ভার নির্মাণ বিদ্যার নাম কাতাই শিল্প।

● ভারতীয় গৃহ সজ্জার ধারা
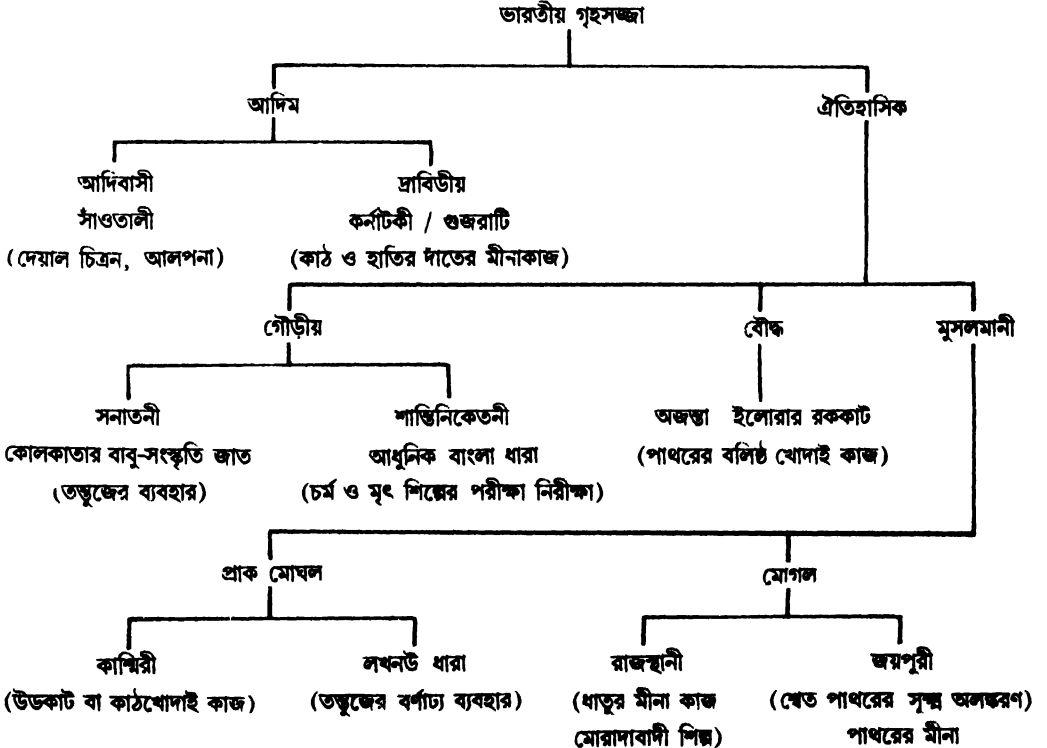
যেহেতু গৃহসজ্জা হৃদয়াবেগজাত সৌন্দর্য-তৃষ্ণা নিবারণ ও মানসিক উন্নতি সাধনের সাথে সাথে দৈহিক ও সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদও মেটায়। সেই জন্য এখানে প্রয়োজন হয় এতগুলি কলা ও শিল্পের সুসমন্বয়। বুঝুন ব্যাপার! আপনাকে হতে হবে সর্ববিদ্যাবিশারদ! জ্যাক নয়, মাস্টার অফ অল ট্রেডস!

আমাদের পেশাদার ইন্টিরিয়ার ডিজাইনাররা বিদেশে শিক্ষিত। পাশ্চাত্যের প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেন না। 'আমরা বিলিতী ধরনে হাসি, বিলিতী ধরনে কাসি; পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি।' কিন্তু এর ফলে আমাদের হোমায়ন সম্পূর্ণ হয় না। হোম-যজ্ঞ পন্ড হয়ে যায় দক্ষযজ্ঞের মত। সুষ্ঠু হোমায়নের জন্য প্রয়োজন ঘর সাজানোর দেশী কৃষ্টির যথোপযুক্ত প্রতিফলন। দেশজ অলঙ্কারের বাহুল্যকে বর্জন করে যদি ঐতিহ্যের অহংকারের সাথে মেশাতে পারা যায় আধুনিক সরলতর রূপ তা হলেই সেটি হয়ে উঠতে পারে আমাদের আধুনিক ভারতীয় জীবনধারার সঠিক ভাষ্য। একমাত্র তখনই হতে পারে বাড়ি থেকে নীড়ের যথার্থ উত্তরণ। বিলিতীয়ানার মাধ্যমে এ উত্তরণ সুদূর পরাহত। ঘর সাজানোর কাজে আমাদের দেশীয় কৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হলে ভারতীয় গৃহসজ্জার ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিবর্তন ধারার সম্যক জ্ঞান থাকা খুবই দরকার। দুঃখের বিষয়, সঙ্গীত, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের ইতিহাসের মত ভারতীয় গৃহসজ্জার কোন ধারাবাহিক গবেষণা বা ইতিবৃত্ত—চর্চা সুষ্ঠুভাবে হয়নি।

আগের লতিকাটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তৈরী। এর পিছনে কোন বিজ্ঞানসম্মত নিয়মনিষ্ঠ গবেষনালব্ধ সূত্র নেই। নেই লুপ্ত ধারাগুলি সম্পর্কে নিরলস সাধনালব্ধ কোন আবিষ্কার: পেশাদারী কাজের তাগিদে আপসে যেটুকু চোখে পড়েছে তারই ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ এই লতিকা। এখানে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে বৃক্ষহীন প্রান্তরে ভেরেন্ডার ছায়াই তো সম্বল ঃ

গবেষকের চোখে এই লতিকাটি হয়ত মোটেই প্রামাণ্য নয়, তবে মধ্যবিত্তের ঘর সাজানোর কাজে দেশজ উপাদান অন্বেষণ করার পক্ষে এটি যথেষ্ট।

● দেশজ উপাদান অন্বেষণ

আমাদের সাজানো ঘরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আনতে আমাদের উপাদানগুলিকে হতে হবে প্রথমতঃ দেশজ দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী কৃষ্টির প্রতীক। এছাড়া অবশ্য মধ্যবিত্তের উপযোগী হতে এদের হতে হবে সস্তা, সুলভ, কমদামী, মজবুত ও টেকসই।

এই নির্বাচনের দুরূহ কাজটি আমি আমাদের অফিসে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে নির্ভুল ভাবে করার উদ্দেশ্যে যে ফরমূলা বা পদ্ধতি অনুসরণ করি সেটি এখানে তুলে ধরলাম পাঠকদের জ্ঞাতার্থে। খুব একটা চালাক পদ্ধতি বলবো না। তবে মোটামুটি কাজ চলে যায়। যতদিন না সত্যিকার সৃজনশীল গুণীজন উন্নততর কোন পদ্ধতি না বার করছেন, ততদিন এতেই কাজ চলে যাবে। পরের পাতায় দেখুন ৫টি স্তম্ভে বিস্তৃত কমবেশী ২০০টি জিনিসের একটি একটি বিস্তীর্ণ তালিকা। লক্ষ্য করে দেখুন এর প্রত্যেকটি খাঁটি দেশীয় ব্যাপার যার উপর কোন বিদেশী প্রভাব পড়েনি। এগুলি বেশ কিছুটা পর্য্যবেক্ষণের পর সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতীয় গৃহ-সজ্জার লতিকায় প্রদত্ত নটি চালু ধারা থেকে। স্তম্ভ ১এ আছে উপাদান বা Raw Material .... যা জন্ম ও লভ্যতা এবং ব্যবহারের দিক দিয়ে সর্বতোভাবে ভারতীয়। কুড়িটি পুঞ্জে (Group)-এ এগুলি বিভক্ত। ১ম পুঞ্জে সবচেয়ে কমদামী উপাদান। একেবারে তলার শেষ পুঞ্জের উপাদান সবচেয়ে দামী। দ্বিতীয় স্তম্ভের কুড়িটি পুঞ্জে রয়েছে আসবাবের তালিকা উপর থেকে নিচে ছোট থেকে বড় মাপের ক্রম অনুযায়ী। স্তম্ভ ৩-এ তৈজসপত্র— আবার ছোট থেকে বড়র ক্রম অনুযায়ী। স্তম্ভ ৪-এর ২০টি পুঞ্জ জুড়ে রয়েছে মোটিফ-সরল আকৃতি থেকে জটিল আকৃতির ক্রমানুসারে। শেষ স্তম্ভে রয়েছে ২০টি রং যা একান্ত ভাবেই ভারতীয় রূপচর্চার অন্তর্গত। ঘর সাজানোর কোন পরিকল্পে যখন রূপে-গন্ধে, সুরে-ছন্দে ভারতীয় ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব পরে আমাদের উপর তখন আমরা পরিকল্পটির খসড়া হয়ে গেলে যে সব আসবাব (Furniture) ও তৈজস পত্র (Accessories) দিয়ে ঘর সাজানো হবে তার তালিকা তৈরী করে ফেলি। এই সাথে পরিকল্পের প্রধান রংটি স্থির করে ফেলা হয় ঘরের আয়তন, উদ্দেশ্য, মানসিকতা ইত্যাদি বিচার করে। এবার তালিকাগত আসবাব ও তৈজসের একটি একটি করে মেলান হয় স্তম্ভের সাথে। স্তম্ভের যে নামটির সাথে আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারগত ভাবে মিল হয়, সেই নামটি পরিকল্পের খসড়া তালিকায় বসান হয় সঠিক। ভারতীয় উপাদানটি। তার অনুকৃতি বা অলঙ্করণ যোগায় ৪নং স্তম্ভ। প্রধান রং-এর পূরক হিসাবে অপ্রধান রংগুলি বাছাই হয় ৫নং স্তম্ভ থেকে।

● হাতে কলমে ভারতীয় করণ

ধরা যাক একটি ঘরের দেয়াল গাঢ় কমলা। এঘরে ভারতীয় ভাব বজায় রেখে ফল্‌স সিলিং লাগাতে হবে যা কিন্তু সব দিক দিয়ে হবে আধুনিক। খরচ করতে হবে বুঝে শুনে। ফল্‌স সিলিং এর পরিবর্ত পাওয়া গেল চাঁদোয়া (স্তম্ভ ২) উপাদান (স্তম্ভ ১) হল তালপাতার চাটাই। রং গোধূলী বর্ণ (স্তম্ভ ৫) কোণে কোণে সেঁটে দেওয়া জলপাই রংয়ের (স্তম্ভ ৫) শোলার (স্তম্ভ ১) কল্কা (স্তম্ভ ৪)। এই ঘরে চেয়ারের বদলে চারটি বেতের (স্তম্ভ ১) জলচৌকি (স্তম্ভ ২), যার বুননে ফুটে রইল পদ্মফুল (স্তম্ভ ৪)। মাঝখানে সেণ্টার টেবিলের বদলে একটি কাঠের সিন্দুক যার সারা অঙ্গে ঝিনুক বসিয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে পদ্মফুল মোটিফের। জল

চৌকি গুলি ধান রংয়ের। সিন্দুকটির রং মেটে। তার উপর থাকবে একজোড়া চিনেমাটির কোসাকুসি, সাদা রংয়ের। কোসাকুসিতে থাকবে এক জোড়া দুধে আলতা রংয়ের পোড়ামাটির তৈরী পদ্মফুল। ভারতীয়নাটা কেমন ফুটতে পারে তা বুঝতে হলে দেখুন ৩,০১ নং নক্‌শা। খরচ কিন্তু কমই হবে কারণ বেশীর ভাগ বাছাই-ই হয়েছে প্রায় সব স্তম্ভের উপর দিক থেকে!
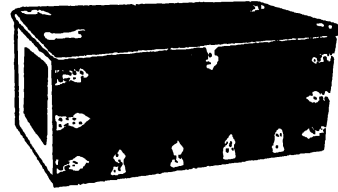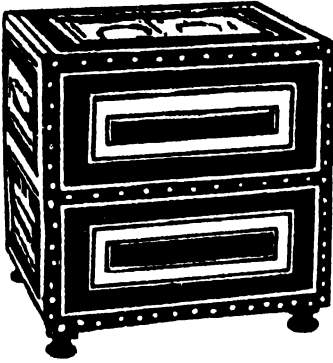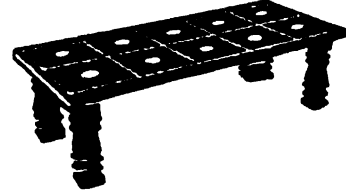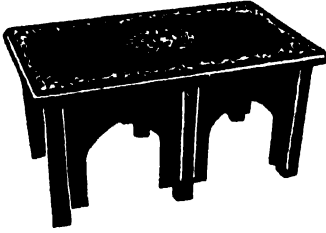
৩.০১ নকশা হাতে কলমে ভারতীয়করণ। সেন্টার টেবিলের বদলে কারুকরা সিন্দুক, কৌচের বদলে জলচৌকি ইত্যাদি।

● পরিমিতির ব্যাপারটা কিন্তু ভুলবেন না!

ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে গিয়ে উদাহরণে ভারতীয়ানার বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যের প্রতীক ফোটাতে এরকম সর্বাত্মক ভারতীয় ধারার প্রয়োজন হয় না। একটি কি দুটি বিশেষ ভারতীয় আকৃতি, অনুকৃতি, অলঙ্করণ বা রংই যথেষ্ট। একটা মাদুরের (৩,০২ নং নকশা।) পার্টিশান কি একজোড়া শান্তিনিকেতনী চামড়া বাঁধানো বেতের মোড়া অথবা ঘরের এককোণে পিতলের কলসীতে এক গুচ্ছ রজনী গন্ধাই দেশী ভাব ফোটাতে যথেষ্ট। এই সঙ্গে নন্দলাল কি যামিনী রায়ের ছবির একটি ভাল প্রিন্ট বা দরজার মুখে ছোট্ট একটি তেল রং-এ আঁকা আলপনা থাকলে তো কথাই নেই।

আর একবার বলি পরিমিতি বোধ বা থামতে জানাটাই শিল্প রুচির মূলমন্ত্র।
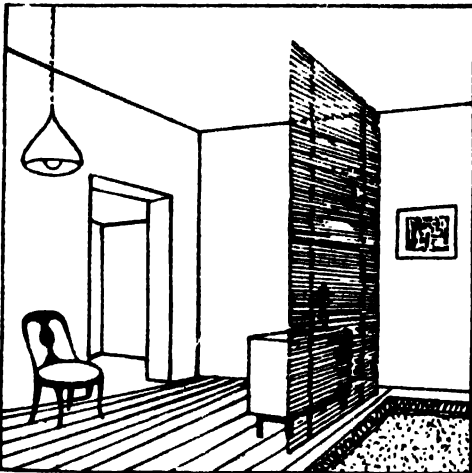
◁ ৩.০২ নকশা---মাদুরের পার্টিশান।

৪ নং সারণী ঃ দেশজ উপাদান অন্বেষণ

স্তম্ভ ১ঃ উপাদান	স্তম্ভ ২ঃ আসবাব	স্তম্ভ ৩ঃ তৈজসপত্র	স্তম্ভ ৪ঃ মোটিফ	স্তম্ভ ৫ঃ রং
১ দেশীরং-শিইলী খয়ের মাটি	চাটাই/মাদুর/ শীতলপাটি	কলসী/ ঘড়া/ গাড়ু/ বদনা	ফুল/ কল্কা (আম্রকপী)	জলপাই (ঘন সবুজ)
২ শোলা/ পাট/ ঘাস	কাঁথা/ আসন/ গালচে	কুঁজো/ জালা/ ডাবনা	লক্ষ্মীর পা/ কুলো/ লাঙ্গল	টিয়ারং (হালকা ঐ)
৩ বেত/ বাঁশ/ সরকাঠি	পাপোষ/ পাদানী	ঝুড়ি/ ডালা/ সাজি	মীন/ সাপ/ পাখী/ প্যাঁচা	নবঘন নীল (গাঢ় নীল)
৪ মাটি/ পোড়ামাটি/ খড়ি	দেয়াল চিত্র/ আলপনা	টুপী/ পাগড়ী/ ছাতা	ত্রিনয়ন/ কর্ণকুন্ডল/ বজ্র	আকাশী নীল (হালকা ঐ)
৫ তালপাতা/ গোলপাতা	পুষ্পাধার/ পিলসুজ/ মশাল	চামর/ কুলো/ হাতপাখা	পদ্মফুল/ পদ্মপাতা/ কাশ	গোধুলী বর্ণ (গোলাপী)
৬ নারকেলপাতা/ ছোবড়া	তাকিয়া/ ঝালর	শিলনোড়া/ খলনুড়ি	চাঁদ-তারা/ স্বস্তিকা/ পতাকা	দুধেআলতা (হালকা ঐ)
৭ হোগলা/ খড়/ উলুখড়	চাঁদোয়া/ যবসিকা	হামনদিস্তা/ ঢেকি/ যাঁতা	পঞ্চপল্লব/ লতা/ ত্রিশূল	সিঁদুর বর্ণ (লাল)
৮ রঙ্গীন পুঁথি/ কড়ি	হুঁকো/ গড়গড়া/ ফরসি	ঘটি/ বাটি/ কড়াই	চাঁপাফুল/ ঝুমকো/ সূর্য্য	মেটে (গাঢ় ঐ)
৯ সুতো/ দড়ি/ কাছি/ লেস	মোড়া/ দোলনা/ ফলক	জাঁতি/ দা/ কুড়ুল	ময়ূর পেখম/ পালক	বাসন্তী (হলদেটে কমলা)
১০ চূণ/ পাথর/ বালি	পিঁড়ি/ জলচৌকি	চটি/ খড়ম/ পাদুকা	শঙ্খ/ চক্র/ কল্যাণচিহ্ন	গেরুয়া (হালকা ঐ)
১১ ঝিনুক/ শাঁখ	পেটিকা/ সিন্দুক	ডাবর/ হাঁড়ি/ পাতিল	কলস/ মঙ্গলঘট/ ওঁচিহ্ন	ধান রং (হলুদ)
১২ লোম/ চুল/ শিং/ হাড়	চৌবাচ্চা/ জলাধার	হাতা/ বেড়ি/ খুন্তি	ঘন্টা/ প্রদীপ/ কাস্তে	কাঁচা সোনা (গাঢ় ঐ)
১৩ চামড়া/ পালক	কুলুঙ্গী/ দেরাজ	পিকদান/ পানপাত্র/ ফুলদানী	হংসমিথুন/ হাতি/ গোধন	রূপালী (সাদা)
১৪ চিনেমাটি/ স্ফটিক	মাচান/ গৃহতল	ধুনুচি/ আতরদান/ প্রদীপ	ধানের শীষ/ কলাগাছ	শ্বেতচন্দন (ঐ)
১৫ কাঠ/ কাগজ	গবাক্ষ/ দ্বার/ জলিকা	দোয়াত/ কলম/ পুঁথি	অশ্বক্ষুর/ গোক্ষুর	রক্তচন্দন (গাঢ় লাল)
১৬ কার্পাস/ রেশম বস্ত্র	স্তম্ভ/ ভাস্কর্য/ শিবিকা	ধুতি/ চাদর/ শাড়ি	নৌকা/ ধর্মকেতন	নস্যি (কালচে ছাই)
১৭ লোহা-পেটাই/ ঢালাই	ফরাস/ গদ্দা/ সিংহাসন	থালা/ রেকাব/ কোসাকুসি	পানপাতা/ ঢাল/ অসি	মেঘবরণ (হালকা ঐ)
১৮ পিতল/ কাঁসা/ তামা	বেদী/ মঞ্চ/ সোপান	মুকুর/ চিরুনী/ কাজললতা	মুকুট/ চূড়া/ মালা	মুক্তো (সাদাটে ছাই)
১৯ রূপা/ সোনা	ফোয়ারা/ বেড়া	সেতার/ ডুগি/ ঢাক/ বীণা	গৌরীপট্ট/ শিবলিঙ্গ	কাজল (ঘনকালো)
২০ মণিমালা	মন্দির/ মন্ডপ/ ছত্রি	হার/ বালা/ দুল/ চুড়ি	জোড়া হাত (নমস্কার)	ময়ূর কণ্ঠি (রামধনু)

● প্রগতির গতি মন্দাক্রান্তা

পরিমিতির সাথে আর একটি সাবধানতার প্রয়োজন আছে বিশেষত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজস্ব ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে। এটি হচ্ছেঃ আপনাকে পরিকল্প রূপায়ণে এগুতে হবে ধীরে ধীরে প্রায় শম্বুক গতিতে। পরিকল্পের খসড়াটি হয়ে যাবার পর উপকরণ সংগ্রহে একেবারেই তাড়াহুড়ো করবেন না। হয়ত আপনার পরিকল্পের অন্যতম অঙ্গ একটি চিনেমাটির হ্যাঙ্গিং ব্যোল বা পাতাবাহার গাছ লাগাবার ঝুলন্ত পাত্র (যার দাম সাধারণঃ ৩০/৫০ টাকা) এবং একটি কাঠের বাহারী টেবিল ল্যাম্প (শেড সমেত দাম ২০/২২ টাকার মত)। যেহেতু আপনার ৬০ টাকার বাজেটের মধ্যে দুটিই হয়ে যাচ্ছে, রাতারাতি যা সামনে পেলেন তাই কিনে ফেল্লে আপনি ভুল করবেন। থাক না দু'চার মাস ঘরটা আলোক-পাদপহীন অবস্থায়। ইতিমধ্যে টাকাটা জমুক, বাড়ুক অঙ্কটা। অফিস যাতায়াত, ছেলেকে স্কুলে দেওয়া নেওয়া বা বাজার করার ফাঁকে ফাঁকে আপনি দোকানে দোকানে দেখে বেড়ান টেবিল ল্যাম্প আর হ্যাঙ্গিং ব্যোল। দরদাম জানুন, মনে মনে প্রত্যেকটিকে কল্পনা করুন আপনার ঘরে রাখলে কেমন মানাবে? পোড়া মাটির ব্যোলটার কারুকার্য্য চমৎকার কিন্তু কাঠের টেবিল ল্যাম্পের সাথে মানাবে না, দেখতেও একটু সস্তা সস্তা। কাট গ্লাসের টেবিল ল্যাম্পটা দরুণ কিন্তু তার দামটাও দারুণ। সেই তুলনায় কাঁচের ব্যোলটার ক্যাটকেটে নীল রং জেল্লাহীন চেহারা নেহাতই বেমানান। তাছাড়া ওর পাতলা কাঁচটা মোটেই টেকসই নয়, এক ঠোক্করেই ব্যোল 'হরিবোল' বলবে! কাঠের ব্যোলটার নকশা কাঠের ল্যাম্পটার সাথে মানানসই কিন্তু কেঠো বোলে পাতাবাহার বড়ই বিসদৃশ। এইভাবে একদিন মার্কেটের এক কোণে একটা ছোট্ট দোকানে নজরে পড়ে যাবে আপনার পাশাপাশি রাখা দুটি ডোকরা তামার কাজ। পেতলের কল্কা বসান মাঝারী সাইজের ব্যোল (মূল্য ৭০ টাকা) আর একই নকশায় একটি তামার টেবিল ল্যাম্প (মূল্য ৯০ টাকা) দারুণ ম্যাচিং সেট ব্রে ধরনের কল্কার ছাপ রয়েছে আপনার টেবিলক্লথে ঠিক সে ধরনের কল্কার সাজে অপরূপ একজোড়া শিল্প কর্ম। দামটা আটকাবে না। এতদিনে আপনার পকেটের ৬০ টাকা বেড়ে ১৬০ হয়ে গেছে। চার মাস আগে হুড়বড় করে ৬০ টাকায় দায় সারলে এই অপরূপ শিল্প সংগ্রহ দুটি আপনার ঘরে কোন দিনই শোভা পেত না।

ধীরে চলার নীতির সুফল তিনদফাঃ

(১) যাচাই বাছাই করে সবচেয়ে মানান সই বাজারের সেরা জিনিসও আয়ত্ত করতে পারবেন সাধারণ মধ্যবিত্তরা যদি প্রতিমাসে পরিকল্পনামাফিক রোজগারের একটা সামান্য অংশও লক্ষ্মীর ভাঁড়ে সরিয়ে রাখেন এই বাবদ। হায়ার পারচেজের বা কিস্তিতে কেনার কুফল এতে নেই, সুফল আছে। আপনাকে অযথা সুদ গুণতে হবে না অথচ আপনার বহুমূল্য সংগ্রহ দেখে তাক লেগে যবে বন্ধুজনের।

(২) এই ধীরে চলার ফলে ঠিক কোন জিনিসটি আপনার সবচেয়ে প্রয়োজন এবং তার কোন মডেলটি আপনার ঘরে সবচেয়ে শোভন ও ব্যবহারোপযোগী তা ভেবেচিন্তে করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন আপনি। অকেজো বাজে ঠুনকো জিনিস একনজরে কিনে ফেলে পস্তাতে হবে না আপনাকে কোনদিনই।

(৩) একটু একটু চেহারা ফেরায় পাঁচ সাত বছরেও আপনার ঘর আপনার কাছে পুরানো একঘেয়ে হয়ে উঠবে না। নিত্য নতুন নবনব সাজের উত্তেজনা আপনার সংসারকে মাতিয়ে রাখবে বছরের পর বছর ধরে। ঘর সাজানোর আনন্দ, আত্মসন্তুষ্টি আপনি ভোগ করবেন আজীবন। এই দীর্ঘয়ত সুখ প্রাপ্তি বড় কম কথা নয় (শুনিছি হঠাৎ বড়মানুষ বা ভুঁইফোড় সৌখীনদের পেছনে ফেউ লাগায় আই. টি. ও আর সি. বি. আই; আপনি সেই পিছুটান থেকে যে মুক্ত থাকবেন সেটাও ফ্যালনা নয়।)

● নিত্যনব উত্তেজনায় বিত্তহীনের চিত্তসুখ

আর একটি খেলা আছে যাতে বিনা খরচে সাজানো ঘরের নতুনত্ব অনুভব করতে পারবেন মাসে মাসে, এমন কি সময় আর তাগিদ থাকলে প্রতি সপ্তাহেও। যে সময়টা বিছানায় চিৎপাত হয়ে, বস্ না হলে ম্যানেজমেন্টের আর বস্ হলে ইউনিয়ানের মুন্ডুপাত করেন, সেই সময়টা ওভাবে অপচয় না করে একটা সৃজনশীল খেলায় মাতুন। নার্ভগুলো বিশ্রাম পেয়ে সতেজ হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঠিক করে ফেলুন আলমারীটা ড্রেসিং টেবিলের জায়গায় আর ড্রেসিং টেবিলটা আলমারীর জায়গায় রাখবেন (কারণ তাতে আলমারীতে সরাসরি পড়বে টিউবের আলো, লুঙ্গি খুঁজতে গামছা বেরিয়ে পড়বে না আর ওদিকে বাঁ পাশের জানালার আলোতে আয়নায় মুখ দেখা যাবে অনেক স্পষ্ট ভাবে)। এই ভাবে আসবাবপত্রের স্থান মাঝে মাঝে ওলট পালট করে দিলে চির পরিচিত ঘরটা নতুন নতুন লাগবে, আসবাবে ঢাকাপড়া দেয়াল আর মেঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে আপসেই আর নবসজ্জিত ঘরে থাকার আমেজটা আপনি অনুভব করবেন মাঝে মাঝেই। তবে সাবধান, নিচের গল্পটা শ্রীমতীকে আগেভাগেই শুনিয়ে রাখবেন, আজকাল বড় সামান্য কারণেই ডাইভোর্স হচ্ছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওষুধের দোকানে ঢুকলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, "আর্নিকা আছে নাকি হে?"
"বাতের ব্যথা নাকি?" সহৃদয়ভাবে প্রশ্ন করল কম্পাউন্ডার ছোকরা।
"আরে না হে বাপু, ছেলের বৌ ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান শিখছে। ঘরের আসবাব এদিক ওদিক করে সাজাচ্ছে নিত্য নতুন ঢংয়ে।"

"সে কি দাদু, এই বয়সে আপনাকে আসবাব সরাতে হয় বাড়িতে?" ছোকরাটির বিস্মিত প্রশ্ন।
"দুর, আমি কেন আসবাব সরাতে যাবো। আমি বেড়িয়ে ফিরে বসে পড়েছিলাম গতকাল যেখানে সোফা রাখা ছিলো।"
"তাতে কি হল?"
"আজ সেখানে ক্যাকটাসের টব রাখা হয়েছে!"

● নজর কাড়বেন কোনজন?

একটা ঘরে বিস্তর জিনিস রয়েছে— খাট, আলমারী, আয়না, টেবিল, কৌচ, বই, ফুলদানী, ঘড়ি, ছবি, পেলমেট, পর্দা, পাপোষ, আগনা মায় ক্যালেন্ডারের বুকে মা-ঠাকুর-স্বামীজী সমেত মা কালী। বলুন তো এতে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কে? জানি, আপনি বলবেন— মা কালী। হল না, ঘর— সাজিয়ে হিসেবে আপনি ফেল; গোল্লা পেলেন। ঘরের এক একটা উপাদানের, তার আয়তন ও অবস্থান হিসাবে, কম বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ৫ শতাংশ থেকে ২০% পর্য্যন্ত। তালিকাটা এই রকম:

তৈজসপত্র	—১০%	কৌচ ১ নং	—১০%
পর্দা	—১৫%	কৌচ ২ নং	—১০%
দেয়াল	—১৫%	সোফা	—১৫%
কাঠের আসবাব	—৫%	মেঝে বা কার্পেট	—২০%

আপনার ঘর সাজানোর পরিকল্পে উপরের জিনিসগুলির উপর এই তালিকা মাফিক দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত রং, রেখা, আকৃতি বা অনুকৃতি থাকলে সামগ্রিক ভাবে পরিকল্পটির ভারসাম্য বজায় থাকবে। ধরুন আপনার ঘরের মেঝেটি নিরাভরণ, কার্পেট বা গালচের বলাইও নেই এর ফলে দশ্যত আপনার ঘরের ভারসাম্য থকাবে না। আপনার ঘরটির নেড়া নেড়া দেখাবে। কিম্বা ধরুন ঘরে অন্যান্য সাদাসিধে আসবাবের সাথে রয়েছে একটি খুব জবড়জং কাজ করা প্রকাণ্ড একটি কাঠের সিংহাসন জাতীয় আরামকেদারা। অন্যান্য সাদাসিধে আসবাবের মধ্যে এটি ৫% থেকে অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অর্থাৎ ঘরেব ভারসাম্যের দফারফা ঘরটি মনে হবে ওই সিংহাসনে বসার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে! কাজেই ঘরের কোন্ বস্তুর কতটা দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা থাকা উচিত সে বাবদে একটা সুষ্ঠু পরিমিতি বোধ ঘর-সাজিয়ের থাকা একান্ত আবশ্যক। অথচ এই পরিমিতি বোধটুকু আসে অনেকটা চুল পাকানো অভিজ্ঞতার পর। তবে আপনার নিজের বাড়ির পরিকল্পে যে ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করতে বলেছি, তা এই অনভিজ্ঞতার পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে অনেকটা। যে সময়টা আপনি পাচ্ছেন (আর্থিক ক্ষমতা ও ধৈর্যানুসারে ৪ মাস থেকে ৪ বছর) ভাবনা-চিন্তা করার, তাই আপনাকে জুগিয়ে দেবে প্রয়োজনীয় পরিমিতি বোধ (বিত্তহীনতার অনেক সুবিধা মশাই! 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস')। এতে যে সত্যটি আপনাকে থামতে শেখায়, তার নাম—
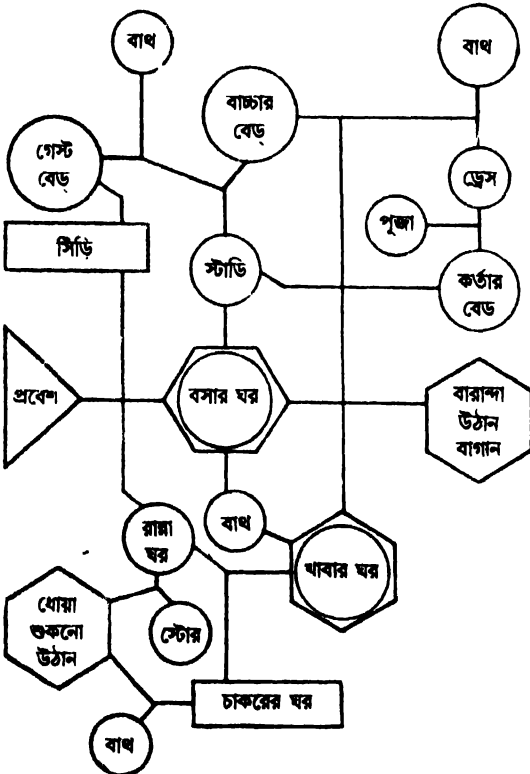
◁ ৩·০৩ নকশা—ঘরের পারস্পরিক সম্পর্ক।

রঙিন চিত্র নং-১

সস্তার আসবাব — বেতের তৈরী, গৃহকর্ত্রীর নিজের হাতে রং করা শ্বেত-শুভ্র সৌন্দর্য্য। অ্যাকোয়ারিয়ামের ডান দিকে ঝুলছে উপুড় করা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, আপাততঃ তার ব্যবহার আলোর শেড হিসেবে। দেয়ালে টাঙ্গানো পেন্টিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষকের ভূমিকা নিয়েছে — আরো বেশী সাফল্যের সঙ্গে। আসবাবের সাদার সঙ্গে দেয়াল, থাম, সুইচ বোর্ড অ্যাকোয়ারিয়ামের ঢাকনা ও মেঝের মেটে লাল হালকা গাঢ় শেডে সমবৃত্তিক রঙীন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে মনোরমভাবে।

রঙিন চিত্র নং-২
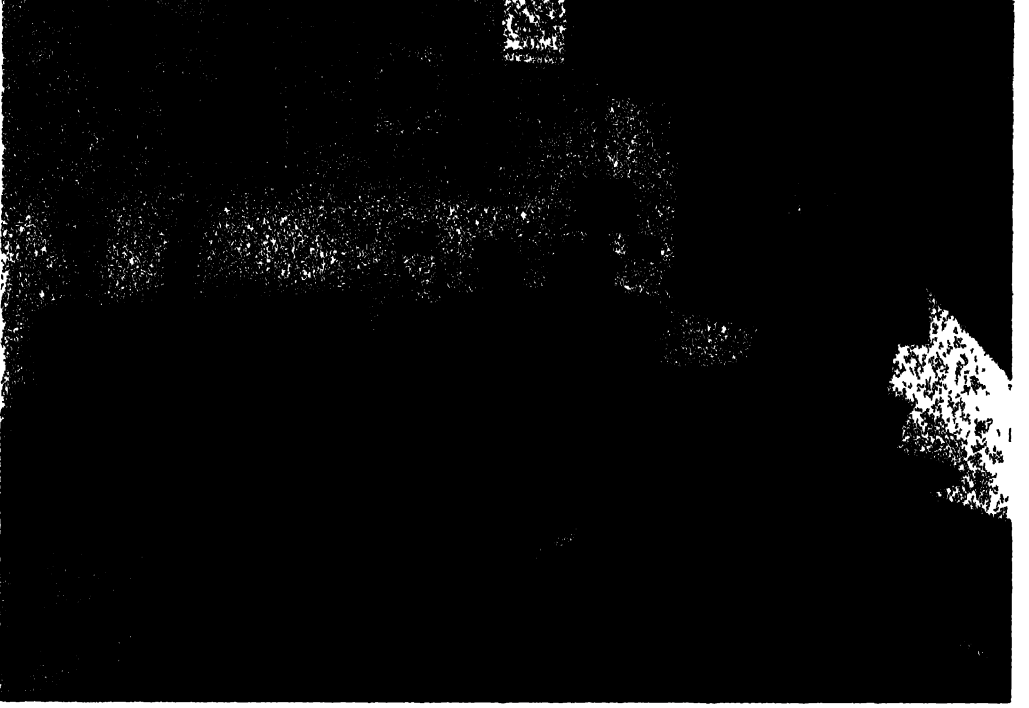
বসার ঘরের বিধিবদ্ধ আসবাব। লাল হলুদ রংয়ের পূরক ভারসাম্য দেয়াল থেকে গাঢ়তর হয়েছে সোফার কাপড়ে, আলোর শেডে, লেখকের মাদুরে আঁকা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পটে। মেটে লাল মেঝে থেকে উঠে এসেছে রেডিয়োগ্রামে, সেন্টার টেবিলে, সোফার কুশনে, সিঁড়িতে, ফটোর ফ্রেমে। সব মিলিয়ে সস্তা আসবাবে গড়া পরিচ্ছন্ন একটি স্কীম। মাদুর গাছ জাতীয় একটব ইন্ডোর প্লান্ট ঘরে এনেছে সবুজের সজীবতা যেমন পালতোলা জাহাজের পেন্টিংটি এক টুকরো নীলের নিবিড়তা। এগুলি কাটিয়ে দেয় লাল হলুদের একঘেয়েমি।

রঙিন চিত্র নং-৩

এক তলা থেকে দো-তলায ওঠার সিঁড়িব নীচে ফুট পাঁচেক ব্যাসের একটা চৌবাচ্চা বা পুল। বাঁধানো হযেছে সস্তার নীল ভিট্রাম দিয়ে। ধাপগুলিও সস্তাব গ্রে ও সিলভার গ্রে সিমেন্টেব মোজাইকে তৈবী। একমাত্র দামী জিনিস যেটা ব্যবহাব করা হয়েছে এই সিঁড়িতে তা হল ৬ ইঞ্চি চওড়া বর্মাটিকের হ্যান্ড রেল। ফোয়ারাটা নিছকই পাইপের মুখে ছোট্ট শাওয়াব আটকে ঘবেই বানানো।

● ক্রমমিশ্রণ

যাঁদের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি দুই-ই অল্প তাদের পক্ষে গৃহসজ্জার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বর্তমান তৈজস ও আসবাবকে এক কথায় বাতিল না করে দিয়ে, কেবল ভাঙাচোরা অকেজোগুলিকে একে একে খারিজ করে ন মাসে ছ-মাসে পরিকল্প মাফিক নতুন উপকরণ দিয়ে তাদের স্থান পূরণ। এমন কি ভাঙাচোরা অকেজো সাবেকী প্রকরণ থেকেও মেজে ঘষে মেরামতি করে কিছু কিছু অভিনব উপকরণ সৃষ্টিও সম্ভব যা চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে যাবে আপনার পরিকল্পের সাথে। আমাদের অফিসে যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন, তা হলে দেখাতে পারি ৫০/৬০ বছরের পুরাে টেবিল ও আলমারীর পায়া কেটে, মুকুট উড়িয়ে, উপরে সানমাইকা সেঁটে, পাশে টিক-প্লাই ও রেক্সিন দিয়ে মুড়ে, হাতল পাল্টে, পালিশ চড়িয়ে তাবৎ আসবাবে কি ভাবে অতি আধুনিক রূপদান করা হয়েছে। ৭২ সালে এই কাজে আমাদের খরচ পড়েছিল দেড় হাজার টাকা। ওই সময় ওই স্টাইলের আসবাব কিনে সাজাতে হলে আমাদের খরচ পড়ত বারো থেকে চোদ্দ হাজার! ভাড়ায় নিলে মাসিক ভাড়া দাঁড়াতো মোট চারশ টাকা!

অতএব নিজের আসবাব নিজে তৈরী করলে লাভ বই ক্ষতি নেই। আর্থিক সাশ্রয় তো বটেই নিজের রুচি মাফিকও তৈরী করতে পারবেন। রুচিতে কতটা তফাৎ হতে পারে ভেবেছেন কোন দিন? দেখুন তাহলে :

৫ নং সারণী : রুচিভেদ বিলেতী ও দেশী

বিলেতী বিধি যা আপনার আসবাব-নির্মাতার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ছবিওয়ালা বিলেতী ক্যাটলগ!	দেশী বিধি যা আপনি রক্তের সূত্রে পেয়েছেন বাপ-পিতেমোর কাছ থেকে।
(১) বিছানার মাথায় ও পাশে জানালা থাকলে আলো এসে ঘুমের ব্যাঘাত হবে।	(১) বিছানার মাথায় ও পাশে জানালা থাকলে হাওয়ার পরশে ঘুম গাঢ় হবে।
(২) আড্ডার আসরে পা ঝুলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসাটাই নাকি সভ্যতা।	(২) বাবু হয়ে পদ্মাসনে না বসলে বা তাকিয়াশ্রিত ভাবে অর্দ্ধশয়ান না হলে আসে না আড্ডার মেজাজ।
(৩) বৈঠকখানার একপাশে টেবিল পেতে চলতে পারে দৈনন্দিন চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সাবাড়।	(৩) দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়াটা খাবার বা রান্নাঘরের আবরুতে পদ্মাসনে বসে করাটাই অধিকতর রুচিকর।
(৪) সাপ্তাহিক ধর্মচর্চা গীর্জায় নির্বাসিত। বাড়ি নাকি মালিকের দুর্গ।	(৪) নিত্য ধর্মচর্চা গৃহজীবনের অঙ্গ। গৃহস্থের কাছে তাই আবাস হচ্ছে গৃহমন্দির।
(৫) রান্না মানে মশলাহীন সরল সিদ্ধকরণ। উপাদান হাতে গোনা যায়।	(৫) তেল মশলার মিশ্রণে রান্না একটি শিল্প বিশেষ। উপকরণ ও তার অজস্র।
(৬) প্যান্ট, জিন্‌স, কোট, টাই, বুট—টাইট পোষাক শীত-নিবারক কিন্তু দেহকে করে আড়ষ্ট। আসবাব হয় কাঠখোট্টা। ইষ্টকাকৃতি।	(৬) ফতুয়া, পাজামা, লুঙ্গী, পাঞ্জাবী, চপ্পল, খড়ম —গ্রীষ্মের উপযোগী ঢিলা পোশাক দেহকে নমনীয় রাখে। তাকিয়া-গদ্দা-গালচেয় ফুটে ওঠে সেই নমনীয়তা।
(৭) টুথব্রাশ, কমোড, টয়লেট পেপার ও ওডিকলোন ব্যবহার স্বাস্থ্য সম্মত, রুচিকর। গায়ে তেল মাখা নিষিদ্ধ।	(৭) দাঁতন, প্যান, হাতে মাটি ও সাবান ব্যবহার দেহে মনে আনে স্নিগ্ধতা। গায়ে তেল মাখাও স্নানের একটা অঙ্গ।

দেশে কাগজের অনটন না থাকলে এ তালিকাকে যত খুশী বাড়িয়ে চলা যায়। মোট কথা রুচির দিক দিয়ে, কৃষ্টির দিক দিয়ে, প্রথার দিক দিয়ে পূর্ব হচ্ছে পূর্ব, পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম; দুয়ের মিল অসম্ভব (East is East, West is West, two cannot meet)।

● মিলন মন্ত্র

ক্রম মিশ্রণের কতকগুলি সূত্র আছে। সামগ্রিক ভারসাম্যের খাতিরে এগুলি মেনে চলতে হবে :

(১) কাঠের আসবাবের সাথে কাঠের আসবাব, গদীমোড়ার সাথে গদী মোড়া এবং ধাতু নির্মিত আসবাবের সাথে ধাতু নির্মিত আসবাবই মানানসই হয়। পালিশ করা আসবাবের সাথে রংকরা আসবাব বেমানান।

(২) বৈপরীত্য যদি সর্বাঙ্গীণ হয় (অর্থাৎ রং, রেখা, গাত্ররূপ, আকৃতি, অনুকৃতি সব দিক দিয়ে) তা হলে তারও একটা আকর্ষক চটক থাকে। ৩.০৪ নং নকশায় দেখুন আদিম ভারী কাঠের জ্যামিতিক টেবিলের সাথে লোহার পায়াযুক্ত অতি আধুনিক রঙ্গীন ও মসৃণ প্লাষ্টিকের অ-জ্যামিতিক আসন কেমন আকর্ষণীয় বৈপরীত্য [Contrust] সৃষ্টি করেছে।
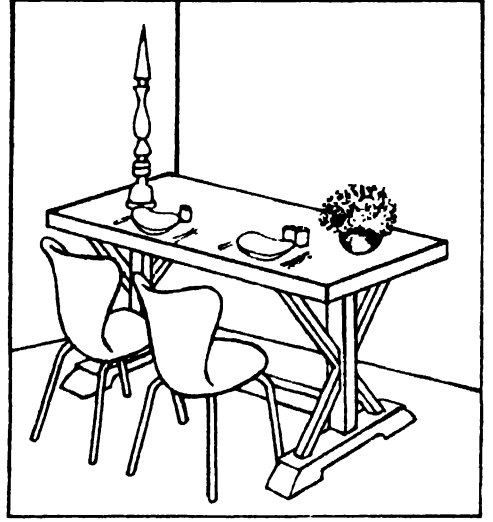
৩০৪ নকশা---আদিম ভারী জ্যামিতিক কাঠের টেবিলের সাথে লোহার পায়া যুক্ত অতি আধুনিক রঙিন ও মসৃন প্লাস্টিকের অজ্যামিতিক চেয়ার সৃষ্টি করেছে---আকর্ষণীয় বৈপরীত্য।

(৩) দৈহিক আরাম ও ব্যবহারোপযোগিতার দিক দিয়ে আধুনিক ডিজাইনের আসবাবই আদর্শ। কাজেই বিশ্রামের আসনগুলিতে (খাট, চেয়ার, ডিভান, সোফা, কৌচ, লাউঞ্জ চেয়ার বা আরাম-কেদারা প্রভৃতি) আধুনিক ডিজাইনই অধিক কাম্য।

(৪) আকৃতি ও অলঙ্করণের দিক দিয়ে নতুন ও পুরানোতে মিল পাওয়া বেশ শক্ত। এ রকম সমস্যায় সর্বাঙ্গীণ বৈপরীত্য [Total Contrust] এর মধ্যে সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

(৫) পুরানো ও নতুন আসবাবকে আলাদা আলাদা পুঞ্জে [group-এ] বা ভিন্ন ভিন্ন ঘরে সাজালেও এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

(৬) কেবল মাত্র পুরানোর সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে হাত বদলী পুরানো আসবাব [Second hand] বা নিকৃষ্ট উপাদানের নকলী উপকরণ কিনবেন না।

(৭) মনে রাখবেন নতুন ঢং-এর আসবাব সংগ্রহ করতে করতে একদিন পুরো সংগ্রহটাই নতুন ঢং-এর হয়ে যাবে। গোড়া থেকে পুরানো ঢং-এর সাথে আকৃতিগত বা আলঙ্কারিক মিল খুঁজলে তা সম্ভব নয়।

(৮) নতুন ঢং-এও ভারতীয় ভাবধারার প্রতিফলন হতে পারে। একটি আধুনিক অলঙ্কারবিহীন আড়াল বা Screen এর কথাই ধরা যাক। এটি তৈরী হতে পারে :

(ক) কাশ্মিরী খোদাই করা কাঠের

(খ) আধুনিক বাটিকের কাজ করা বন্ধনী প্রিন্টের

(গ) শ্রীনিকেতনী কাজ করা চামড়ার

(ঘ) মধুবনী চিত্র শোভিত পার্চমেন্ট কাগজের

(ঙ) বাঁশ ও বেতের সমাহারে

(চ) মাদুর, শীতল পাটি বা তালপাতার চাটাই দিয়ে। দেখুন এর সব কটিই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ধারার প্রতীক। একেবারে অভারতীয় পরিবেশেও চামুণ্ডা পাহাড়ের মহিশূরী ষাঁড়ের আকৃতির ছাইদানী, বাঁকুড়ার ঘোড়ার আকৃতির কাগজ চাপা, শান্তি নিকেতনী চামড়ার ক্যালেন্ডার বা বড় একটি শাঁখকে ফুলদানী হিসেবে ব্যবহার করেও ভারতীয় ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। কাজেই নতুন আসবাব নির্বাচনে ভারতীয় ধরন-ধারণ না পেলে মুষড়ে পড়বার কোন কারণ নেই।

● হোমায়নের ভিন্নতর সমস্যা

সমস্যা নয়, আমরা আলোচনা করব সমাধানের :

(ক) ছোট ঘরকে বড় দেখাতে হবে :

আজকের ফ্ল্যাটভিত্তিক জীবনে প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্তই ছোট আয়তনের ঘরে থাকতে বাধ্য হন। এঁদের প্রত্যেকেরই মনোগত ইচ্ছা তাঁর ঘরটি অন্তত লোকচোখে বড়সড় সম্ভ্রান্ত দেখাক। ৩.০৫ নং নকশায় দেখুন উপরের ছোট্ট ঘরটিতে বর্ডার-যুক্ত নকশাদার মেঝে, দেয়ালের গাঢ় রং-এর চওড়া স্কার্টিং, চওড়া চওড়া ছবির ফ্রেম, জানালা ও দরজার মাথায় ছোট ছোট সাবেকী পেলমেট এবং সিলিং-এর চারধারে প্লাষ্টারের যে কারুকার্য রয়েছে,পাশের ছবিতে তা অনুপস্থিত। বদলে এসেছে এক রংয়া মেঝে, একই রং-এর সরু স্কার্টিং, দেয়ালের সাথে রং মেলান সরু ছবির ফ্রেম ও লম্বা টানা পেলমেট। প্যানেল দরজার স্থান নিয়েছে ফ্লাস ডোর। দরজা আর চৌকাঠে এসেছে দেয়ালের রং। ছোটখাট জিনিসগুলি আর আলাদা আলাদা করে ততটা চোখে পড়ছে না; সব কিছু ঘরের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। ফলং—ঘরটিকে বড়সড় আয়তনের মনে হয়। প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্টিবিভ্রমের এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে রংয়ের প্রভাবের যে সব কলাকৌশল বলা হয়েছে এগুলি তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ। এগুলি আপনি আগেই জানতেন; নকশার মাধ্যমে আপনার স্মৃতিকে আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া হল।
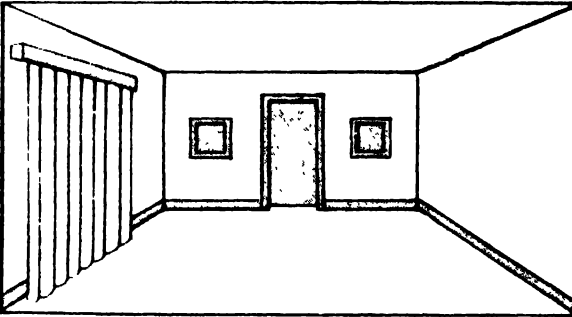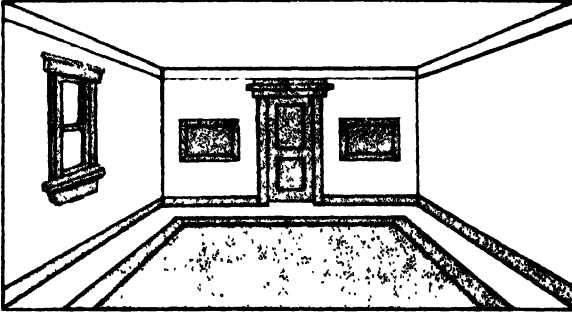
৩·০৫ নকশা--মেঝের বর্ডার, নকশা, দেয়ালের গাঢ় রঙের চওড়া স্কার্টিং--ছবির চওড়া ফ্রেম, ছোট ছোট সাবেকি জানালা ও পেলমেন্ট, প্যানেল দরজা, সিলিঙের মোল্ডিং অপসারিত করে ছোট ঘরকেও বড় দেখানো যায়।

(খ) বড় ঘরকে ছোট দেখাতে হবে :

বিয়ের পর নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ী ফেরত একবেলার জন্য ব্রেক-জার্নি করেছি ভায়রা-ভাইয়ের চক মিলান, সাবেকী বাড়িতে, বাঁকুড়ায়। ইঞ্জিনিয়ার জামাই, ওঁরা ধরেই নিলেন আমি সাহেব লোক। তার উপর শ্রীমতীর মারফত তাঁর ধুরন্ধর দিদিটি আগেই জেনে নিয়েছেন ফুলশয্যার রাত্রে ধুতির কাছা খুলে গেছল ....পুনঃ স্থাপনের কৌশলটা আয়ত্তে না থাকায় তাকে শেষ পর্যন্ত লুঙ্গীর রূপ দিতে হয়েছিল বাকি রাতটুকু! অতএব জমিদার বাড়ির একমেবাদ্বিতীয়ম এটাচ্‌ড্‌ বাথরুমওয়ালা ঘরটি খুলে দেওয়া হল আমার জন্য। কয়েক ঘন্টার অবস্থিতি তার মধ্যে চট করে স্নান খাওয়া সেরে নিতে হবে। বাথরুমে ঢুকে আমার চক্ষু ছানাবড়া! পনেরো ফুট বাই কুড়িফুট একটি সাবেকী চার দরজা কামরাকে বাথরুম বানানো হয়েছে, ঝাড় লণ্ঠনের হুক থেকে শাওয়ার ঝুলিয়ে। কলঘর না হলঘর? এই মাঠ সদৃশ বাথরুমের মাঝখানে জামাকাপড় খুলতে পারেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা নিউডিস্ট ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। জামাকাপড় ভেজানোর মত অবসরও হাতে ছিল না। অগত্যা স্নানের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে সে যাত্রা ঘাড়ে মুখে জলের ছিটে দিয়েই চালাতে হল।

এধরনের গেরো আপনারও হতে পারে যদি কোন সাবেকী বাড়ি কেনেন বা ভাড়া নেন। প্রয়োজনের অনুপাতে ঘর খুব বড় হলে তা আর আরামদায়ক থাকে না, নিজেকে ছোট মনে হয়, ঘরের বিশালতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে কাঁটা ফোটাতে থাকে।

সাতদফা নিয়মে আপনি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন :

(১) পর্দা ঝুলিয়ে ঘরটিকে দুটি অংশে ভাগ করে (১.০৫ নং নকশা)। ঘরটি এক হলেও দুটি অংশে থাকবে কার্যত দু'ধরনের ব্যবহার। যেমন ধরুন বসা এবং খাওয়া, আড্ডা এবং টি.ভি. দেখা, খাওয়া এবং রান্না, পড়া এবং অতিথিদের শোয়া, আপনার শোয়া এবং জামাকাপড় পরা ইত্যাদি। পুরোপুরি উদ্দেশ্য সাধক হতে হলে পর্দাটিকে ছাদ থেকে মেঝে অবধি লম্বা করতে হবে।

(২) দুটি ব্যবহারিক অংশের মাঝে আংশিক আবরু সৃষ্টি করতে লাগানো যায় একটি স্থায়ী পার্টিশান (৩.০৬ নং নকশা)। গেরোটা বাঁকুড়ার মত বাথরুমে হাজির থাকলে কমোড, বেসিন ও শাওয়ারের মাঝে কাঁচের বা প্লাস্টিকের আধা স্বচ্ছ পার্টিশান দিয়ে আয়তনগত অনুপাত আনতে পারেন (৩.০৭ নং নকশা)।
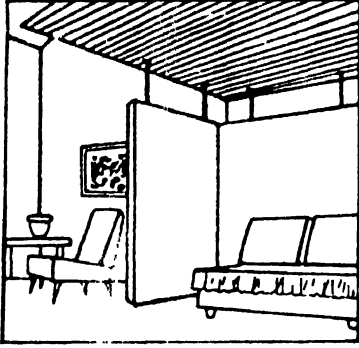
◁ ৩.০৬ নকশা—দুটি ব্যবহারিক অংশের মাঝে আংশিক আবরু সৃষ্টি করতে লাগানো হয়েছে—একটি স্থায়ী প্লাইউডের পার্টিশান। পার্টিশানটি ব্লক বোর্ডের বা সাধারণ কাঠেরও হতে পারে।

৩.০৭ নকশা—কমোড বা বেসিনের মাঝে প্লাস্টিক বা আধা স্বচ্ছ কাঁচের পার্টিশান দিয়ে আয়তনগত অনুপাত আনা যায়।
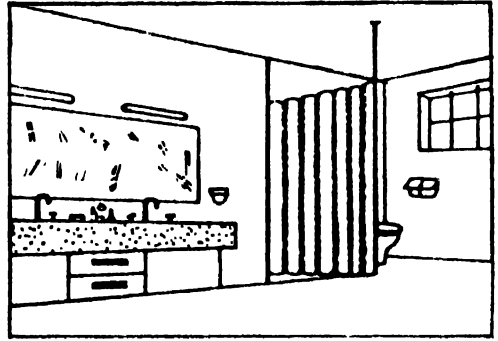
(৩) একটা যুতসই আলমারী, বইয়ের র‍্যাক বা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো জাতীয় বড় (যা দণ্ডায়মান মানুষের চোখের উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে) আসবাব ঘরের মাঝখানে রেখে (১.০৪ নং নকশা) এই অনুপাত আনা সম্ভব।

(৪) ঘরের দুটি অংশের মাঝে সাবেকী ঢং-এর কাঠের বা গাঁথুনীর তৈরী আর্চ বা তোরণ সৃষ্টি করা যায়। এ ধরণের সজ্জা ঘরের সাবেকী চেহারার সাথে মানাবে। তবে ভাড়াটে বাড়িতে এ জাতীয় স্থায়ী পরিবর্তন করার অনুমতি মালিক নাও দিতে পারেন।

(৫) যাদের অমৃতে অরুচি নেই, তাঁরা ঘরের এক অংশে কাঠের একটা ভারী কাউন্টার বানিয়ে ও পিছনে একটা কাঁচের

◁ ৩.০৮ নকশা—একটি ভারী কাঠের কাউন্টার ও পিছনের কাঁচের আলমারীর সমাহারে সৃষ্ট ঘরোয়া বার। এভাবেও গড়ে ওঠে ঘরের আনুপাতিক ভারসাম্য।

দেয়াল-আলমারী সাজিয়ে গড়ে তুলতে পারেন ঘরোয়া বার (৩.০৮ নং নকশা) ঘরের অনুপাতে ভারসাম্য তো আসবেই রসিক বন্ধু সমাগমে তা জমজমাটও হয়ে উঠবে সততই।

(৬) দুটি ব্যবহারিক অংশে যদি দুধরনের বা দুই রং-এর মেঝে (যথা মার্বেল ও কাঠ, মোজাইক ও কার্পেট, বাদামী মেঝে ও হলদে মেঝে ইত্যাদি) তৈরী করেন তা হলেও ঘরটি দৃশ্যত ছোট দেখাবে।

(৭) দুটি অংশের দেয়াল দুটি পূরক রং-এর করলেও এই একই উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

● উচু ছাদকে নিচু দেখাতে হবে

অথচ ফল্‌স সিলিং দিয়ে আপনি ঘরের ঘনায়তনও কমাতে চান না। এ ক্ষেত্রে পুরো ছাদটা সিলিং দিয়ে ঢেকে না দিয়ে ছাদ ও দেয়ালের কোণ বরাবর ৬.০২ নং নকশা মাফিক বোর্ড বা প্লাস্টারের বর্ডার বা পেলমেট লাগান ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া করে। বর্ডার বা পেলমেটটিতেও লাগাতে হবে ছাদের সাদা বা হালকা রং। দেয়ালের অপেক্ষাকৃত গাঢ় রং শেষ হয়ে যাবে বর্ডার বা পেলমেটের ঠিক তলায়। দেখবেন, ঘরে বাতাসের ঘনায়তন না কমিয়েও ঘরটি অনেক নিচু দেখাবে।

● ঘরের দিগদর্শন

বাংলা প্রবাদ বলে 'দক্ষিণ দুয়ারী' নাকি 'ঘরের রাজা'। অর্থাৎ পরিবেশের দিক দিয়ে বাড়ির দক্ষিণ খোলা ঘরগুলিই শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে আরামদায়ক। এর প্রধান কারণ দুটি। এক, গরম কালে পূর্বভারতে বিশেষত গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় ঠাণ্ডা সামুদ্রিক বায়ু বয় দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব থেকে উত্তর-উত্তরপশ্চিমে। দক্ষিণ খোলা ঘরগুলিতে এই হাওয়া সরাসরি ঢুকতে পারে বলে অন্য ঘরগুলির তুলনায় দক্ষিণের ঘরগুলিতে গুমোট ভাব থাকে অনেক কম। দুই, শীত কালে সূর্যের সঞ্চারণপথ দক্ষিণায়ন (Winter solastice) এর ফলে অনেকটা হেলে পড়ে দক্ষিণ দিকে। সূর্যের আলো তেরছাভাবে দক্ষিণের জানালা দিয়ে ঘরের অনেকটা ভিতর অবধি প্রবেশ করে এবং এর ফলে দক্ষিণের ঘর অন্যান্য ঘরের তুলনায় একটু বেশী মাত্রায় গরম থাকে। যেসব ঘরে মানুষ বেশীক্ষণ কাটান, বিশ্রাম করেন যেমন — শয়নকক্ষ, বারান্দা, বসার ঘর, পুজোর ঘর ইত্যাদিকে শীতে গ্রীষ্মে সমান ভাবে আরামপ্রদ করতে দক্ষিণের ঘরগুলোকেই লাগানো হয় এই সব কাজে।

দক্ষিণের মত উত্তর, পূর্ব বা পশ্চিমের ঘরগুলিরও ভিন্নধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। বাড়ির নকশা করার সময় তো বটেই, ঘর সাজাবার সময়ও এই সব গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য রেখে ঘরের উদ্দেশ্য ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করলে ঘরগুলি আরো মনোরম, আরো ব্যবহারোপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

উত্তর দিক দিয়ে রোদ আসে না কোন ঋতুতেই। পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধ (ভারতের অধিকাংশটাই এই অঞ্চলে অবস্থিত) সম্বন্ধেই অবশ্য এ কথাটা প্রযোজ্য। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ঘটনাটা হয় ঠিক উল্টো। ফলে কি শীত কি গ্রীষ্মে উত্তরের ঘরের তাপমাত্রা অন্য ঘরের থেকে কম থাকে। তাছাড়া ঘরের মধ্যে রোদ না আসায় আলো-ছায়ার খেলাটা একেবারেই থাকে না। উদয়াস্ত প্রায় একই মাত্রায় (Uniformly) বাইরের গাছপালা ও ঘর-বাড়ি থেকে প্রতিফলিত আলো ঢোকে উত্তরের ঘরে। যেসব কাজে এই ধরনের সমমাত্রিক আলো, ইংরাজিতে যাকে বলে নর্থ লাইটের (North Light) প্রয়োজন হয় যেমন— ছবি আঁকা, লেখাপড়া, ঘড়ি মেরামতি জাতীয় যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মকাজ, সেগুলির জন্য উত্তরের ঘরই নির্দিষ্ট করা উচিত। পশ্চিমের ঘরে দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সরাসরি রোদ পড়ে। এই সময় রোদের তেজ বা তাপমানও থাকে সবচেয়ে বেশী। ফলে এই ঘরগুলি অন্য যে-কোন ঘরের তুলনায় অধিক তপ্ত। যেসব ঘরে তাপমান বেশী হলেও আবাসিকের কিছু যায় আসে না, বরং সুবিধা হয় যেমন— কাপড় শুকানোর বারান্দা, বাসন মাজার জায়গা, সিঁড়ি, বাথরুম ইত্যাদি পশ্চিমে থাকলে বাকি বাড়িটুকু পশ্চিমের তাপ থেকে সুরক্ষিতও হয়, কাপড় বা কলতলা চট করে শুকোতে ওই বাড়তি তাপটুকু কাজেও লাগে। পূর্ব দিক থেকে ভোরের আলো ঘরে এসে পড়ে। এই সময়কার রোদে আলট্রা ভায়োলেট রে (Ultra Violet Ray) বা অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশী। এই রশ্মির গুণ পরিবেশে যেসব রোগজীবাণু আছে তা ধ্বংস করে ফেলা। রান্নাঘর, খাবার ঘর, রোগীর বিশ্রামাগার, আঁতুড় ইত্যাদি যে সমস্ত ঘরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মান হওয়া উচিত অতি উচ্চ, সেখানে পূর্বদিকে বড় বড় জানালা থাকা দরকার। এই সব নিয়ম অবশ্য কেবল গাঙ্গেয় সমতলেই খাটবে, উত্তরের শীতপ্রধান পাহাড়ী অঞ্চলে নয়। ভিন্ন ভিন্ন দিকের আবহাওয়াজনিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুযায়ী তৈরী ঘরের নিম্নোক্ত তালিকাটি গাঙ্গেয় সমতলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ঃ

৬ নং সারণী ঃ দিক ও দিকোপযোগী ঘর

দিক	দিকোপযোগী ঘর
দক্ষিণ	শয়ন কক্ষ, বিশ্রামের বারান্দা, বসার ঘর, চাতাল।
উত্তর	পাঠাগার, ঘরোয়া মেরামতি কারখানা, অঙ্কন স্টুডিয়ো, গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামাগার, হবি রুম।
পূর্ব	রান্নাঘর, খাবারঘর, সিকরুম, আঁতুড়।
পশ্চিম	সিঁড়ি, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার সেড বা কলতলা, কাপড় শুকানোর বারান্দা, স্টোর, গ্যারেজ।

তালিকাটি একটি আদর্শ (Model) স্থান-নির্দেশক মাত্র। ঘর সাজাতে গিয়ে যেখানে বাড়িটি অনেক আগেই তৈরী হয়ে গেছে পরিকল্পকের পুরোপুরি এই তালিকাটি মেনে কাজ করার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে না। তবু তৈরী বাড়িতেও কিছু কিছু ঘরের ব্যবহার প্রয়োজন মাফিক অদল-বদল করা সম্ভব এবং হয়েও থাকে। সেখানে এই তালিকাটি আপনার কাজে লাগবে। তবে এই তালিকার বাইরেও অন্যান্য প্রভাব থাকবেই আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর যথা— ঘরের আয়তন, ঘরের আলোকমান ইত্যাদি। যাই করুন মশাই আমার বাঁকাডোই ভায়রাভাইয়ের মত হলঘরকে কলঘর বানাবেন না। আর ঘরের আলোকমান কম হয়ে গেলে সে ঘরে লেখা, পড়া, রান্না, সেলাই, সাজ-গোজ ইত্যাদি করা চলবে কিনা, করলে কি ভাবে বাড়াতে হবে আলোর পরিমাণ তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পড়ুন পরের অধ্যায়ে.....

খবরদার পত্র — ৩ নং

● ঘরে দেশী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে দরকার দেশী শৈলীতে তৈরী আসবাব, চাদর, গালিচা, টুকিটাকি। কোথায় পাবেন এসব? চলে আসতে পারেন ঢাকুরিয়া ব্রীজের পাশে সি. আই. টি.-র গড়া দক্ষিণাপণ শপিং কমপ্লেক্সে। এখানে প্রায় দেশের সব রাজ্যেরই এম্পোরিয়াম বা সরকারী বিপণী রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি,

দক্ষিণাপণের কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট আর্ট এম্পোরিয়ামে পাবেন কারুকার্য করা কাশ্মীরী ওয়ালনাটের আসবাব (টেবিল, পেগটেবিল, টিপয় আকৃতি ও কারুকার্য হিসেবে ১,২০০টা. থেকে ৬,০০০ টাকা, চেয়ার ও টুল ৪০০টা. থেকে ৮০০টাকা; আখরোট কাঠের ডেস্ক ২,৫০০টা. থেকে ৫,৫০০টাকা, টেবিল ল্যাম্প ও স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প ২০০টা. থেকে ৩,০০০টাকা, বিখ্যাত কাশ্মীরী কাঠের তিন পাল্লা/পাঁচপাল্লা পার্টিসান বা স্ক্রীন ৫,০০০টা. — ১২,০০০টাকা;) এছাড়া পাবেন নানান টুকিটাকি, কাঠের ও পেপার ম্যাসের তৈরী বাক্স, চেষ্ট, ট্রে, গয়না বা চুরুটের বাক্স, ছাইদানী, সিগারেট কেস দাম আকার ও অলঙ্কার ভেদে ৩০টা. থেকে ৮০০টাকা। কার্পেট (৩,০০০ টাকা থেকে শুরু), নামদা (৩৫০ টাকা থেকে শুরু) এবং পর্দার কাপড় (১০০ থেকে ৭০০) সবই কাশ্মীরী ঢংয়ে বহু বর্ণ সুতোর কাজে ভরপুর। অন্যান্য এম্পোরিয়ামেও এমনি ভারতীয় ভাবধারায় তৈরী শিল্প নিদর্শন পাবেন অসংখ্য। যেমন— গুর্জরি, বেঙ্গল হোম।

● ভারতীয় আঙ্গিকে অন্দর-বাগিচা বা ইনডোর গার্ডেন সাজাতে হলে চাই এমন সব প্লান্টার বা গাছদানি — গামলা; স্ট্যাণ্ড, হ্যাঙ্গিং বোল; অলঙ্কৃত মাটি, চিনেমাটি বা মোজেকের টব, বাস্কেট ইত্যাদি যার অলংকরণ হবে ভারতীয়।

পেতলের প্লান্টার সবচেয়ে মজবুত। এগুলির আমদানী হয় মোরাদাবাদ অঞ্চল থেকে। পাবেন চৌরঙ্গীর কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিতে। দাম ৩০০টা. থেকে ২,৫০০টাকা,। একই ধরনের সুন্দর তামার কাজ করা প্লান্টার পাবেন ওখানে ওই দামের মধ্যেই। পেতলের প্লান্টার সস্তায় পেতে হলে চলে আসুন পাঞ্জাব সরকারের দোকান ফুলকারীতে। এখানে পেতলের প্লান্টারের দাম ১৫০/২৫০ টাকা। এ ছাড়া এখানে পাবেন ঘাসের তৈরী খাঁটি স্বদেশী চেহারার বাস্কেট, বিড়ের উপর বসিয়ে নিলে গাছদানি হিসেবে চমৎকার মানাবে। দাম কখনই ১০০ টাকার উপর যাবে না।

হরিয়ানা এম্পোরিয়ামেও পাবেন পেতলের প্লান্টার (দাম ২০০—৪৫০ টাকা) রাজস্থলীতে পিতলের সামগ্রী ওজন দরে বিক্রি হয়, মনপসন্দ জিনিসের দাম ৪০০—৫০০ টাকা লাগবে। এগুলিতে জয়পুরী কাজ করা থাকে। কেরালা স্টেট হ্যাণ্ডিক্রাফটসেও পেতলের প্লান্টার পাওয়া যায়। দাম ২৫০টা. থেকে ১,৫০০টাকা। এঁরা বেল মেটাল নামক মিশ্র ধাতুর প্লান্টারও তৈরী করেন, দাম কিঞ্চিৎ কম।

পেপার ম্যাসে বা কুচো কাগজ জমানো ছোট ছোট টব তৈরী হয় কাশ্মীরে। দাম ৭০-টাকার মধ্যে।

আসামের হস্তশিল্পের নিদর্শন বাঁশ ও বেতের তৈরী গোল চৌকো নানা আকারের প্লান্টারের দাম ৩০ টা. থেকে ৬০ টাকা (বাঁশের ক্ষেত্রে) এবং ৫০ টা. থেকে ২০০ টাকা (বেতের ক্ষেত্রে)।

বাঙ্গালীয়ানা চাইলে মঞ্জুষায় পাবেন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির কাজ করা টব (১৬ টা. থেকে ৩০০ টাকা; পর্যন্ত)। এ ছাড়া পাওয়া যায় চীনেমাটির টব, ফুলদানী, বোল (দাম ২০টা. থেকে ২০০ টাকা; আকৃতি ও অলঙ্কৃতি অনুযায়ী) চীনেমাটির পাত্রগুলি কলকাতার নিজস্ব।

পুম্পুহারে পাবেন পামগাছের পাতা দিয়ে তৈরী ঝোলানো প্লান্ট হোল্ডার (দাম ৭ টা. থেকে ৬০টাকা)। এগুলি মাদ্রাজে তৈরী হয়। রট আয়রণের অলঙ্কারময় প্লান্ট হ্যাঙ্গারের দাম ৪০ টা. থেকে ২৫০টাকা। এগুলির অলঙ্করণে দেশী আলপনার কথা মনে পড়ে।

● সস্তায় দেশী ঘরানার শিল্প সৃজনে চামড়া, কাঁথা, বেত চট, মাদুরের ক্ষমতা অসীম। এই সব সস্তা উপকরণে তৈরী মানমনোহর জিনিসপত্র বাছাই করে খরিদ করতে হলে চলে আসুন নিউমার্কেট থেকে মির্জা গালিব স্ট্রীটের ২৭ নম্বরে। দোকানের নাম শাশা। বেতের আসবাব পাবেন ১৫০ টা. থেকে ১,৮০০ টাকার মধ্যে। মাদুর ৫০ টা. থেকে ২৫০টাকা; মোড়া ৭৫ টাকা, কাঁথার কাজ ২০০টা. থেকে ৭০০টাকা; চামড়ার তাকিয়া ১৫০টাকা, দড়ির কার্পেট ৯০০টাকা, চামড়ার ওয়াল হ্যাঙ্গিং ৩০০ টাকা ইত্যাদি।

এছাড়া আছে শান্তিনিকেতনের কারু সংঘ, নাগাল্যান্ড ও মনিপুরী এম্পোরিয়াম, হরিয়ানা এম্পোরিয়াম, উৎকল ভবনের শোরুম এবং উদয় ভিলা এবং বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রী। দেশী ভাবধারায় বৈচিত্র্য আনতে এই সব শোরুমের সাহায্য আপনার অপরিহার্য।

> Ye are all the children of light, and
> the children of the day : We are not
> of the night, nor of darkness
>
> —I Thessalonians 5 . 5

● আলোকের ঝরণাধারা

মানুষের চোখে আলো তাদের প্রতীক, মঙ্গলের প্রতীক। যা কিছু সৎ বা সুন্দর, যা কিছু চিৎ বা জ্ঞান সমৃদ্ধ, যা কিছু আনন্দঘন তাকেই আমরা তুলনা করি জ্যোতি বা আলোর সাথে আর যা কিছু অমঙ্গলভরা, অশুভ, অজ্ঞানতাময়, দুঃখ আর দৈন্যে আকীর্ণ তাই অন্ধকারের সঙ্গে তুলনীয়। রোদ ঝলমলে পরিবেশ আমাদের অন্তরকে উদ্দীপিত করে, উচ্ছলতা জাগায়। লোড শেডিং আমাদের করে তোলে হতাশ, বিষাদাচ্ছন্ন, জড়গ্রস্ত। মেঘলা দিনে আমাদের মন অকারণ ভারাক্রান্ত হয়। আলোকোজ্জ্বল ঘরে ফুটে ওঠে উৎসবের সুর। তাই ঘর-সাজিয়ের কাছে তার সুন্দরের উপাসনায় আলোকিত-করণের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

প্রাক-স্বাধীনতার যুগে আলোকসজ্জা বলতে আমরা বুঝতাম পালা পার্বণে বাড়িঘরকে দীপাবলীর ঢং-এ সাজানো। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করা ছিল নেহাৎই ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে সৃষ্ট, তার সাথে ঘরের সৌন্দর্যের যে সম্পর্ক রয়েছে তা নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তাই কারুর মধ্যে ছিল না। পঞ্চাশ দশকে আলো গ্রহণ করল রূপকারের ভূমিকা (Beautifiers role),হল খোশ মেজাজের জন্মদাতা (Mood-setter)। ঘরোয়া আলোকসজ্জা নিল বিজ্ঞানের চেহারা। আজ গৃহের যথার্থ আলোর ব্যবস্থা বলতে বোঝায় চোখের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, মনের পক্ষে তৃপ্তিকর এক দীপন পদ্ধতি যার প্রাথমিক খরচ আগেকার দিনের থেকে বেশী হলেও দৈনন্দিন খরচ আগেকার তুলনায় অনেক কম।

● দীপন-পদ্ধতির (Method of Illumination) দুটি ভাগঃ
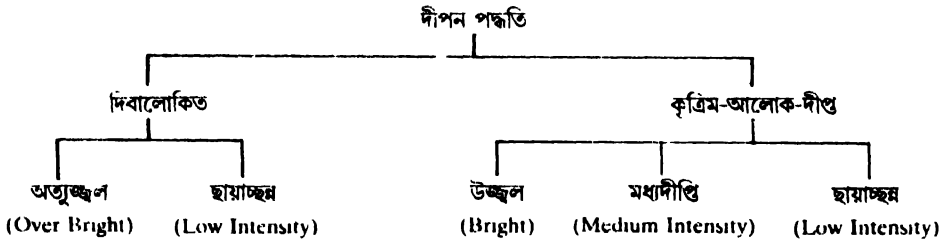
মূল ভাগগুলির উপবিভাজন দীপন মাত্রার (Intensity) উপর নির্ভরশীল এবং এক একটি মাত্রা এক এক ভাবে ব্যবহার্য্যঃ

(১) **অত্যুজ্জ্বল** (High Intensity বা Over Bright)— উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষক। সেই হিসাবে কোন অত্যুজ্জ্বল বস্তু ঘরের আর পাঁচটা জিনিসের তুলনায় অনেক বেশী নজর কাড়ে। একটি দীপ্যমান টেবিলল্যাম্প অন্য আসবাব ও উপকরণের তুলনায় সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু উজ্জ্বলতা যত বেশী হয়, তত তাড়াতাড়ি তা ক্লান্ত করে তোলে আমাদের চোখকে। সিনেমার থেকে টিভির পর্দা উজ্জ্বলতর বলে টি ভি দেখলে আমরা বেশী ক্লান্ত হই। দিবালোকের উজ্জ্বলতায় আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, ফলে যে সব ঘরে দিবালোক ঢোকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সেখানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীপন মাত্রা কমিয়ে না দিলে বেশীক্ষণ অবস্থান ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। কৃত্রিম আলোকনে অত্যুজ্জ্বলতার স্থান খুবই কম। বাসভবনে তার ব্যবহার নেই-ই। দোকানে ক্রেতার স্থিতি খুব অল্প সময়ের জন্য হয়, কাজেই ক্লান্তির প্রশ্ন ওঠে না, এই অল্প সময়ের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের (Mrchandise) উপর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই সব দ্রব্যের প্রদর্শন অত্যুজ্জ্বল আলোকে করা হয়। উচ্চ দীপন মাত্রার (১২০০ লাক্স বা তার বেশী) এই প্রয়োগ দোকানের বিক্রি বাড়াতে খুব সার্থক প্রকৌশল। হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারেও দীপনমাত্রা এই পর্যায়ের হয়, শায়িত রোগীদেহের প্রতি সার্জেনের সদাজাগ্রত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এ ক্ষেত্রেও ডাক্তারের অবস্থানকাল স্বল্পই।

(২) উজ্জ্বল (Standard Intencity বা Bright)— কাজের জায়গা যেমন— অফিস, অঙ্কন-স্টুডিয়ো, স্কুল-কলেজের ক্লাসরুম, রান্নাঘর, ল্যাবরেটরী, খাবার টেবিল, সেলাইয়ের জায়গা, কারখানার মেসিন ঘর, স্টাডি বা পাঠাগারে দীপনমাত্রা দরকার হয় প্রয়োজন ভেদে ৮০০ থেকে ১,২০০ লাক্স। দীপন-মাত্রার এই স্তরকে বলা হয় উজ্জ্বল মাত্রা।
(৩) মধ্য দীপ্তি (Medium Intensity)— আধুনিক আলোকন বিজ্ঞানে প্রত্যেক ঘরে কৃত্রিম আলোকনের ক্ষেত্রে দু'প্রথায় আলো দেওয়া হয় ঃ প্রথমত সাধারণ বা General Illumination এবং দ্বিতীয়ত স্থানীয় বা Local Illumination। স্থানীয় আলোকন হয় পড়ার টেবিল, খাওয়ার টেবিল, কাজের কাউন্টারের উপর সরাসরি আলোকপাত করে। এ ছাড়া ছবি, ভাস্কর্য বা ফুলসজ্জার শোভা বর্দ্ধন করতে ও তার উপর সরাসরি (Direct) আলো ফেলা হয় যাকে ইংরাজিতে বলা হয় স্পট (Spot) লাইট। এ গুলির দীপনমাত্রা স্বভাবতই উজ্জ্বল (৮০০ থেকে ১,০০০ লাক্স)। কিন্তু এ ছাড়াও ঘরে হাঁটা-চলার জন্য সাধারণ আলোকনের ব্যবস্থা থাকে। এ ক্ষেত্রে যাতে সব জায়গাগুলি সমভাবে আলোকিত হয়, আলোছায়ার খেলার মাধ্যমে কোন বিপদজনক অন্ধকার সৃষ্টি না হয় সেইজন্য এই সাধারণ আলো শেড বা প্রতিফলক দিয়ে ঢেকে ছায়াহীন (defused) নরম করে তোলা হয়। স্বভাবতই এ আলোর দীপনমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম (৩০০ থেকে ৫০০ লাক্স)। এই স্তরকে বলা হয় মধ্য দীপ্তি মাত্রা।
(৪) ছায়াচ্ছন্ন (Low Intensity)— দীপনমাত্রা ২৫০ লাক্সের কম হয়ে গেলে, সাধারণভাবে চলা, ফেরা, নড়া-চড়ার কাজে অসুবিধা হতে থাকে। দিবালোকই হোক আর কৃত্রিম দীপায়নই হোক এই মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলতে নানা প্রকৌশল কাজে লাগাতে হয়। অবশ্য দু'একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই স্তরের প্রয়োগ কাম্য। সিনেমা বা থিয়েটারে শো চলা কালে এবং আধুনিক বসার ঘরে টিভি দেখার সময় দীপনমাত্রা কমিয়ে ১০০ লাক্স বা তারো কমে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকে যাতে পরিবেশের তুলনায় দ্রষ্টব্য বস্তুর উজ্জ্বলতার তফাৎ সহজেই দ্রষ্টব্য বস্তুর দিকে নজর কাড়তে পারে। কৃত্রিম আলোকে দীপনের এক স্তর থেকে অনায়াসেই অন্যান্তরে নিয়ে যাওয়া যায় ডিমার (Dimmer) বা রেগুলেটার (Regulator) যন্ত্রের মাধ্যমে। দিবালোককে একস্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যেতে হলে গৃহসজ্জার নানা প্রকৌশলের মাধ্যমে তা করতে হয়।

● দীপন-মাত্রা

এইসব প্রকৌশল আলোচনার আগে আমাদের স্থির করতে হবে কোথায় কোন্ কাজে দীপনমাত্রা কতটা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোথায় কোনপ কাজে কত শক্তির (ওয়াটেজ) আলো লাগাবেন। গাইড হিসাবে নিচের তালিকাটি কাজে লাগবে ঃ

৭ নং সারণী ঃ দীপনযাত্রা ঘর হিসাবে

আলোকন পদ্ধতি	সাধারণ আলো (প্রতি বর্গ মিটারে)		স্থানীয় আলো (প্রতি পয়েন্টে)	
	গ্যারাজ, স্টোর, বারান্দা, প্রবেশপথ, পাম্পরুম, গেট, বাগানের লন, লাইব্রেরী, ষ্টাডি	বসা, খাওয়া, শোবার ঘর, করিডোর, লবী, প্যাসেজ, সিঁড়ি, পূজোর ঘর	পড়ার, খাবার টেবিল, রান্নার কাউন্টার, বিছানার সাইড টেবিল, ভাস্কর্য বা ফুলসজ্জার উপর আলোকপাত	সেলাই কল, ড্রেসিং টেবিল, বাথরুমের আয়না, ড্রইং বোর্ড, ঘড়ির উপর আলোকপাত
সরাসরি (Direct)	১০ ওয়াট	৪০ ওয়াট	২০ ওয়াট (বাঞ্ছনীয় নয়)	৬০ ওয়াট
প্রতিফলিত (Indirect)	২১ ওয়াট	৪২ ওয়াট	৪৮ ওয়াট (বাঞ্ছনীয় নয়)	১২৬ ওয়াট

ঘরের ও আসবাবের রং-এর উপরও আলেকশক্তির খানিকটা তারতম্য হতে পারে। সাদা, ফিকে, হলদে বা হালকা গোলাপী রংয়ের প্রতিফলন ক্ষমতা বেশী। কালো, গাঢ় নীল ও ডিপ চকোলেট বা খয়েরী রংয়ের প্রতিফলন ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ঘরে এইসব রংয়ের আধিক্য থাকলে দীপনমাত্রা দশ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। ঘরের মোট প্রতিফলনের ৬৫ শতাংশ আসে

ছাদ থেকে, ২৫ শতাংশ দেয়াল থেকে এবং ১০ শতাংশ মেঝে থেকে। যে সব ঘরে দিবালোকের দীপনমাত্রা কম সেখানে ছাদের রং সাদা বা প্রায় সাদা করে দিলে দীপনমাত্রা বেড়ে যাবে। সরাসরি আলোকপাতে বাল্বের (Incandescent) এবং প্রতিফলিত আলোকপাতে টিউবের (Fluorescent) ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। দু ধরনের আলোক বর্তিকার সমাবেশে আলোকসজ্জা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শুধু টিউব বা শুধু বাল্বের আলোয় বেশ খানিকটা একঘেয়েমী প্রকাশ পায়। এই একঘেয়েমী আরো বেড়ে যায় শুধু এক ধরনের আলোকন পদ্ধতি অবলম্বনে। সুন্দর, আনন্দদায়ক নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে সরাসরি ও প্রতিফলিত পদ্ধতির সমাবেশ করতে হয় বাল্ব ও টিউবের যৌথ ব্যবহারে।

এ সব আলোচনাই হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোকে ঘিরে। বৈদ্যুতিক আলো মানুষের জীবনে এক বিপ্লব এনেছে। তেল, মোম বা গ্যাসের বাতির ব্যবহার একরকম উঠেই গেছে (ছিঃ, লোডশেডিংয়ের কথা মনে করতে নেইঃ ওটা বামফ্রন্ট বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ!)। বৈদ্যুতিক বাতি শুধু যে কেবল ব্যবহারোপযোগী দীপনমাত্রা সৃষ্টি করতে বা সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি করতেই অতুলনীয় তাই নয়, আগুন লাগার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করতে ও পরিশ্রম বাঁচাতেও এর জুড়ি নেই। ভাল উপাদান দিয়ে সুষ্ঠু বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করলে আগুন লাগার সম্ভাবনা পুরোপুরি এড়ানো যায়। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে বা রেগুলেটার ঘুরিয়ে বাড়াতে বা কমাতে গিয়ে লণ্ঠনে তেল ভরা, পলতে পরানো, কাঁচ পরিষ্কার, জ্বালানোর নানা ঝঞ্ঝাট ও পরিশ্রমের কথা ভাবলে হাসি পায়।

● সুষ্ঠু ও শোভন আলোক ব্যবস্থা

এটি করতে হলে নিচের আট দফা নিয়ম মেনে চলুন, আশাতীত ফল পাবেনঃ

(ক) ঝাড়লণ্ঠন ঘরের মাঝে লাগানোর আর চলন নেই। আলোর উৎস ঘরের মাঝখানে লাগালে ঘরের কোণে কোণে অবাঞ্ছনীয় ছায়াচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়।

(খ) স্থানীয় আলো সৃষ্টি করতে স্পটলাইট ছাড়াও স্ট্যাণ্ডল্যাম্প বা টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করতে পারেন দেয়ালে টাঙানো ছবি বা টেবিলে রাখা শিল্পকর্ম বা ফুলদানী কিম্বা ঘরের কোণে রাখা গাছের টবের দৃষ্টি আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে।

(গ) এই সব ল্যাম্পের বাতি মেঝে থেকে দেড় মিটার থেকে পৌনে দু মিটার উচ্চতায় থাকা উচিত যাতে তা দণ্ডায়মান মানুষের চোখের উচ্চতা থেকে আলো ছড়াতে পারে। এ ক্ষেত্রে শেডের উপরটা খোলা রাখবেন যাতে মাথা দিয়েও আলোক বিচ্ছুরণ হয়।

(ঘ) যে সব ল্যাম্পের উচ্চতা মেঝে থেকে দেড় মিটারের কম তার মাথাটা ঢাকা থাকলে উপর থেকে আলো বেরিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে না।

(ঙ) ল্যাম্পের শেডে বেশি চিত্রণ বা অলঙ্করণ করা উচিত নয়। এমনিতেই জ্বলন্ত ল্যাম্প ঘরের অন্যান্য উপকরণের থেকে অনেক, অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষক।

(চ) স্বচ্ছ ধরনের শেড যার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয় আলোর আভা, তৈরী করতে হলে হালকা উষ্ণ রংয়ের প্লাস্টিক, কাপড় বা মোটা রঙীন কাগজ ব্যবহার করুন। সাদাটে বা হালকা ছাই রংয়ের শেডও এভাবে তৈরী করতে পারেন। নীল বা অন্য ঠাণ্ডা রংয়ের শেড বানাতে হলে গাঢ় রংয়ের অস্বচ্ছ ধাতু, মাইকা, আস্তরণ দেওয়া চট বা অস্বচ্ছ মোটা কাপড়, বেত, বাঁশ বা সরকাটি ব্যবহার করতে পারেন।

(ছ) প্রতিফলিত আলো লাগাবেন ছাদে বা ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে সরাসরি আলো থাকবে মেঝে থেকে পৌনে দু মিটারের ভিতর। আলোর উৎস (বাল্ব বা টিউব) যাতে চোখে না পড়ে সেইভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে (৪.০১ নং থেকে ৪.০৬ নং নকশা)।

◁ ৪.০১ নকশা— পঠন পাঠনের উপযোগী আলোকপাতের কৌশল।

৪ ০২ নকশা—টি ভি র পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন আলো থাকলে টেলিভিশনের উজ্জ্বল স্ক্রীন চোখের ক্লান্তি অনেক কম হয়।
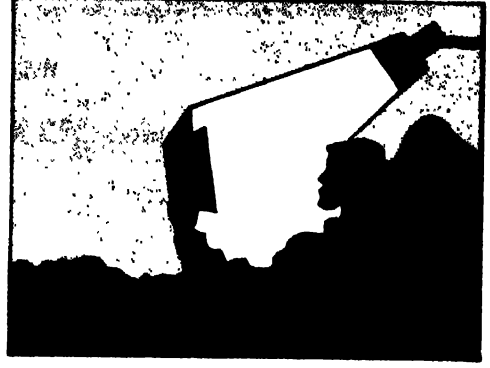
৪·০৩ নকশা—বেড সাইডের ল্যাম্পের সঠিক স্থান।

৪·০৪ নকশা— আয়নার উপর নয় টিউবলাইটটি ফিট করুন আয়নার পাশে।

৪ ০৫ নকশা— আলমারীর ভিতর আলোকপাত।
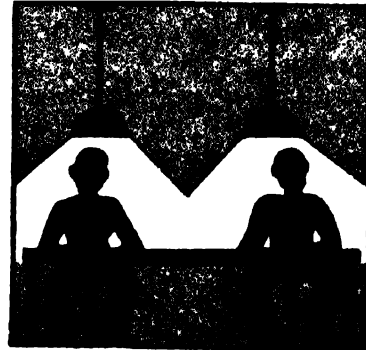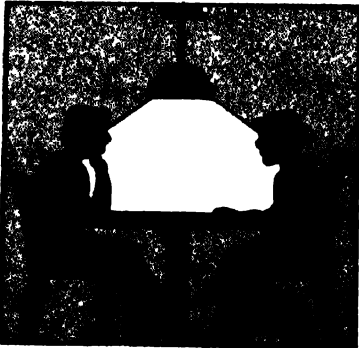
৪·০৬ নকশা—খাবার বা কাজের টেবিলে আলোকপাত। টেবিলের উপর সরাসরি নিচু আলো—চোখ বাঁচিয়ে।

(জ) সরাসরি আলোর এইসব আধুনিক প্রয়োগ (যা উক্ত ৬টি নকশায় দেখানো হয়েছে) তাকে বলে মেজাজ সৃষ্টিকারী (Mood Setter)। এগুলি প্রয়োগের সময় কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে:
(১) আপনি যদি ডান হাতে লিখতে অভ্যস্ত হন, পড়ার টেবিলে আলো থাকবে বাঁদিকে। ন্যাটাদের টেবিলে আলো আসা চাই ডান দিক থেকে।
(২) খাবার টেবিলের আলোর শেড হবে অস্বচ্ছ। টেবিলের উপর নিচু করে ঝোলাতে হবে যাতে আলোর রশ্মি সরাসরি চোখে না লাগে।
(৩) ড্রেসিং টেবিলের আলো আয়নার মাথায় ফিট না করে দুপাশে লাগালে অধিকতর কার্যকরী হয়।
(৪) নাইট ল্যাম্প হওয়া উচিত নীলচে বা সবুজ রং-এর ছায়াচ্ছন্ন প্রতিফলিত আলো। খাটের তলায় ফিট করলে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না, অন্ধকারে মেঝে দেখা যায় চমৎকার।
(৫) রান্নাঘরের কাউন্টার, পড়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি স্থানে সরাসবি আলোতে টিউব ব্যবহার করলে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো মেলে যা চোখ ধাঁধায় না।
(৬) ছবি, ইকেবানা, ষ্ট্যাচু প্রভৃতি শিল্পকর্মে দৃষ্টি আকর্ষক সরাসরি ফেলা আলোয় কিন্তু বাল্ব ব্যবহার করবেন। বাল্বের আলো যে ছায়ার সৃষ্টি করে তা এইসব শিল্পকর্মের ত্রিমাত্রিক সৌকর্য বাড়িয়ে এগুলিকে জীবন্ত করে তোলে।
(৭) সিঁড়ির ধাপে লাগালে ছোট ছোট নিম্ন দীপনমাত্রার আলো সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সিঁড়িকে অধিকতর নিরাপদ করে তোলে।
(৮) পূজোর ঘরে তীব্র স্পট ফেলবেন সরাসরি মূর্তির উপর। মূর্তির পিছনে নিম্নমাত্রার প্রতিফলিত আলো চালচিত্রের উপর ফেলতে পারেন; উৎস লুকানো থাকবে মূর্তির পিছনে। এতে এক নাটকীয় জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি হবে।
(৯) বসার ঘর ও শোবার ঘরে সাধারণ আলো জ্বালাবেন ডিমার বা রেগুলেটারের মাধ্যমে যাতে আপনার মানসিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে কমানো বাড়ানো যায় দীপনমাত্রা। রেডিয়ো শোনা, রেকর্ড বাজানো বা টিভি শোনার সময় ঘরে ছায়াচ্ছন্নতা থাকলে মনঃসংযোগের সুবিধা হয়, উপভোগ্যতা বাড়ে।

● বাল্বের রকমফের

এইসব আলোক ব্যবস্থার জন্য নানারকম বাল্ব ও টিউব পাওয়া যায়। এক-একটার ব্যবহার এক-এক রকম:
(১) বাল্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা স্বচ্ছ গ্যাস ভর্তি আলো। বারান্দা, গ্যারাজ, করিডোর, ব্যাল্কনি, চাতাল বা বাগানে — যেখানে আলোর সৌন্দর্যের থেকে দীপনমাত্রাই বড় কথা সেখানে কম পয়সায় বেশী আলো পেতে ব্যবহার করা চলে। আলো কড়া, ছায়াও স্পষ্ট
(২) দামের দিক দিয়ে এর পরই হচ্ছে ঘসা কাঁচের আর্জেন্টা বাল্ব। সরাসরি আলোকপাতে নরম উষ্ণ আলোর প্রয়োজনে ব্যবহার্য এই ধরনের বাল্ব। আর্জেন্টা বাল্বের উন্নত সংস্করণ আর্জেন্টা সুপারল্যাক্স যার তলার দিকে ঘষা ভাবটা কম ফলে ছায়াহীন হলেও দীপনমাত্রা প্রায় ৩০ শতাংশ বেশী।
(৩) বোল রিফ্লেক্টার বাল্বের তলার অর্দ্ধাংশ ভিতর থেকে পারদ মাখানো। ফলে আলো হয় সমমাত্রিক (Uniform) ও প্রায় ছায়াশূণ্য (Defused)। দীপন মাত্রা যেখানে কম হলেও চলে যেমন, টিভি দেখা বা রেডিয়ো শোনার ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা নরম আলো পেতে বোল রিফ্লেক্টার বাল্বের ব্যবহার আদর্শ।
(৪) স্পট লাইটের জন্য হালে বাজারে এসেছে কম্পটাল্যাক্স রিফ্লেক্টার ল্যাম্প। দামী। দোকানের শোকেসে বা চিত্র প্রদর্শনীর দেয়ালে আলোর বন্যা বইয়ে দিতে অনবদ্যভাবে উপযোগী এই বাল্ব।
(৫) এছাড়া খুব সম্প্রতি এসেছে এস. এল. ও. পি. এল. সিরিজের লো-ওয়াট বাল্ব — ৫ ওয়াট থেকে শুরু করে ১৫ ওয়াট অবধি। এগুলি থেকে যে দীপনমাত্রা সৃষ্টি হয় তা সাধারণ বাল্বের ৬০ থেকে ৭৫ ওয়াটের সমকক্ষ। ফলে এই বাল্বে বিদ্যুতের খরচ খুব কম।
(৬) আবাস গৃহে ব্যবহার নেই এরকম আরো কিছু উচ্চ দীপনমাত্রার বাল্ব আছে — মার্কারী ভেপার ল্যাম্প, সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প, হেলোজেন ল্যাম্প ইত্যাদি যা সাধারণত রাস্তাঘাট আলোকিত করণে ব্যবহার্য।

বাল্বের প্রাথমিক খরচ কম, সহজ প্রযুক্তিতে মুহুর্তের মধ্যে উপযুক্ত শক্তি মানের আলো পাওয়া যায়, সুইচ টিপলেই; যদিও বাল্বের জীবন টিউবের তুলনায় বেশ খানিকটা কম। অপরদিকে টিউবের প্রাথমিক খরচ বেশ অনেকটা বেশী হলেও দৈনন্দিন বৈদ্যুতিক চাহিদা বাল্বের তুলনায় বেশ কম। টিউব জ্বালানোর প্রযুক্তি অবশ্য অপেক্ষাকৃত ঘোরালো। ফলে ভোল্টেজ বাড়া কমায় এক এক সময় টিউব জ্বালানো শক্ত হয়ে পড়ে। টিউবেরও কয়েকটি রকমভেদ আছে:
(১) ডে লাইট — বিচ্ছুরিত আলো হয় সাদা, সূর্যালোকের প্রায় কাছাকাছি।
(২) মুনলাইট — নীলচে আলো, দীপন ক্ষমতা ঈষৎ কম হওয়ায় খুব বেশী জনপ্রিয় নয়।

(৩) নিয়ন টিউব — ঘরোয়া কাজে লাগে না। এর রঙীন আভাহীন আলো (লাল, নীল, হলদে, সবুজ রংয়ের) দীপ্যমান বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের খুব উপযোগী।

বাল্বের বাজারে রঙীন কাঁচের (কমলা, লাল, হলদে, নীল ও সবুজ) তৈরী বাল্ব পাওয়া যায় যা রঙীন আলো বিচ্ছুরিত করতে সমর্থ। এগুলি ব্যবহার না করাই উচিত। রঙীন আলো কিছুদিনের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে পড়ে। উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে বর্তমানে যেসব রঙীন বাল্ব বাজারে পাওয়া যায় তার আলোও ম্যাড়ম্যাড়ে, রংও ক্যাটক্যাটে। যতদিন না উন্নততর প্রযুক্তির ফলে আরো শোভন, আরো আকর্ষক রংয়ের আলো পাওয়া না যাচ্ছে ততদিন এই বাল্বগুলি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। রঙীন আলো নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়ত আসবে যখন রং বা পেন্টের বদলে আলোর সাহায্যে ঘরের রংয়ের পরিকল্প তৈরী হবে যা ইচ্ছেমত মুহূর্তে পাল্টানো যাবে বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে। বসবার ঘরটির কমলা রংয়ের দেয়াল, অতিথি বিদায়ের পরই সুইচ টিপে হালকা সবুজ করে উদ্যোগ নেওয়া হবে শয়নের। সুইচ টিপেই অলক্ষে অবস্থিত প্রজেক্টারের স্লাইড বদলে সোফার মাথার উপর টাঙানো হলদে মরুভূমির পেন্টিংটি মুহূর্তে বদলে নেওয়া যাবে খাটের শিরভূষণ হিসাবে মানানসই নীল সমুদ্রে সাদা পাল তোলা নৌকা ভ্রমণের দৃশ্যে। আলোর খেলায় সে সমুদ্রে ঢেউও উঠতে থাকবে চলচিত্রের মত! এটি কিন্তু আমার কল্পনা-বিলাস নয়, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী এ. এইচ. রাটের ভবিষ্যত বাণী। এর একটি বাস্তব প্রমাণও আমি দেখেছি নেপালের বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী নৌরং রাইয়ের কলকাতার প্রাসাদে হংকং থেকে সংগৃহীত একটি পেন্টিং-এ। আপাতদৃষ্টিতে সাদা-সিধে একটি ঝরণার ছবি, এমন কিছু আহামরি নয় — কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ করলেই সে ঝরণা হয়ে ওঠে গতিময় নৃত্যশীলা। পরিষ্কার দেখা যায় ফেনিল জলধারা উপল খণ্ডে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে। ইলেকট্রিকের দোকানে প্রদীপ বা মোমবাতির বৈদ্যুতিক সংস্করন প্রায় আপনারা সকলেই দেখেছেন যার লেলিহান শিখাটি নাচতে থাকে অবিকল আসলের মত (আমার একটা দুর্ভাবনা আছে, আমার বদলে যদি আমার ছবি কোনদিন শুরু করে দেয় লেখালেখি, রয়েলটিটা ঢুকবে কার ট্যাকে?)

● ঘরোয়া পরিবেশে রঙিন আলো

যাক, ভবিষ্যতের আশা-আশঙ্কা ভবিষ্যতের জনাই তোলা থাক। বর্তমানে যেসব রঙীন বাল্ব পাওয়া যায় তা ঘরে-দোরে ব্যবহার করে খুব একটা তারিফ পাবেন না। ঘরোয়া পরিবেশে রঙীন আলো ব্যবহারের একটাই মতলব দিতে পারি আপনাদের। একটি কুলুঙ্গীতে বুদ্ধমূর্তি জাতীয় কোন শিল্পকর্ম রেখেছেন। এর শোভা বাড়াতে, অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কুলুঙ্গীর ভিতর নিম্ন দীপনমাত্রার রঙীন আলো ব্যবহার করতে পারেন। নিশালোক বা নাইট লাইটে যে ছায়াচ্ছন্ন নীল আলো ব্যবহার করা হয় বা উৎসবে বাড়ি বা বাগান সাজাতে যে দীপনক্ষমতা শূন্য ট্যুনি-বাল্বের সারি ব্যবহার করা হয়, তা প্রমাণ করে উচ্চ দীপনমাত্রায় রঙীন বাল্বের ব্যবহার রুচিকর নয়। প্রসঙ্গত বলি চিকিৎসকেরা শোধন কার্যের জন্য ও পেশীর যন্ত্রণায় চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে যে অতিবেগুনী আলোক বর্তিকা ও লাল উজানী আলোক বর্তিকা ব্যবহার করেন তাও এক হিসাবে রঙীন আলো নয়। লাল, বেগুনী কথাগুলি এদের সাথে যুক্ত থাকলেও এগুলি দৃশ্যমান বর্ণালীমালার অন্তর্গত নয়। ক্ষুদ্রতর বা দীর্ঘতর ঢেউয়ের রশ্মি এগুলি, প্রকৃতপক্ষে আলো বলতে যা বুঝি এগুলি তাই-ই নয়। ঘর শোধনের বা ঘরোয়া চিকিৎসার কাজে এগুলি পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হলেও তার উদ্দেশ্য ঘর সাজানো নয়।

● ঘোমটা ঢাকা ওই মায়া

আলোর সাথে শেডের বড় নিবিড় সম্বন্ধ। আলোকপাতের পদ্ধতি যাই হোক — সরাসরি বা প্রতিফলিত, আলোর উৎস যাতে দর্শকের নজরে না পড়ে সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখতেই হবে। নগ্ন উৎসের তীব্র উজ্জ্বলতা চোখে এসে পড়লে এক ধরনের চোখ ধাঁধানো পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা আরামপ্রদ তো নয়ই, উল্টে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কাজেই সব ক্ষেত্রেই শেড দিয়ে আলোর উৎসকে আড়াল করা একরকম বাধ্যতামূলক নিয়ম। এছাড়া শেডের অপর দুটি দায়িত্ব হল, আলোকে রূপসী মায়াময়ী করে তোলা এবং প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে আলোকে ছায়াহীন ও উচ্চ দীপনমাত্রিক করে তোলা। ছাদ থেকে ঝোলানো বাল্বে বাটির মত রিফ্লেক্টার বা প্রতিফলক লাগিয়ে সরাসরি আলোকে প্রতিফলিত-আলোয় পরিণত করতে ধাতু নির্মিত বাটি, ঘসা কাঁচ বা স্ফটিক (Alabaster) নির্মিত গামলা অথবা ছোট বেতের ঝুড়ির ব্যবহার হামেশাই দেখা যায়। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই। নতুনের চমক দেখেছিলাম এক ফটোগ্রাফার বন্ধুর বাড়িতে।

ফটোগ্রাফাররা ফ্ল্যাসগানের আলোকে প্রতিফলিত করতে এক ধরনের স্ট্যাণ্ডে ফিট করা সাদা ছোট ছাতা ব্যবহার করেন। বন্ধু এই ধরনের কয়েকটি ছাতাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন উল্টো করে ঝুলিয়ে আলোর শেড হিসাবে। মতলবটা দারুণ। ছোট এক রংয়া লেডিজ ছাতা দিয়ে আপনিও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারেন। তবে চিত্তির-বিচিত্তির চকরা বকরা নকশা করা ছাতা নেবেন না। শেডের উপর বেশী কারুকার্য মাত্রাতিরিক্ততার দোষ ঘটায়। উঁচু দরের শিল্পে সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

● তিসরা সাথী

স্ট্যাণ্ড বা টেবিল ল্যাম্পে বাল্ব ও শেডের সাথে থাকে আর একটি অচ্ছেদ্দ অংশ — তলাকার বেসপোষ্ট বা স্তম্ভ যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে আলোকবর্তিকা বা দীপাধার। এটি নানান আকৃতির হতে পারে :

(১) সরু ধাতু নির্মিত পোষ্ট বা পিলসূজের আকৃতি। সনাতনী।

(২) মোটা কাঠ, পোড়ামাটি, প্লাস্টিক ইত্যাদির তৈরী স্তম্ভাকৃতি। দাম মাঝারী। সব সজ্জাধারার সাথেই চলে

(৩) ধাতু নির্মিত মোচড়ানো চলে (flexible) এমন নলাকৃতি। স্বল্পায়ু, কমদামী জিনিস। খুব শোভন নয়।

(৪) দ্বিভঙ্গ বা ত্রিভঙ্গ ধাতু নির্মিত স্ট্যাণ্ড যা যেদিকে খুশী ঘোরানো চলে। আধুনিক আসবাবের সাথে মানানসই। নানাভাবে ব্যবহারোপযোগী।

(৫) হংস গ্রীব সদৃশ ধাতু নির্মিত। এককালে খুব জনপ্রিয় হলেও ইদানীং অচল।

আধুনিক ঘর সাজানোয় স্তম্ভাকারের চলই বেশী। খাবার টেবিলে অবশ্য অনেক সময় পিতলের মোমবাতিদানের অনুকরণে টেবিল ল্যাম্প দেখা যায়। খুব বড় টেবিল না হলে এ ধরনের ক্যাণ্ডেলব্রা টেবিলের জায়গা জুড়ে থাকে ও বাসনপত্র রাখার অসুবিধা দেখা দেয়। বড় টেবিলে সনাতনী ধারার প্রতীক রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তম্ভটির আকৃতির সাথে শেডটির সামঞ্জস্য থাকা চাই। অর্থাৎ স্তম্ভটি চতুষ্কোণ হলে শেডও চতুষ্কোণ এবং স্তম্ভটি গোলাকার হলে শেডও গোলাকার হবে। আয়তনও দুটির আনুপাতিক হওয়া দরকার। শেডটির বেলায় যেমন একরঙা অলঙ্কার বর্জিত করতে বলা হয়েছিল, স্তম্ভটিও সেই রকম খুব জবড়জং না হওয়াই ভাল। ভারতীয় ভাবধারার প্রতীক হিসাবে কল্কা বা ত্রিশূল জাতীয় অলঙ্করণ করতে পারেন তবে তা যতটা প্রচ্ছন্ন হয় ততই ভাল।

● বিদ্যুৎ বহন ব্যবস্থা

যদিও ঘর সাজানোর সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ নেই তবু ইলেকট্রিকাল অয়ারিং বা তার টানার কৌশল সম্বন্ধে আপনার একটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। তার টানার কাজ আজকাল তিনভাবে হয়।

(ক) দেয়ালে কাঠের ব্যাটন এটে তাতে পি.ভি.সি বা সি.টি.এস তার ১০ বা ১৫ সেন্টিমিটার অন্তর ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া। এটি হল সবচেয়ে সস্তার কাজ।

(খ) কাঠের ব্যাটনে পি.ভি.সি-র বদলে লেড বা শিষে মোড়া তার টানা হয়।

(গ) দেয়ালে নালি কেটে পলিথিনের পাইপ বসান হয় ও পাইপ প্লাস্টার করে ঢেকে দেওয়া হয়। পাইপের ভিতর দিয়ে পি.ভি.সি বা সি.টি.এস তার টেনে দেওয়া হয়, দেয়ালের উপর থেকে তা দেখা যায় না। এর নাম কনসিল্ড অয়ারিং বা লুকানো তারটানা। এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী খরচ সাপেক্ষ। কম খরচে ঘর সুদৃশ্য করতে হলে ড্রপ-কনসিল্ড করা যায়। এ ক্ষেত্রে দেয়ালের মাথায় যে জোড় বাক্স বা জংসন বক্স থেকে তার খাড়াভাবে নেবে আসে সুইচে বা পয়েন্টে — সেই খাড়া অংশ ও সুইচ বক্স কনসিল্ড পদ্ধতিতে লুকানো থাকে দেয়ালের ভিতর। বাদবাকি মেন লাইন, ছাদের ও দেয়ালের কোণ্ বরাবর কাঠের ব্যাটন দিয়ে করা হয়। খরচ হয় মাঝারি ধরনের।

তিন পদ্ধতির একটা তুলনা দেওয়া হল :

৮ নং সারণী : বিদ্যুৎ-বহন পদ্ধতি তুলনা

	কাঠের ব্যাটনে পি.ভি.সি. তার	কাঠের ব্যাটনে শিষে মোড়া তার	পলিথিন পাইপে পি.ভি.সি তার
টেকসই কিনা	মোটামুটি	টেকসই	খুব টেকসই
খরচ	সস্তা	মাঝারী	দামী
আঘাত সহন	ভাল	কম	খুব ভাল
আগুন লাগা	লাগতে পারে	লাগে না	লাগে না
ড্যাম্প লাগা	ঐ	কম লাগে	ঐ
বানাবার সময়	কম	কম	বেশী
কত তার লাগে	বেশী	বেশী	কম

যেখানেই একটি লাইন থেকে একাধিক শাখা বেরিয়েছে সেখানেই একটি জংশন বক্স ও প্রতি শাখায় একটি করে ফিউজ দেয়া দরকার। ফিউজ হচ্ছে এমন একটি পাতলা তার যার ভিতর দিয়ে দরকারের বেশী বিদ্যুৎ গেলেই তা পুড়ে লাইনে বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কেউ শক খেলেই তারের ভিতর দিয়ে বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ চলতে শুরু করে ও ফিউজ নিজে শহিদ হয়ে বাঁচিয়ে দেয় শক খাওয়া মানুষটিকে। মিটারের কাছে একটি মেন সুইচ থাকে যা বন্ধ করে দিলে বাড়ির সব লাইনই অচল হয়ে যায়। মিটার থাকে বাড়ির প্রত্যন্ত কোণে, সিঁড়ির তলায় অথবা অনেক সময় আলাদা তালাবদ্ধ একটি কুঠরীতে। কোন কারণে ফিউজের তার পুড়ে না গেলে শক খাওয়া মানুষটিকে বাঁচাতে মেন সুইচটি বন্ধ করা খুব জরুরী। এক্ষেত্রে একান্তে পড়ে থাকা মেন সুইচ কোন উপকারে আসে না। এ জন্য বাড়ির ভিতর সব ঘরের কাছাকাছি কোন কেন্দ্রীয় স্থলে আর একটি মাস্টার সুইচ বা প্রধান সুইচ থাকা দরকার যা বন্ধ করে বাড়ির সব লাইন অচল করে দেওয়া যায়। এ ছাড়া প্রতিটি জংসন বোর্ডের ডালার ভিতর দিকে একটি নকশা করে ওই বোর্ডে কোন্ কোন্ ঘরের ফিউজ আছে তা লিখে রাখলে মেরামতি কাজ সহজে করা যায়।

আধুনিক ঘর সাজানোতে কোথায় কোথায় আলোর প্রয়োজন দেখা দেবে তা আগে থেকে ঠিক করা শক্ত। এ সমস্যার বিলেতী সমাধান ঘরের চার দেয়ালে স্কার্টিং-এর ঠিক উপরে দেড় মিটার অন্তর বৈদ্যুতিক প্লাগ রেখে যাওয়া যাতে প্রয়োজন মত ওখান থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া চলে। এটি একটি খরচ সাপেক্ষ পদ্ধতি। দেশী পদ্ধতিতে প্রত্যেক সুইচ বোর্ডে একটি বাড়তি প্লাগ দেওয়া হয়। আধুনিক ধারায় এই পদ্ধতি খুব কাজে লাগে না। এর থেকে বিলেতী পদ্ধতিটি অনেক কাজের। বিলেতী পদ্ধতিটিকে কেবল বসার ঘরে ও রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ রাখলে খরচও কমে ও মোটামুটি প্রয়োজনীয় জায়গায় বাড়তি পয়েন্টগুলি পাওয়াও যায়। অন্যান্য ঘরে দেশী পদ্ধতিতে কাজ চলে যাবে ও দরকার হলে বোডের প্লাগে মাল্টি প্লাগ অ্যাডপটার (Multi plug adoptor) বা বহুমুখী প্লাগ মুখ লাগিয়ে বাড়তি পয়েন্ট করে নেওয়া যায় যদিও দেখতে এটি একটু জবড জং।

● ব্যবহারোপযোগী আলোকন

আলোকন ব্যবস্থার তারতম্য হয় ঘরের ব্যবহারের তারতম্যে। এই সূত্র ধরেই আমরা এখানে খুবছোট্ট করে আলোচনা করব দপ্তর, শিক্ষালয় ও বিপণীর আলোকপাতের ধরন-ধারণ নিয়ে।

॥ দপ্তর ॥

দপ্তর হচ্ছে লেখাপড়া-মূলক কাজের জায়গা। এ কাজের শতকরা নব্বুই ভাগ সারা হয় মেঝে থেকে পৌনে এক মিটার উঁচু টেবিলের উপর। ফলে এই টেবিলের উপর উজ্জ্বল স্তরের দীপন মাত্রার প্রয়োজন। ছায়া থাকলে কাজের অসুবিধা। ছাদের উচ্চতা আধুনিক দপ্তরে আড়াই থেকে তিন মিটার। এই সব সূত্র ধরে আধুনিক অফিসে সাধারণত পুরো ছাদটিকে দীপামান করা হয় কাঁচের ঘেরাটোপ বা প্লাস্টিকের জালি ঘেরা সারি সারি টিউব দিয়ে। টিউবের ছায়াহীন নরম ও ঠান্ডা আলো এই ঘেরাটোপ বা জালির মাধ্যমে হয়ে ওঠে আরো নয়ন-তৃপ্তিকর।

কনফারেন্স রুমে লেখা-পড়ার থেকে কানে শোনার ও মুখে বলার কাজই হয় বেশী। কাজেই আলোকন মধ্যদীপ্ত হলেই চলে। এ ছাড়া আলোকন ব্যবস্থায় ডিমারের নিয়ন্ত্রণ থাকা বিশেষ দরকার কারণ প্রায়শই স্লাইড শো, অডিয়ো-ভিস্যুয়াল স্টাডির ক্ষেত্রে ঘরটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে তুলতে হয়।

॥ শিক্ষালয় ॥

শিক্ষালয়ে ক্লাসরুমের আলোকন ব্যবস্থা অফিসের মতই হওয়া দরকার। উপরি ব্যবস্থা হিসাবে ব্ল্যাক বোর্ডের উপর চাই সরাসরি আলোকপাতের ব্যবস্থা যাতে তার প্রতিফলনহীন কালো লিখন-তল (Writing Surface) দূর থেকে পরিষ্কার দৃশ্যমান হয়।

॥ বিপণী ॥

দোকানের আলোকন পদ্ধতি নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। সাধারণ আলো মধ্যদীপ্ত প্রতিফলিত আলো। পণ্যসামগ্রীর উপর সরাসরি অত্যুজ্জ্বল স্পটলাইটই সবচেয়ে কার্যকরী। পণ্য-সামগ্রী সাজানোর ঢং পরিবর্তন করা হয় প্রায়শই, অনেক ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আলোকপাতের ভঙ্গিমাতেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কাজেই স্পট লাইটগুলিকে স্থায়ীভাবে আটকানো সম্ভব নয়। সাধারণত ধাতুর মসৃণ টিউবের সাথে এগুলিকে ক্ল্যাম্প দিয়ে ঝোলান হয় যাতে ইচ্ছামত চট করে সরানো, বেঁকানো বা ঘোরানো যায়।

● কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম্

এই কয়েক পাতা ধরে আমরা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর হালচাল, কায়দা-কেরামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম আমাদের আলোচনা। শেষ করবার আগে ছোট্ট করে আলোচনা করে নেব দিবালোকের হাল হকিকৎ। যেহেতু কৃত্রিম আলোর মত দিবালোক উৎপাদনে আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রায়শই আমাদের সামনে হাজির হয় দুই বিপরীত-ধর্মী সমস্যা :

(১) ঘরের দীপনমাত্রা অত্যুজ্জ্বল হওয়ায় চোখ সহজেই ধাঁধিয়ে যায়, মন টাটিয়ে ওঠে। এ এক অতি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

(২) দীপনমাত্রা ছায়াচ্ছন্ন স্তরে নেমে থাকায় লেখন-পঠন তো বটেই হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলার মত সাধারণ কাজগুলিও সহজে করার পরিবেশ থাকে না।

সমাধান ঃ প্রথম ক্ষেত্রে দীপনমাত্রাকে কমানো; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাড়ানো। প্রথমটি করতে হলে সাহায্য নিতে পারেন হালকা ও ভারী পর্দার। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময় ঘরের দীপনমাত্রা বিভিন্ন সেখানে মোটা ও পাতলা পর্দার ব্যবহার ছাড়া নান্যঃ পন্থা। জানালায় অবশ্য লুভার বা পাখি লাগানো যায় যার ফাঁক কম বেশী করে ঘরে সুষ্ঠুভাবে দীপনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা চলে। প্রসঙ্গত, ৪০/৫০ বছর আগে কোলকাতায় এমন কোন বাড়ি ছিল না যার জানালার কাঠের পাল্লায় খোলা-বন্ধ করা যায় এমন খড়খড়ি ছিল না। কিন্তু এই লুভার বা খড়খড়িও তো এক ধরনের পর্দাই।

অবশ্য দীপনমাত্রাকে স্থায়ীভাবে কমাতে হলে নিচের কৌশলগুলি অবলম্বন করতে পারেন ঃ

(১) ছাদ ও জানালার উল্টোদিকের দেয়ালে গাঢ় নীল, খয়েরী ইত্যাদি রং লাগান।
(২) আলোক পথগুলির সামনে স্ক্রীন, পার্টিশান বা আলমারী জাতীয় উঁচু আসবাব রাখুন
(৩) কাঠের গাঢ় পালিশ করা আসবাব রাখুন ঘরে—একটু বেশী সংখ্যায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবে। অনাবশ্যক জানালা বন্ধ করে দিন। দেখবেন ঘরে আলোর পরিমাণ সহনীয় স্তরে নেমে এসেছে।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ছায়াচ্ছন্ন ঘরে দীপনমাত্রা বাড়ানো দিবালোকিত কামরায় একটি বড় সমস্যা। জানালার সংখ্যা যদি বাড়ানো না যায় বা কাঠের পাল্লার বদলে কাঁচের পাল্লা লাগানো সম্ভব না হয় তা হলে চালান নিচের কৌশলগুলি; দীপন-মাত্রা খানিকটা বাড়বেই ঃ

(১) ছাদ ও দেয়াল সাদা করুন।
(২) সম্ভব হলে পর্দা একেবারে পরিহার করুন।
(৩) কার্পেট, আসবাব ও গদীর ঢাকনা যতটা সম্ভব হালকা রং-এর করুন।
(৪) ঘরে কাঁচের ফ্রেমে আঁটা হালকা রং-এর ছবি টাঙ্গান প্রচুর পরিমাণে। জানালার উল্টোদিকের দেয়ালে বড় আয়না রাখতে পারলে ঘর বড় ও আলোকিত দেখাবেই। তবে এটি খরচ-সাপেক্ষ কৌশল।

ভুঁইফোড় এক বন্ধু বললেন, 'দিনের বেলাও বাতি জ্বালিয়ে রাখলেই হয়।' তা হয়। তবে 'যে জন দিবসে, মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি/ আশু গৃহে তার, জ্বলিবে না আর নিশীথ প্রদীপ ভাতি!'— অতএব যা করবেন, ট্যাকের কথা খেয়াল রেখেই করবেন। আর সেই খেয়ালের সুর, তাল, গিটকিরি নিয়েই রচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়.....

খবরদার পত্র—৪নং

- **ঘরোয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/গ্যাস চালিত যন্ত্রপাতি**

- **সিলিং ফ্যান**

পোলার	৩৬", ৪২", ৪৮", ৫২"	(দাম ৬৫০টা. থেকে ৯০০টা.)
উষা	৩৬" থেকে ৬০"	(দাম ৭০০ টা. থেকে ৯০০টা.)
মনার্ক	৩৬", ৪৮", ৫৬"	(দাম ৬০০ টা. থেকে ৭৫০টা.)
ওরিয়েন্ট	৩৬", ৪২", ৪৮", ৫৬"	(দাম ৬৫০টা. থেকে ৮০০টা.)
খৈতান	৪২", থেকে ৬০"	(দাম ৬৫০টা. থেকে ৯০০টা.)
ক্রম্পটন হেরিটেজ ইত্যাদি		(দাম ১,৫০০ টা. থেকে ১,৮০০ টা.)
বাজাজ	৩৬"	(দাম ৬০০ টা.)
র‍্যালিফ্যান	৩৬"	(দাম ৬৫০ টা.)

- **কুকিং রেঞ্জ-**(গ্যাস চালিত)

ব্লুস্টার-ম্যাগনাসেফ	দাম সাড়ে সাত হাজারের মত
ম্যাগনাফিস্ট	দাম সাত হাজারের কাছাকাছি
ম্যাগনাকুক	দাম সাড়ে তিনের মত
ম্যাগনাগ্রীল	দাম তিন হাজারের নীচে
নির্কিতাসা-মোনালিসা	দাম সাত হাজার
কিচেনেট	দাম চার হাজার প্লাস
গ্রিলেট	দাম আড়াই হাজারের মত
সুপারফ্লেম-প্রিন্সেস	দাম ছ'হাজারের মত
সুপারসেফ	দাম দু'হাজারের মত
গ্রিল কিং	দাম ওই রকমই

- **রান্নাঘরের অন্যান্য গ্যাজেট**

টোস্টার	বাজাজ	মারফি	অলউইন	দাম
	র‍্যাকল্ড	এলিট	সুপার	৩০০ টা. থেকে
	প্রিয়া	সুমিত	মডেল	৮০০ টা.

ইলেকট্রিক ওভেন প্যারামাউন্ট—২৫০টা.
বাজাজ—৫০০টা.
মারফি মিনি—১৮০টা.
মারফি মেজর—৩৫০টা.

ইলেকট্রিক রেঞ্জ লাইফ লং—আড়াই হাজার টাকার মত

মিক্সি
সুমিত—১,৮০০টা.
রেমি (টাইমার সহ)—২,০০০টা.
সেভেন স্টারস—১,৫৫০টা.
লুমিক্স—১,৮০০টা.
ফিলিপস—২,০০০টা.
বাজাজ মিনিমিক্স—৮৫০টা.
বাজাজ ম্যাক্সিমিক্স—১,৫০০টা.
হটলাইন—১,৮৫০টা.

- রকমারি আলোর শেড, ঝাড়বাতি পাবেন 'মহলে'।

  ঠিকানা ২২৭/২ আচার্য জগদীশ বোস রোড, কলিকাতা—২০।

- দামের হদিশ

ব্র্যাকেট ল্যাম্প	৯০টা. থেকে ২,৫০০টা.
পেন্ডেন্ট লাম্প	১০০টা. থেকে ২,৫০০টা.
ঝাড়বাতি	৮০০টা. থেকে ৭,০০০টা.

- ইলেকট্রিক ইস্ত্রি

বাজাজ	অটো হাইলাইফ	৪০০টা.
	অটো স্টাণ্ডার্ড	৩০০টা.
	নন অটো এ সি /ডি সি	২৫০টা.
ফিলিপস	এইচ ডি ১১২০	৪০০টা.
রেক্স	অটো স্ট্যাণ্ডার্ড	২৫০টা.
	অটো সুপার	২৮০টা.
	অটো কুইন	৩৫০টা.
কমেট	অটো সুপ্রীম	৩০০টা.
ক্লিয়ারটোন	পপুলার	২৫০টা.
	ডিলাইট	২৫০টা.

- মধ্যবিত্তের পক্ষে এয়ার কণ্ডিশনার হয়ত কেনা সম্ভব নয়, তবে ভাড়া নেওয়া যেতে পারে, বিশেষত গৃহে জামাই, নাতি জাতীয় ভি. আই.পি-র আগমনে। যাঁরা ভাড়া দেন তাঁদের কয়েক জনের নাম ঠিকানা :

  (১) এয়ারকন সার্ভিসিং কর্পোরেশান
  ১৪/১ যোধপুর পার্ক, কল-৬৮ (ফোন-৪১০২৩৯)

  (২) ক্রিষ্টাল রেফ্রিজারেসান কোম্পানী
  ৭/এ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭ (ফোন ৪৩৩৩১৭)

  (৩) এয়ারকুল কর্পোরেশান
  ৩৬/ডি, বেনিয়াপুকুর রো, কলিকাতা-১৪ (ফোন ২৯৯৯১৮)

  (৪) এয়ার কন ইঞ্জিনীয়ার্স
  ৭, সদর স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬ (ফোন ২৪২৬১৬)

  (৫) একমি এয়ারকণ্ডিশনার কোম্পানী
  ৪৯/১, এস এন ব্যানার্জি রোড কলিকাতা—১৪ (ফোন-২৪৭৬৪৬)

  নতুন বা পুরানো মেসিনের সাইজ বা টনেজ হিসাবে এঁরা ভাড়া নিয়ে থাকেন মাসে ১,৮০০টা. থেকে ৭,০০০টা.

- ওয়াশিং মেশিন

  তৈরী করেন বাজাজ, রোটাস, নিকিতাসা, পার্ল, ওয়াশিমা, ওয়েসিস। দাম আকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী ২,৫০০ টাকা থেকে ৭,০০০ টাকার মধ্যে।

- ভ্যাকুম ক্লিনার

  ইনডাস তৈরী করছেন ন্যাসানাল রুম ক্লিনার। ইউরেকাও তৈরী করেন একটি। দাম প্রায় সমানই। সাড়ে চার হাজারের মধ্যে।

- হুইরিল ফুল

  বেসিনে পড়া যেসব আবর্জনা নর্দমা বুজিয়ে দেয় নির্গমন পথে বসানো হুইরিলফুল তার স্টিলের দাঁতওয়ালা মোটর ঘুরিয়ে তাদের নিমেষে কুচি কুচি করে নর্দমা বোজানোর সম্ভাবনা চিরতরে দূর করে। যন্ত্রটি বানিয়েছেন এ. এম. সি. স্টেনলেস।

- **ইনভারটার**

(১) কুন্দন মিনি জেনারেটার—
(১৫০ ওয়াট—১০০০ ওয়াট) — দাম ৩,০০০টা. — ৭,০০০টা.
(ব্যাটারী আলাদা)

(২) এলজেন মিনি জেনারেটার
(১০০ ওয়াট—১, ০০০ ওয়াট) — দাম ২,৪০০টা. — ৭,৩০০টা.
(ব্যাটারী আলাদা)

(৩) ভিক্টর মিনি জেনারেটার
(১০০ ওয়াট—১,০০০ ওয়াট) — দাম ২,০০০টা. — ৫,০০০টা.
(ব্যাটারী আলাদা)

এই সব ইনভাটারের সাথে ব্যবহারযোগ্য ব্যাটারী এক্‌সাইড বা রিকো ইন্ডাস্ট্রীয়াল টাইপ—দাম — ২,৫০০টা. —৭,০০০টা.

- **পেট্রল ও ডিজেল জেনারেটার**

(১) সুজুকি ৩০০/৪০০ ওয়াট পেট্রল — দাম ৯,০০০টা.
(২ লিটার পেট্রলে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা চলে)

(২) ১,৫০০ ওয়াটের কেরসিন মডেল—দাম-১৩,৫০০টা.
(ঘন্টায় ১.১৫ লিটার তেল লাগে)

(৩) হণ্ডা ৪০০ ওয়াট পেট্রল মডেল — দাম ৯,০০০টা.
(২ লিটারে চার ঘন্টা চলে)

(৪) ১,৩০০ ওয়াট কেরসিন মডেল — দাম ১৪,০০০টা.
(ঘন্টায় ১.০৪ লিটার তেল লাগে)

(৫) বিড়লা ইয়ামাহা লিটল জিনি ৯০০—দাম ৯,০০০টা.
(৯০০ ওয়াট পেট্রোল মডেল)

(৬) ঐ লিটল জিনি ৬০০ (৬০০ ওয়াট) — দাম ৭,০০০টা.

- **ইলেকট্রিক মিস্ত্রির হদিশ**

(১) আজাদ ইলেকট্রিক্যাল,
৮৪, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড,
কলকাতা—১৬।

(২) সাহাব ইলেকট্রিক কোম্পানী
৩৩, রয়েড স্ট্রীট,
কলকাতা—১৬।

(৩) জোহর আলম,
৩, চাঁদনী চক স্ট্রীট
কলকাতা—৭২।

আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙক্ষা

No man is rich whose expenditures exceed his means
and no one is poor whose incomings exceed his outgoings.

— Haliburton.

● যত্র আয় তত্র ব্যয়

আমাদের বন্ধু পাতিরাম খুব চৌকশ লোক। ব্যাঙ্কে জমি মর্টগেজ রেখে বাড়ি করেছিল ব্যাঙ্কের হাওলাতী টাকায়। বাড়ির দেনা শোধ হতে না হতে ফের বাড়ি বন্ধক রেখে কিনে ফেলল নতুন চকচকে এক গাড়ি। গাড়ির রেজিস্ট্রেশান শেষ হওয়া মাত্র ফের দৌড়াল ব্যাঙ্কের কাছেঃ গাড়ির মালিকানা গচ্ছিত রেখে গ্যারাজ বানাবার টাকার জন্যে। ব্যাপার দেখে ম্যানেজার সাহেব হাসতে হাসতে বল্লেন 'সবই তো হল কিন্তু এবার পেট্রোলের খরচটা জোগাবে কে?' মাথা চুলকোতে চুলকোতে পাতিরাম জানাল তার অভিমত, 'মনে হয় বাড়ি গাড়ি-গ্যারাজওয়ালা মানুষকে ধারে পেট্রল দিতে আটকাবে না পাম্পওয়ালাদের!'

তা হয়ত আটকায় না। তবে সবাই এই 'ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' ধরনের চার্বাকী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী নাও হতে পারেন। খুব সম্ভবত আপনিও নন। যেহেতু বেপরোয়া 'কর্মধারায়' আপনি রাজি নন অথচ সেই সাথে আপনার বাড়িটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে ছিমছাম সুন্দর বিলাসী রাখতে আগ্রহী, আপনাকে এমন ব্যবস্থার সন্ধান দিতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

● গৃহসজ্জা না দাহশয্যা

ঘর-সাজানোর বাবদে এলেমদার অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মোট আয়ের এক-পঞ্চমাংশ খরচ হয় ঘরভাড়া বা নিজের বাড়ি হলে তার রক্ষণাবেক্ষণে। তিন থেকে চার বছরের রোজগার লেগে যায় মোটামুটি একটি মাথা গোঁজার আস্তানা বানাতে। বাড়ি গড়ার খরচ জমির দামের ডবল থেকে তিনগুণ। এই সব মোটা খরচের পর ঘরসাজানো বাবদ মধ্যবিত্তের 'হাতে থাকে পেন্সিল'। কাজেই গৃহসজ্জার খরচাপাতি খুব সাবধানে হিসেব-নিকেশ না করে করলে তা 'দাহশয্যার' কারণ হয়ে উঠতে পারে। ঘর সাজানোর সব চাইতে মোটা খরচ আসবাব কেনার। আসবাবের দাম দিতে গিয়ে অনেক নবদম্পতিই নিজেদের সামান্য সঞ্চয়টুকুও হারিয়ে বসেন। তবু রক্ষে এদেশে হায়ার পরাচেজ বা ইনস্টলমেন্টে আসবাব বিক্রি হয় না। বিলেত আমেরিকায় এই প্রথা পুরোমাত্রায় বিদ্যমানঃ বহু যুবক-যুবতী দামী দামী আসবাবের নেশায় এই সব লোভনীয় ফাঁদে পা দিয়ে দেখেন আগামী দশ বিশ বছরের যাবতীয় আয় তাঁরা কবুল করে বসে আছেন হাওলাতী আসবাবের ঋণ-মুক্ত হতে। বুঝে শুনে চলতে পারলে ইনস্টলমেন্ট প্রথায় অনেক সুফল নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যৌবনের উন্মাদনায় বুঝে শুনে চলা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার।

প্রয়োজন, ব্যবহার, আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক-প্রতিষ্ঠা—এই চারটি মানের উপর নির্ভর করছে ঘর সাজানো বাবদে আপনার তহবিলের আয়তন। যাঁর বদলীর চাকরী তিনি হয়ত আদৌ আসবাব না কিনে ভাড়া করা আসবাবই পছন্দ করবেন। ভাড়া করা আসবাবের মূলধনী ব্যয় বলতে যে টাকাটা জমা রাখতে হয় দোকানে সেই টুকুই। তাছাড়া দরকার মত এক কথায় এগুলির দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বাড়িওয়ালার তুলনায় ভাড়াটের ঘরসাজানোর তহবিল কম হওয়া উচিত কারণ কিছুদিন বাদেই হয়ত তাঁকে বাড়ি বদল করতে হয় এবং নতুন আবাসে পুরোনো বাড়ির মাপে ও প্রয়োজন মাফিক করা পর্দা, স্ক্রীন, পার্টিশান, ফল্‌স্‌ সিলিং, বিল্ট-ইন আসবাব, দেয়াল আলমারী ইত্যাদির না লাগার সম্ভবনাই বেশী। যে সংসারে ছেলেপিলের ভিড় তাঁদের সূক্ষ্ম সৌখিন আসবাব না কেনাই উচিত।

● দশ দফা কানুন

ঘর সাজাবার খসড়া পরিকল্পনা হয়ে গেলে কাজ শুরু করবার আগে একটা আগাম হিসেব বা বাজেট করা খুবই দরকার। আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বাজেট করা সম্ভব। এই পদ্ধতিগুলি (Budget plans) নিয়ে বিশদ আলোচনা করার আগে সুষ্ঠু বাজেট করার ১০ দফা নিয়ম আছে—সেগুলি একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাকঃ

(১) সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় চিন্তা-ভাবনা না করে সব কিছু এক সঙ্গে কিনতে যাওয়া খুব সুবিবেচনার কাজ নয়। ধীরে সুস্থে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজন মাফিক একটি দুটি করে আসবাব কিনলে অপ্রয়োজনীয় নিরেস মাল কিনে ফেলার ভয় থাকে না।

(২) মধ্যবিত্ত পরিবারের সুদৃশ্য কিন্তু ছিমছাম চলতি ধরনের আসবাব ও অন্যান্য উপাদান কেনা উচিত। অত্যাধুনিক বা অতি অলঙ্কৃত আসবাব বাছাই করবেন না। এগুলির দামও বেশী, উপযুক্ত পরিবেশ ও আনুষঙ্গিকও মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে।

(৩) একটু কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করলে অনেক সময় প্রয়োজনীয় গৃহসজ্জার উপকরণটি কেনার দরকার হয় না, নিজেই তৈরী করে নেওয়া যায় সিকি ভাগ খরচে। আপনার বাড়িতে হয়ত পড়ে আছে প্রকান্ড এক কাঁচের সাবেকী জার। এর সাথে একটি আলোর শেড জুড়ে বিশ পঁচিশ টাকায় তৈরী হতে পারে বাহারী টেবিল-লাম্প যার বাজার দর আশির কম নয় কোন মতেই (মলাটের ছবি)। বাড়িতে বাড়তি পড়ে থাকা ফ্লাস ডোরের পাল্লাকে চেঁছে ছুলে, পায়া লাগিয়ে তৈরী ডাইনীং টেবিলে পরিণত করা হয়েছিল অতি সামান্য শত খানেক টাকা খরচে। কম করেও বিশ বছর আমরা সকাল সন্ধে খেয়েছি সেই টেবিলে।

(৪) শেয়ালদা বৌবাজার অঞ্চলে আছে হাত-ফিরতি (Second Hand) আসবাবের দোকান। এছাড়াও খবরের কাগজে একটু নজর রাখলে দেখতে পাবেন দেশত্যাগে উদ্যোগী অনেকেই সুলভে ভাল আসবাব বেচে দিয়ে হালকা হতে চান। এগুলি প্রয়োজন মাফিক মেরামতি ও পালিশ করে, কভার বদলে ভোল পাল্টে নিলে সস্তায় পেতে পাবেন চমৎকার আসবাব।

(৫) বেতের আসবাব খুব সস্তা। বেতের আসবাব কেবল বারান্দা বা লনেই মানায়—এ ধারণা যে কত অসার, অর্থহীন তা মলাটের ছবি থেকে সহজেই বুঝতে পারবেন। ছবিটি স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী সাবানা আজমীর বৈঠকখানার।

(৬) ঘর সাজানোর খরচ আপনার ছ মাসের আয় অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়। এই খরচটি আপনি আপনার দায়দায়িত্ব হিসাব করে দু বছর, তিন বছর বা চার বছরে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

(৭) যে কটি ঘর আপনি সাজাতে মনস্থ করেছেন, মোট আগাম হিসাবটি সেই কটি ভাগে ভাগ করতে হবে। অবশ্যই সমান ভাগ নয়। বসার ঘরটি দেখেই অতিথি সজ্জন আপনার রুচি, সামর্থ্য ও ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে ধারণা করেন। অতএব আনুপাতিক ভাবে এই ঘরের বাজেট হবে অন্য ঘরের তুলনায় একটু বেশী।

(৮) যেকোন দম্পতির পক্ষে খাবার টেবিল অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু সীমিত বাজেটে প্রথমেই খাবার টেবিল ও চেয়ারে দেড়-দু হাজার খরচ না করে প্রথম এবং প্রয়োজনে, দ্বিতীয় বছরও পড়ার টেবিল বা রান্নাঘরের সার্ভিস টেবিলে কাজ চালিয়ে দিন।

(৯) খাট বোধহয় আরো দরকারী জিনিস। তবু তরুণ দম্পতিকে বলব, বিয়েতে খাট না পেলে ঘাবড়ে যাবেন না। ছয় ইঞ্চি ফোম বা স্প্রীং-এর গদিটা আগে ভাগেই কিনে নিন অর্থাৎ ঘোড়ার আগেই লাগামের ব্যবস্থা। এক দু বছর মেঝে বা কার্পেটের উপর গদি পেতে, তাতে শুয়ে খাটের প্রয়োজনটা সরাসরি এড়িয়ে যেতে পারেন।

(১০) ড্রেসিং টেবিলের বদলে দেয়ালে টাঙ্গানো আয়নার নিচে কাঁচের বা কাঠের র‍্যাক টাঙ্গিয়ে তা দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাজ চালিয়ে নিতে পারেন যতদিন না আপনার বাজেট অনুযায়ী ঘরে ড্রেসিং টেবিল আসছে।

এই দশ দফা নিয়ম অনুযায়ী আপনি সহজেই স্থির করতে পারবেন কোন্ কোন্ আসবাব কোন কোন বছরে কিনবেন। এই সঙ্গে আপনার জানা দরকার ঘর সাজানো বাবদে কোন্ ঘরের গুরুত্ব কতটা। বাজেট তৈরী হবে এই গুরুত্ব অনুযায়ী.... স্বভাবতই গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী একে একে ধরতে হবে ঘরগুলিকে।

● গুরুগৃহ-লঘুগৃহ

নিচের সারণীটি বিলেতী মতে রচিত। তবে পরীক্ষা করে দেখেছি আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সংসারে অনুপাতটা মোটামুটি চলে যায়। তাই অল্প স্বল্প বদবদল করেই তুলে দিলাম এখানে (আকার সূত্র Home Furnishing By Anna Honk Rutt) :

৯ নং সারণী : ঘরের আনুপাতিক গুরুত্ব

ঘরের পরিচিতি	ঘরের আনুপাতিক গুরুত্ব		
	২ কামরা আবাসন	৩ কামরা আবাসন	৪ কামরা আবাসন
বসার ঘর	৬০%	৪৫%	৪০%
মালিকের শয়নকক্ষ	৩০%	২৫%	২০%
খাবার ঘর	—	২০%	২০%
রান্নাঘর	১০%	১০%	
অতিথির শয়নকক্ষ বা ছোটদের ঘর	—	—	১৪%
মোট গুরুত্ব (ব্যবহার-ভিত্তিক)	১০০%	১০০%	১০০%

দফাওয়ারী বাজেট

উপরের এই আনুপাতিক গুরুত্বের সারণী থেকে কোন্ কোন্ ঘর আপনি সাজেতে চান, কোন্‌টা আগে ধরবেন, কোন্‌টা পরে; আপনার ঘর সাজানোর খাতে আনুমানিক মোট ব্যয়ের অংকটি ঠিক করি নিলে আনুপাতিক গুরুত্ব হিসাবে প্রত্যেক ঘরের বাজেট আলাদা আলাদা করে পেয়ে যাবেন। পরবর্তী ৩টি সারণীতে প্রত্যেক ধরনের বাজেটের উপযোগী আসবান, উপকরণ, তার দাম দেওয়া আছে। আপনাকে শুধু দেখতে হবে কেনবার সময় সারণীতে আপনার বাজেট পর্য্যায় উল্লেখিত দাম যেন কোন সময়েই ছাড়িয়ে না যায়ঃ

১০ নং সারণী ঃ বসার ঘর ঃ টাকায়

আসবাব ও উপকরণ	২,৫০০ বাজেট	৫,০০০ বাজেট	৭,৫০০ বাজেট	১০,০০০ বাজেট	১২,৫০০০ বাজেট
সোফা	৭৫০	১,৫০০	১,৫০০	২,৫০০	৩,০০০
কৌচ	২২০	৩০০	৫০০	৬০০	৮০০
সেন্টার টেবিল	১৮০	২০০	৪০০	৪০০	৪৫০
পেগ টেবিল	১৫০	১৫০	২৫০	৪০০	৪৫০
আয়না	১৫০	২০০	৪৫০	৪৫০	৫০০
ষ্ট্যাণ্ড ল্যাম্প	২৫০	৩০০	৪৫০	৬০০	৭০০
টেবিল ল্যাম্প	২০০	২০০	৩০০	৪৫০	৫০০
বুক সেল্ফ	—	৭০০	১,০০০	১,৫০০	২,০০০
কার্পেট	—	৮০০	১,২০০	১,৪০০	১,৬০০
পর্দা	৩৫০	৩৫০	১,০০০	১,২৫০	১,৫০০
সরঞ্জাম (ছবি ফুলদানী অ্যাস্ট্রে)	২৫০	৩০০	৪৫০	৪৫০	১,০০০

১১ নং সারণী ঃ শোবার ঘর ঃ টাকায়

আসবাব ও উপকরণ	১,৮০০ বাজেট	৩,০০০ বাজেট	৫,৩০০ বাজেট	৭,০০০ বাজেট
খাট	৬০০	৬০০	৭০০	১,২০০
গদী	২০০	২০০	১,০০০	১,২০০
ড্রেসিং টেবিল	১৫০	৩০০	৩০০	৩০০
কৌচ	—	১৫০	২০০	২০০
বাড়তি চেয়ার	—	—	১০০	১০০
লেখার টেবিল	—	—	৩০০	৩০০
বেডসাইড ঐ	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
টেবিল ল্যাম্প	২০০	২০০	২০০	২০০
আলমারী	—	—	৮০০	১,৬০০
কার্পেট	—	৮৫০	১,০০০	১,২০০
পর্দা	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
সরঞ্জাম	৫০	১০০	১০০	১০০

১২ নং সারণী ঃ খাবার ঘর ঃ টাকায়

আসবাব ও উপকরণ	১,২০০ টাকার বাজেট	২,৪০০ টাকার বাজেট	৩,৬০০ টাকার বাজেট	৪,৮০০ টাকার বাজেট
টেবিল	৬০০	৭০০	৮০০	১,২০০
চেয়ার (৪/৬)	৩৫০	৫৫০	৫৫০	৮০০
ক্যাবিনেট	২৫০	৫৫০	৫৫০	৫৫০
টি ট্রলি	—	—	৩০০	৪৫০
কার্পেট	—	—	৭০০	১,০০০
পর্দা	—	৫০০	৫০০	৫০০
সরঞ্জাম	—	১০০	২০০	৩০০

রান্নাঘরের মোট বাজেট (ফ্রিজ ও ওভেন ছাড়া) ৩,০০০ টাকা থেকে ৭,০০০ হতে পারে যার প্রায় ৯০% কাউন্টার ও ক্যাবিনেটে খরচ হবে। মেঝে ও সিঙ্কে বাকি ১০%।

● কেনা কাটার ধূম!

বাজেট হয়ে গেল কাগজে কলমে। এবার কেনা কাটার পালা। তবে আগেই তো হুঁশিয়ারী দিয়ে রেখেছি সব এক সাথে কিনতে যাবেন না, তাহলে আপনার আহরিত আসবাব সামগ্রীর অবস্থা হবে সেই বটতলার গল্পের ভাষাবিদ ছেলেটির পাণ্ডিত্য প্রকাশের মত। ছেলেটির দখল ছিল ইংরেজি, বাংলা হিন্দি এবং সংস্কৃত—এই চার ভাষায়। সুযোগ পেলেই সে জাহির করত তার পাণ্ডিত্য। আর যে-কোন পণ্ডিতের মতই তার বিলক্ষণ অভাব ছিল কাণ্ডজ্ঞানের। একদিন ছেলেটি হন্‌হন্ করে চলেছে বাজারের দিকে। পথে পরিচিত একজন শুধালেন, 'কোথায় চলেছো?' পণ্ডিত ছেলেটি তার বিদ্যে জাহির করে জবাব দিল, 'মম গৃহে তৈলং নাস্তি, ইসওয়াস্তে কলুবাড়ি গোয়িং।'

খুব একটা চালাক গপ্পো হল বলে দাবী করছি না। তবে একগাদা ভাল জিনিসেরও অবিবেচকের মত সমাবেশ ঘটালে তা কতটা হাস্যকর, কতটা বীভৎস হয়ে উঠতে পারে তার একটি খাসা উদাহরণ এটি। অতএব, মনে রাখবেন ঘর সাজাতে গাদা গুচ্ছের আসবাবের প্রয়োজন নেই। একটি একটি করে বাছাই করুন প্রয়োজন বুঝে, অন্য আসবাবের সাথে খাপ খাইয়ে, বস্তুটির শিল্প-শোভনতা ও নান্দনিক মূল্য বিচার করে। পকেটে টান পড়বে না, অথচ সাজানোর প্রশংসা শুনবেন অবিরত। গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচারে একটি নিখাদ ভারতীয় আর্ট গ্যালারী আছে। স্রষ্টা আচার্য নন্দলালের সুযোগ্য শিষ্য প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পারলে দেখে আসবেন.... কত সামান্য উপকরণে কি অসাধারণ ভাবে রচনা করা যায় গৃহসজ্জা! আসুন আমরা ফিরে যাই কেনা-কাটার জগতে। এই কেনা-কাটার পর্বটি সারতে সময় নেওয়া উচিত তিন থেকে পাঁচ বছর--আপনার পকেটের অবস্থা বিচার করে।

● পরিকল্পনা ত্রৈবার্ষিক না পঞ্চবার্ষিক

আগে থেকে করা খসড়া মাফিক প্রতি বছর নিতে হবে কিছু কিছু অত্যাবশ্যক আসবাব ও সজ্জা-উপকরণ। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক বন্ধুবর মলয় আচার্য ও তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী নিতা আচার্যের খসড়াটি। মলয়-নিতা বিয়ের পরই এই খসড়াটি তৈরী করেছিলেন অধমের সঙ্গে পরামর্শ করে। ৮৭ সালে প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীর মধ্যে তাঁরা কিনলেন ঃ

(১) একটি সেকেন্ড হ্যান্ড রেক্সিন-বাঁধানো সোফা (৪০০ টা.)

(২) একটি গদী মোড়া কৌচ (১৮০টা.)। এটিকে রেক্সিনে বাঁধাতে খরচ পড়ল আরো ৯০ টাকা।

(৩) রান্নাঘরের জন্য একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড শক্ত সমর্থ কাঠের টেবিল (১৩৫ টা.)। নিতা এটি নিজে হাতে সাদা রং করে নিল (২২টা.)।

(৪) একটা রং করা বইয়ের র‍্যাক (২২৫ টা.)।

(৫) তিনটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সান মাইকা ঢাকা কাঠের পেগ টেবিল (৯০ টা.)।

(৬) দুটি টেবিল ল্যাম্প (৭০ টা.), তিনটি এক রংয়া ৬ ফুট × ৯ ফুট মাপের গালচে (৬৯০ টা.), রাস্তার দিকের জানালার জন্য চারটি সুতোর কাজ করা নেটের পর্দা (১৯০ টা.)।

(৭) নীতার বাবা বিয়েতে খাট দিতে পারেন নি। ওরা একটা চার ইঞ্চি পুরু ফোমের গদি (৭৫০ টা.) কিনে নিল ৫ ফুট × ৬ ফুট মাপের। তলায় গালচে ও উপরে প্রিন্টেড খদ্দরের চাদর (৬৫ টা.) পেতে তৈরী হল নবদম্পতির শয্যা।

(৮) ১৬" ×৪৮" মাপের ফ্রেমলেস আয়না (২৭০ টা.) ও একটি ছোট কাঠের ক্যাবিনেট (৬০ টা.)। মিস্ত্রি লাগিয়ে দুটিকে দেয়ালে ফিট করে (৩৪ টা. মজুরী) তৈরী হল তাদের ড্রেসিং টেবিল।

প্রথম বছরের মোট লগ্নী ৩২৭১ টাকা। মলয়দের ভাড়াটে ফ্ল্যাটটি দু কামরার— বাইরের দিকে বসার ঘর ও ভিতরে রান্নাঘরের পাশে শোবার ঘর।

পরের বছর কেনা হল ৯' × ১২' মাপের একরংয়া ঘাসের কার্পেট (৬০০ টা.), কাঁচের টপ লাগানো সেন্টার টেবিল (৯২৫ টা.), মানানসই আর একটি রেক্সিন মোড়া কৌচ (৩১০ টা.), একটি লোহার আলমারী (৯৮০ টা.)। মোট লগ্নী ২০১৫ টাকা। তিসরা বছরের সওদায় রইল—চারটি পলি প্রপলিন বা ফাইবার গ্লাসের চেয়ার (৪৪০ টা.) যার সঙ্গে রান্নঘরের টেবিলটি জুড়ে তৈরী হল ডাইনীং-এর আসবাব (৩.০৪ নং নকশা)। রান্নাঘরে তৈরী হল ড্রয়ার সমেত ৬ ফুট লম্বা একটি কাউন্টার (১২০০ টা.)। বসার ঘরে যোগ হল পেলমেট (২১০ টা.) থেকে ঝোলানো মোটা পর্দা (৬০০ টা.)। একটি পিতলের ষ্ট্যান্ড ল্যাম্প (৩১০ টা.), পিতলের অ্যাসট্রে। (১৮ টা.) শোবার ঘরে ঢুকল খাটের ফ্রেম (৬০০ টা.) এবং দুটি বেড সাইড টেবিল (১৯০ টা.)। পুরোনো ল্যাম্প দুটির শেড পাল্টে (৩০ টা.) বসিয়ে দেওয়া হল বেড সাইড টেবিলে। স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প শোভা পেতে লাগল বসার-খাবার ঘরে। এবারের মোট ব্যয় ৩৫৯৮ টা.। তিন বছর সময়ে মলয়- নিতা অনেক যাচিয়ে বাজিয়ে দরদস্তুর করে ৮৮৭৭ টাকায় তাদের দু কামরার ফ্ল্যাটকে যত সুন্দর করে সাজালো তার অর্দ্ধেকও সম্ভব হত না সব কিছু এক সঙ্গে কিনতে গেলে। পকেটেও টান পড়ত বিশ্রীভাবে কারণ জিনিসগুলি দরদস্তুর না করে নতুন আসবাবের দোকান থেকে কিনতে গেলে দাম পড়ত ১৪,০০০টাকার মত।

যাঁদের বাজেট আরো কম তাঁরা বেতের সোফা কৌচ এবং গালচের বদলে রঙ্গীন কয়ারের দরি (বা বোনা কার্পেট) কিনে হাজার বারশো টাকা খরচ কমাতে পারেন। এ ধরনের সস্তা জিনিসে যদি মন না ভরে তাহলে ধৈর্য একটু বাড়াতে হবে। তিন বছরের বদলে প্ল্যান করতে হবে পাঁচ বছরের যাতে বার্ষিক খরচ গড়ে ২,০০০ টাকা না ছাড়াতে পারে। প্ল্যান যত দিনেরই করুন, তিনটে জিনিস মনে রাখবেনঃ

(১) ঘরের খালি অংশ মোটেই বিসদৃশ্য নয়। ঘরের কম বেশী ৫০ শতাংশ জায়গা আসবাবে আকীর্ণ না হলে ঘরে একটা শান্ত সমাহিত ভাব ফুটে ওঠে যা ঘরজোড়া আসবাবের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে বাধ্য।

(২) কৌচ সোফার জীবন, টেবিল ল্যাম্প, কুশান, সোফা কভার বা আলোর শেডের তুলনায় অনেক বেশী। এই ধরনের স্থায়ী জিনিসগুলি যত দামী এবং টেকসই হয় ততই ভাল। স্বল্প স্থায়ী উপাদানগুলি বার বার কিনতে হয় ২/৪ বছর বাদে বাদে, এগুলি যত সস্তা হয়, ততই মঙ্গল।

(৩) প্ল্যান এভাবে করা উচিত যে প্রয়োজন ও আর্থিক ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধিতে ত্রৈবার্ষিকী পরিকল্পনাকে টেনে পঞ্চবার্ষিকী এবং পঞ্চবার্ষিকীকে গুটিয়ে ত্রৈবার্ষিকীতে পরিণত করা যায়।

● আসবাবের মিছিল

এই ধরনের পরিকল্পনা করার জন্য যে জানকারী বিশেষ ভাবে দরকার তা হল কোন্ ঘরে কি আসবাবের প্রয়োজন এবং তার সুলভ সংস্করণের দাম কি রকম পড়তে পারে। এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করবে ১৩ নং সারণী, যাতে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সম্ভাব্য প্রয়োজনটি তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। দেখবেন রুচি ও জীবনধারা ভেদে এটি অল্প স্বল্প পাল্টে নিলে আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্যঃ প্রথমেই ৫৭ নং পৃষ্ঠায় ১৩নং সারণীটি দেখে নিয়ে 'আর একটু সাশ্রয়' পড়ুন।

● আরো একটু সাশ্রয়

বামুনের গরু অর্থাৎ টেকসই, মজবুত, দেকতে ভাল অথচ দামে অতি সস্তা এমন আসবাব সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এই মূল্য সীমার মধ্যে অনেক সময় কাঠের আসবাব বিক্রি হয় রং বা পালিশ না-করা অবস্থায়। রং বা পালিশ করা খুব শক্ত কাজ নয়; একটু ধৈর্য ও পরিশ্রম করার ইচ্ছে থাকলে বাড়ির মেয়েরাও অবসর সময় কাজে লাগিয়ে এই ধরনের আসবাবকে মনমত রূপ দিতে পারেন। আর্থিক সাশ্রয় ছাড়াও নিজের পরিকল্প মাফিক মানানসই শেডে রং করার স্বাধীনতাও তাতে বজায় থাকে।

সস্তায় সুন্দর ফার্ণিচারের উপাদান হিসাবে বেত, বাঁশ, নেয়ার বা প্লাস্টিক ফিতার (১নং ছবি) কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। দামী উল বা নাইলনের কার্পেটের জায়গায় পাট বা নারকেল ছোবড়ার (কয়ার) অথবা ঘাসের কার্পেট লাগালে বেশ অনেকটা পয়সা বাঁচে। এগুলি যথেষ্ট টেকসইও। সৌন্দর্য্যও কিছু কম নয়। পর্দা, কুশান ও সোফা কভার হিসাবে র-সিল্ক, ছাপা মিহি বোনা চট বা খদ্দরও সস্তায় চমৎকার বিকল্প। গদীতে ফোম ব্যবহার না করে তুলো কাজে লাগালে খরচ এক-তৃতীয়াংশেরও কম হবে আরাম হয়ত একটু কম পাবেন কিন্তু সৌন্দর্যের কোন হানি হবে না। এই সব মতলব কাজে লাগিয়ে মলাটের বৈঠকখানাটি সাজাতে মোট খরচ পড়েছিল হাজার বারোশো টাকার মত। সস্তায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দারুণ উদাহরণ এটি।

১৩ নং সারণী : ত্রৈ/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ঘর ও আসবাব	মূল্যসীমা টাকায়	১-কামরা ফ্ল্যাট	২-কামরা ফ্ল্যাট	৩-কামরা ফ্ল্যাট
বসার ঘর/খাবার ঘর				
সোফা	৫০০—২৫০০	২টি (বেড কাম সোফা)	১টি	১টি
কৌচ	২০০—৫০০	১টি	২টি	২-৩টি
সেন্টার টেবিল	১২০—২৫০	১টি	১টি	১টি
পেগ ,,	৮০—১৫০	২টি	২টি	২-৩টি
ল্যাম্প	৫০— ৩৫০	২টি	২টি	২টি
পড়ার ডেস্ক	৩০০—৫০০	১টি	১টি	১টি
ঐ চেয়ার	৫০—১৫০	১টি	১টি	১-২ টি
বুক সেলফ্	৩০০—১২০০	১টি	১টি	১টি
খাবার টেবিল	৪০০—১৫০০	১টি (ফোল্ডিং)	১টি	১টি
সাইড বোর্ড	১২০০—২৫০০	১টি	১টি	১টি
চেয়ার	৫০—১২০	৪টি	৪টি	৬টি
কার্পেট	৫০০—৩০০০	২টি (ছোট গালচে)	২টি (ছোট গালচে)	১টি (বড় কার্পেট)
পর্দা	২৫—৯০প্রতি মিটার	জানালা ও দেয়ালের ১৪ থেকে ২২ মিটার মাপ অনুযায়ী		
ঘর ও আসবাব	মূল্য সীমা টাকায়	১-কামরা ফ্ল্যাট	২-কামরা ফ্ল্যাট	৩-কামরা ফ্ল্যাট
শোবার ঘর/ গেষ্ট বা বাচ্চাদের ঘর/স্টাডি				
খাট	৬০০—১২০০	১ কামরা ফ্ল্যাটে এ ধরনের ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই	১টি (ডবল)	১জোড়া
গদী (৪"-৬" ফোম)	৯০০—১৬০০		১টি	১ জোড়া
ড্রেসিং টেবিল	৩৫০—৬০০		১টি	১টি
বেড সাইড "	১০০—২০০		২টি	২ টি
কৌচ	১৭৫—২৭৫		১টি	১টি
পড়ার টেবিল	৩০০—৫০০		১টি	১টি (স্ট্যাডিতে)
ঐ চেয়ার	৫০—১০০		——	২ টি (ঐ)
বেড সাইড ল্যাম্প	৩০—৫০		২টি	২টি
বুক সেলফ	৩০০—১২০০		——	১-২টি
আলমারী	৮০০—২১০০		১টি	১-২টি
কার্পেট	৬০০—২০০০		১টি	১টি
পর্দা	১৫—৭০ প্রতি মিটার	জানলা ও দেয়ালের মাপ অনুযায়ী ১৪—২০ মিটার।		
ফ্ল্যাটের সম্ভাব্য ন্যূনতম বাজেট	——	৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা	৯০০০ থেকে ১২০০০ টাকা	১৮৫০০ থেকে ২২৫০০
ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্ভাব্য ন্যূনতম খরচ	——	প্রতি বছরে গড় ১০০০	প্রতি বছরে গড় ৩০০০	প্রতি বছরে গড় ৬৫০০
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্ভাব্য ন্যূনতম খরচ	——	প্রতি বছরে গড় ৬০০	প্রতি বছরে গড় ২০০০	প্রতি বছরে গড় ৫০০০

এই সব হিসাব বাজার থেকে সরাসরি কেনা চলতি ধাঁচের নতুন জিনিসের দাম ধরে করা হয়েছে। কিন্তু এই অধ্যা যখন ন্যূনতম খরচ করার কৌশলটিই মুখ্য আলোচ্য তখন আর একটু খতিয়ে দেখা যাক কি ভাবে আর একটু সাশ্রয় করা যেতে পারে।

কোণে রাখা কাঁচের জার দিয়ে তৈরী টেবিল ল্যাম্পটি ঘরে বানানো। সস্তায় কাজ হাসিল করার এও এক পদ্ধতি। বাড়ির পুরোনো আসবাবগুলির মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণ চেঁচে ছুলে বাদ দিয়ে, প্লাই, সানমাইকা বা রং দিয়ে ঢেকে চৌকি থেকে ডিভান, জল চৌকি থেকে সেন্টার টেবিল, পেগ টেবিল, টুল বা বেঞ্চ থেকে কৌচ বা সোফা বানিয়ে নেওয়া যায় নামমাত্র খরচে।
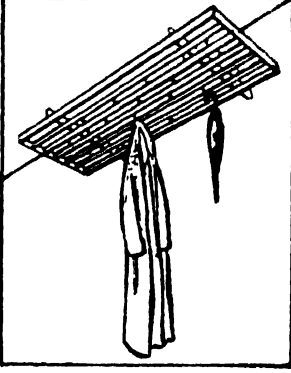
৫·০১ নকশা—দরজার কাঠামো দিয়ে তৈরী কোট হ্যাঙ্গার।
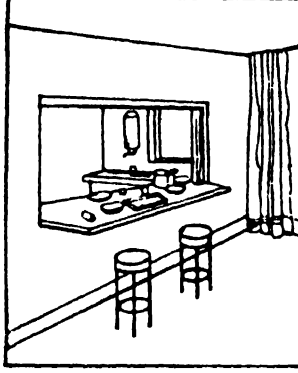
৫·০২ নকশা—ফেলে দেওয়া জানালার পাল্লা বা পাটাতন দিয়ে করা হয়েছে—হ্যাচ কাউন্টার।
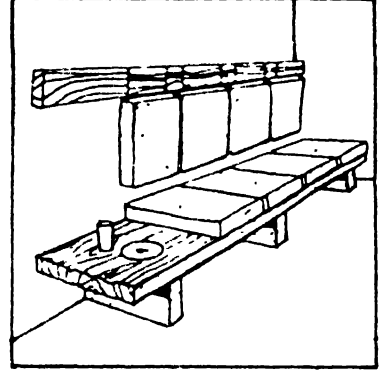
৫·০৩ নকশা—এই সোফা বাড়ীতে বানানো। উপকরণ—তিনটি আট ফুট লম্বা তক্তা ও আটটি ফোমের ৩" ইঞ্চি পুরু কুশন।
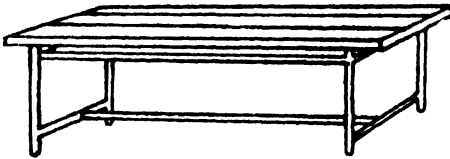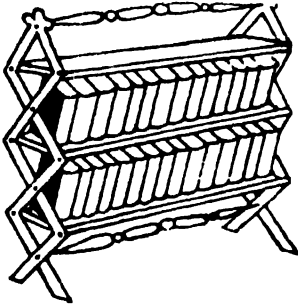
৫·০৪ নকশা—দরজার অব্যবহৃত পাল্লা দিয়ে তৈরী এই টেবিলটি আমাদের বাড়ীতে ডাইনিং টেবিল হিসেবে কাজে লেগেছে দীর্ঘকাল। অকেজো ফোল্ডিং আলনা থেকে বুকর‍্যাক।

৫·০৫ নকশা—একাধারে টেবিল ল্যাম্প ও ভাস্কর্যের কুলুঙ্গী।

দেয়ালে ভাঙ্গা চৌকির ফ্রেম আটকে ছাতা বা বর্ষাতি ঝোলাবার হ্যাঙ্গার (৫.০১ নং নকশা), রান্নাঘরের হ্যাচে পুরানো বাতিল ফ্লাস ডোর পেতে খাবার কাউন্টার (৫.০২ নং নকশা), স্রেফ পুরানো কাঠের তক্তা জুড়ে কুশান পেতে সোফা বানানো (৫.০৩ নং নকশা), প্যাকিং বাক্সে আলোর শেড ফিট করে একাধারে মূর্তির কুলুঙ্গী ও টেবিল ল্যাম্প বানানো (৫.০৫ নং নকশা) মাদুরের তৈরী স্ক্রীন (৩.০২ নং নকশা) ফোল্ডিং আলনা থেকে বইয়ের র‍্যাক বা দরজার পাল্লায় পায়া জুড়ে আমাদের বাড়ির পূর্বোক্ত ডাইনিং টেবিল (৫.০৪ নং নকশা) এ সবই ঘরে বানানো সস্তা আসবাবের উদাহরণ। এইভাবে কাজে লাগাতে পারেন বাতিল আবর্জনা-খালিপিপে, বাথটব, প্যারামবুলেটর, পাইপ, আয়না, কাঁচের শিট ইত্যাদি।

খরচ কমানোর তৃতীয় উপায় সেকেণ্ড হ্যাণ্ড আসবাব কেনা। তবে এ ক্ষেত্রে আসবাবের ভালমন্দ বিচারের অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠকবার সম্ভবনা যোলআনা। চতুর্থ উপায় বলতে চালু হচ্ছে আর একটি ধারা, যার নাম ইউনিট ফার্নিচার। বিদেশে আগেও ছিল, সম্প্রতি এদেশেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই ধরনের আসবাব (৬.১৬ নং নকশা)। বসার ঘরের বাহারে দেয়াল-আলমারী (Wall fitment) বা রান্নাঘরের কাউন্টার কিনতে পাওয়া যায় টুকরো টুকরো ভাবে আলাদা আলাদা ইউনিটে যেগুলি ক্রমে ক্রমে কিনে পরপর জুড়ে নেওয়া চলে প্রয়োজন, আর্থিক ক্ষমতা ও জায়গার মাপ হিসাবে। এক সঙ্গে পুরো কাউন্টার বা আলমারীটি কিনতে হয় না বলে মধ্যবিত্ত মানুষও ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে পারেন দামী কাউন্টার, লাইব্রেরী স্ট্যাক (১.০৮ নং নকশা), বাহারী দেয়ালআলমারীর সারি ইত্যাদি।

পঞ্চম উপায় বলতে পারা যায় আসবাবের দ্বৈত ব্যবহার। যেমন ধরুন সোফা কাম বেড। দিনে এটি বসার সোফা, রাতে তাকেই চওড়া করে পেতে তৈরী হয় বিছানা। ফলে একটি আসবাবের দামে কাজ পাওয়া যায় দুটি আসবাবের। এই ধরনের দ্বৈত ব্যবহারের আরো কিছু মতলব পাবেন সপ্তম পরিচ্ছেদে। আপাততঃ ধরুন ৫.০৫ নং নকশার কুলুঙ্গীটি— কুলুঙ্গী আবার ল্যাম্পও। এই ধরনের কুলুঙ্গীর বদলে রঙীন মাছের চৌবাচ্চা বা অ্যাকোরিয়ামকেও ল্যাম্পের কাজে লাগানো যায়।

● প্রশ্নোত্তরের আসর

সস্তায় কিস্তি মাৎ করতে হলে প্রথমে নিজেকে প্রশ্ন করুন, যা কিনবেন তা প্রয়োজন কিনা। এক ডাক্তার তাঁর রুগীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'যদি আমি অপারেশান করার প্রয়োজন বোধ করি তা হলে আপনি কি খরচ জোগাতে পারবেন?' এরকম সরাসরি প্রশ্নে চটে গিয়ে রুগী ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'যদি জোগাতে না পারি তখনও কি আপনি অপারেশানের প্রয়োজন বোধ করবেন?' সূক্ষ্ম কৌতুক কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ খুবই পরিষ্কার। প্রয়োজন জিনিসটা খুবই তরল বা আপেক্ষিক—যে পাত্রে রাখবেন তারই আকার ধারণ করতে বাধ্য। যে অফিসারটি ছাত্রাবস্থায় অন্ততঃ দশ বছর হস্টেলের ফ্যান-হীন ঘরে মহানন্দে দিন কাটিয়েছেন; ফ্যান তো দূরের কথা একটি তালপাতার হাতপাখারও প্রয়োজন অনুভব করেন নি একদিনও, আজ লোড শেডিং—এ বিশ মিনিট কামরার এয়ার কণ্ডিশানার বন্ধ হলে খেপে গিয়ে চুল ছিঁড়তে শুরু করেন। অথচ দেখুন তাঁর রুমমেট বন্ধুটি যে বি. এ. পাশ করে প্রাথমিক শিক্ষক হয়েছেন তাঁর কিন্তু আজও ফ্যানের প্রয়োজন দেখা দেয় নি! কাজেই ওই রুগী ভদ্রলোকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারলে দেখবেন অন্তর থেকে অনেক প্রশ্নেরই নেতি বাচক উত্তর পাবেন। আর এর ফলে ঘর সাজানো বাবদে আপনার আর্থিক সমস্যা অনেক সহজতর হয়ে উঠবে।

আসুন, এবার আমরা এই সব দার্শনিক গবেষণা বাদ দিয়ে আরো দু চারটে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার মতলব ভাঁজি।

● বিনি পয়সার ভোজ

সব রকম আসবাব (বেত বা বাঁশ বাদ দিয়ে-লোহা, পেতল, প্লাস্টিক, কাঁচ, ফোম, চামড়া, অ্যালুমিনিয়াম, উল, নাইলন ইত্যাদি) এর মধ্যে কাঠের আসবাবই সব চেয়ে ছাপোষা ... সহজলভ্য, টেকসই। সহজে চটক আসে এবং সবচেয়ে বড় কথা দামের পরিধি উপরে নিচে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হওয়ায় ধনী নির্ধন সকলের উপযোগী আসবাবই কাঠ জোগাতে পারে। গামার, পাইন হালকার মধ্যে চমৎকার সস্তা কাঠ যা দিয়ে বেশ কিছু আসবাব তৈরী হয়ে থাকে। শিরার (Vineer) রূপ বৈচিত্র্য না থাকায় এ সব আসবাবে পালিশ হয়ত খুব একটা জমবে না কিন্তু রং বা পেন্ট দিয়ে এই সব ফার্নিচারে উঁচুদরের মন মাতানো সৌন্দর্য সৃষ্টি করা চলে। বাজারে রেক্সিন মোড়া লোহার উচু টুল যা নকশাকারের বসার জন্য ব্যবহার করা হয় ড্রইং বোর্ডের সামনে তার দাম বর্তমানে ৩৫০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত। আমাদের অফিসে এরই পাইন কাঠে তৈরী বিকল্প রয়েছে ৭/৮ টি যার আসনের রেক্সিন আমরা নিজেরাই লাগিয়ে নিয়েছিলাম। ১৯৬৪/৬৫ সালে এগুলি বানাতে আমাদের খরচ পড়েছিল টুল প্রতি ১৫ টাকা। রেক্সিনের দাম হিসেবে লেগেছিল আরো দেড়টাকা করে বাড়তি। এসে দেখে যেতে পারেন টুলগুলি আজও অটুট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

বেশীর ভাগ সস্তা কাঠের এমন কতকগুলি দোষ আছে যাতে তা দিয়ে আসবাব বানানো যায় না। এই সব কাঠ শুকোলে বেঁকে যায়, নয়ত ফাট ধরে। এ ছাড়া অন্যান্য যে দোষগুলি সস্তা কাঠে প্রায়শই দেখা দেয় তা হল আংশিক পচন, ঘুণ ধরা ও উই ধরা। সস্তা কাঠের এই সব দোষগুলি কাটিয়ে তাকে দামী কাঠের সমতুল্য করে তুলতে ইংল্যাণ্ডের অ্যাসকু হিকসন লিমিটেডের আবিষ্কৃত পদ্ধতির নাম অ্যাসকুইং। এই পদ্ধতিতে পোকামাকড়-রোধক রসায়ন প্রয়োগ ও গরম চুল্লীতে শুকিয়ে কাঠকে পোক্ত করা হয়। এই পোক্ত কাঠের নাম দিয়েছেন ওঁরা গ্রীন টিক বা সবুজ সেগুন। ফাটা, চিড় খাওয়া, পচা, বেঁকে যাওয়া অথবা ঘুণ কি উই ধরার বিরুদ্ধে ২৫ বছরের গ্যারান্টি দেন এই সংস্থা। আর ২৫ বছরে যদি সত্যি কিছু না হয়, বাকি জীবনটুকু কাঠ অক্ষত অটুট থাকবে এ গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি আপনাদের। সবুজ সেগুনের তক্তা (৪"-১০" চওড়া , ২'-৭' লম্বা) এখন এ দেশেও পাওয়া যাচ্ছে। আসবাবে সবুজ সেগুন ব্যবহারের চল এখনও খুব একটা হয় নি। তবে সম্ভাবনা আছে প্রচুর।

সবুজ সেগুন ছাড়াও সস্তা কাঠের আসবাব নির্মাণের উপকরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে জল-রোধক প্লাইউড (Shuttering Plywood), নোভাটিক (NOVATEAK— ফেনল নামক আঠার জারকে কাঠের কুচি জমিয়ে চাপ দিয়ে তৈরী তক্তা) ও বিভিন্ন নির্মাতার তৈরী ব্লক বোর্ড উল্লেখযোগ্য। অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই কাঠে তৈরী আসবাবে পালিশ মোটেই জমবে না। সুন্দর দেখাতে এদের রং করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

দিল্লীর একটি প্রখ্যাত কুটির শিল্পের দোকানে দেখেছিলাম মাটির কলসী দিয়ে তৈরী অতি সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প বিক্রি হতে, যার মাটির কলসীটির দাম ৫ টাকা। কোন ল্যাম্পের স্ট্যাণ্ড এত কম দামে হতে পারে, এ ধারনাই আমার ছিল না। পোড়ামাটির কেরামতিটুকু একবার ভাবুন! ঘর সাজানোর ছোটখাট উপকরণ যেমন, অ্যাশট্রে, ফুলদানী, বাতিদান, কাগজ চাপা ইত্যাদি সব কিছুই পোড়ামাটির হতে পারে। মাটির উপকরণে যাঁদের মন ভরবে না অথচ আর্থিক ক্ষমতা সীমিত তাঁরা চীনে মাটি বা খোদাই করা কাঠের উপকরণ বেছে নিতে পারেন। অনেক সময় কাঠের উপর গালা দিয়ে মিনে করা উপকরণ পাবেন যা উচু দরের শিল্প সামগ্রী। এ ছাড়া হাড়ের, শাঁখের, শিংয়েরও নানা সুরুচিপূর্ণ উপকরণ পাওয়া যায়। দামের পরিধি বুঝতে পারবেন নিচের ছাইদানীর তালিকা থেকেঃ

রূপোর	ছাইদানী	৫২৫	টাকা	তামার	ছাইদানী	৭৫	টাকা
হাতির দাঁতের	,,	১৮০	,,	পিতলের মিনেকরা	,,	৭৫	,,
পিতলের	,,	৬৫	,,	অ্যালুমিনিয়াম	,,	৩৮	,,
শাঁখের	,,	২৫	,,	হাড়ের	,,	১৮	,,
শিংয়ের	,,	২৫	,,	টিনের	,,	১৫	,,
প্লাস্টিকের	,,	১৫	,,	পোড়ামাটির	,,	৫	,,

অর্থাৎ সওয়া পাঁচশো থেকে পাঁচ—আপনার সাজাবার উপকরণ বেছে নেওয়ার পরিধি অনেকটা। ঘরে ছবি টাঙ্গাতে চান? সুনীল দাসের ঘোড়ার পেন্টিং এক একটার দাম ৭০০০/৮০০০ টাকা। অথচ তার চমৎকার প্রিন্ট পাবেন আর্ট অ্যাকাডেমীর কাছে। দাম ২৫/৩০! একটু দূর থেকে বোঝা শক্ত প্রিন্ট না আসল। মধ্যবিত্তের ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে (যেখানে সৌন্দর্য উপভোগই আসল উদ্দেশ্য, ধন গৌরবের প্রকাশ যেখানে কোন ব্যাপারই নয়) এই জাতের প্রিন্ট অত্যন্ত উপযোগী।
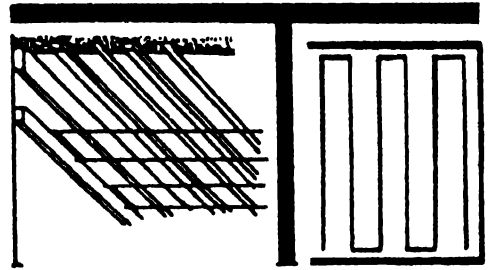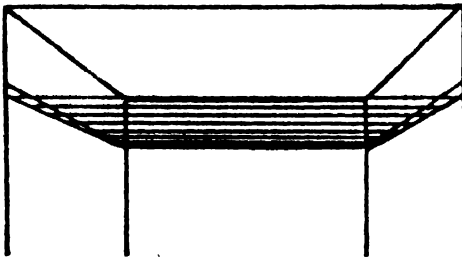
৫·০৬ নকশা—সস্তার ফলস সিলিং—রঙিন দড়ি দিয়ে।

৫.০৬ ও ৫.০৭ নং নকশায় নিজে তৈরী করে নিতে পারবেন এরকম তিনটি অভিনব ফল্‌স্ সিলিংয়ের করণ পদ্ধতি তুলেধরা হল। ফলস সিলিং—এর মূল উদ্দেশ্য খুব উচু ছাদওয়ালা ঘরে ছাদের উচ্চতাকে দৃশ্যত কমিয়ে একটা সুশোভন অনুপাত সৃষ্টি করা। এই তিনটি পদ্ধতিতেই সেই কাজটুকু সম্পন্ন হয় চমৎকার ভাবে অথচ খরচ হয় বর্গফুটে ৩০ পয়সা থেকে ১ টাকা। প্রথম পদ্ধতিতে (৫.০৬ নং নকশা) রঙ্গীন নাইলনের দড়ি (যা কাপড় শুকোতে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়) টাঙ্গিয়ে তৈরী হয় ফল্‌স্ সিলিং। দু প্রান্তের কাঠে আটকানো হুকের মধ্যে দিয়ে তিন/চার ইঞ্চি বাদ বাদ সমান্তরাল ভাবে টান টান করে ঝোলানো হয় এই দড়ি। দড়ির উপরে ছাদ ও দেয়াল গাঢ় রংয়ে রাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়—কালো, নীল, মেরুন, চকোলেট বা ছাই রং এ। পরপর দড়ির

৫.০৭ নকশা এ ধরনের সিলিং বা চন্দ্রাতপও মোটেই খুব খরচের ব্যাপার নয়।

রেখা ফল্‌স্‌ সিলিং (৫.০৭ নং নকশা) এর দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করে অতি চমৎকার ভাবে। ২য় পদ্ধতিতে দড়ির বদলে লম্বা লম্বা কাপড়ের রঙীন ফালি টাঙ্গানো হয় দুই প্রান্তের কাঠের মাঝে। এখানে দৃষ্টিবিভ্রম হয় আরো বেশী। শেষ পদ্ধতিতে ছাদ থেকে আড়াআড়ি ২ ফুট অন্তর বাঁশের লাঠি বা কাঠের ব্যাটন ঝুলিয়ে তার উপর টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় একরংয়া কাপড়ের চাঁদোয়া বা চন্দ্রাতপ। যদিও এতে ধুলোর উপদ্রব হয় একটু তা হলেও ফলস সিলিং হিসাবে এই চাঁদোয়া দারুণ কার্যাকরী।

এইভাবে নানা পদ্ধতিতে জোগাড় করতে পারেন গৃহসজ্জার উপকরণ ও আসবাব। শেষ পদ্ধতিটা আমরা শিখব মিসেস কন-জুসের কাছে। একদিন এক ভ্যাকুয়েম ক্লিনার বিক্রেতা হানা দিল মিসেস কন-জুসের বাড়ি। আগমনের হেতুটুকু শুনে মিসেস কন-জুস বল্লেন, 'না আমাদের ভ্যাকুয়েম ক্লিনার দরকার নেই; তবে পাশের বাড়িতে একটি গছাবার চেষ্টা করুন। আমরা ওদেরটা ধার নিয়ে চালাই, সেটা প্রায় অচল হয়ে এসেছে।' মিসেস কন-জুসের পদ্ধতিটা আয়ত্ত করতে পারলে বিনি পয়সায় ভোজ খাওয়া যেত। কিন্তু খাট পালঙ্ক তো ধার করা যায় না। কাজেই কিছু আসবাব আপনাকে গৃহজাত "রতেই হবে। আর তার ধরন-ধারণ পাবেন পরের অধ্যায়ে...

খবরদার পত্র — ৫ নং

- **টাকার হদিশ**

ঘর বানানোর মত ঘর সাজানোতেও টাকার দরকার। সব সময় আয় ব্যয়ের সমতা না থাকাই সম্ভব বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত মানুষের। এক্ষেত্রে কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এগিয়ে যেতে হলে মাঝে সাঝে হাওলাৎ করার প্রয়োজন দেখা দেবেই। বেশীর ভাগ মানুষই ধার করতে চড়াও হন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের ওপর। ফল, মাঝে সাঝে কিছু ধার পাওয়া গেলেও তা প্রয়োজনের আনুপাতিক হয় না। টাকার সঙ্গে অনেক অপমানকর ইঙ্গিতও জোটে। এবং শেষ অবধি এই ধার নেওয়ার জের টেনে সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটে। এছাড়া অনেক সময় অচেনা কারবারীর কাছ থেকে ধার নিতে গিয়ে মানুষ ফাঁদে পড়ে সর্বশান্ত হন।

অথচ এই শহরেঃ এমন সরকারী বেসরকারী বহু বন্ধু সংস্থা আছেন যাঁরা নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট সুদের পরিবর্তে ধার দিয়ে আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের পুনর্নবীকরণ অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় টি.ভি., ফ্রিজ, টেপ ডেক, কিচেন গ্যাজেট ও আসবাব কেনাতে সাহায্য করে আপনার স্বপ্নকে সফল করে তুলেবেন।

- চোদ্দটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে বড় ষ্টেট ব্যাঙ্ক। তাঁদের কথাই ধরা যাক প্রথমে। এঁদের সংশ্লিষ্ট স্কীমের নাম 'ডিপোজিট লিঙ্কড লোনস ফর কনজিউমার ডিওরেবলস'। এর আওতায় পড়ে গাড়ি, স্কুটার, টেলিভিশান, টেপ রেকর্ডার ও প্লেয়ার, বাদ্যযন্ত্র, ফার্ণিচার, ফ্রিজ ও গৃহস্থালী বাসনপত্র। ঋণ পেতে আপনাকে ১২ থেকে ২৪ মাস মাসিক কিস্তিতে টাকা জমাতে হবে ব্যাঙ্কে। মোট জমার সমান পরিমাণ ঋণ দেবেন ব্যাঙ্ক। উর্দ্ধসীমা পঞ্চাশ হাজার টাকা। ২৫০০০ ছাড়ালে একজন গ্যারান্টরের প্রয়োজন হয়। সুদের হার ১৬.৫ শতাংশ। ফেরৎ (আসল এবং সুদ কিস্তিবদ্ধ ভাবে) দেবার সময় সীমা ব্যাঙ্ক কৃর্তপক্ষ বেঁধে দেবেন।

- পূর্বাঞ্চলের আর একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এঁদের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম 'ইউটিলিটি লোন লিঙ্কড ডিপোজিট স্কীম'। ঋণের উর্দ্ধসীমা এক লাখ পঁচিশ হাজার। বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, গাড়ি, রেফ্রিজারেটার, ওয়াটার কুলার, ট্রান্সমিটার, টেপডেক, ষ্টিরিও, টু-ইন ওয়ান, ক্যামেরা, ফটোগ্রাফির যন্ত্রপাতি, মোটর-পাম্প, টেলিভিশন, ভি.সি.আর ভিসিপি, সুইং মেসিন, ঘড়ি, নিটিং মেসিন, ফার্নিচার, কুকিং রেঞ্জ, আভেন, মিক্সার, ভ্যাকুয়ামক্লিনার, ওয়াসিং মেসিন, ইলেকট্রিক আয়রণ, প্রেশার কুকার, বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল, স্কুটার—এক কথায় মধ্যবিত্তের যা কিছু দামী অথচ ঘরোয়া জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, সব কিছুই কিনতে পারবেন এই ঋণের মাধ্যমে।

এক্ষেত্রেও আপনাকে ২ থেকে ৫ বছর নির্দিষ্ট মাসিক হারে টাকা জমাতে হবে অ্যাকাউন্টে। এরপর জমানোর মেয়াদ অনুযায়ী জমা টাকার ২১/২ গুণ থেকে ৬ গুণ ধার পাবেন সাড়ে ১৬ শতাংশ হার সুদে। ১২ থেকে ৮৪ কিস্তিতে (মাসিক) পরিশোধ করতে হবে সুদ ও আসল। পরিশোধ না হওয়া অবধি ঋণ মারফৎ খরিদা সম্পত্তি ব্যাঙ্কে মর্টগেজ থাকবে।

- আরো অনেক ব্যাঙ্ক রয়েছেন। যোগাযোগ করলে তাঁদের নিজস্ব প্রকল্প সম্পর্কেও জানতে পারবেন।
- বাড়ি পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে আড়াই লাখ টাকা বা জমি সহ সম্পত্তির মূল্যের ৭০ শতাংশ অথবা আপনার ঋণ শোধের সর্বোচ্চ ক্ষমতা—এই তিনের মধ্যে যেটি নূন্যতম, সেই পরিমাণ ঋণ দেন হাউসীং প্রোমোশন অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশান লিমিটেড, নাগাল্যাণ্ড হাউস, ১১ ও ১৩, শেক্সপিয়ার সরণি, কলি-৭১।
- সরকারী সংস্থাগুলি ছাড়াও শহরে রয়েছে বেশ কিছু রেজিস্টার্ড প্রাইভেট ঋণদাতা সংস্থা ও লীজিং কোম্পানী। এঁরা অনেকেই ঘরোয়া আসবাব ও যন্ত্রপাতির উপর ঋণ দিয়ে থাকেন।। স্বভাবতই এঁদের সুদের হার কিছুটা চড়া, কারণ, এইটাই তাঁদের আয়ের মূল উৎস।

- **এই ধরনের কয়েকটি সংস্থার নাম ঠিকানা দিলাম:**

(১) জি.এন.বি লিমিটেড, পি ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (টোডি ম্যানসন), কলি-১।
(২) জেনিথ ক্রেডিট কর্পোরেশান, ১৯, আর, এন মুখার্জি রোড, কলি-১।
(৩) চ্যাটার্জি ব্রাদার্স, পি- ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১।
(৪) রাজেশ অ্যাণ্ড কোম্পানী, ৮১, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলি-১।

(৫) আর.এ. হিম্মৎ সিংকা (৪ তলা), ৬. ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট. কলি- ১।
(৬) রয়েল প্রোজেক্টস লিঃ (৫ তলা), ৬. ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট. কলি-১।

এই সব সংস্থা ঋণ দেন কোর্টে রেজিষ্ট্রীকৃত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে.

- **মালের হদিশ**

● স্যানিটারী ওয়্যারস	হিন্দ সিনেমা থেকে ইউনিভারসিটি পর্যন্ত কলেজ স্ট্রীটের দুধারে, সুন্দরী মোহন অ্যাভিনুতে জেস্টেটনার মোড়ের কাছে এবং ভবানীপুরের কালিঘাট অঞ্চলে।
● টিউবওয়েল ও পাইপ-	ওয়েলিংটন স্কোয়ার, চাঁদনী।
● ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম-	রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, এজরা স্ট্রীট ও পোলক স্ট্রীট।
● প্লাইউড, ল্যামিনেট, টাইলস, গ্লাস-	বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনু, লালবাজার, চাঁদনী।
● রং	লেনিন সরণির মোড়ে ও চাঁদনী মার্কেটে। পার্ক সার্কাস অঞ্চলেও কিছু নামী রং-এর দোকান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

A cotage, if God be there, will hold as much
happiness as might stock a palace.
— J. Hamilton

...'কটেজে' এই 'হ্যাপিনেস' আনার রহস্যের মূল চাবি কাঠিটি হল আসবাব নির্বাচনের দুটি শর্ত ঃ
প্রতিটি আসবাবকে হতে হবে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ও চূড়ান্তভাবে সুন্দর। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল। অপ্রয়োজনীয় কুশ্রী আসবাবের থেকে নিরাভরণ ঘরে থাকে অন্তত: একটা মহাশূন্যের প্রশান্তি। কারুকার্য ভরা অস্বস্তিকর শক্ত পালঙ্কের থেকে মাটিতে পাতা অপেক্ষাকৃত নরম বিছানাও শ্রেয়। যতই বাহারে হোক যে টেবিলের দেরাজ খুলতে গেলেই আটকে যায়, ছোট বড় পায়ার জন্য হরবখত্ নড়বড় করে সে টেবিল থাকা না থাকা সমান। ফুলদানীটা দারুণ দেখতে কিন্তু ফুটো ... চাহিদা তার অন্ধ রূপসীর মতই। ভাল টেবিল বা চেয়ার উপুড় করে দেখবেন চোখের আড়ালে কাঠের তিনকোণা ব্র্যাকেট বা ফিলেট ব্লক দিয়ে পায়া ও আড়াগুলি শক্ত মজবুত করে আটকানো, পায়ার কাঠের শির বা আঁশগুলি খাড়াভাবে দাঁড়ানো। ড্রয়ার বা পায়ার চাকার গতি অতি মসৃণ, দেরাজের ভিতর বাইরে রং করা। যে-সব গদি আঁটা আসবাব আরামপ্রদ অথচ ভিতরের কাঠামো অতি মজবুত গড়নের সেগুলি স্বভাবতই প্রয়োজনীয় আসবাব। এর মধ্যে যেগুলি নয়নরঞ্জন, সেগুলি নিশ্চয়ই নির্বাচিত হওয়ার দাবী রাখে। গদী মোড়া কৌচের পাঁচটি অংশ —— কাঠামো, আসন, স্প্রিং, গদী ও আস্তরণ বা কভার। ভাল আসবাবে এর সব কটিই মজবুত, টেকসই, আরামদায়ক ও শোভন হওয়া দরকার। নির্বাচিত আয়না হবে জ্বলজ্বলে ও টেকসই ভাবে পারদ সিলভারিং করা; প্রতিফলিত চেহারায় যেন কোন বিকৃতি দেখা না যায়। ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ শীতে গ্রীষ্মে বসন্তে বর্ষায় যেন সহজেই খোলা-বন্ধ করা যায়। আলমারীর বেলাও ওই একই কথা। শুধু সুন্দর, নয়ন লোভন হলেই চলবে না, ব্যবহারিক সুবিধাও থাকা চাই পুরো মাত্রায়।

● ঘর সাজানোর নিয়ম কানুন

এক একটি ঘর ধরে রীতি নীতি অনুযায়ী আসবাব সাজালে ঘরগুলিকে আরামদায়ক ও সুন্দর করে তোলা খুব একটা শক্ত হবে না।

ঘরের পরিবেশ দুরকম হতে পারে — বিধিবদ্ধ, (formal) এবং ঘরোয়া (informal) । এই দুই ভিন্নধর্মী পরিবেশে ঘর সাজানোর ঢং-ঢাংও আলাদা।

আসুন ঘর সাজাবার আগে আমরা আর এক বার ঝালাই করে নি গৃহসজ্জার দশায়ুধের তালিকা। কারণ এই ৫টি সূত্র ও ৫টি মৌলের ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের করতে হবে পদে পদে, ঘরে ঘরে, হরবখত্। সূত্র ৫টি — ভারসাম্য (Balance), গুরুত্ব আরোপ (Emphasis), ছন্দ (Rhythm), অনুপাত (Proportion) এবং সঙ্গতি (Harmony) । পাঁচটি মৌল — রেখা (Line), আকৃতি (Form), রং (Colour), অনুকৃতি (Pattern) ও গাত্র রূপ (Texture) ।

বিধিবদ্ধ পরিবেশে ভারসাম্য হবে সমভঙ্গ বা সিমেট্রিকাল। ঘরোয়া পরিবেশে ভারসাম্য আভঙ্গ বা অ্যাসিমেট্রিকাল হলেই মানানসই হয়। মালিকের বয়স, চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গীও ভারসাম্য কতটা সমভঙ্গী বা কতটা আভঙ্গী হবে তা প্রভাবিত করে। একটু বুঝিয়ে বলি। আবাসগৃহে বসার বা খাবার ঘরের পরিবেশ বেশ কিছুটা বিধিবদ্ধ কারণ, এই সব ঘরে যাতায়াত করেন বাইরের পাঁচটা ভদ্রজন। গৃহকর্তার সামাজিকতা মূলত এই দুটি ঘরেই সীমাবদ্ধ। তবে গৃহকর্তা যদি তরুণ হন, হন স্ফূর্তিবাজ, হালকা মেজাজের—ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁর অতিথিরাও হবেন একই ধরনের। এ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ পরিবেশের সমভঙ্গ ভারসাম্যের সঙ্গে আভঙ্গ ভারসাম্য মিশিয়ে ঈষৎ হালকা ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করলে ব্যবহার-কারীদের কাছে তা অধিকতর আরামদায়ক মনপসন্দ লাগবে। ঠিক উল্টোটা প্রযুক্ত হতে পারে প্রৌঢ় বা প্রায় বৃদ্ধ গুরুগম্ভীর উচ্চপদস্থ, ধরুন জজ সাহেব গৃহকর্তার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে শয়নকক্ষ বা পাঠাগারের মত ব্যক্তিগত ঘরোয়া পরিবেশেও বেশ খানিক বিধিবদ্ধ সমভঙ্গী ভারসাম্যের ভাব গাম্ভীর্য ওই মানুষটির ধীর স্থির ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। ভারসাম্যের মত ছন্দ, অনুপাত, সঙ্গতি এমন কি গুরুত্ব আরোপেও পরিবেশটি কতটা বিধিবদ্ধ বা কতটা ঘরোয়া তা বিচার করে নিতে হবে। সদ্য বিবাহিত যুব-দম্পতির নিচু খাটের অনুপাত জীবনে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ দম্পতির ক্ষেত্রে মোটেই আরামদায়ক হবে না। সেক্ষেত্রে হয়ত মানসিক বিধিবদ্ধতার কারণেই প্রয়োজন হবে বিধিবদ্ধভাবে অলংকৃত সাবেকী জমিদারী পালঙ্ক যাতে উঠতে প্রয়োজন হত জলচৌকি জাতীয় পা-দানী বা ধাপ।

রঙিন চিত্র নং-৪
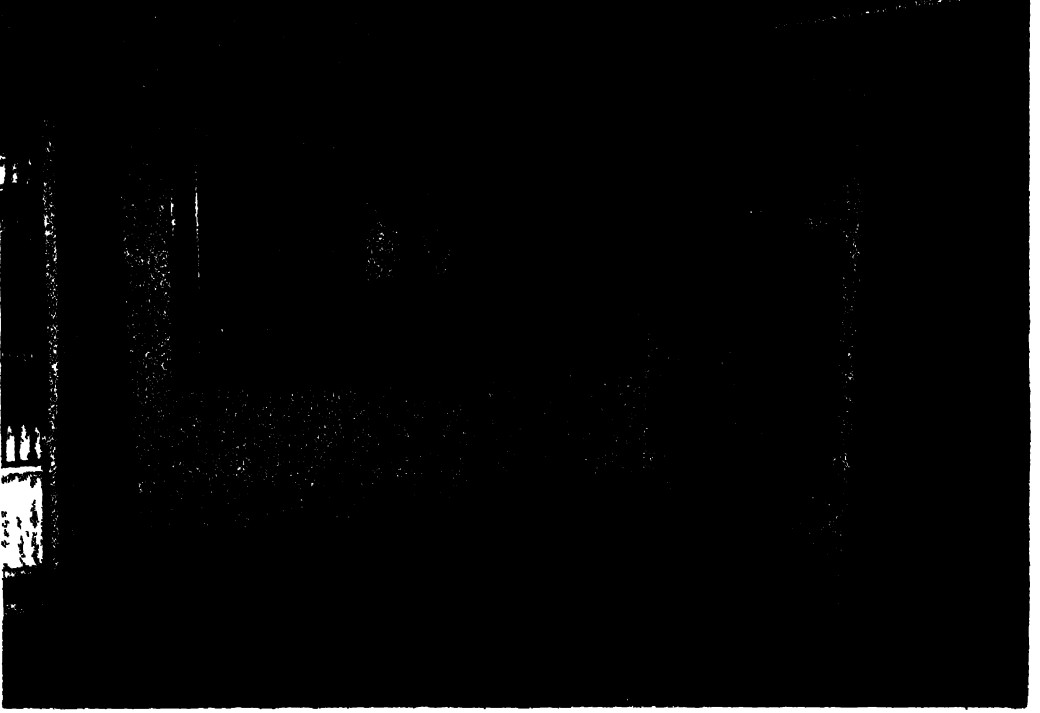
নীলিমায় নীল। নীল আর হালকা হলুদের পূরক ভারসাম্যে রচিত হয়েছে এই ঘরোয়া বসার আসনটি। গাঢ় নীল তাকিয়াগুলি ডিভানের পর্দার নীল কালো স্ট্রাইপের বিধিবদ্ধতা বা ফর্মালিটি ভেঙ্গে দেশী ঘরোয়ানার খোলামেলা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কালো কাগজে সাদা রংয়ের আলপনার ডিজাইন ও পোড়ামাটির কালো গামলার কক্ষা (গামলাটি তৈরী করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী আলো দত্ত।) ঘরোয়া মেজাজটিকে আরো জমিয়েছে। আলমারীর গনেশ, রূপোর থালা, রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি, নন্দলালের শিল্পকলা ও টিপয়ে রাখা পিতলের বাতিদানও তুলে ধরেছে দেশী সুরটিকে। দেয়ালে টাঙ্গানো পেন্টিংয়ের বদলে কাঁচের আলমারীটি তার শিল্প সম্ভার নিয়ে অনেক বেশী জীবন্ত ও দৃষ্টি আকর্ষক হয়ে উঠেছে।

রঙিন চিত্র নং-৫
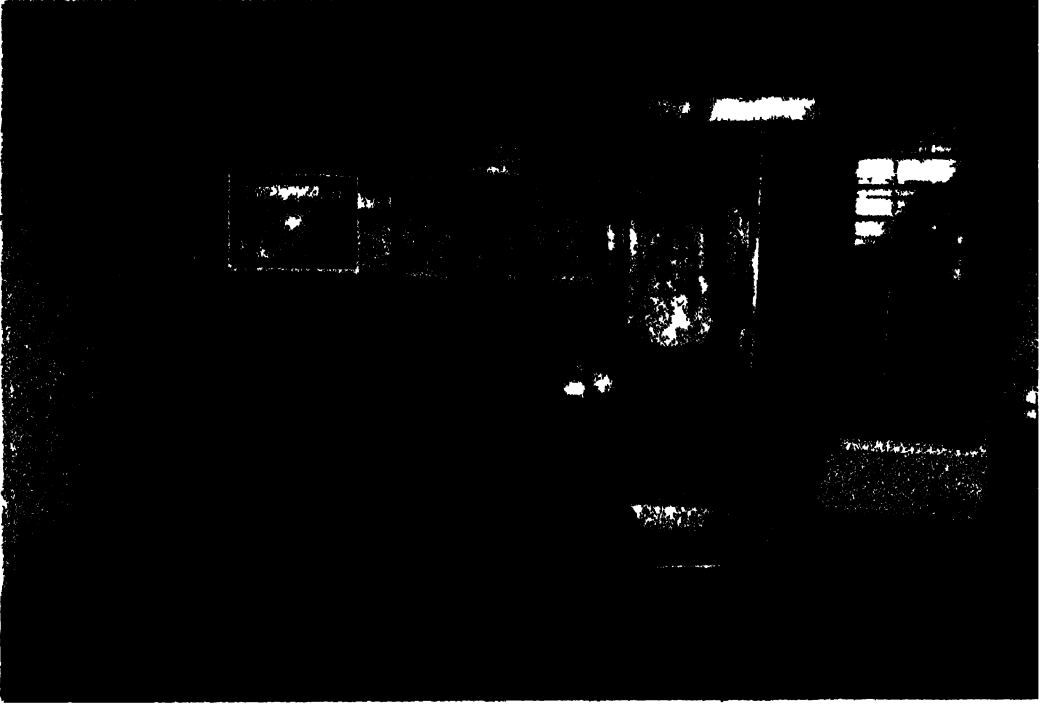
ওপরের ঘরটিরই আর এক অংশে রয়েছে খাবার টেবিল, লাল বাদামী পালিশ করা ডাইনিং ক্যাবিনেট। টিভি, ঘড়ি ও কাঁচের ঘেরাটোপে সরস্বতীর মূর্তি একটা কম্পোজিসান বা ভারসাম্যময় সংস্থিতি রচনা করেছে যাতে ফুলদানী, ক্যাসারোল ও টেবিলে রাখা ফলের বাস্কেটটিও অংশ নিয়েছে। সব মিলিয়ে একটা সাজানো গোজানো চেহারা এসেছে ঘরে। অতি সস্তার ল্যামিনেট টপ ডাইনিং টেবিলে আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য দিয়ে চমক এনেছে ছন্দে অথচ ল্যামিনেট ও নীল দেয়ালের নীলিমাকে টেনে এনেছে নিজের অঙ্গে। মেঝের মেটে লাল উঠে গেছে ক্যাবিনেটে। টেবিলের পায়ায়। পেলমেটে।

রঙিন চিত্র নং-৬
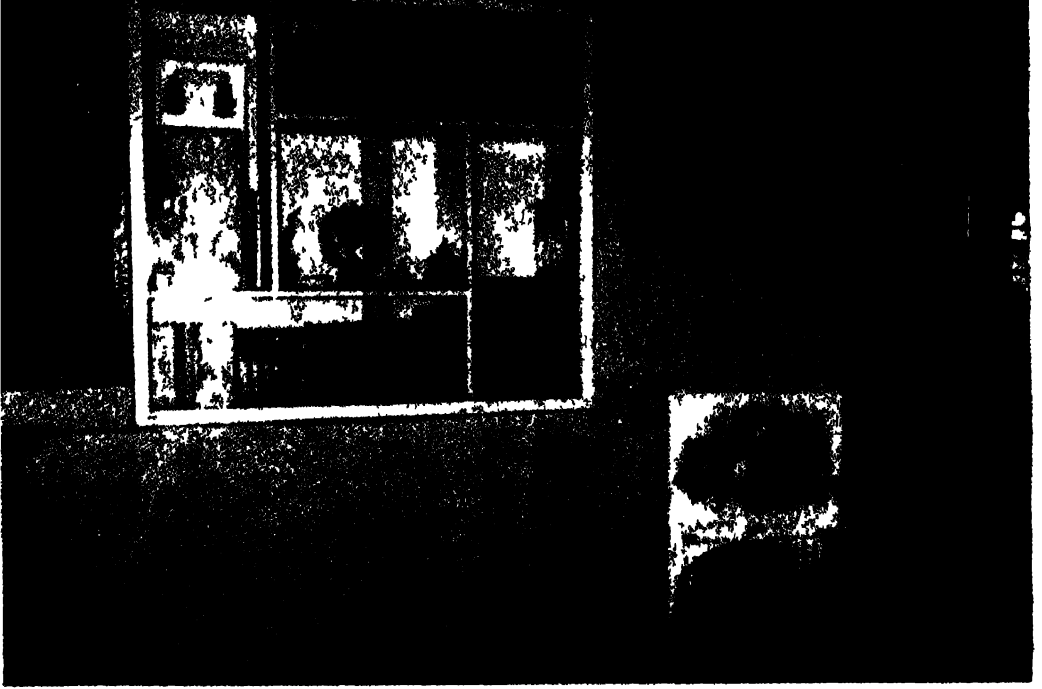
আর একটি দেয়াল আলমারী — স্টাডি রুমে নীল সাদার কম্পোজিসান। আলমারীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নটরাজ। তাঁর উদ্দাম ছন্দের বিকাশ (Expression) হয়েছে আলমারীর সম্ভিকা সুলভ পরিকল্পনা বা ডিজাইনে।
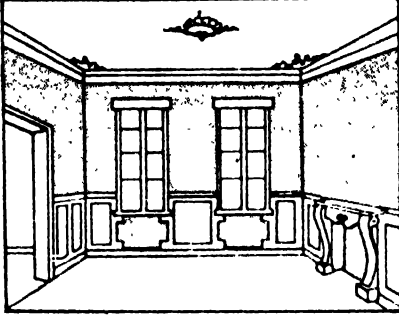
৬.০১ নকশা সাবেকী ঘর।
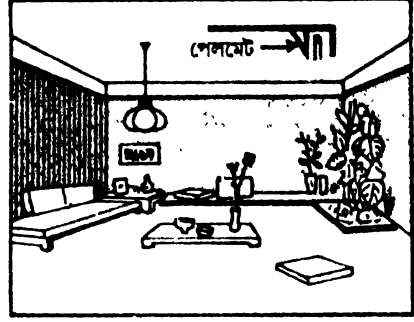
৬.০২ নকশা—আধুনিক ঘর। উঁচু সিলিংকে নিচু দেখানোর জন্য দেয়ালের উপরদিকে খানিকটা পেলমেট ঢেকে ছাদের সাথে এক রঙ করে দেওয়া হয়েছে।

কল্পসূত্রগুলি বিধিবদ্ধ হবে না ঘরোয়া হবে তা আরো একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল — তা হল গৃহের স্থাপত্য-রীতি। সাবেকী আমলের উঁচু ছাদ ও মোটা দেয়াল-ওয়ালা ঘর যেখানে (৬.০১নং নকশা) জানালা, দরজা, মেঝের কারুকার্য বা সিলিং-এর কার্ণিস গড়া হয়েছে সমভঙ্গে, সাবেকী ঢংএ অলঙ্কৃত করে সেখানে আসবাবের বিন্যাসও হবে সমভঙ্গী। আধুনিক ধাঁচের বাংলো বা ফ্ল্যাটের নিচু, টানা জানালাযুক্ত, আভরণহীন ঘরে আভঙ্গে সাজানো আসবাব ভাল মানাবে (৬.০২ নং নকশা)। আসবাবের ও ঘরের স্থাপত্য রীতি, গঠনধারা (style) ও অনুপাতে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। সাবেকী ঘরে ভারী সাবেকী আসবাব ও আধুনিক ঘরে হালকা আধুনিক আসবাব মানানসই। গোল ঘরে গোলাকার ও চৌকঘরে চতুষ্কোণ আসবাব খাপ খায় বেশী করে। আসবাবের বিন্যাস বাবদে যেসব নিয়ম-কানুন আছে, আসুন তার একটা তালিকা তৈরী করে ফেলা যাকঃ

(১) আসবাব ও অন্যান্য উপকরণের মধ্যে আনুপাতিক ভারসাম্য থাকা চাই। প্রকাণ্ড সোফার মাথার উপর দেয়ালে ছোট্ট একটি ছবি টাঙ্গিয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে গেলে ব্যর্থ হবেনই।

(২) বড় টানা দেয়ালের সামনে বড় আসবাব (সোফা, ডিভান, টানা দেয়াল আলমারী) ও ছোট দেয়ালের সামনে ছোট আসবাব (চেয়ার, কৌচ, পাফকুশন, তেপায়া টেবিল) রেখে আনুপাতিক ছন্দ বজায় রাখা চাই।

(৩) আসবাবের মধ্যে যাতায়াতের পথ রাখতে হবে। দুটি আসবাবের গুচ্ছের মধ্যে (যেমন, বসবার সোফাসেট ও খাবার টেবিল-চেয়ার) এই পথ ১ মিটার থেকে ১.৫ মিটার চওড়া হওয়া বাঞ্ছনীয় (৬.০৩ নং নকশা)। এক একটি গুচ্ছের ভিতর বিভিন্ন আসবাবের মধ্যে (যেমন সোফা ও সেন্টার টেবিল) ০.৫ থেকে ০.৮ মিটার পথ থাকা প্রয়োজন।
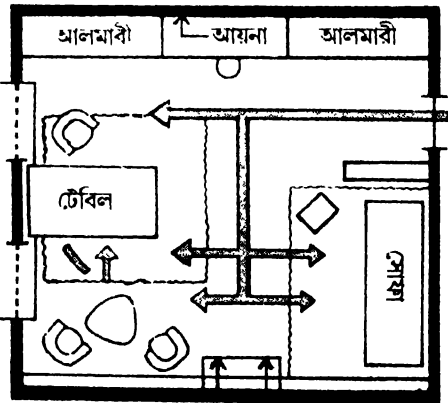
৬.০৩ নকশা—জোনিং বা ঘরের ভিতর ব্যবহারভিত্তিক আসবাবগুচ্ছের সমাবেশ।

(৪) যে-কোন ঘরেই আসবাব বা উপকরণের আধিক্য মোটেই কাম্য নয়। মাঝে মাঝে যথেষ্ট খালি জায়গা রেখে ছোট ছোট গুচ্ছে আসবাব সাজালে তা দেখতে ভাল লাগে। এক একটি গুচ্ছ এক একটি কাজে লাগাতে হয় ঃ যেমন বিশ্রামালাপ, লেখাপড়া, সঙ্গীত উপভোগ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি।

(৫) গদী আঁটা আসবাব ও কাঠের আসবাব মিশিয়ে সাজালে দৃষ্টিগত একঘেয়েমী কেটে যায়। গাত্ররূপ ও অনুকৃতির একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকা উচিত সমস্ত আসবাবের মধ্যেই। মলাটের ছবিটিতে দেখুন ঘরের বাঁশের স্থাপত্য ও আসবাবের বেতের গঠন ধারার মধ্যে মধ্যে গাত্ররূপ ও অনুকৃতির এক সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৬) বড় আকারের আসবাবগুলি আগে সাজিয়ে নিয়ে ছোট ছোট আসবাবগুলির স্থান চিহ্নিত করতে হয় তাদের ঘিরে। ব্যবহারিক সুবিধাগুলি (যেমন, রান্নাঘর থেকে খাবার টেবিলের নৈকট্য, ড্রেসিং টেবিল বা পড়ার টেবিলের পাশে যথেষ্ট আলোর জন্য

জানালার উপস্থিতি, প্রবেশ দ্বার থেকে খাটের আবরু ইত্যাদি) যাতে পুরো মাত্রায় বজায় থাকে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই সাজাতে হবে আসবাব।

● ঘর গোছানোর খেলা

হাতে কলমে ঘর সাজানোর একেবারে প্রাথমিক পর্ব ঘর গোছানোর খেলা। এই মজাদার খেলাটি খেলতে হলে যে যে সরঞ্জাম চাই, তা হল ঃ

(১) যে ঘর বা ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা হবে তার একটি নকশা যার অনুপাত বা স্কেল হওয়া উচিত ১ ঃ ৫০ অর্থাৎ ১ ইঞ্চি = ৪ ফুট। এই নকশায় জানালা, দরজা, ইলেকট্রিক বাতি, সুইচ, জলের কল ইত্যাদি দেখানো থাকা দরকার।

(২) ছোট ছোট রঙীন কাগজে আসবাবের নকশা (৬.০৪ নং নকশা) এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে তৈরী হবে এই খেলার ঘুটি। এই ঘুটি তৈরী করতে আপনাকে জানতে হবে ওই সব আসবাবের প্রমাণ আয়তন যা নিচে ১৪ নং সারণীতে দেওয়া হল। এই নকশার অনুপাতও হবে ঘরের নকশার সমান অর্থাৎ ১ ইঞ্চি = ৪ ফুট।

১৪ নং সারণী ঃ আসবাবের আয়তন

আসবাব	মাপ	আসবাব	মাপ
বসার ঘর		খাবার ঘর	
সোফা	৩'০"×৬'.০"	টেবিল	৩'৬"×৬'
কৌচ	৩'০"×৩'৬"	ঐ গোল	৪'ব্যাস
পড়ার ডেস্ক (ডবল)	২'৬"×৪'৬"	চেয়ার (হাতল বিহীন)	১'৮"×১'৮"
ঐ (সিঙ্গল)	২'০"×৩'৬"	ঐ (হাতল যুক্ত)	২'০"×২'০"
তেপায়া টেবিল	১'৬"×১'৬"	সাইড বোর্ড	১'৬"×৪'০"
সেন্টার টেবিল	৩'০"×৫'০"	সারভিং টেবিল	১'৬"×৩'০"
গোল ঐ	৩'০"ব্যাস	রান্নাঘর	
টেবিল ল্যাম্প	২'০"	সিঙ্ক	১'৬"×২'০"
ছোট পিয়ানো	২'০"×৫'০"	ড্রেনার বোর্ড	১'৬"×২'০"
স্নান ঘর		ফ্রিজ	২'৬"×২'৬"
বাথটব	২'৬"×৫'৬"	ওভেন	২'০"×৩'০"
শাওয়ার ট্রে	২'৬"×৫'৬"	শোবার ঘর	
কমোড	১'৬'×২'৬"	ডবল বেড	৩'৩"×৬'৬"
প্যান	১'৯"×১'১০"	(জোড়া খাট)	প্রতিটি
		ঐ (১টি খাট)	৪'৬"×৬'৬"
		বেডসাইড টেবিল	২'২"×২'২"
		ড্রেসিং টেবিল	১'৬"×২'৬"
		ইজি চেয়ার	২'৬"×৩'৬"

ঘরে সত্যিকার আসবাব সাজাবার আগে ঘরের নকশায় প্রয়োজন মাফিক আসবাবের ঘুটি নানা ভাবে সাজিয়ে চূড়ান্ত বিন্যাসটি ঠিক করে নেবেন এবং সম্ভব হলে ট্রেসিং পেপারে সেটি এঁকে নেবেন। এতে করে অনেক কম পরিশ্রমে আসবাবের যথার্থ বিন্যাসটি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে। যে-কোন পেশাদার ঘর সাজিয়েকে এই খেলাটি অহরহই খেলতে হয়। প্রত্যেক ঘরের ব্যবহার অনুযায়ী এক একটা ন্যূনতম প্রামাণিক আয়তন প্রয়োজন। ১৫নং সারণীতে তা দেওয়া হল। আপনি যে ঘরটি সাজাবেন তা যদি প্রামাণিক আয়তন থেকে বড় হয় তা হলে আপনি তাকে একাধিক ব্যবহারে লাগাতে পারেন। আর যদি প্রামাণিক আয়তন থেকে ছোট হয় তা হলে আসবাবের সংখ্যা কমিয়ে বিন্যাসকে সুষ্ঠু রাখতে হবে যাতে দেখে মনে না হয় যে আসবাবগুলি গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে।

★ আসবাবের নকশার স্কেল— ১" = ৪'.০"

৬·০৪ নকশা—আসবাবের নকশা।
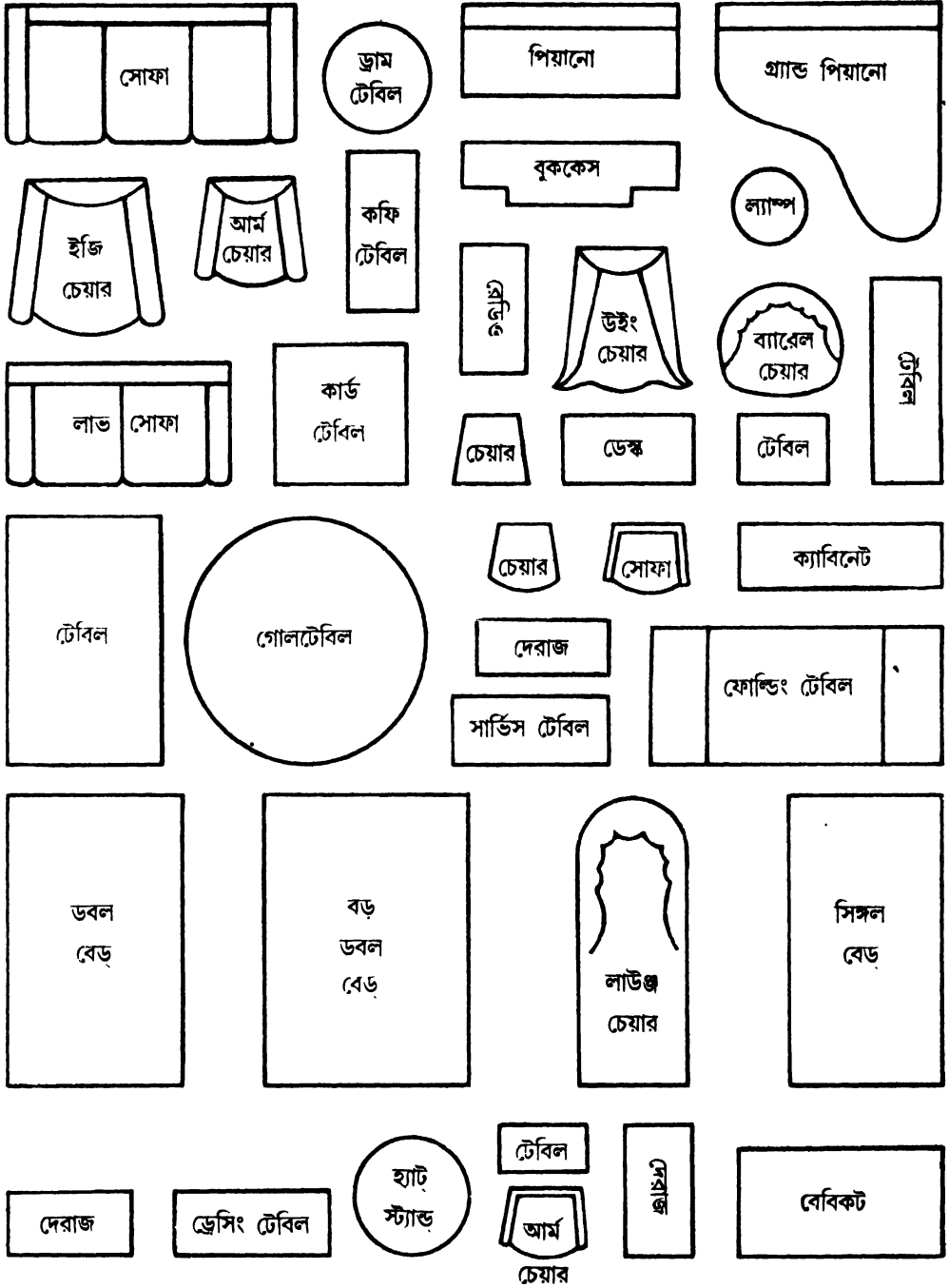
১৫ নং সারণী : ঘরের আয়তন

ঘর		মাপ	ঘর		মাপ
বসার ঘর	——	১২′ × ১৮′	বারান্দা	——	৬′ × ৮′
খাবার ঘর	——	১১′ × ১৪′	সিঁড়ির ঘর	——	৭′ × ১৩′
খাবার স্পেশ	——	৭′ × ৯′	স্নান ঘর	——	৫′ × ৮′
রান্না ঘর	——	৭′ × ১০′	পাইখানা	——	৩′ × ৫′
বেড রুম	——	১১′ × ১৪′	প্যান্ট্রি	——	৭′ × ১০′
গেষ্ট রুম	——	৯′ × ১২′	বক্স রুম	——	৪′ × ৫′
পড়ার ঘর	——	৯′ × ১২′	ভাঁড়ার	——	৪′ × ৬′
পুজোর ঘর	——	৬′ × ৬′	গ্যারাজ	——	৯′ × ১৭′

অর্থনৈতিক কারণে আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ির অধিকাংশ ঘরই এই প্রামাণিক আয়তনের থেকে বেশ ছোট। এখানে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘরে ন্যূনতম সংখ্যায় আসবাব ব্যবহার। আর ভাগ্যক্রমে (এমন ভাগ্য মধ্যবিত্তের কপালে অতি দুর্লভ!) যদি আপনার ঘরের আয়তন প্রামাণিক মাপের থেকে বেশী হয় তা হলে আপনি একাধিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করতে পারেন একই ঘর (৬.০৩ নং নকশা)। সে ক্ষেত্রে আসবাব সাজাতে হবে আলাদা আলাদা গুচ্ছে ....প্রয়োজন-ভিত্তিক ভাবে।

● প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান— এরগোনমিকস

১৪ নং সারণীতে সোফার মাপ দেওয়া হয়েছে ৩ ফুট × ৬ ফুট। এই মাপগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে আপনি নিজেই ঘর সাজানো খেলার ঘুঁটি বা কাট আউট (Cutout)গুলি তৈরী করে নিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আসবাব নির্বাচন করতে গিয়ে হরবখতই এই মাপের কম বেশী হচ্ছে। ৩′ × ৬′ থেকে শুরু করে সোফার মাপ ২′ - ৩ ″ × ৪′-৯ ″ পর্যন্ত পাবেন। সর্ববৃহৎ সাইজের ঘুঁটি নিয়ে খসড়া করলে ক্ষুদ্রতর আয়তনের আসবাব নিয়ে পরে মুস্কিলে পড়তে হয় না—তাই সারণীতে সর্বোচ্চ মাপ গুলিই দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন হল বাজারে যখন নানা মাপের আসবাব পাওয়া যায়, কোন্ মাপটি কিনবেন? স্বভাবতঃই এখানে প্রধান নিয়ম—'আসবাব হবে ঘরের আয়তনের আনুপাতিক'। অর্থাৎ বড় ঘরে বড় আসবাব, ছোট ঘরে ছোট আসবাব। বড় আসবাবের সর্বোচ্চ মাপ তো ১৪ নং সারণীতে দেওয়াই আছে কিন্তু ছোট আসবাবের সর্বনিম্ন মাপ কি হবে? (একটি প্রাথমিক স্কুল কমিটির সদস্য হয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কমিটির মিটিং হত স্কুলের ক্লাসরুমে। একমেবা-দ্বিতীয়ম চেয়ারটি অধিকার করতেন প্রধান শিক্ষক মশাই। তিনিই কমিটির চেয়ারম্যান। বাকি সকলের ভাগে পড়ত ছাত্রদের বেঞ্চ-কাম-ডেস্ক। ৮/৯ বছরের শিশুদের মাপে তৈরী বেঞ্চ-কাম-ডেস্কে আমার এই আড়াই মনী বপু আঁটানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। স্ট্যান্ড-আপ-অন-দি-বেঞ্চ অবস্থায় তিনটি মিটিং পার করে চতুর্থটির নোটিশ দেওয়ার আগেই পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে বেঁচেছিলাম)।

আসবাবের ন্যূনতম মাপটি এমন হতে হবে যাতে মানুষ তা অনায়াসে ও আরামে ব্যবহার করতে পারে। এইখানেই এরগোনমিকস (Ergonomics) -এর সূত্রপাত। এরগোনমিকস হল পরিবেশের সাথে মানব দেহতত্ত্বের সম্পর্ক বিষয়ক বিজ্ঞান যাতে করে পরিবেশকে এমন রূপ দেওয়া যায় যে তার ভিতরে বাস করে মানুষের কর্মকুশলতা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে। এক একটা চেয়ার টেবিলে বসে লেখাপড়া করা দুরূহ হয়ে ওঠে আবার আর এক সেট টেবিল চেয়ার ব্যবহার করলে যেন আপসেই চলতে থাকে লেখাপড়ার কাজ (আজকাল পুরুষ রাঁধুনী প্রায় সোনার পাথর বাটি.... অথচ কোন মহিলা রাঁধুনী আমাদের বাড়িতে টেকে না, কারণ রান্নাঘরের কাউন্টারের পৌরুষ ব্যঞ্জক উচ্চতা। শেষ পর্যন্ত দেড়শ টাকা খসিয়ে কাউন্টারের সামনে ৬ ইঞ্চি উঁচু লম্বা পিঁড়ি পেতে অবস্থার সামাল দিতে হয়েছে আমাদের))।

সাবেকী আসবাবে অলঙ্করণের দিকে যত নজর দেওয়া হত, ব্যবহারের সুবিধার দিকে ততটা দৃষ্টি ছিল না। ফলে সেগুলি সুন্দর হলেও হত শক্ত, ভারী, কষ্টদায়ক। মানুষে মানুষে আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ। তবু যাতে বেশীর ভাগ মানুষের এরগোনমিক চাহিদা মেটে সেই ভাবেই বানাতে হবে আসবাব। এই চাহিদা পাঁচ দফা :

(১) আসবাবের ব্যবহার নিরাপদ হওয়া দরকার। বিয়ে বাড়ির ফোল্ডিং চেয়ার ভেঙ্গে পড়ায় ভোজসভায় মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে—এধরনের ছোট বড় ঘটনা প্রায় সকলেরই দেখা।

(২) মানুষের হাত পা চালানো, শরীর এঁকানো-বেঁকানোর একটা সীমা আছে। আসবাব এমন মাপের হওয়া দরকার যাতে এই সীমা পার না হয়ে যায়। আলমারীর তলার দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে জিনিস পত্র, বই, কাপড় চোপড় বার করা কেবল ভূঁড়িদার নয়, সব মানুষের কাছেই বিরক্তিকর।

মানুষের গড় দৈহিক উচ্চতা-৬৯"

৬·৮" ৮·৮"

৩·৮" ৫·৯" ১৩·০" ক ক ৬·১"

২·৬" ৫·৫" ৫·৩" ১৭·১" খ

২·০" ৫·৩" ৩·২" ৪·৫" খ ১৩·০"

নিতম্ব সন্ধি

৫·০" ৪·১" ৪·৭" ১০·০"

৩·০" ৫·৯"

২·৫" ৪·০"

পোষাকজনিত স্ফিতি-ক = ০·২" লঘু-০·৭৫" গুরু
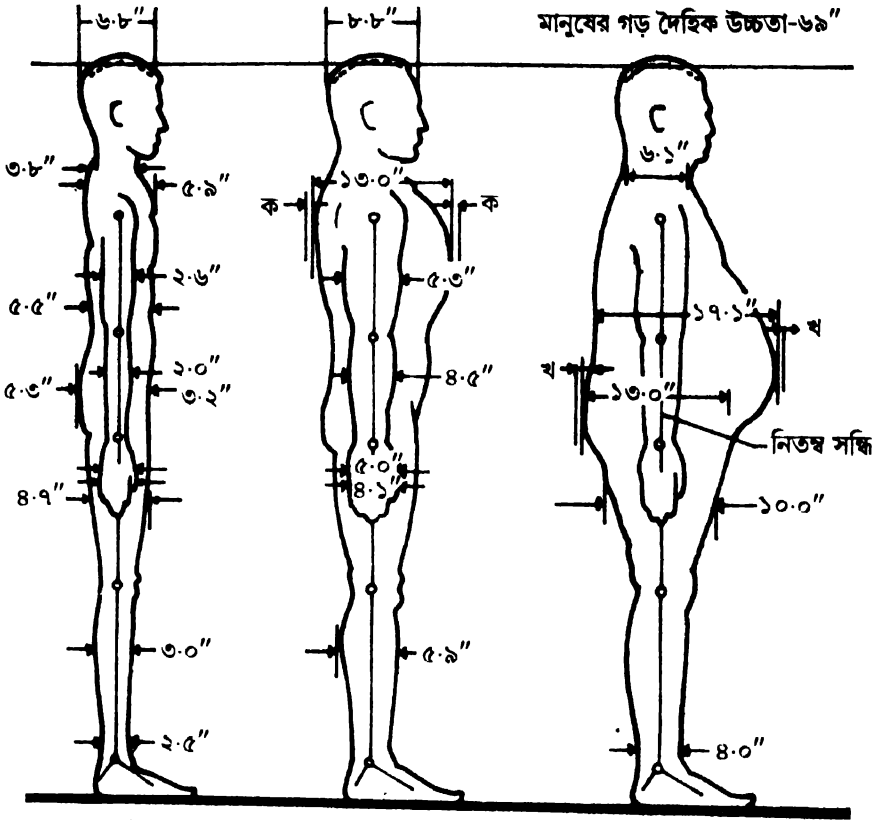
খ = ০·৫" „ - ১·০" মধ্যম গুরু ১৫"

একটোমর্ফ মেসোমর্ফ এনডোমর্ফ

৬·০৫ নকশা—এরগোনমিকস (মানুষের গড় দৈহিক উচ্চতা)।
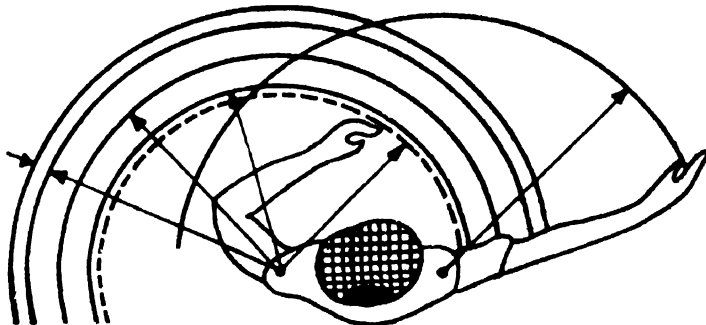
৬·০৬ (ক) নকশা—এরগোনমিকস।
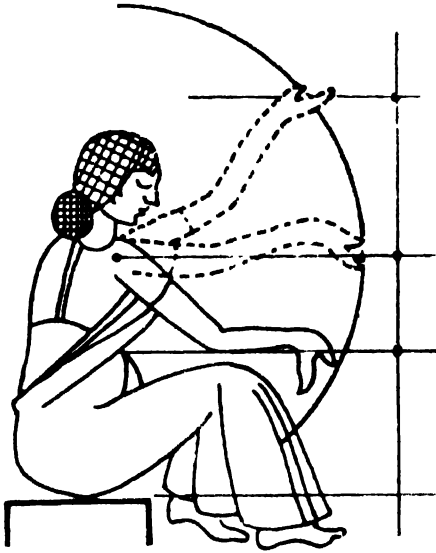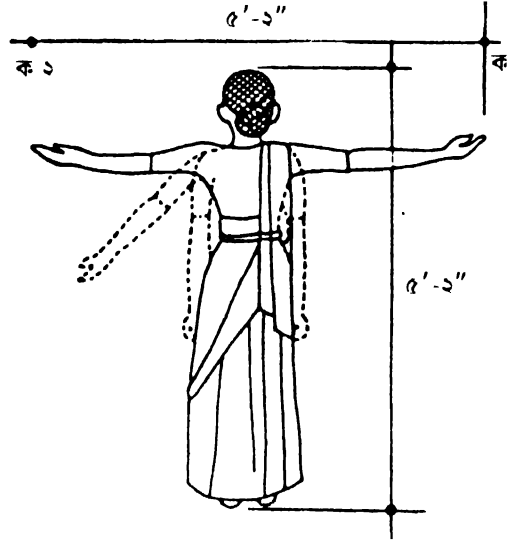
৬.০৬ (খ) নকশা—এরগোনমিকস। ৬.০৬ (গ) নকশা এরগোনমিকস।

(৩) মানুষের সাবলীল ভঙ্গির সাথে আসবাবের আকার ও মাপ খাপ খাওয়া দরকার (৬.০৫ নং নকশা)।
(৪) আসবাব হাল্কা হলে সহজে তাকে স্থানান্তরিত করা যায়। ভারী আসবাবে সে সুবিধা নেই।
(৫) আসবাবে লগ্নী বেশ ভারী রকম। কাজেই দেখা দরকার যাতে তা মজবুত ও টেঁকসই হয়, সহজে পরিষ্কার ও মেরামত করা যায়।

মাপের ব্যাপারে আমাদের আর একটা মুস্কিল আমাদের দেশীয় আসবাব নির্মাতারা বিদেশী ক্যাটালগ থেকে আসবাব নকল করেন। ওই সব দেশের আসবাব তৈরী হয় ওদেশীয় মানুষের মাপ অনুযায়ী। ১৬ নং সারণীতে দেখুন দু দেশের মানুষে মাপের কত তফাৎ ঃ

১৬ নং সারণী ঃ ভারতীয়/আমেরিকান গড় মাপ

দেহাংশ	মাপ	
	ভারতীয়	অ্যামেরিকান
উচ্চতা (আপাদমস্তক)	১৬০ সেন্টিমিটার	১৭৫ সেন্টিমিটার
দেহের ওজন	৫০ কেজি	৭০ কেজি
কাঁধের উচ্চতা	১৩৫ সে. মি	১৪৫ সে. মি
কাঁধের চওড়া	৩৯ ,,	৪৫ ,,
ছাতির ,,	২৬ ,,	৩০ ,,

এক্ষেত্রে যে-কোন অ্যামেরিকানের মাপে তৈরী আসবাব ব্যবহারে বেশীর ভাগ ভারতীয় মানুষের অসুবিধা দেখা দিতে বাধ্য। সুখের বিষয় ইদানীং প্রগতিশীল ভারতীয় আসবাব নির্মাতারা এ ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। ক্রেতারা এখনো এতটা গভীরে চিন্তা করেন না. করলে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী ভারতীয় এরগোনমিকসের (৬.০৬ নং নকশা) উপযুক্ত আসবাব তৈরী হতে দেরী হবে না। একজনের কোট বা প্যান্ট আর একজন পরলে যেমন বেমানান তেমনি এক দেশের আসবাব অন্য দেশে সমান বেখাপ্পা।

ভুল মাপের চেয়ার ব্যবহারে মাথা ব্যথা থেকে স্পণ্ডিলাইটিস, স্লিপ-ডিস্ক প্রভৃতি গুরুতর রোগ দেখা দিতে পারে। বিছানার সঠিক দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বা গদীর নরমভাব সঠিক (৬.০৭ নং নকশা) না থাকলেও নিদ্রাহীনতা, অবসন্নতা, পেশীর ব্যথা ও স্নায়ু বিকার দেখা দিতে পারে। আলমারীর উচ্চতা ও গভীরতা সঠিক না হলে সেগুলি ব্যবহারের অসুবিধায় অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে।
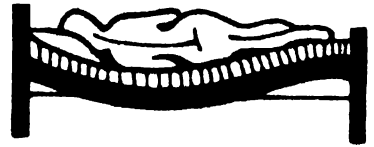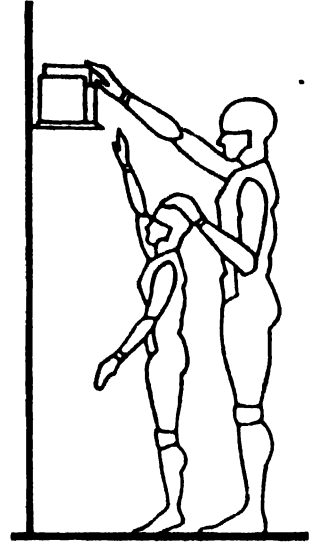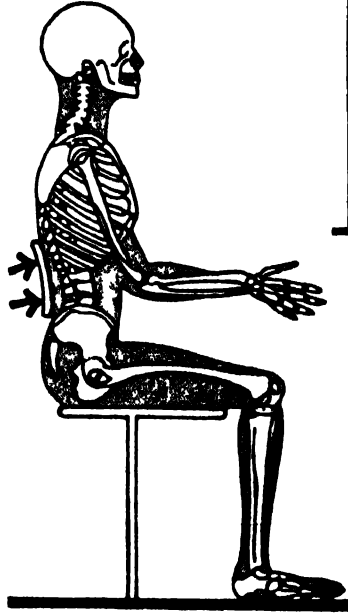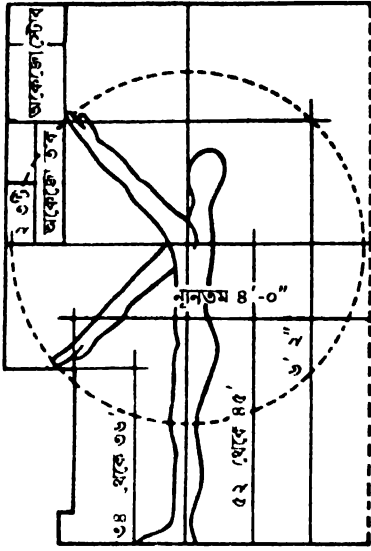
৬০৭ নকশা—বিভিন্নপ্রকার এরগোনমিকস।

কাজেই আসবাব তৈরী, নির্বাচন ও ব্যবহারে এরগোনামিকসের একটা বিশেষ স্থান আছে।

এবার আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য অর্থাৎ কক্ষ ও কক্ষান্তরের আসবাব বিন্যাসে যাবো। প্রথমেই শুরু করা যাক-

● বসার ঘর

বসার ঘর শিল্প সৌন্দর্য দেখাবার আদর্শ জায়গা। কাজেই আগেই ঠিক করে নিন গৃহসজ্জার ধারা হবে কি— সেই ভাবে সংগ্রহ করতে হবে আসবাব। এই ঘরে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ছাড়াও পড়াশুনো, গল্প-আড্ডা, গান-বাজনা, টিভি দেখা এবং ছোটখাট সেলাই-বোনা জাতীয় কাজ সবই চলে। স্বভাবতই এ ঘরটি বেশ বড় সড়, সাধারণত বাগানের লাগোয়া বাড়ির সেরা ঘর। সাজাবার কাজটিও করতে হবে সযত্নে।
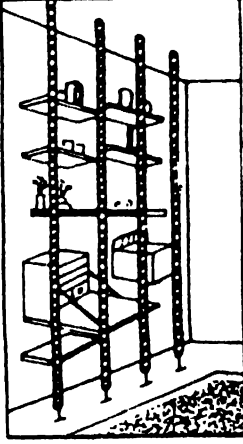
একধরনের আসবাব (যেমন একই চেহারার কৌচ) বেশী পাশাপাশি রাখলে একঘেয়েমি ফুটে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। কৌচ, পেগটেবিল বা টেবিল ল্যাম্প যাই হোক না কেন, এক রকম দেখতে হলে দুটির বেশী এক সাথে রাখা অনুচিত। সোফা বা সুদৃশ্য দেয়াল আলমারী একটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সোফার পাশে টেবিল ক্যাবিনেট রাখলে (৬.১০ নং নকশা) তার উচ্চতা সোফার হাতলের সমান হওয়া দরকার। অনেক বাড়িতে রেডিও, টিভি রেকর্ড প্লেয়ার সবই বসার ঘরে রাখা হয়। সব জিনিসগুলি রাখবার জন্য একটি সুদৃশ্য দেয়াল আলমারি তৈরী করে নেওয়া যায় যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বইয়ের র‍্যাক, বার ক্যাবিনেট লেখাপড়া করার ফোল্ডিং টেবিল ও একটি আলমারী যাতে ক্যাসেট,টেপ, রেকর্ড, ভি.সি. আর. ইত্যাদি রাখা যাবে (৬.০৮ নং নকশা)। ক্যাসেটের জন্য ৪ ইঞ্চি চওড়া × ৬ ইঞ্চি খাড়াই, বইয়ের জন্য ৮" × ১২" ও রেকর্ডের জন্য ১৫ " × ১৫ " মাপের তাক দরকার। বারে বড় বোতল রাখতে ১২ " উচ্চতা প্রয়োজন।

৬.০৮ নকশা---দেয়াল আলমারী।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জন্য ১৫' × ১১' থেকে ১৪' ×২০' মাপের বসবার ঘর যথেষ্ট। বসার ঘরের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের পথ না হওয়াই ভাল। দরজাগুলির মাথা এক উচ্চতায় থাকা উচিত। তাতে প্রায় পুরো ঘরটায় আসবাব সাজানো চলে—তিন দেয়াল জুড়ে (৬.০৯ নং নকশা) গালচে, ফুল, ছবি ভাস্কর্য ও পর্দা দিয়ে ঘরটিকে সাজাতে হবে এমন ভাবে যে ঘরে ঢুকলেই আনন্দে আবেশে মন ভরে যায়। বই. ম্যাগাজিন, নানা ধরনের ছোট বড় আলো, নানান আকৃতির রং চং-এ কুশন এই পরিবেশ আনতে সাহায্য করে (৬.১০ নং নকশা)।

৬.০৯ নকশা---বসার ঘর। ▷
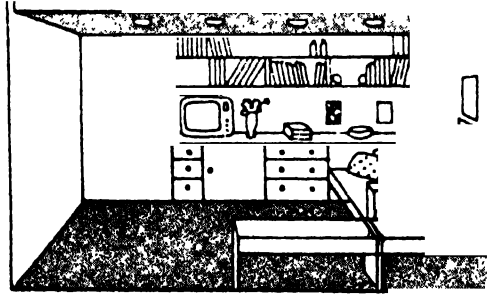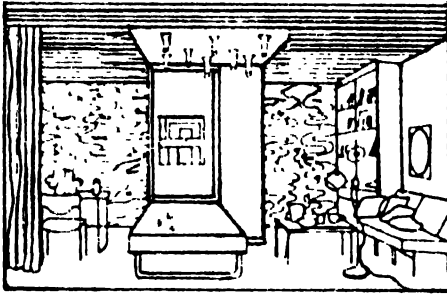
৬.১০ নকশা—বসার ঘর—আরো দু'রকম।

সোফা বা দেয়াল আলমারিটিতে আরোপ করতে হবে প্রধান গুরুত্ব। অনেক সময় বড় ঘর হলে বাহারে পার্টিশান লাগিয়ে (৬.১১ নং নকশা) পড়া বা খাওয়ার কাজে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি সৃষ্টি করা যায়। এ সব ক্ষেত্রে ওই অংশের জন্য আলাদা করে গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব। তবে মূল গুরুত্ব থাকবে গল্প-গুজব করার জায়গাকে ঘিরে। পরিবারের লোকজন ও অভ্যাগতের সংখ্যা

অনুযায়ী হিসেব করে রাখতে হবে বসার আসন। তবে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে দেখেছি ৭/৮টি আসনের ব্যবস্থা করলেই কাজ চলে যায়। সোফা কৌচ ছাড়াও ডিভান, মোড়া, পাফ কুশন, মেচে, জলচৌকি, বা মেঝেতে কার্পেটের উপর গদি পেতেও বাড়তি আসনের ব্যবস্থা করা যায়। বসবার ব্যবস্থাটি দেয়াল ঘেঁসে ইংরেজী 'L' বা 'U' আকৃতিতে সাজালে বাক্যালাপের সুবিধা হয়। কার্পেটব্যবহার আমাদের দেশে সীমিত আকারে করলেই ভাল। কার্পেটের উদ্দেশ্য দুটি। এক, টুকরো টুকরো আসবাবগুলিকে নান্দনিক বাঁধনে একতাবদ্ধ (Unify) করতে পশ্চাদপট বা ফ্রেম হিসাবে তার ব্যবহার। দুই, মেঝে থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি শীতের দেশেই প্রযোজ্য। বস্তুত এদেশে শান বাঁধানো ঠাণ্ডা মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটার একটা সুখ আছে, কার্পেট ব্যবহারে যা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ঘর জোড়া কার্পেটের বদলে কেবল আসবাব গুচ্ছের তলায় ছোট ছোট গালচে ব্যবহারই বোধহয় এ দেশের আবহাওয়ার সঠিক সমাধান।

৬.১১ নকশা - ঘরের ভিতর পার্টিশান।
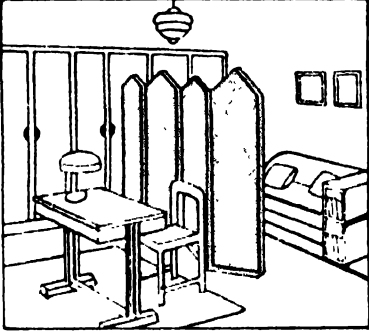
পড়ার টেবিলে দিনে রাতে যাতে সমান ভাবে আলো পাওয়া যায় (পাশে একটি জানালা থাকলেই তা সম্ভব) সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন (৬.১১ নং নকশা)। সাধারণতঃ বাঁ দিক থেকে আলোকপাত হওয়া উচিত। কেবল ন্যাটা লোকের জন্য আলো দরকার ডান দিক থেকে। পড়ার চেয়ারটি আরামদায়ক হওয়া দরকার।

অনেক সময় ফলস সিলিং দিয়ে ঘরের উচ্চতা কমালে আড্ডার অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি সহজেই হয় (৬.১০ নং নকশা)। প্রবেশদ্বারের উল্টোদিকের দেয়ালটি ছবি দিয়ে সাজিয়ে গুরুত্ব আরোপ করলে প্রথম নজরেই ঘরটি অভ্যাগতর মনে চমক সৃষ্টি করতে পারবে। অভ্যার্থনাটাও হবে উষ্ণ। খুব ছোট ড্রইং রুমে সেন্টার টেবিল ব্যবহার না করে মাঝখানটি খালি রাখলে স্থানটি দৃশ্যতঃ বড সড় মনে হয়। আসবাব ও গাদাগাদি করে রয়েছে বলে মনে হয় না। মাঝের খালি জায়গাটি ভারতে একটি নকশাদার গালচে বা মেঝেতে স্থায়ী ভাবে আঁকা আলপনাই যথেষ্ট। বসার ঘরে টিভি রাখলে তা আড্ডাতে ব্যাঘাত ঘটাবেই। যাঁদের বাড়িতে বসার ঘর সব সময় জমজমাট তাঁদের উচিত টিভি-টি খাবার বা শোবার ঘরের নিরিবিলি পরিবেশে রাখা।

কোন বড় আসবাবকে ঘরের কোণে কোণাকুণি রাখবেন না। আসন ও টেবিলের মাঝে ঢোকা বেরুনোর জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার। অতিথিরা চলে যাবার পর যদি দেখেন আপনার আসবাব এলোমেলো করে রাখা রয়েছে, জানবেন আপনার আসবাব বিন্যাসে ত্রুটি রয়ে গেছে। সঠিক বিন্যাসটি ভেবে-চিন্তে বার করুন।

● খাবার ঘর

খাবার জায়গাটি একটি আলাদা ঘরও হতে পারে বা ছোট আবাসন ইউনিটে এটি হতে পারে রান্নাঘর বা বসর ঘর কিম্বা ফ্ল্যাটের মধ্যবর্তী যাতায়াতের হলের অংশ। যেসব পরিবারে প্রায়ই বসে বহিরাগতদের নিয়ে ভোজসভার আসর সেখানে পৃথক ডাইনিং রুমই বাঞ্ছনীয়। এই ঘরটিকে অবশ্য টিভি দেখা, কর্ত্রীর ঘরোয়া কাজের (সেলাই, বোনা, হিসাব লেখা) ঘর, ছোটদের পড়ার ঘর এমনকি লাইব্রেরী হিসেবেও ব্যবহার করা চলে। ঘরের লাগোয়া একটি উঠান থাকলে মনোরম পরিবেশে উন্মুক্ত আকাশের তলে খাওয়া-দাওয়ার কাজেও সেটিকে লাগানো চলে।

ডাইনিং-এর মূল আসবাব খাবার টেবিল, আনুষঙ্গিক চেয়ার ও কাঁচের প্লেট-গেলাস-চামচ রাখার জন্য একটি সাইড বোর্ড বা ছোট আলমারী। টেবিলের মাপ হবে কতজন সাধারণতঃ এক সঙ্গে খেতে বসবেন সেই হিসাবে। ৫' × ৩' চতুষ্কোণ টেবিলে ৬ জন পর্যন্ত বসতে পারেন। চার জনের জন্য দরকর ৪' × ৩' টেবিল। লোক যদি বেশী হয় অথচ সেই তুলনায় ঘরের মাপ হয় ছোট (ধরুন ৯ ফুট × ১১ ফুট) তা হলে গোল টেবিল ব্যবহার করবেন। ১ মিটার ব্যাসের টেবিলে চার জন তো অনায়াসে, প্রয়োজন হলে ৬ জনও বসতে পারবেন (৬.১২ নং নকশা)।
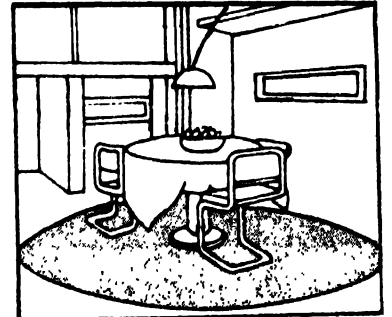
৬.১২ নকশা—ডাইনিং। ▷

নকশাতে দেখুন টেবিলের ঠিক ওপরেই ঝুলছে বড় শেডের ভিতর জোরালো বাতি যা লোকের চোখে লাগবে না (৪.০৫ নং নকশা)। অথচ সরাসরি আলোকপাত করবে টেবিলের উপর। চেয়ারগুলি এক ঢং-এর হলেই ভাল। টেবিলের ছাঁদে না হলেও চলবে (৩.০৪ নং নকশা)। চেয়ারগুলি নরম গদী আঁটা বা ৩.০৪ নং নকশার মত বেঁকানো প্লাস্টিকের বা বেতের হলে আরামপ্রদ হবে....বাড়বে খাওয়ার সুখ। চারপাশে অন্তত: ২ ফুট যাতায়াতের পথ থাকা চাই। গোল টেবিলে ন্যূনতম জায়গায় পথের চওড়া পৌনে দু ফুট হলেও চলে। গোল টেবিলে পরিবেশনেরও সুবিধা। ভারতীয় হিন্দু বা ইসলামিক সংস্কৃতিতে মাটিতে আসন বা কার্পেটে বসে নিচু জল চৌকি বা পিড়িতে থালা সাজিয়ে খাওয়ার রীতিটি বিজ্ঞান সম্মত। কারণ পদ্মাসনে বসে খাওয়ার সময় পেটের পেশীর চাপ থাকায় আহার্যের পরিমাণ স্বাভাবতই কম হবে। তাতে গুরুভোজনের কুফল থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন সচেতন ভাবে খাওয়া না কমিয়েও। এই প্রথা সর্বজনীন ভাবে চালু করার প্রধান অন্তরায় প্যান্ট পরা অতিথিরা। তবে ঘরোয়া ভোজে পদ্ধতিটি গ্রহণ করা যায়। পরিবেশকদের পক্ষে এই পদ্ধতিটি একটু কষ্টকর....বিশেষতঃ বিপুলাকায়া মা-মাসীরা যখন সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। অপরদিকে পদ্ধতিটির সপক্ষে সওয়াল করতে বলা যায় পদ্মাসন বাতঘ্ন (হিপি তাড়ানোতেও কাজে লাগে। আমার এক অকালকুষ্মণ্ড ভাইপোর হিপিনী বান্ধবী বাড়িতে গেড়ে বসার তাল করিছিল। আড়াই দিন আমাদের সকলের সঙ্গে পা মুড়ে খেতে বসবার পর তাকে আর বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখা যায় নি)।

খাবার জায়গাটি যখন বসার ঘর বা রান্নাঘরের অংশ তখন স্থান সংকুলান করতে নানা ধরনের ফোল্ডিং টেবিল ব্যাবহার করা যায়।

● শোবার ঘর
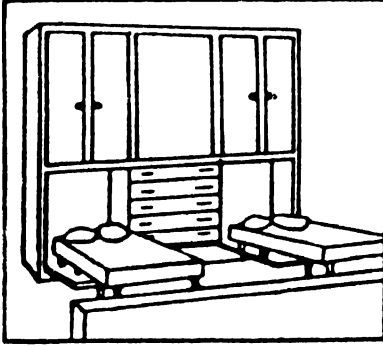
△ ৬.১৪ নকশা—শোবার ঘরের বিছানা

▽ ৬.১৩ নকশা শোবার ঘরের বিছানা
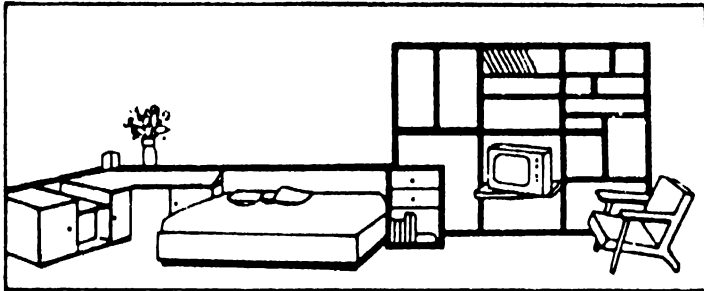
বাড়ির সবচেয়ে ব্যক্তিগত ঘর যেখানে আবরু, নির্জনতা ও ছায়ামাখা শান্ত পরিবেশ দরকার একান্তভাবে। সেই সঙ্গে চাই পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এবং আরামদায়ক আসবাব যার মধ্যে প্রধান হল খাট। খাটের দুপাশে চাই বেড সাইড টেবিল বা ছোট আলমারী। আলমারী বা খাটের মাথায় আলোর ব্যবস্থাও অতি প্রয়োজনীয়। এর পরের সারির আসবাবের মধ্যে রয়েছে ড্রেসিং টেবিল ও আয়না এবং জামা কাপড় রাখার আলমারী। আলমারীতে আলাদা আলাদা খোপ জুতো, ছাতা, টুপি, বাক্স রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার (৬.১৬ নং নকশা)। খাটের নিচেও থাকতে পারে প্রমাণ সাইজের দেরাজ যাতে এঁটে যাবে বাড়তি লেপ, কম্বল, তোষক, বালিশ, চাদর। এই সব মূল আসবাব ছাড়াও ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ভেদে থাকবে বাড়তি আসবাব। যেমন, পড়ুয়ার ঘরে পড়ার টেবিল-চেয়ার (৬.১৭ নং নকশা)। ব্ল্যাকবোর্ড; শিশুদের ঘরে কার্পেটের উপর খেলা-ধুলা করার যথেষ্ট জায়গা। (৬.১৪ নং নকশা); গেষ্টরুমে বেড কাম সোফা যা গুটিয়ে বসবার জায়গা করে তোলা যাবে সহজেই (৬.১৮ নং নকশা)।
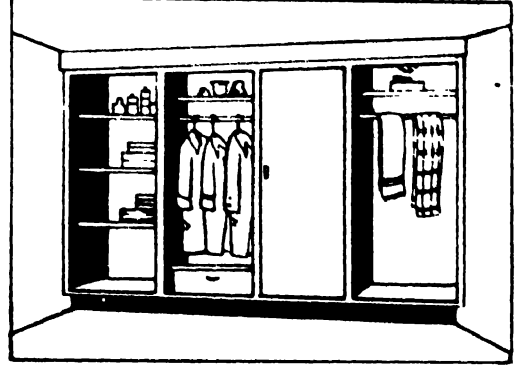
৬·১৬ নকশা—আলমারীর ব্যবহার। নানা ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের আলমারী আলাদা আলাদা কিনে পরপর বসিয়ে নেওয়া যায়। এর নাম ইউনিট ফার্নিচার।
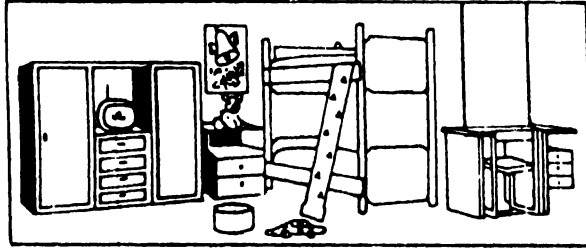
৬·১৫ নকশা—ছোটদের শোবার ঘর (বাঙ্ক বিছানা)।
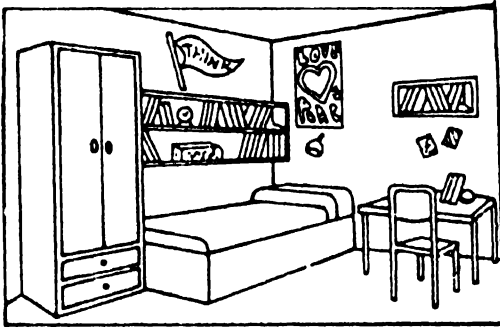
৬·১৭ নকশা—পড়ুয়ার শোবার ঘর।
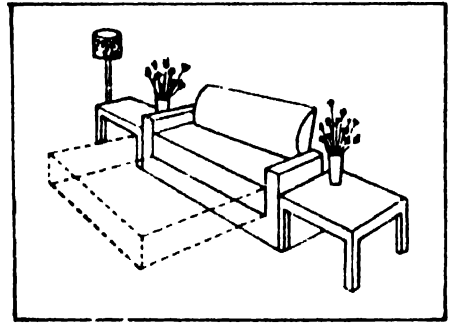
৬·১৮ নকশা—গেষ্টরুম।

শীতকালে ও গ্রীষ্মে রোদ বাতাস ঠিক ভাবে পেতে হলে খাটের স্থানান্তরিতকরণ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এদিকে নজর রেখে দুটি বিন্যাসের খসড়া করে রাখা ভাল। খাট ভারী হলে চাকা লাগানো উচিত যাতে সহজে সরানো যায়। ব্যবহারের দিক দিয়ে একটি ডবল বেড খাটের থেকে এক জোড়া সিঙ্গল বেড সুবিধাজনক। তবে তাতে জায়গা ও খরচ দুই-ই বেশী লাগে।

পড়ার টেবিলের মত ড্রেসিং টেবিলের পাশেও জানালা থাকা উচিত। একজনের শয়নকক্ষ ৮′ × ১০′ হলেও চলে, দম্পতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাপ ৯′ × ১২′। খুব ছোট ঘরে ড্রেসিং টেবিল পেতে জায়গা না জুড়ে দেয়ালের গায়ে আয়না ও তার তলায় র‍্যাক ফিট করে নেওয়া চলে।

শোবার ঘরের রং যেরকম ঠাণ্ডা বিশ্রামাত্মক হওয়া দরকার, তেমনি দরকার নরম প্রতিফলিত আলোক ব্যবস্থা।

● রান্নাঘর।

খাওয়া ও রান্নার পদ্ধতিগত প্রভেদে বিদেশী রান্নাঘর ও দেশী রান্নাঘরে সাজ-সরঞ্জামের প্রভেদ এত বেশী যে দুটির মধ্যে মিল প্রায় নেই-ই। যেহেতু বিদেশী কেতাবে আমাদের উপযুক্ত রান্নাঘরের কোন হদিস মেলে না এবং এ বাবদ এদেশী কোন বইও নেই-গৃহীর গাইডের দুটি খন্ডেই রান্নাঘরের বিন্যাস নিয়ে করা হয়েছে বিস্তীর্ণ আলোচনা। কাজেই ওই সব আলোচনাকে বাদ দিয়ে এখানের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হল এমন সব খুঁটিনাটির মধ্যে যা ওই দুই খন্ডে আলোচিত হয় নি।

রান্নাঘরের কাউন্টার এবং কাউন্টারের উপরের টানা আলমারী আজকাল ছোট ছোট দু ফুটের টুকরোয় পাওয়া যায় (৫ ০৫ নং নকশা)। প্রয়োজন ও লক্ষীর ক্ষমতা অনুযায়ী এগুলি একে একে কিনে সাজান রান্নাঘর-এর কোনটিতে আছে গ্যাস সিলিন্ডারের জায়গা, কোনটিতে মশলার কৌটোরাখবার সিঁড়ির ধাপের মত তাক, কোনটিতে সিঙ্ক, জেনিটার ক্লসেট (ন্যাতা, ঝাঁটা, ঘর মোছা বালতি রাখার আলমারী), ড্রেনার বোর্ড, আবার কোনটিতে কাপ ঝোলানোর হুক, খাড়া করে প্লেট রাখার তারের র‍্যাক, সবজী বা রুটি রাখার ছেঁদা ওয়ালন ড্রয়ার ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত গৃহকর্ত্রী রোজ ৩/৪ ঘন্টা কাটান রান্নাঘরে অর্থাৎ বছরে টানা দুমাস অহোরাত্র। এক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী ইউনিট ফার্নিচার তাঁর অযথা পরিশ্রম অনেকটা বাঁচবে। এর কারণ আলমারী ও কাউন্টাবের নৈকট্য। কাউন্টারের চওড়া *য ২২ থেকে ২৪ ইঞ্চি। খুব ছোট রান্নাঘর হলে কাউন্টারের চওড়া ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত কমাতে পারেন। তবে এতে কাজের একটু অসুবিধে হবে অন্ততঃ প্রথম প্রথম।

রান্নাঘরে যদি একটি ছোট (৮" বা ১০" ব্যাসেরও পাওয়া যায়) একজস্ট ফ্যান (Fxhaust Fan) লাগান তা হলে ধোঁয়া, তাপ, গন্ধ ও ঝাঁজের হাত থেকে অনায়াসেই রক্ষা পাবেন আপনার শ্রীমতী। এটি লাগাতে হবে যথাসম্ভব উনুনের কাছাকাছি, বাইরের দিকের দেয়ালে।

রান্নাঘরের মেঝে কি হবে তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। সব কিছু বিচার করে শ্রেষ্ঠত্বের যে ক্রম নির্ধারিত হয়েছে তা হলঃ

(১) সিমেন্টের মেঝে— প্লেন তবে কম পালিশ,
(২) উচুনিচু গাত্ররূপ যুক্ত মারব্রেক্স বা লিনো,
(৩) কম পালিশ করা মোজাইক,
(৪) পালিশবিহীন মসৃণ কাঠের মেঝে,
(৫) মার্বেলের মেঝে।

সাধারণ সিমেন্টের মেঝের বৈচিত্র্য না থাকলেও এটি টেকসই, মজবুত, দীর্ঘজীবী ও সস্তা। অ্যাসিড বা তাপে খুব একটা ক্ষতি হয় না তবে রঙিন সিমেন্টের মেঝেতে বং ফ্যাকাশে হয়ে বিশ্রী ছাপ ধবে যায়।

এবার দু একটা ছোটখাট মতলব দেব:

(১) কাপ ঝোলানো হুক থেকে প্লাস্টিকের ছোট ফুঙ্গি বা ফানেল ঝুলিয়ে রাখুন। ফানেলের মধ্যে, টনেব সুতোব বাণ্ডিল বেখে সুতোর মুখটি তলাব নলেব ভিতব দিযে বার করে রাখুন। প্যাকেটে বাঁধতে বাব কবা মুখটি ধরে টেনে প্রযোজন মত লম্বা সুতো কাঁচি দিয়ে কেটে নিন।

(২) ফ্রিজের পূর্ণ সদব্যবহাব কবতে, দুধ-মাছ-মাংস আনাজ-ফল-জেলী-মাখন-ডিম-ছাড়াও বাখতে পাবেনঃ ব্যাটারী ও ক্যামেলাব ফিল্ম (তাজা থাকবে বহুদিন) মোমবাতি (ঠাণ্ডা মোমবাতি জ্বালবে দেডা সময,) চাকি বেলনা (চট চট করবে না বেলবার সময), ঘবোযা ওষুধ (তাজা থাকবে, গলে যাবে না), লজেন্স চকোলেট (গলে যাবে না), ভ্যানিসিং ক্রীম, ক্লিনসিং মিল্ক (তাজা থাকবে বহুদিন), গঁদেব আঠা, তেল বং—এব টিন (শুকিযে যাবে না)।

(৩) রান্নাঘবের দবজাব ভিতব পিঠে, একটি ২ ফুট × ৩ ফুট সফট বোর্ড আটকে নিন। বোর্ডে ১০/১২টা বোর্ডপিন ফুটিযে রাখবেন। বাড়ির সবাই নিযম কবে তেল, সাবান, টুথপেষ্ট, চিরুনী ইত্যাদি যখন ফুরবে, একটা করে লিষ্ট চিবকুট লিখে চিবকুটটি নোটিশ বোর্ডে পিন দিযে আটকে দেবেন। সাপ্তাহিক বাজার কবাব সময চিবকুটগুলি একত্র করে লিষ্ট করলে তা হবে অতি সুষ্ঠু লিষ্ট। এছাড়া বাড়ি থেকে বেবিযে যাবাব আগে পবস্পবকে খবব দেবাব থাকলেও এই বোর্ড ব্যবহার কবতে পারেন। সাপ্তাহিক মেনু, পাকপ্রণালী, ধোপাব হিসাব, দবকাবী টেলিফোন নম্বব চোখের সামনে রাখতে এই বোর্ড চমৎকার।

● স্টোর বা ভাঁড়ার

আমাদেব সবাব বাড়িতেই নিযতই কিছু না কিছু জমছেই। এমন সব জিনিস যা ৫/৭ বছবে ফেলা যাবে না। বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন মধ্যবিত্ত পবিবাবে বাসন, তৈজস, পবিচ্ছদ ও বই কমবেশী তিন শতাংশ হারে বেড়ে চলে প্রতি বছর। এটি অবশ্যই বিলেতী হিসেব। আমাদেব সীমাযিত অর্থনীতেতে এই বাড়ের হার ২ শতাংশ বলে ধরে নেওযা যেতে পারে। একটি প্রজন্মের সমযকাল যদি ৫০ বছব ধরা হয তা হলে এক পুরুষের শেষে স্টোরেজ স্পেশের দরকার হবে শুরুর ডবল। বাড়িতে আলমাবী, দেবাজ, লফট, তাক, বকস কমেব বিন্যাস করাব সময় এই তথ্যটি সব সময়ে মনে রাখতে হবে।

স্টোরেজ আলমারী ভাঁজ পাল্লার মত কব্জা আটকানো অবস্থায় থাকলে পরতে পরতে খুলে যায়। এর ফলে অতি অল্প জায়গায় প্রচুর জিনিস ধরানো যায়। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটি যদি ফ্রেমের সাথে কব্জা দিয়ে আঁটা থাকে তা হলে প্রয়োজন মত আলমারীর পাল্লার মত আয়নাটিকে খুলে পিছনের ফ্রেমে আটকানো তাকে প্রচুর কসমেটিকস জমা করে রাখা যায় (এই ধরনের নানা মতলব পেতে হলে গৃহীর গাইডের দুটি খণ্ডই পড়ুন)। এর জন্য অবশ্য পিছনের ফ্রেমের গভীরতা ৩/৩½ ইঞ্চি করতে হবে। পার্টিশান বা স্ক্রীনের বদলে ৪/৫ ফুট উঁচু ৮/১০ ইঞ্চি গভীরতার আলমারী বা ক্যাবিনেট দিয়ে আবরু রচনা করা যায়। এই ধরনের আলমারী আবরু রচনা ছাড়াও প্রচুর ঘরোয়া জিনিস জমিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

● বাথরুম

ক্লিয়োপেট্রা স্নান করতেন গাধার দুধে। রোমান ও সুইডিশদের ছিল স্টীম বাথ, জাপানীদের গরমজলে স্নান আর আরবী-পারসী-মুঘলদের বিখ্যাত হামাম। সারা পৃথিবী জুড়ে, সারা ইতিহাস জুড়ে স্নানাগার এক উৎসব-কক্ষ। আজো স্নান-বিলাসীর অভাব নেই—বিশেষতঃ আমাদের উষ্ণ আবহাওয়ায় এখনও একটি সুন্দর বাথরুম বাড়ির মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়, বাড়িয়ে দেয় ফ্ল্যাটের ভাড়া। আজকের দিনে ৫ ফুট × ৬ ফুট মাপের জায়গায় এঁটে যেতে পারে চমৎকার বাথরুম। এর মধ্যে থাকবে ওয়াসবেসিন (১৬″ × ২২″) ও তার কাউন্টার, বাড়তি তোয়ালে, তেল, সাবান, ব্রাস, টুথ পেস্ট, শ্যাম্পু ইত্যাদি রাখার আলমারী-কাম আয়না (৬″ × ১৬″ × ২৪″), কমোড বা প্যান (২২″ লম্বা), শাওয়ার সমেত বাথটব (৩০″ × ৬০″ × ২০″)। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে বাথটবের চাহিদা খুবই কম। সেক্ষেত্রে টবের বদলে শাওয়ার ট্রে (৩০″ × ৩০″) ও প্লাস্টিক পর্দা লাগিয়ে নেবেন। বাড়তি যায়গাটুকুতে আলমারী বানান। জেনিটার ক্লসেট, ময়লা কাপড়ের জালিদার খাঁচা, বাড়তি বালতি, মগ, ওজন-যন্ত্র ইত্যাদি রাখার জায়গা, ডাস্টবিন ইত্যাদি বহুভাবে ব্যবহার করা যাবে এ আলমারী। এখানে খান কতক বই-ম্যাগাজিন ও একটি অ্যাশট্রে রাখতে পারেন। ছোট বাথরুমে যত বড় আয়না লাগাবেন, বাথরুম, দৃশ্যতঃ প্রতিফলনের ফলে তত বড় লাগবে। জায়গা বেশী থাকলে স্নান ও পায়খানার মধ্যে পার্টিশান করে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করবেন। সকালে স্কুল, কলেজ, অফিস কাছারী যাবার আগে বাথরুম নিয়ে গুঁতোগুঁতি বন্ধ হবে।

এক কালে সাঙ্ক বাথ (Sunk Bath) বা মেঝে থেকে নিচু (জাপানী ঢং-এর) বাথটবের ফ্যাসান ছিল। এগুলি পরিষ্কার করা শক্ত বলে এর চাহিদা আজকাল কমে গেছে। কাউন্টারের তলায় দেরাজ ও দরজা ওয়ালা তাক ফিট করে নিলে বাড়তি শিশি বোতল ও ছাড়া জামাকাপড় জমা করার সমস্যা মিটবে। দরজায় ছোট ছোট ফুটো রাখলে জামা কাপড়ে পোকা ধরবে না, ছাতা পড়বে না। রান্নাঘরের মত বাথরুমেও একটা ছোট একজস্ট ফ্যান লাগাবেন—বাথরুম তাড়াতাড়ি শুকোবে, গন্ধ হবে না, শ্যাওলা ধরবে না। বেসিনের লাগোয়া কাউন্টার যত লম্বা হয় ততই সুবিধা। ন্যূনতম মাপ দেড় ফুট × দু ফুট। কাউন্টারের উপরটি মার্বেল দিতে সমর্থ না হলে সানমাইকা বা গ্লেজড টালি বসান। মেঝেতে মার্বেল, অভাবে প্লেন সিমেন্টের মেঝে (মোজাইক ব্যবহার না করাই ভাল, জলের অ্যাসিডে সিমেন্ট খেয়ে গেলে দানাগুলি জেগে ওঠে ও তার খাঁজে খাঁজে ময়লা ও শ্যাওলা জমে)। দেয়ালে ক্ষমতা অনুযায়ী মার্বেল, গ্লেজড টাইল বা মোজাইক করতে পারেন। শাওয়ার বা ধারা-স্নান-যন্ত্রটি স্নানঘরের এক প্রান্তে থাকলে ও তলায় একটি কানা উঁচু ট্রে ব্যবহার করলে সারা বাথরুমটি ভেজবার সম্ভাবনা কমে যায়। শাওয়ারের তিনটি বিশেষ সুবিধা আছে। (১) জল খরচ টবের ছয় ভাগের এক ভাগ, (২) স্নান সারা হয় অনেক তাড়াতাড়ি, (৩) জায়গা লাগে অর্দ্ধেক।

সবশেষে বলি শতকরা ৮০ টা ঘরোয়া দুর্ঘটনা (আগুনে পোড়া বাদ দিয়ে) ঘটে বাথরুমে পিছলে গিয়ে। মেঝে যাতে (পিছল) না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। মেঝে পিছল হয় মাত্রাতিরিক্ত পালিশ করলে বা শ্যাওলা জমতে দিলে। স্নান ঘরের মেঝে ঈষৎ খরখরে থাকাই ভাল।

● পুজোর ঘর

আলো আসা চাই বিগ্রহের সামনে থেকে। প্রয়োজন মত যাতে আলো কমানো-বাড়নো যায় (দিনের আলো হলে পর্দা টেনে, বিজলী বাতি হলে রেগুলেটার ফিট করে) তার ব্যবস্থা থাকা চাই।

ঘরের রং হবে ঠাণ্ডা, বিশ্রামাত্মক বা সাদা। মেঝে ও বেদী মার্বেল অভাবে নরম রংয়ের মোজাইকের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুরোপুরি সাদা পরিকল্পনাও চমৎকার।

ঘরে একটা আলমারী থাকা দরকার যাতে বিগ্রহের জামা-কাপড়, পুজোর বাসন ও উপকরণ মজুত থাকবে।

সিলিং এ চন্দ্রাতপের অনুকৃতি করতে পারেন প্লাষ্টার অব প্যারিস বা রং দিয়ে। দেয়ালে যদি গ্লেজড টালি লাগান, নকশাদার টালি দিয়ে অলঙ্কৃত পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন। এই ঘরে সনাতনী ভারতীয় সজ্জাধারাই সব চেয়ে মানানসই। মূল বিগ্রহের পিছনে অল্পশক্তির আলো দিয়ে পশ্চাদপটকে আলোকিত করা বা বিগ্রহের উপর হালকা রঙিন স্পট ফেলা — এ ঘরে আলোকসজ্জার বহুতর বিন্যাস হতে পারে।

● মুক্তাঙ্গন (TERRACE)

সোজা বাংলায় উঠোন। আজ্ঞে হ্যাঁ তাও নয়নাভিরাম করে সাজানো যায় বৈকি। খরচও খুব একটা নয়। বসার বা খাবার ঘরের লাগোয়া উঠোনটুকু বেছে নিন। ভাঙ্গা কাপ-ডিসের টুকরো বা বরবাদ হওয়া ভাঙ্গা মোজইক টালি সস্তায় লটে কিনে সিমেন্ট মশলায় বসিয়ে তৈরী করুন মেঝে। ইট বা কংক্রীটের জালি দেয়াল, অভাবে ৬ ফুট উঁচু বাঁশের বেড়ায় ঘন লতা চড়িয়ে ঘিরে দিন তিনদিক। বসার জন্য গাছের গুঁড়ির টুকরো, কংক্রীটের বেদী বা উঠোনের এক কোণে গাছ থাকলে তা থেকে ঝোলানো বেতের দোলনা আসন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। শীতকালে যাতে মুক্তাঙ্গনে আসে প্রচুর রোদ এবং গ্রীষ্মকালে যাতে থাকে প্রচুর ছায়া (উঁচু গাছ যার পাতা শীতে ঝরে যায় অথবা বড় গার্ডেন আমব্রেলা বা বাগিচা-ছত্র লাগিয়ে নিলে কাজ চলে যাবে) তার ব্যবস্থা রাখবেন। মুক্তাঙ্গন সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা পাবেন দশম অধ্যায়ে, আপাতত আসবাব বিন্যাস শিকেয় তুলে চলুন মাতা যাক ঘরোয়া পোষাকী ঢং-ঢাং, কলা-কৌশল নিয়ে........

খবরদারপত্র — ৬নং

● **প্লাস্টিকের আসবাব (মোল্ডেড প্লাস্টিক)**

(ব্লোপ্লাস্ট কোম্পানীর তৈরী, চলতি নাম মডার্না ফার্নিচার)
গুণাবলী সুঠাম, ছিমছাম, হালকা, বহুবর্ণ, রং ফিকে হয় না, রোদে জ্বলে যায় না, খুব মজবুত।

দাম

হাতল ছাড়া চেয়ার (সিঙ্গল সিটার)	——	৩২৫-৪২৫ টা.
হাতল ওয়ালা চেয়ার (টু সিটার)	——	৭৫০ টা.-৯৫০ টা.
ঐ (থ্রি সিটার)	——	৮৫০ টা.-১১৫০ টা.
(টেবিল সমেত সিঙ্গল সিটার)	——	৪২৫ টা.-৪৬০ টা.
রিভলভিং চেয়ার ক্যাস্টর সমেত	——	৬২৫ টা.-৮০০ টা.
ট্রলী চাকা সমেত—	——	তেপায়া ৪৫০ টা.
ঐ চার পায়া	——	৬০০ টা.
ঐ ডবল সেল্ফ —	——	চারপায়া ৭৫০ টা.
সেল্ফ— আকার ও আকৃতি অনুযায়ী	——	২০০ টা.-৪০০ টা.
গোল সেন্টার টেবিল তিন পায়া	——	১৮০ টা.

● **সস্তার আর এক মতলব— বেতের আসবাব**

সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান

(১) কর্মিবৃন্দ ১৬৮/১এ, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলি-৬
(২) বেঙ্গল কেন সেন্টার ৪১/১ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২
(৩) ভারত কেন ইণ্ডাস্ট্রিজ, নিউ মার্কেট, কফি-১৬
(৪) মহঃ ইদ্রিস অ্যাণ্ড মহিবুল খাকন, নিউ মার্কেট, কলি-১৬
(৫) হায়দ্রাবাদ কেন ফার্নিচার হার্ডস, ৪২এ পার্ক স্ট্রীট, কলি-১৬
(৬) পূর্বশ্রী, দক্ষিণাপণ, ঢাকুরিয়া
(৭) শাশা, ২৭ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলি-১৬

বেতের আসবাবের দামের আন্দাজঃ

ছোট চেয়ার	৭৫ টা.	—	১২৫ টা.
হাতল ছাড়া বড় ঐ	১২৫ টা.	—	১৭৫ টা.
হাতলসমেত ঐ	১৭৫ টা.	—	২২৫ টা.
প্লান্টার	৫০ টা.	—	৭০ টা.
সোফাসেট	১৫০০ টা.		——
কফি টেবিল	২০০ টা.	—	৩০০ টা.
দোলনা চেয়ার	৩৫০ টা.	—	৫৫০ টা.
সেন্টাব টেবিল	২০০ টা.	—	৩০০ টা.
মোড়া	৯৫ টা.	—	২৫০ টা.
আলোর শেড	৫০ টা.	—	৭০ টা.
ফুলদানী	৩৫ টা.	—	৮০ টা.

● বৈচিত্র্যময় আসবাব

বদলীর, চাকরী যাঁদের, জার্মানীর হোলজ স্টুডিয়োর ডিজাইনে ভারতের রসিক ইন্টারন্যাশানাল লিমিটেড তাঁদের জন্য বানিয়েছেন 'সজনড সেগুন কাঠের ডিটাচেবল্ ফার্নিচার সেট। ব্র্যাণ্ড নাম উডওয়ার্থ। কলকাতাতেও পাওয়া যায়। বিশেষত্ব চেয়ার টেবিল সোফা খাট সব কিছুই জোড় খুলে সহজে প্যাকিং করে নেওয়া যায় ছোট খাট ক্রেটের মধ্যে।

দামঃ

সেন্টার টেবিল সমেত সোফাসেট	৯০০০ টাকার মধ্যে।
কুশন সমেত ডাইনিং চেয়ার	৬৫০ টাকার মত
ডাইনিং টেবিল মাপ ভেদে	২৫০০টা.-৩৫০০ টা.
ড্রেসিং টেবিল স্টুল সমেত	২৫০০ টা.
খাট (গদী বিহীন)	১৬০০টা.-২৫০০ টা.

উডওয়ার্থ আসবাব যেমন ডিটাচেবল, নানা কোম্পানীর রয়েছে কোলাপ্সিবল্ সোফা যার চলতি নাম বেড-কাম-সোফা।

দামঃ

'রাজ অ্যাণ্ড রাজ কোং' এর-	২০০০-২৫০০ টা.
(সাইড চেয়ার সহ পুরো সেট)	৩০০০-৫০০০ টা.
এদের কাঠের ফ্রেমে থ্রি ফোল্ড।	
ইউ ফোম লাগানো স্পেশাল মডেল	১০,৫০০ টা.
'শিল্পী'র আপনার নির্বাচিত নকশা মাফিক বেড-কাম-সোফা	৭০০০-১০,০০০ টা.
'নিউবিল্টের (৫৮ পার্ক স্ট্রীট) মডেল	৯৫০০ টা.

● রান্নাঘরের হাঁড়ি কুঁড়ি গ্যাজেটের সবচেয়ে আধুনিক সমাবেশ দেখতে পাবেন ১ নম্বর পার্ক স্ট্রীটে সিঙ্গারের কিচেন কালেকশানে। কুকিং রেঞ্জ থেকে তোয়ালে সেট অবধি সবই পাবেন এখানে । মায় রান্নার বইও।

● শেষ নেয় স্নানঘরের সাজ সরঞ্জাম।

শ্রেফ বাথরুমের ফিটিংফিকশ্চার নিয়েই একটা বই লিখে ফেলা যায়। অজস্র মেকের অজস্র মডেল, অজস্র রং, টেকশ্চার, ডিজাইন— ব্যাপারটা গোনা গাঁথার বাইরে চলে যেতে বাধ্য। তাই এখানে খুব ভাসা ভাসা ভাবে পরিচয় দেওয়া হল স্নান সরঞ্জামের।

● স্যানিটারী ওয়্যারসের প্রধান নির্মাতারা ঃ

(১) সেরা
(২) নাইসার
(৩) নীতিন
(৪) জনসন
(৫) প্যারিওয়্যার
(৬) হিন্দুস্থান;

প্রধানতঃ যেসব জিনিস এঁরা তৈরী করেন তার দামের রেঞ্জঃ।

(১) হ্যাণ্ড ওয়াশ বেসিন-ওভাল—
গোল, চৌক, পেডেস্টাল হীন বা পেডেস্টালযুক্ত নানা মডেলের হতে পারে।

১২" × ১৮" থেকে ২০" × ২৬"	৫০০-১৫০০টা.
(২) কমোড (সিঙ্গিল/ডবল সাইফেনিক)	৫৫০-১২,০০ টা.
ঐ সিস্টান	৪৫০-১০,০০ টা.
(৩) ইণ্ডিয়ান প্যান(১৭" -২২")	২৫০-৪৭৫ টা.

এছাড়া রয়েছে

সাবানদানী	১০০ টা.
সেল্ফ	৮০ টা.
টয়লেট পেপার হোল্ডার	৮০ টা.
টুথব্রাস হোল্ডার	৫০ টা.
আয়নার ফ্রেম	২০০ টা.
টাওয়েল রেল	৬০ টা.
শাওয়ার রোজ	৫০ টা.
পায়খানার ফুটরেস্ট	৫০ টা.

এগুলি সাদা মডেলের দাম। রঙীন মডেল হলে দাম ডবল হবে।

- স্টিল ফার্ণিচার ইনস্টলমেণ্টে কেনার সুবিধা দেন কিছু ব্যবসায়ী :

  (১) কাঞ্চন কমার্শিয়াল কর্পোঃ ৬৮, ক্যানিং স্ট্রীট কল—১
  (২) ৰবি, ২০৩, রাসবিহারী অ্যাভিনু, কল—১৯
  (৩) চয়ন, ১১, জগন্নাথ তেওয়ারী রোড, কল-২৮।
  (৪) অশোকা, ৬৮. ক্যানিং স্ট্রীট, কল—১।
  (৫) অবন্তিকা, ১৭৩/৩ বিধান সরণি, কল—৬।
  (৬) অভিষেক, ৩, বি.বি.গাঙ্গুলী স্ট্রীট,কল—১২।

- মিস্ত্রি—ফার্নিচার :

  হলিউড ফার্নিসার্স, ৯৮ বি রিপন স্ট্রীট, কল—১৬।
  জলি ফার্নিসার্স, ৮ ম্যাণ্ডভিল গার্ডেনস, কল—১৯।

প্লাম্বার :

গ্রেস স্যানিটারী কোং, ২ ব্রাবোর্ণ রোড কল—১।
জয়সোয়াল টিউব কোং ৩৫/ বি, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কল—১৩।

The Apparel oft
proclaims the Man
— Shakespeare

চারদিকের দেয়াল, ছাদ, মেঝে — এই ছয় তল আর তার ফাঁক-ফোকর — আলো, বাতাস ও আবাসিকদের আগমন-নির্গমনের সিঁড়ি, দরজা, জানালা, ঘুলঘুলি, ভেন্টিলেটার, স্কাই লাইট — এই নিয়েই ঘরের কাঠামো। সেই কাঠামোকে তরহ্-বেতরহ্ উপায়ে সাজাব আমরা ঘরোয়া সাজের এই অধ্যায়ে।

● দেওয়ালী উৎসব

প্রথমেই ধরা যাক দেয়াল :

দেয়াল হতে পারে নানা ধরনের — মাটির, পাথরের, ইটের গাঁথুনী বা সিমেন্টে ঢালাই, কংক্রিট থেকে শুরু করে কাঠ, প্লাই, বাঁশ, চাটাই বা দরমা এবং হাল আমলের কাঁচ, প্লাস্টিক ও ফাইবার গ্লাস। এর মধ্যে এক সাবেকী পাথরের গাঁথুনী ও আধুনিক স্বচ্ছ গ্লাসের দেয়াল বাদ দিলে শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই পলেস্তারা, চূণ বা তেল-রং জাতীয় আস্তরণ দিয়ে দেয়ালের শোভা বাড়ানো হয়ে থাকে। নামী-দামী ঘরের শোভা বাড়াতে কাঠ, র-সিল্ক বা প্লাস্টিকের প্যানেলও সৃষ্টি করা হয়। দেয়ালের হরেকরকম ঘরোয়া সাজের মধ্যে যে-কটির আলোচনা আমরা এখানে করব তা হল : (ক) তেল ও জল রং, যার মধ্যে চূণকামও সামিল, (খ) নানানরকম ওয়াল-পেপার ও ওয়াল-মুরাল, (গ) বিভিন্ন জাতের প্যানেলিং; (ঘ) দেয়াল সজ্জায় তন্তুজের ব্যবহার; (ঙ) পোড়ামাটি, সেরামিক, মোজায়েক বা প্লাস্টিকের রকমারী টালি ও শেষমেশ; (চ) পাথর বা ইটের দেয়ালের নগ্ন রূপ চর্চা (শেষোক্ত ব্যাপারটি কিন্তু মোটেই অশ্লীল নয় — ইংরাজিতে এরই নাম 'এক্সপোজড ম্যাসনরী')। সহজ রক্ষণাবেক্ষণ, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য বিকাশের দিক দিয়ে দেয়ালের আস্তরণ হিসেবে পলেস্তারার ব্যবহারই সবচেয়ে বেশী। অবশ্য ঘরের ভিন্নতর ব্যবহারে অনেক সময় ভিন্নতর আস্তরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন বাথরুম, রান্নাঘর, হাসপাতালের বারান্দা ও কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে মেঝে থেকে ১½ বা ২ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সেরামিক টালির আস্তরণ দেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ চীনেমাটির এই চকচকে গায়ে চট করে দাগ বা ময়লা লাগতে পারে না, লাগলেও কেবল ভিজে ন্যাকড়া বুলিয়ে তা সহজেই মুছে নেওয়া যায়। আবার লাইব্রেরীর রিডিং রুমে, যেখানে নীরবতা পরম কাম্য — সেখানে অ্যাসবেস্টস বা হার্ডবোর্ডের সছিদ্র প্যানেল লাগানো হয় যাতে এইসব ছিদ্রের মারফত দেয়াল বাড়তি শব্দ শুষে নিতে পারে। সিনেমা বা সভাঘরেও প্রতিধ্বনি কমাতে দেয়ালের এই ধরনের সাজ ব্যবহৃত হয় প্রায়শই। আপনার বাড়ির স্টাডি বা পাঠকক্ষের দেয়ালেও লাগাতে পারেন এই ধরনের শব্দ শোষক আস্তরণ। তাতে লেখাপড়ায় মন দিতে সাহায্য পাবেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের দেয়ালে অনেক সময় লাগানো হয় গ্লাস ফাইবার , থারমোকোল বা অ্যাসবেস্টস কুচির তাপরোধক আস্তরণ যাতে বাইরের অবাঞ্ছিত তাপ ঘরে এসে ঢুকতে না পারে।

বিশেষ বিশেষ কারণে এইসব বিশেষ বিশেষ আস্তরণ লাগালেও ঘরের শোভাবর্ধক সর্বজনগ্রাহ্য আস্তরণ হিসেবে সিমেন্ট বালির পলেস্তারার চলই সবচেয়ে বেশী। এই পলেস্তারা এক ড্যাম্পরোধক কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে যা দেয়ালকে দেয় দীর্ঘতর জীবন।

পলেস্তারা মসৃণ বা গাত্ররূপ (Texture) যুক্ত হতে পারে। এই মসৃণতা বা গাত্ররূপের শোভাকে বাড়িয়ে তুলতে, ফুটিয়ে তুলতে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় রং — জলে গোলা বা তেলে গোলা। জল-রং সস্তা কিন্তু তেল-রং-এর তুলনায় স্বল্প স্থায়ী। অন্যদিকে। তেল-রং মহার্ঘ্য হলেও তার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। ফলে শেষ পর্যন্ত তার খরচ প্রায় জল-রং-এর কাছাকাছি এসে যায়। তার বর্ণ সুষমা এবং মনোহারিত্বও জল-রং-এর চেয়ে অধিক।

● রঙে রূপে

জল রং-এর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা সাদা চূণকাম। এর শুভ্র রং ঘরে শুধু একটি সতেজ পরিবেশই সৃষ্টি করে না, দেয়ালের প্রতিফলন ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় ঘর অধিকতর আলোকিত হয়ে ওঠে এবং চূণের এক স্বাভাবিক জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে যা ঘরে এক শোধন প্রক্রিয়া চালু করে — ঘরে মশা মাছির উপদ্রবও কমিয়ে দেয়। দেয়ালে যাতে চূণের প্রলেপ সেঁটে যায়, মাত্রাতিরিক্ত খড়ি না ওঠে সে জন্য গোলা চূণের সাথে গঁদের আঠা মেশাতে হয়। গঁদের আঠায় প্রয়োজনীয় অনুপান হিসেবে মরা জানোয়ারের চর্বি ও পচা দেহাবশেষও মেশানো হয়। স্বভাবতই তা দুর্গন্ধময় ও স্বাস্থ্যহানিকর। দেখা দরকার যে চূণকামের কাজে গঁদের মিশেল মাত্রাতিরিক্ত হয়ে না পড়ে। চূণের শুভ্রতা বাড়াতে রবিন ব্লু জাতীয় নীল মেশানো দরকার পরিমিত পরিমাণে।

সাদা চূণের আর এক ধরনের প্রলেপ হচ্ছে পঙ্কের কাজ বা লাইম পানিং। এক্ষেত্রে আধা পাথুরে চূণ ও আধা শামুক চূণ ১৫ দিন একত্রে পচিয়ে টুথপেস্টের মত একটা ঘন ক্বাথ তৈরি করা হয়। গঁদ মিশিয়ে দেড়-দু মিলিমিটার পুরু করে তা মাখিয়ে দেওয়া হয় দেয়ালে। শুকিয়ে গেলে মসলিন বা সিল্ক জাতীয় মোলায়েম নরম কাপড় দিয়ে ঘষে পালিশ করা হয় যাতে পঙ্কের প্রলেপটি মসৃণতর হয়ে ওঠে। পঙ্কের কাজে চূণের বদলে প্লাস্টার অফ প্যারিসও ব্যবহার করা যায়। তাতে খরচ বেশী কিন্তু কাজ আরো বাহারে হয়। লাইম পানিং-এর খরচ বর্গ মিটারে দশ-বারো টাকার মতো। প্লাস্টার অফ প্যারিসে খরচা প্রায় তার দ্বিগুণ।

চূণ বা পঙ্কের সাথে মেশাবার জন্য গুঁড়ো রং—কারিগরী ভাষায় তার নাম চূণ-রং বা লাইম কালার — প্যাকেটে করে পাওয়া যায় ইমারতী দোকানে। এই রং-এর ৮/১০ রকম শেড হয়। পছন্দমত রং গোলা চূণে বা পঙ্কের ক্বাথে মিশিয়ে নিতে পারেন।

খরচের দিক দিয়ে চূণ রং-এর উপরেই যার স্থান তার নাম ডিসটেম্পার। বাজারে দু রকম ডিসটেম্পার পাওয়া যায়। জলে গোলা (ওয়াটার বাউণ্ড) ও তেলে গোলা (অয়েল বাউণ্ড)। বাজেটটা আর এক ধাপ ওঠাতে পারলে আপনার আয়ত্তে আসবে প্লাস্টিক ও অ্যাক্রালিক প্লাস্টিক ইমালসান পেন্ট। রং-এর জাত বিচার ও ব্যবহারবিধি নিয়ে ২য় অধ্যায়ে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। সে সবের চর্বিত চর্বণ না করে চলুন আমরা ঢুকে পড়ি এক নতুন রাজত্বে — ওয়াল পেপার ও ওয়াল প্যানেলিং-এর জগতে।

ওয়াল পেপারিং হচ্ছে দেয়ালে বাহারী নক্সাদার কাগজ সেঁটে শোভাবর্ধন। এইসব কাগজ সাঁটা হয় বিশেষ আঠা মাখিয়ে খুব সাবধানে যাতে দেয়াল ও কাগজের মাঝখানে কোন বাতাস না থেকে যায়। বাতাস থেকে গেলে তা ফোস্কার আকারে ওয়াল পেপারকে দেয়াল থেকে আলগা করে ফাঁপিয়ে রাখবে ও সৌন্দর্যহানি ঘটাবে। আধুনিক ওয়াল পেপারে নক্সাদার কাগজের উপর খুব পাতলা প্লাস্টিকের প্রলেপ মাখানো থাকে যার ফলে সাঁটা অবস্থায় এই কাগজ সমেত দেয়ালকে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখা খুব সহজ হয়ে ওঠে।

ওয়াল পেপারের জন্ম হয়েছিল মহাচীনে — খৃঃ পূঃ ২০০ সালে। চৈনিক শিল্পীরা লম্বা লম্বা কাগজে (কাগজের জন্ম নাকি চীনেই) তুলি দিয়ে সৃষ্টি করতেন অনুপম নৈসর্গিক সব শিল্পকর্ম — বাঁশ, পাতা, ফুল, পাখীর সাথে স্থান পেত ক্যালিগ্রাফি — জটিল লতাপাতার মত অজস্র চৈনিক অক্ষরে লিখিত সুরেলা বুদ্ধস্তুতি। এইসব শিল্প সুশোভিত কাব্যময় স্ক্রল বা পট মানুষের পড়বার জন্য ঝুলিয়ে রাখা হত ঘরের ছাদ থেকে। এ প্রথা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হলে চলে যান পূর্ব কলকাতার ধাপাস্থ চায়না টাউন অঞ্চলে। সেই সেই চাইনীজ স্কুলের ছাদে আছে এক বৌদ্ধ মন্দির। আর একটি মন্দির আছে মেট্রোপলিটান বাইপাশের পার্ক সার্কাস কানেকটারের ধারে। দুটি মন্দিরের গর্ভগৃহে দেখতে পাবেন এই ধরনের অসংখ্য রঙীন ঝুলন্ত পবিত্র মন্ত্রপূত পট।

● কাগুজে পট থেকে কাগুজে শাড়ী

এগুলি ছিল আসলে কাগজের ট্যাপিস্ট্রী। হাওয়ায় দুলতো বলে সেগুলিকে পুঁথি লাগানো পিন দিয়ে আটকে দেওয়া হত দেয়ালের সাথে। আফিং বেচতে আসা মাথামোটা ইউরোপিয়ান বেনেরা ধরে নিল এ বুঝি দেয়াল সজ্জা। তাদের মাসতুতো ভাইরা সুরাটে দেখে এসেছিল ভারতীয় নারীরা দেহবল্লরীকে সুশোভিত করতে পরেন তন্তুজ শাড়ী। ভাবলো ঘর সাজাতে চীনারাও হয়ত দেয়ালকে মুড়ে দেয় কাগজের শাড়ীতে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল নকলনবিশী। ইউরোপ মারফত আমেরিকাতেও পৌঁছে গেল ওয়াল পেপার অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই।

পর্দার অনুকরণ থেকেই জন্ম ওয়াল পেপারের। যেহেতু কাগজে রং, অনুকৃতি (pattern) বা গাত্ররূপ (texture) ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ -- এমন সব ওয়াল পেপার তৈরি হতে লাগল যা দেখতে পালিশ করা কাঠ, মার্বেল, বালি পাথর বা ইটের গাঁথুনী; খড়, ঘাস, পাট দিয়ে বোনা চাটাই বা চট এবং সিল্ক, উল ও কার্পাস সুতোয় তৈরি পর্দার মত দেখতে। এ সবের উপর শুধু যে ফুল পাতার ছাপ পড়ল তাই নয় — পাহাড়, নদী, ধানক্ষেত সমেত পুরোপুরি ল্যান্ডস্কেপ বা বহির্দৃশ্যও ফুটে উঠল ওয়াল পেপারের বুকে। ল্যান্ডস্কেপ সমন্বিত এই ওয়াল পেপারের কারিগরী নাম মূরাল। অধুনা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশালাকৃতি (উচ্চতায় ৮ ফুট, চওড়ায় যত খুশী) রঙিন ফটোগ্রাফিক প্রিন্ট পাওয়া যাচ্ছে (কলকাতাতেও!) যা সত্যিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতই জীবন্ত। আপনার ঘরে যদি এমন একটি নিরেট দেওয়াল থাকে যাতে কোন জানালা বা দরজা নেই তাহলে এই ধরনের একটি সাইজ মাফিক মূরাল তার উপর সেঁটে দিন (অবশ্য যদি বাজেটে কুলোয়, এ ধরনের মূরাল এখনো বাঙালী মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে বলেই মনে হয়!) — দেখবেন দমবন্ধ করা দেয়ালটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার বদলে মনে হবে প্রকাণ্ড জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন বাইরেটা — কাছের বাগান থেকে শুরু করে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ-মাঠ-বনানী।

মূরাল ওয়াল পেপার ব্যয়সাধ্য হলেও, আরো অনেক বুটিদার, জালিওয়ালা, কল্কা বা ঝুমকো অলঙ্কৃত বাহারে রঙীন ওয়াল পেপার পাবেন যার দাম আপনার পকেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শোবার ঘর, খাবার ঘর বা পুজোর ঘরের উপযুক্ত অসংখ্য রং, নকশা পাবেন এর মধ্যে। বাঙালীর ঘরে দেয়ালের কুশ্রীতা ঢাকতে ওয়াল পেপারের ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

তবে একটা বিষয়ে সাবধান হবেন। স্যাঁতাধরা দেয়ালে ওয়াল পেপার লাগাবেন না কদাচ। ওয়াল পেপার খুলে তো যাবেই, কাগজ ও প্লাস্টিকের স্তরকে ভেদ করে ফুটে উঠবে ড্যাম্পের বিশ্রী ছাতাধরা কালচে পাঁশুটে দাগ। এ পর্যন্ত দেওয়ালী উৎসবের যত উপকরণ আমরা পড়লাম — চূণকাম থেকে প্লাস্টিক কোটেড ওয়াল পেপার — সবগুলির ড্যাম্পের কাছে একান্ত অসহায়। তা হলে কি করা যাবে? ড্যাম্প দেয়ালের মালিক কি ঘর সাজাবেন না?

● ড্যাম্পকে ড্যাম কেয়ার

ইংল্যান্ডের মুষ্টিমেয় পাথরে গাঁথা ক্যাসেল বাদ দিলে প্রায় সব বাড়িই কাঠের। ক্যাসেল বা দুর্গবাসী লর্ডদের বাদ দিলে ইংল্যান্ডবাসী আপামর সাধারণ কাঠের বাড়ির উষ্ণ পরিবেশেই অভ্যস্ত। কোম্পানীর আমলে যে সব ইংরেজ এ দেশে এসেছিলেন রাইটার হয়ে তাঁরা সকলেই এসেছিলেন ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। এ দেশের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে সাথে ইট গাঁথা সাদা দেয়াল তাঁদের সততই মনে করিয়ে দিত যে তাঁরা সুদুর বিদেশে নির্বাসিত। হয়ত এই বিষণ্ণতাকে কাটাবার জন্যেই চালু হয়েছিল ইটের দেয়ালকে কাঠ দিয়ে মুড়ে দেবার প্রতিযোগিতা।....ভারতীয় চার দেয়ালের মাঝে স্বদেশী পরিবেশকে আস্বাদ করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা থেকেই ক্রমে জন্ম নিল এদেশী দেয়াল-সজ্জার এক নতুন ধারা — উড প্যানেলিং। কাঠের ব্যাটন দিয়ে ফ্রেম তৈরী করে সেই ফ্রেমকে আটকে দেওয়া হয় দেয়ালে; তারপর সেই ফ্রেমের উপর বসানো হয় সার সার নকশাদার কাঠের পাটাতন (৭.০১ নকশা) এইভাবে ঢাকা পড়ে যায় পিছনের দেয়াল তার সব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে। মাঝে ফ্রেম থাকার দরুন মূল দেয়াল ও প্যানেলের মাঝে থেকে যায় ১০/১২ মিলিমিটার পরিমাণ ফাঁক। এই ফাঁক বা গ্যাপ থাকার দরুন দেয়ালের নোনা উপরের প্যানেল ও তার রং বা পালিশকে কব্জা করতে পারে না। এইভাবে ইংরেজিয়ানা না-হোক ড্যাম্প বা স্যাঁতা লাগা দেওয়াল-এর শ্রী ফিরিয়ে আনতে প্যানেলিং এক জবরদস্ত দাওয়াই।

৭.০১ নকশা—উডপ্যানেল।

কিন্তু এখানেও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। তা হল পকেটের সমস্যা। কাঠ অতি মহার্ঘ্য জিনিস — বিশেষ করে পালিশ করার উপযুক্ত প্যানেলিং-এর মেহগিনি কাঠ। এর একটা আংশিক সমাধান হতে পারে কাঠের বদলে টিক প্লাই লাগিয়ে। তাতে ব্যাপারটা কিছু সস্তা হবে। সস্তাতর কাজ করতে হলে টিক প্লাইয়ের বদলে কমার্শিয়াল প্লাই বা বোর্ড লাগিয়ে তাকে তেল-রং-এর প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু এতেও ব্যাটন, প্লাই, রং, মিস্ত্রিদের মজুরী সব মিলিয়ে প্রতি বর্গ মিটার প্যানেলের খরচা পড়ে যাবে সওয়া পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পাঠকের ড্যাম্প ঢাকবার উৎসাহে ড্যাম্প ধরাবে এই খরচের বহর।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ইট তৈরি হয় নদীর পলি মাটি থেকে। গাঁথুনীর মশলায় মশানো হয় নদীর বালি। মোহনার খুব কাছে থাকার দরুন এই সব নদীর বেশীর ভাগেই খেলে যায় সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা। জোয়ারের সময় উজান স্রোতে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে পড়ে নদীর ভিতর। ক্রমে এই সব নুন থিতিয়ে মিশে যায় পলি ও বালির স্তরে। এ অঞ্চলের ঘরবাড়িতে এই কারণেই এত নোনা ধরার উপদ্রব। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ইট বালির দেয়ালে নোনা বা স্যাঁতার ছাপ এড়ানো প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ বাড়ি যেখানে পনেরো-বিশ বছরের পুরানো।

এই সমস্যার সমাধান হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎই পেয়ে গেছলাম যেটা শান্তিনিকেতনী গৃহসজ্জা ধারার একান্ত নিজস্ব প্যানেলিং-মাদুরের মাঝে। প্যানেল হিসাবে কাঠের তুলনায় মাদুর বা শীতল পাটি দামে অতি নগণ্য। ইলেকট্রিক সরঞ্জামের দোকানে যে ১২ মিলিমিটার চওড়া ব্যাটন পাওয়া যায় সেগুলি ডেটোফিক্স ও স্ক্রু দিয়ে আটকে ০.৫ মিটার × ০.৫ মিটার খোপযুক্ত একটা কাঠামো তৈরি করুন স্যাঁতাধরা দেয়ালের উপর। এর উপর কাঁটা পেরেক দিয়ে আটকে দিন সাইজ মাফিক কেটে নেওয়া মাদুর বা শীতল পাটি।

আটকাবার আগে মাদুরের ধার বাতিল শাড়ীর পাড় দিয়ে মুড়ে নিলে ভাল হয়। এভাবে ধারগুলি বেঁধে নিলে প্যানেলের আয়ু ডবল হয়ে যাবে। এবার ঠিক পূর্বোক্ত কাঠামোর উপর দিয়ে আর এক দফা ব্যাটনের ফ্রেম চাপান হিসেবে আটকে (৭.০২ নং নকশা) নিতে হবে। চাপান ফ্রেমটি আটকাবার আগে তার ব্যাটনগুলি মানানসই তেল রং-এ (ঘাসের মাদুর ও আঢাকা দেয়াল সাদা চুণকাম করা হলে ব্যাটনগুলি হালকা সবুজেটে সাদা রং করতে পারেন) রাঙিয়ে নেবেন।

একটি হ্যাণ্ডড্রিল, ছোট হাতুড়ি ও স্ক্রু-ড্রাইভার হাতের কাছে পেলে সামান্য চেষ্টায় আপনি নিজেও তৈার করে নিতে পারেন এই দেওয়াল সজ্জা! সে ক্ষেত্রে খরচা বর্গমিটারে ৮০ / ৮৫ টাকার বেশী পড়বে না। দেয়াল ও মাদুরের মাঝে যে বাতাসের স্তর সৃষ্টি হয়েছে মাদুরের বুননের ফাঁক দিয়ে তার সঙ্গে বাইরের বাতাসের যোগ থাকায় ড্যাম্প ঢাকতে এই ধরনের প্যানেলিং, প্লাইউডের প্যানেলিং-এর তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী। প্লাই প্যানেলের পিছনের বদ্ধ বাতাসের আর্দ্রতা চরম মাত্রায় পৌছালে ড্যাম্প দেয়াল উদ্ভূত আর্দ্র বাষ্প ক্রমে প্লাইয়ের পিঠে বসে তাকে ফুলিয়ে নষ্ট করে দেয়। জল নিরোধক প্লাই হলে অবশ্য এ ধরনের বিপদ নেই কিন্তু সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে জল নিরোধক প্লাইয়ের উচ্চ মূল্য। সবদিক দিয়ে বিচার করলে মাদুরের প্যানেলিংটি আমাদের 'বামুনের গরু'।

আর এক ধরনের প্যানেলের ব্যবহার করে থাকেন আধুনিক গৃহসজ্জাবিদরা। সেক্ষেত্রে মাদুরের স্থান অধিকার করে র-সিল্ক বা মিহি বুনটের উচ্চশ্রেণীর চট। অনেক সময় এগুলির পিছনে তুলোর প্যাড দেওয়া হয় শৌখিনতার খাতিরে। এই প্যানেলের অসুবিধা একবার নোংরা হয়ে গেলে তাকে যথাযথ পরিষ্কার চেহারায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব।

বরং আমি বলব, যাঁরা দেয়ালের তন্তুজ সজ্জা পছন্দ করেন তাঁরা ব্যবহার করুন ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত পূর্ণ দৈর্ঘ্য ভারী পর্দা বা ড্রেপারী। পর্দার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ দু রকম হয় — ছাদ থেকে মেঝে বা জানালার মাথা থেকে মেঝে (৭.০৩ নং নকশা)। আমি অবশ্য মোটা কাপড়ের ভারী পর্দা যার বিস্তৃতি হয় পুরো দেয়ালের এক কোণ থেকে আর এক কোণ অবধি, তার কথা বলছি। এর কাজ নেহাতই দেয়াল-সজ্জা, দেয়ালের বিশ্রী ছাপছোপ, ভাঙা ফাটা, অবাঞ্ছিত বা অব্যবহৃত বে আকার দরজা বা জানালা বা অন্যান্য খুঁত লুকোনো ছাড়া আর এর কোন কাজ নেই। জানালার সামনে আব্রুর জন্য যে পাতলা কাপড় বা নেটের পর্দা টাঙানো হয় তার দৈর্ঘ্য জানালার দৈর্ঘ্যের সমান হলেও চলবে। এ ব্যাপারে অবশ্য বিশদ আলোচনা আমরা এই পরিচ্ছেদের শেষাশেষি করব — দরজা, জানালার সজ্জা প্রসঙ্গে। আপাতত একটি কথা বলেই পর্দা প্রসঙ্গের পর্দা টানব আমরা। দেয়ালের যতটা অংশ পর্দা দিয়ে ঢাকবেন, সেই অংশের চওড়ার দেড়গুণ চওড়া হতে হবে পর্দাটিকে। তা না হলে পর্দার ফোল্ড বা ভাঁজ রেখাগুলি যথার্থ ভাবে ফুটে ওঠে না। পর্দা দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা যায়। কাপড়ের কিফায়েতি এখানে না করাই ভাল।
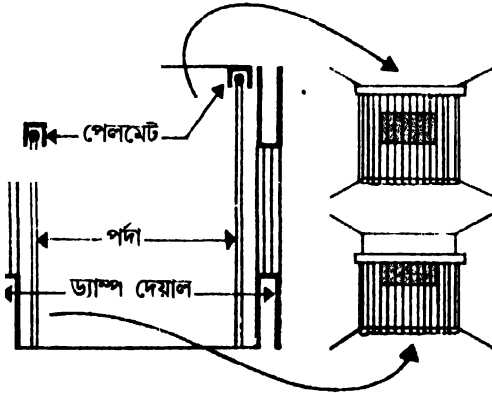
◁ ৭.০৩ নকশা—দেয়ালের তন্তুজ সজ্জা

● টাইল-এস্টাইল

দেয়ালের আবরণ হিসাবে চার 'প' (পেন্ট, পেপার, প্যানেলিং ও পর্দা) এর ব্যবহার ছাড়াও আপনার হাতে রয়েছে আর একটি স্টাইল — টাইল বা টালির আবরণে দেয়ালকে ভূষিত করা। বাজার চলতি যে সব টালি পাওয়া যায় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) কাঁচ ও সেরামিকের টালি,
(২) পলিয়েস্টারিন প্লাস্টিক টালি,
(৩) পোড়া মাটি বা টেরাকোটা টালি।
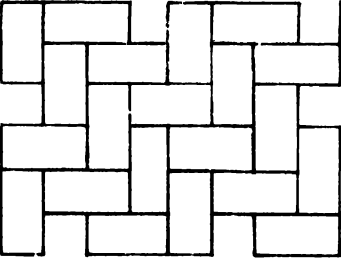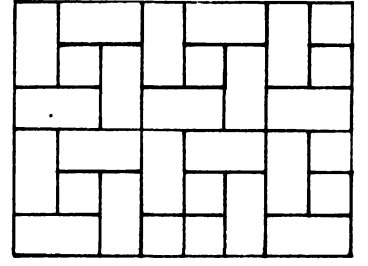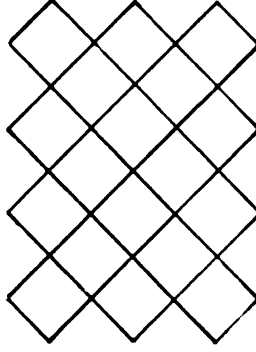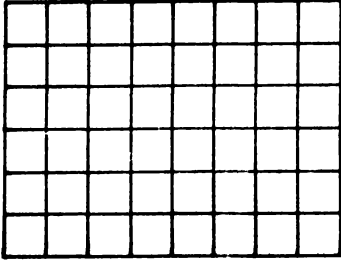
৭.০৪ নকশা—টাইল সেটিংএর নানান স্টাইল।
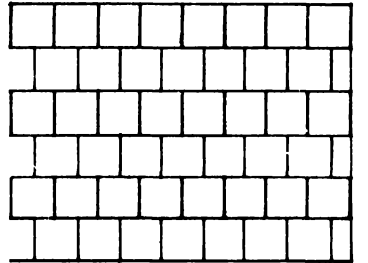
টালির মাপ হয় নানান রকম। ১০০ মিঃ মিঃ × ১০০ মিঃ মিঃ থেকে শুরু করে ৩০০ মিঃ মিঃ × ৩০০ মিঃ মিঃ পর্যন্ত। 'ভিট্রাম' নামে কাঁচের এক রকম ছোট ছোট টালি পাওয়া যায় যার প্রত্যেকটির মাপ ২৫ মিঃ মিঃ × ২৫ মিঃ মিঃ। এই ধরনের ১৪৪টি টালি একটি চৌকো কাগজে সাঁটা অবস্থায় পাওয়া যায় যেগুলিকে এক সাথে দেয়ালে কাঁচা সিমেন্ট-বালি মশলার উপর চেপে আটকে দিতে হয়। মশলা শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে জল দিয়ে ভিজিয়ে উপরের কাগজ তুলে ফেলতে হয়। রকমারী রং-এর টালিগুলির আসল বর্ণচ্ছটা তখন বেরিয়ে আসে। সেরামিক টালিগুলি শুধু বিভিন্ন রং-এর নয়, বিভিন্ন অনুকৃতি ও গাত্ররূপেও পাওয়া যায়। মাপ ১০০ মিঃ মিঃ × ১০০ মিঃ মিঃ ও ১৫০ মিঃ মিঃ × ১৫০ মিঃ মিঃ। আজকাল অনেক নির্মাতা ১০০ মিঃ মিঃ × ২০০ মিঃ মিঃ সাইজের টালিও বানাচ্ছেন যা দেয়ালে বসালে ইটের মত দেখতে লাগে। এগুলি নানান ডিজাইনে (৭.০৪ নং নকশা) বসানো যায়। সেরামিক টালির গাত্ররূপ চকচকে (গ্লসি) বা ম্যাটমেটে '('ম্যাট')' হতে পারে। চকচকে টালি সাধারণতঃ বাথরুম, পায়খানা ও রান্নাঘরে লাগানো হয়, পরিষ্কার করার সুবিধা বলে। অন্যান্য ঘরে ম্যাটমেটে টালির চলই বেশী। বার কাউন্টার, ফায়ারপ্লেস বা ম্যান্টলপিসে ও জানালার সিলে লাগাতে হলে চকচকে টালিই সুবিধাজনক। নানান আধুনিক নকশা ও দেবদেবীর ছবিওয়ালা টালিও পাওয়া যায়। অনেক মন্দিরের দেয়ালে এই ভাবে চিত্রিত টালির ব্যবহার দেখা যায়। আপনার পূজার ঘরে দেবদেবীর ছবি দেওয়া টালির কথা ভেবে দেখতে পারেন (নির্মাতারা ভেবে দেখতে পারেন অমিতাভ বচ্চন বা হেমা মালিনীর ছবিযুক্ত টালির কথা। আধুনিক তরুণ-তরুণী মহলে ওই সব টালি হয়ত পোস্টার নির্মাতাদের লেংথে হারিয়ে দেবে)।

শেষ মেষ রয়েছে সিমেন্ট ও মাটির টালি। সিমেন্টের টালিগুলি মূলত মোজাইক টালি। মাপ ২০০ × ২০০, ২৫০ × ২৫০ ও ৩০০ × ৩০০ মিঃ মিঃ। পোড়ামাটির টালিগুলি একরঙা — মেটে বা ব্রোঞ্জ — লো রিলিফে নানারকম অলঙ্কৃতি বা মূর্তি শিল্পের আভাস যুক্ত। মাপ ১০০ × ১০০, ২০০ × ২০০ বা ২৫০ × ২৫০ও হতে পারে। ১০০ × ২০০ মাপের লম্বাটে টালিও পাওয়া যায়। এগুলি বাংলাদেশের নিজস্ব দেয়াল সজ্জার সামগ্রী। শান্তিনিকেতনী গৃহসজ্জা ধারার সাথে চমৎকার মানানসই। সেরামিক বা পোড়ামাটি দু জাতের টালিই সিমেন্ট-বালির মশলা দিয়ে আটকাতে হয় দেয়ালের সাথে। সিনথেটিক গ্লু (ফেবিকল, মোয়িকল, ডেনড্রাইড, কুইকফিক্স, এরালডাইট) দিয়ে আটকানো হয় প্লাস্টিক বা পলিয়েস্টারিনের হালকা টালিগুলি। এগুলি দেখতে সেরামিক টালির মতই। বম্বেতে চালু হলেও কলকাতায় এখনো খুব একটা চালু হয়নি প্লাস্টিকের টালি।

এতক্ষণ আমরা দেয়ালের গাত্রাবরণের কথাই চর্চা করছিলাম। আবরণ কাঠামোকে সুন্দর করে নিঃসন্দেহে। কিন্তু আবরণ হীনতারও একটা চমকদারী চমৎকারী শক্তি আছে (যে কারণে ক্যাবারের মেয়েটি আমাদের রক্তে ঝলক হানে, তুফান তোলে!)।
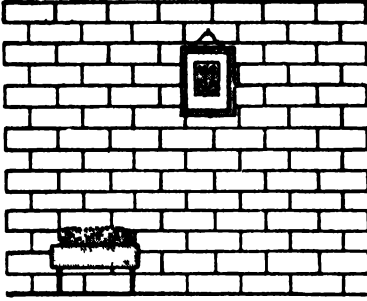
৭০৫ নকশা ইট বাবকবা (পালস্তারাবিহীন গাথুঁন দেযালেব আবেক রূপ।

আবরণই যেখানে রেওযাজ সেখানে হঠাৎ আকস্মিক একটি বা দুটি দেযালেব আববণহীন রূপ এক মোহমযী আকর্ষণ সৃষ্টি কবতে পাবে বই কি। আমি পলেস্তারাহীন এক্সপোজড ইট বা পাথরের গাঁথুনীব কথা বলছি। এটি সৃষ্টি কবা যায সত্যি সত্যি ইট পাথবেব গাঁথুনীব উপর কোন আবরণ না দিয়ে (৭ ০৫ নং নকশা) অথবা প্লাস্টাব কবা দেযালেব উপব ইস্টকাকৃতি টালি বা নকল পাথর বসিযে (ক্যাবাবেব মেযেটিব চমক জাগানো নগ্ন দেহবল্লরী আসলে কিন্তু নগ্ন নয — চামডাব সাথে বং-এ রূপে মিশে যাওযা প্রায অদৃশ্য আবরণ আছে আইন বাঁচাতে)। এই ধবনেব দেয়াল অন্যান্য আববিত দেযালেব সঙ্গে এক চমক ধবানো কনট্রাস্ট বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি কবে বলে এ ধবনের দেযালেব একটা শক্তিশালী আকর্ষক ক্ষমতা বযেছে। কাজেই ঘবেব দেযালের একটা অল্প পবিমাণ সুনির্বাচিত অংশকেই এ ধবনেব রূপ দেওযা যেতে পাবে ভারসাম্য ও গুরুত্ব আবোপের (Balance and Emphasis) কল্পসূত্রগুলি বিবেচনা কবে। মাত্রা ছাডিযে গেলে এটা গৃহসজ্জাকে এক ঘেযে কবে তুলতে পাবে।

এতক্ষণ আমবা দেযালের সামগ্রিক আবরণ নিয়ে মেতে ছিলাম। কিন্তু মোটামুটি নিখুঁত রং করা বা অন্যভাবে আবরিত বড দেযালেব একঘেয়েমি (Monotony) কাটাতে পুরো দেযালটি জুড়ে কারুকার্য্য করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তাক মাফিক দু-এক জাযগায আকর্ষণ জাগানো গুরুত্ব আরোপের। এই গুরুত্ব আরোপ কবা যায নানাভাবে। এখানে উল্লেখ কবা হল ৪ দফা উপায়ঃ
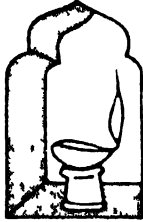
৭০৬ নকশা—নানান ঢাপেব কুলুঙ্গী বাডতি দবজা জানলাব বদলে।

(১) বাডতি দরজা বা জানালা বন্ধ করে ৭ ০৬ নং নকশাব আকাবে খিলান, অর্দ্ধ গোলাকাব বা চৌকো কুলুঙ্গী বা দেযাল আলমারী সৃষ্টি করা। কুলুঙ্গীতে ফুলদানী লতা বা ভাস্কর্য রাখা চলে।

(২) বাইরেব দৃশ্যপট মনোহারী হলে কুলুঙ্গীর বদলে গোলাকার বা চৌকো স্বচ্ছ কাঁচ বসিযে দেওযা চলে যা দিয়ে আলোও আসবে আবার ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্যও উপভোগ কবা যাবে।

(৩) বাইবের দৃশ্যপট যদি উপভোগ্য না হয় অথচ ভিতরে আলো আসাব দরকাব থাকে তা হলে স্বচ্ছ কাঁচের জাযগায় রঙীন ক্রিংকল গ্লাসের (Krinkle glass) মুরাল তৈবী করে বসিয়ে দেওযা যায়। পিছন থেকে বাইরের আলো পড়ে রঙীন ক্রিংকল গ্লাসের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ক্রিংকল গ্লাস আবরুও রাখবে আবার ঘরেব ভিতবটা রঙীন আলোর সুষমায ভরিয়েও দেবে। ক্রিংকল গ্লাস একরকম অভঙ্গুর সিনথেটিক পলিপ্রপলিন যাব ভিতর দিয়ে আলোর রশ্মি পাব হয়ে যেতে

পারে। অ্যাসিড বা পেট্রল জাত রাসায়নিক এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। অজস্র রং-এ পাওয়া যায়। ঝড়-জল-রোদে অক্ষত থাকে। ওজনে কাঁচের অর্ধেক। ক্রিংকল গ্লাসের টুকরো জুড়ে রঙীন মূরাল তৈরী করা যায় কাঁচের মূরালের অর্ধেক দামে। বিদেশী নির্মাতার বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে দিল্লীর সদর বাজারে (৪৬৯৩/৪০ ডেপুটি গঞ্জ, দিল্লী - ৬)।

(৪) নিরেট দেয়ালের শ্রীহীনতা ঢাকতে যদি আংশিক আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় তা হলে নিচের যে কোন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

(ক) আলোকচিত্র তেল বা জল রং-এ আঁকা বাঁধানো ছবি টাঙ্গানো।

(খ) চিত্রিত সতরঞ্চী, কার্পেট, বাহারী চাদর, নক্শী কাঁথা বা মাদুর দেয়ালে টাঙ্গানো।

(গ) বাজারে যে বড় বড় সুদৃশ্য পোস্টার পাওয়া যায় তারমধ্যে থেকে সুরুচিপূর্ণ পোস্টার বাছাই করে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া।

(আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে পোস্টার সাঁটার সব চেয়ে বড় অন্তরায় — উপযুক্ত আঠার অভাব। এই অভাব মেটাতে এখানে একটি ঘরোয়া আঠার প্রস্তুত প্রণালী দিচ্ছি যা দিয়ে পোস্টার পাকাপাকি ভাবেসাঁটা যাবে। পাঠক-পাঠিকা নিজেদের রান্না ঘরে নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারেন এই আঠা। ২১ চামচ ময়দা, ২ চামচ গুঁড়ো পটাশ ও ২চামচ অ্যামোনিয়াম সালফেট ধীরে ধীরে এক গ্লাস গরমজলে গুলুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি থকথকে কাদায় পরিণত হয়। কোন ঢেলা বা শক্ত দানা থাকলে তা বেছে ফেলে দেবেন। বুরুশ দিয়ে আঠা পোস্টারের পিছনে মাখিয়ে নিন। পোস্টারের কোন অংশ শুকনো থাকা চলবে না। এই আঠা দিয়ে শুধু পোস্টার নয়, ওয়াল পেপারও সাঁটা যাবে।)

● ছাদের ছাঁদ ফেরানো

যাঁর মাথার উপর ছাদ আছে, এক কথায় যিনি ছত্রপতি, নিঃসন্দেহে তিনি ভাগ্যবান। কত লোক তো গাছতলায় রাত কাটায়, কত লোক ফুটপাতে খোলা আকাশের তলায়। (আমি অবশ্য ছাদের তলায় শুয়ে খোলা আকাশ দেখতে পাই। ভাঙ্গা টালির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো, থুড়ি, রাস্তার হ্যালোজেন আলো মেঝে দেয়ালে আলপনা আঁকে। একেবারে প্রাকৃতিক উপায়ে একদমে ছাদ, দেয়াল ও মেঝের গৃহসজ্জা! তবে সবাই তো আমার মত পরম ভাগ্যবান নন। শুধু ভাগ্যবান অর্থাৎ একটি সাদামাটা ঢালাই-ছাদের তলায় তাঁদের বাস। আমার মত খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে গুন্‌গুন্ করতে পারেন না, 'অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল করবী বাঁধিয়ো'। দেয়ালের মত ছাদ নিয়েও তাদের মাথা ঘামাতে হবে বই কি। শির থাকলে শিরঃপীড়াও থাকে। অতএব শুরু করা যাক ছাদ সজ্জার গবেষণা)।

গৃহসজ্জাবিদের নজরে ছাদ দু-প্রকার — আসল ছাদ ও নকল ছাদ (ভেজাল মেশাবার তাল করছি না স্যার; নকল ছাদ হচ্ছে ফলস সিলিং-এর আক্ষরিক অনুবাদ!) আসল ছাদের মূল উদ্দেশ্য রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-তুষার থেকে আশ্রিতকে উদ্ধার করা। এ চাল হতে পারে সমতল (Flat) ও ঢালু (Sloped)। গঠন অনুযায়ী চালের তলদেশও (Ceiling) সমতল বা ঢালু হতে পারে। সমতল ছাদের তলায় সাধারণতঃ প্লাস্টার করা থাকে। এগুলি বাজেট অনুযায়ী জল বা তেল রং দিয়ে সাজানো দেয়ালে রং লাগানোরই অনুরূপ। তফাৎ শুধু উর্দ্ধমুখী হয়ে মাথার উপর রং লাগাতে হয় বলে আপনার চন্দ্রবদনও অসময়ে হোলী খেলার রূপ ধারণ করতে পারে। বাঁচতে হলে ২.০২ নং নকশা অনুযায়ী বুরুশে একটা চাকতি ফিট করে নিন।

● ছাদের ছাদনাতলা

ঢালু চালে এমন কি সাবেকী সমতল চালেও তলার কড়ি, বরগা, বীম ঢাকতে নকল ছাদের ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ভাবে নকল ছাদ সমতলই। ঢালু চালের তলায় একবার ফিট করে নিলে দৃশ্যতঃ তার সমতল ছাদের সাথে কোনও তফাৎ থাকে না। নকল ছাদ শুধু ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয় না। অন্যান্য কারণও থাকে। যেমন,

(ক) ঘরের ভিতর প্রতিফলিত আলোর ৬৫ শতাংশ আসে সমতল ছাদ থেকে যদি তা বে-আকার রকম উঁচুতে না হয়। ঢালু ছাদের বেলা তা ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ মাত্র। কাজেই ঘরে আলোর পরিমাণ বাড়াতে হলে উঁচু ছাদ বা ঢালু চালের তলায় নিচু করে সমতল নকল ছাদ লাগানোই যুক্তিযুক্ত।

(খ) গরমের দিনে আমরা ঘর ঠাণ্ডা করতে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখি। তবু তাপ ঢোকে ছাদ-দেয়াল ফুঁড়ে। এই পরিবাহিত তাপের ৭০ শতাংশ আসে ছাদের মারফত। ফল্‌স্ সিলিং থাকলে তাপ-রশ্মিকে শুধু একটা দুনম্বর বাধাই টপকাতে হয় তা নয়, আসল ও নকল ছাদের মাঝে যে বদ্ধ বাতাস বন্দী থাকে তাও একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়-তাপ রশ্মির কাছে। অতএব ঘর এবং ঘরণীকে ঠাণ্ডা রাখতে হলে নকল ছাদ লাগানো আবার যুক্তিযুক্ত।

(গ) ঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র লাগালে তার বিদ্যুৎ খরচ হয় যন্ত্রকে যতটা তাপ কমাতে হয় তার অনুপাতে। এক্ষেত্রে নকল ছাদ দেওয়াতে বিদ্যুতের সাশ্রয় হয়।

(ঘ) এছাড়া শব্দ-জব্দ (Sound Insulation) করতেও নকল ছাদ ব্যবহার কবা হয়।

নকলনবিশী

নকল ছাদের দুটি অংশ — ফ্রেম ও প্যানেল। নানান উপকরণ দিয়েই তৈরী হতে পারে এই অংশ দুটি। নিচের লতিকা থেকে বিষয়টা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।
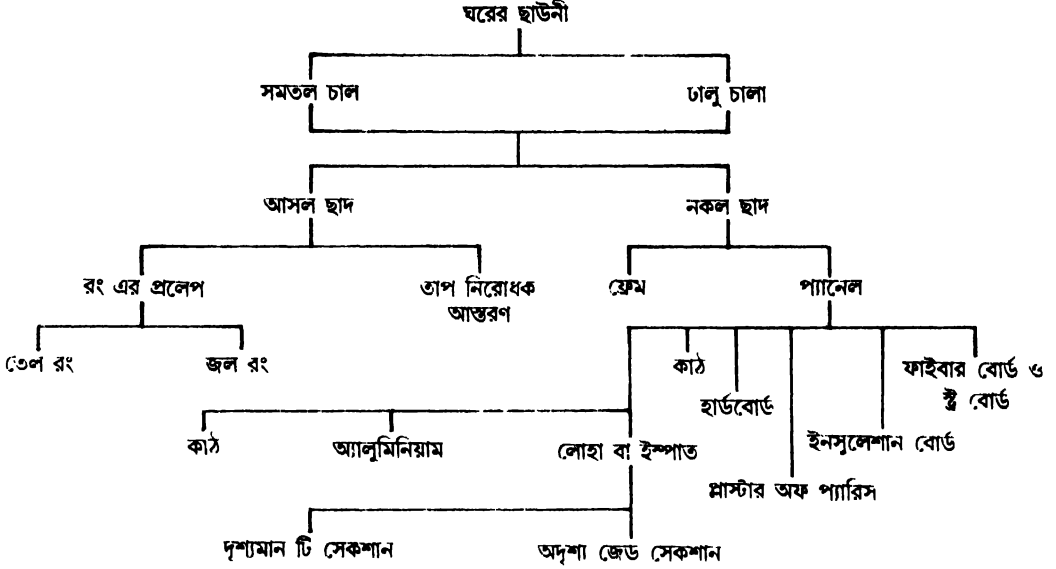
আসল ছাদের মধ্যে যে তাপ নিরোধক আস্তরণের কথা বলা হয়েছে তা আসলে নকল ছাদই। তফাৎ, নকল ছাদের মত নিচু না করে আসল ছাদের লাগোয়া করে সাঁটা হয় তাকে। দুয়ের মাঝে কোন বন্দী বাতাসের স্তর থাকে না। আসল ছাদের উচ্চতা যেখানে বেশী নয় অথচ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাপ নিরোধক স্তরের প্রয়োজন, সেখানে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

নকল ছাদ তৈরীর শিক্ষানবিশীতে আমরা একে একে শিখব বিভিন্ন ধরনের ফ্রেম ও প্যানেলের ইতিকথা।

ফ্রেমের প্রেমে

নকল ছাদের ফ্রেম সাবেকী কাল থেকেই তৈরী হত মেহগিনী কাঠের ব্যাটন দিয়ে। ২৫×৫০ মিঃ মিঃ সেকশানের ব্যাটন ভাল করে চোবান হত সলিগনাম তেলে যাতে ভবিষ্যতে তাতে উই বা ঘুণ না লাগতে পারে। এইসব ব্যাটন যথাযথভাবে সিজনিং করে তা দিয়ে ফ্রেম বানানো হত ০.৬×০.৬ মিটার খোপ খোপ করে। ছাদ থেকে এই ফ্রেম সমতল করে ঝোলানো হত লোহার রড বা কাঠের পাটা দিয়ে। তারপর ফ্রেমের তলায় আটকানো হত ০.৬×০.৬ মিঃ মাপের টালি— পিতলের স্ক্রু দিয়ে। টালির জোড়গুলি প্লাস্টার বা পুটিং দিয়ে মিলিয়ে রং করা হত। ফ্রেম নজরে পড়ত না, নকল ছাদটি যে টালির তৈরী তাও বোঝা যেত না। সিজনিং, সলিগনাম লাগানো, খোপ তৈরী করা, মাপ মাফিক সমতল করে ঝোলানো এবং টালিগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে মেলানো — এত রকম সূক্ষ্ম কারিগরী থাকায় কাঠের ফ্রেমের কাজ খুঁতহীন ভাবে করতে হলে খুব পাকা অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দরকার — না হলেই খুঁত থেকে যাবার সম্ভাবনা। এই সব ঝামেলা মেটাতে গিয়ে দামও পড়ত বেশ বেশী। কাঠের ফ্রেম বেঁকে টেরে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশী।

ফ্রেমিং-এর কাজটাকে সহজ করতে এগিয়ে এলেন অ্যালুমিনিয়াম শিল্পপতিরা। তাঁরা উদ্ভব করলেন অ্যালুমিনিয়াম চ্যানেলের হালকা ফ্রেম যা তার দিয়ে ঝোলানো হয় ছাদ থেকে। এরপর আলতো করে ফ্রেমের উপর আটকানো হয় প্যানেল। ফ্রেমের চ্যানেলগুলি অ্যানোডাইজড করে নেওয়া হয় দীর্ঘতর জীবনের জন্য। এই প্রথাতেও অবশ্য চ্যানেলগুলি মাপ মতন কাটা, স্ক্রুপের জন্য ছ্যাঁদা করা, পরস্পরের সাথে ফিট করার জন্য খাঁজ কাটা এসবই করতে হয় চ্যানেল কেনার পর যার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কাজ জানা মিস্ত্রির। অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের দরুন দামেরও খুব একটা কমতি হল না। যদিও অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম হালকা ও শুকিয়ে বেঁকবার সম্ভাবনা নেই বলে সিলিংটি সমতল করে ঝোলানোর কোন অসুবিধা রইল না তবু তৈরী করার ঝঞ্ঝাট খুব একটা কমল না। তা ছাড়া তলা থেকে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম দেখা যায় বলে অনেকে এ ধরনের নকল ছাদ পছন্দও করলেন না।
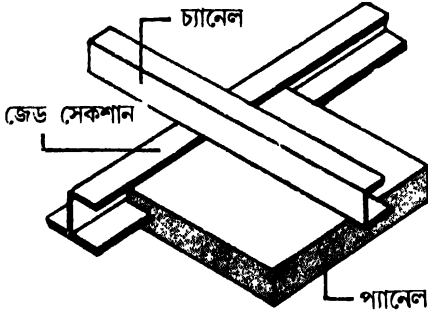
◁ ৭·০৭ নকশা—ফলস সিলিং ঝোলানোর লোহার ফ্রেম।

এই সব সমস্যার উত্তর দিতে এগিয়ে এল ইস্পাত শিল্প। উন্নত শ্রেণীর ইস্পাত দিয়ে তৈরী জেড সেকশান (৭.০৭ নং নকশা) দিয়ে তৈরী হল ফ্রেমের কাঠামো। উপর থেকে শক্ত ইস্পাতের চ্যানেলের সাথে ইস্ক্রুপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হল এবং চ্যানেলের সাথে তার দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল এই কাঠামো। সমস্ত কাঠামোটাই জেড সেকশানে তৈরী। তাতে ইস্ক্রুপের ছেঁদা আগে থেকেই করা। জোড় বিজোড় বা ডান-বাঁয়ের সব সেকশানই অভিন্ন। একটির সাথে আর একটিকে আটকাতে হলে খাঁজ কাটা (Slotting) নিষ্প্রয়োজন। কারখানা থেকে করে দেওয়া খাঁজে শুধু পরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। ফলে এ ধরনের নকল ছাদ মানুষ নিজেই বানিয়ে নিতে পারেন ইস্ক্রুপ এঁটে—নামী-দামী মিস্ত্রির প্রয়োজন হয় না। লোহা বা ইস্পাত অ্যালুমিনিয়ামের থেকে সস্তা। লোহার মজবুতি বেশী বলে সেকশানগুলি অনেক পাতলা ও হালকা করে করা সম্ভব হল। তার ফলে কাঠামোটিকে আরো সস্তা করা সম্ভব। এছাড়া আর একটি উন্নতি সম্ভব হল প্যানেলের পাশে গ্রুভ (Groove) বা নালা কেটে তার ভিতর পরিয়ে দেওয়া হল জেড সেকসানের পাদানীটা। এইভাবে দুদিক দিয়ে দুটি প্যানেল এসে মুখোমুখি জুড়ে গেল ও নজরের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল জেড সেকশান (৭.০৭ নং নকশা)।

এবার জোড় মিলিয়ে তৈরী হল আপাতদৃষ্টিতে জোড়হীন নকল ছাদ —আসল ছাদের আরো ঘনিষ্ঠ প্রতিরূপ। জেড সেকশানের কাঠামোই আপাততঃ নকল ছাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। সস্তা, হালকা, লাগানো সহজ, দেখতে অদৃশ্য-বামুনের গরু। তবে বামুন না হলেও আপনার বাড়িতে লাগানোর কোন বাধা-নেই।

ছাদ বা সিলিং-এ কাপড় বা ওয়ালপেপার লাগালে গৃহসজ্জার সামগ্রিক ভারসাম্যের হানি হয়। রং করতে হলে, ছাদ যদি খুব উঁচু না হয় (মেঝে থেকে ৩.৫ মিটারের মধ্যে থাকে) তাহলে হালকা রং করাই বাঞ্ছনীয়। সাধারণ নিয়মে সিলিং-এর রং সবচেয়ে হালকা, মেঝের রং সবচেয়ে গাঢ় ও দেয়ালের রং মাঝামাঝি হয়। কিন্তু চমক আনতে ঠিক এর উল্টোটা (অর্থাৎ গাঢ় রং এর-ছাদ ও হালকা রং-এর মেঝে) করার পরামর্শ দেন অনেক গৃহসজ্জাবিদ। (লেখক শয়ন কক্ষের হালকা নীল দেয়াল ও গাঢ় নীল ছাদ করে দেখেছে সেটি সুনিদ্রার সহায়ক।)

ঘরটিকে বড় দেখাতে হলে বা ছাদটিকে নিচু দেখাতে হলে ৭.০৮ নং নকশার মত সিলিং এর প্যানেলকে দেয়ালের সংযোগ স্থলে দেয়ালের উপর নামিয়ে এনে ছাদের রংটি 'ক' স্থান পর্যন্ত করতে হবে। এতে ঘরটি তার সত্যিকার আয়তনের থেকে বড় দেখাবে। ছাদটিও অনেকটা নিচু দেখাবে। এছাড়া সস্তায় কাজ সারতে হলে ৫.০৬ ও ৫.০৭ নং নকশার মত নকল ছাদের কাঠামো বা নাইলনের দড়ির সিলিংও করতে পারেন।
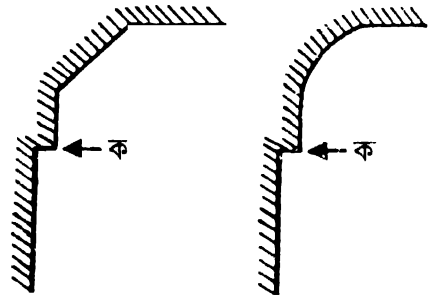
৭·০৮ নকশা—দৃষ্টি-বিভ্রম জাগানো সিলিংয়ের কৌশল। ▷

● চালবাজীর শেষ চাল

এবার আসুন নানা ধরনের প্যানেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাক আমাদের চালবাজীর নকলনবিশী।

কাঠ —প্লাই বা পার্টিকল বোর্ডের প্যানেল ভারী কিন্তু অপেক্ষাকৃত সস্তা। প্লাই তো জানেনই তিন, পাঁচ বা ততোধিক পাতলা কাঠের পরত সিনথেটিক আঠা দিয়ে জুড়ে বোর্ড বানানো হয়। পার্টিকল বোর্ডের বেলা কাঠের পরতের বদলে ব্যবহার করা হয় কাঠের কুচি। এই বোর্ডগুলিকেই বলে হার্ডবোর্ড। একইভাবে খড় বা বিশেষ জাতের তন্তুযুক্ত শুকনো ঘাস, বাঁশ, লতা শুকিয়ে সিনথেটিক আঠা দিয়ে জমিয়ে তৈরী বোর্ডকে বলা হয় ফাইবার বোর্ড বা তন্তুজ পাটাতন। এগুলিকে তাপ নিরোধক ও শব্দ নিরোধক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। আর এক ধরনের তাপ নিরোধক বোর্ড হচ্ছে সিনথেটিক ফোম বা রসায়ন-জাত ফেনা দিয়ে তৈরী ইনসুলেশান বোর্ড যথা থার্মকোল, থার্মফ্রিজ, থার্মটেক্স ইত্যাদি। পালকের মত হালকা এই বোর্ডগুলি থেকে কাজ করা বাহারে প্যানেলও তৈরী করা হয় নকল ছাদের টালি হিসাবে ব্যবহারার্থে। রূপ ও নিখুঁত কারুকার্যময় নকল ছাদ যদি চান তাহলে অবশ্য আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে জমানো প্লাস্টার বোর্ড। প্লাস্টার-অফ-প্যারিসকে জলে গুলে জমানো হয় নির্দিষ্ট নকশার ফর্মায়। ফর্মাগুলি কাঠের বা লোহারও হয়। সাধারণতঃ বোর্ডগুলির মাপ হয় ০.৬×০.৬ মিটার। প্যানেলগুলিকে মজবুত করতে

তার মাঝখানে বিছিয়ে দেওয়া হয় পাটের দড়ির ফাঁক ফাঁক জালি যেমন সিমেন্ট ও কংক্রিটের স্ল্যাব ঢালাইয়ে ভিতরে দেওয়া হয় লোহার রড বেঁধে বানানো জাল। অথ চালবাজী খতম।

• FLOORING এর FLOW

দেয়াল ও ছাদের পর এ অধ্যায়ের তৃতীয় আলোচ্য বস্তু গৃহতল বা সাদামাটা ভাষায় মেঝে। দেয়াল ও ছাদের বেলায় তার দৃশ্যমান আস্তরণটাই গৃহসজ্জার অন্তর্গত। আসল দেয়াল বা আসল ছাদ পূর্তবিদের বা স্থপতির বিবেচ্য বিষয়। মেঝের বেলায় কিন্তু খালি মেঝে এবং মেঝের উপরকার আবরণ দুই-ই গৃহসজ্জার উপর প্রভাব ফেলে থাকে (মেঝে বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি সিমেন্টের, মোজাইকের, কাঠের, ইটের বা মার্বেলের মেঝে এবং আবরণ বলতে বোঝাচ্ছি কয়ার, জুট, উল বা নাইলনের সতরঞ্চি, কার্পেট ও মার্বেলেক্স, লিনো জাতীয় সিনথেটিক পি.ভি.সি. ফ্লোরিং বা ফ্লোর কভারিং)। আমাদের এই দুই জাতের সামগ্রীকেই জানতে হবে, গৃহসজ্জাবিদ হিসাবে। প্রথমটিকে আমাদের আলোচনায় আমরা বলব 'মেঝে' ও দ্বিতীয়টিকে 'আবরণ'। প্রথমে দেখা যাক 'মেঝে' কতরকমের এবং কি কি হতে পারেঃ
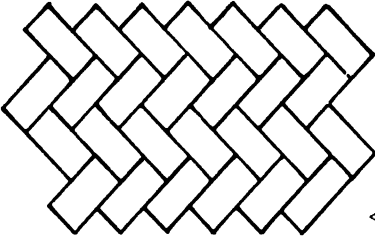
◁ ৭·০৯ নকশা—ইটের মেঝে। ▷
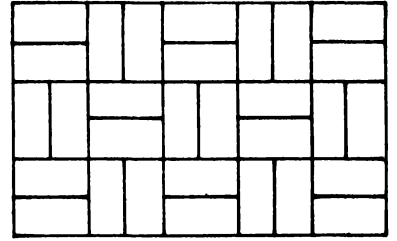
হেরিংবোন প্যাটার্ন—বেশী মজবুত। চ্যাটাই বা বুনট প্যাটার্ন—বেশী সুন্দর।

(১) **ইটের মেঝে** —৭.০৯ নং নকশার ডিজাইনে ইট খাড়া করে সাজিয়ে ১২৫ মিঃ মিঃ পুরু মেঝে তৈরী করা যায়। ইটের জোড়গুলি সিমেন্ট বালির মশলা (১ ভাগ সিমেন্ট ৩ ভাগ বালি) দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। হেরিংবোন প্যাটার্ণের থেকে চ্যাটাই বা বুনট দেখতে সুন্দর কিন্তু মজবুত কম। ইটের মেঝে দামে সস্তা কিন্তু বহুল ব্যবহারে দীর্ঘস্থায়ী নয়।

(২) **সিমেন্টের মেঝে বা ইন্ডিয়ান পেটেন্ট স্টোন**—স্ল্যাবের উপর ২৫ থেকে ৩৫ মিঃ মিঃ পুরু করে ঢালাই করা হয় ঘরকে চৌকো চৌকো ৪/৬ টি টালিতে ভাগ করে নিয়ে। ঢালাইয়ের মশলা তৈরী হয় ১ ভাগ সিমেন্ট, ২ ভাগ বালি ও ৪ ভাগ ৬ মিঃ মিঃ মাপের পাথরকুচি দিয়ে। ঢালাই জমে গেলে তার উপর জলে গোলা সিমেন্টের কাদা বা স্লারি (Slurry) দিয়ে উপরটা মেজে মসৃণ ও চকচকে করা হয়। সাতদিন জলে ভিজিয়ে রাখার পর এই মেঝে ব্যবহারযোগ্য হয়। সস্তা টেকসই মেঝে। ইচ্ছা করলে সামান্য অধিক ব্যয়ে সাদা সিমেন্ট বা লাল, সবুজ, কালো ইত্যাদি রং মিশিয়ে সিমেন্টের মেঝেকে রঙীনও করে তোলা চলে! পালিশ করা লাল মেঝে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ঠাণ্ডা বলে মনে হয় অনেকের। ফলে গরমের দেশে এ মেঝের চাহিদা অনস্বীকার্য।

(৩) **মোজাইক মেঝে**— পেটেন্ট স্টোনের মতোই— শুধু পাথর কুচির বদলে মার্বেলের রঙীন দানা মেশানো হয় সিমেন্ট বালির সাথে। মেঝের ঝিকিমিকি প্রতিফলন বাড়াতে মেশান যায় মার্বেলের গুঁড়ো এবং ঝিনুকের টুকরো। মেঝে তৈরী করা যায় দুভাবে। এক, পেটেন্ট স্টোনের মত সরাসরি ঢালাই করা যায় ইনসিটু বা সরজমিন মোজাইক। দুই, ২০০×২০০, ২৫০×২৫০ বা ৩০০×৩০০ মিঃ মিঃ মাপের ১৮ মিঃ মিঃ পুরু সিমেন্টের ঢালাই টালির উপর ৮ মিঃ মিঃ পুরু রঙীন মোজাইকের মশলা জমানো হয় হাইড্রোলিক প্রেসে ১৬০০ কেজি চাপের মধ্যে। এক ধরনের কম মজবুত সস্তা টালি বলপ্রেসেও তৈরী হয় ৪০০ কেজি চাপে। এই সব টালি ৭/৮ দিন জলে ডুবিয়ে রেখে পাঠানো হয় নির্মাণ ক্ষেত্রে। সেখানে স্ল্যাবের উপর চুণ ও সুরকির একটা আস্তরণ বিছিয়ে পাশাপাশি বসান হয় টালিগুলিকে।জোড়ের মুখ সিমেন্ট দিয়ে ঝালাই করে পালিশ করা হয় পিউমিশ স্টোন ঘষে। পেটেন্ট স্টোন মেঝের দাম যেখানে বর্গমিটারে ৭০/৭৫ টাকা, মোজাইকের দাম ১৮০ টাকা থেকে ১৮৫ টাকার মধ্যে। সরজমিন মোজাইক ফেটে গেলেই চিত্তির। রং মিলিয়ে মেরামত দুঃসাধ্য। টালি ফিট করার সময় যদি বাড়তি দশ-বিশখানা বাড়িতে রেখে দেন, মেঝে মেরামতের সময় সেগুলি টুটাফুটা টালির বদলী হিসাবে কাজে লাগবে। আস্তগুলির সাথে একই ব্যাচে তৈরী বলে বাড়তি টালিগুলির রং আপসেই মিলে যাবে বাদবাকি টালির সাথে। মোজাইক টালির খরচ বর্গমিটারে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা।

(৪) **পাথরের মেঝে**—পশ্চিম বাংলায় পাথর পাওয়া যায় না। পশ্চিম ভারত থেকে অর্ডার দিয়ে আমদানী করতে হয়। যে সব পাথর দিয়ে মেঝে তৈরী হয় তার মধ্যে কুর্গের কুড্ডাপা, রাজস্থানের কোটা ও জয়সলমীর এবং উত্তর প্রদেশের সাহাবাদের খনি থেকে যে সব পাথর আসে সেগুলি সহজপ্রাপ্য ও কম দামী। কুড্ডাপার পাথরের রং গাঢ় সবুজ থেকে কালো। প্রায়শই দেখা যায় রং দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ব্যবহারের সাথে সাথে ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যায়। কোটা পাথরে খুব ভাল পালিশ ধরে না—ধূসর বর্ণ, মজবুত পাথর। জয়সলমীর-পাথরে পালিশ খুব একটা ধরে না তবে কয়েকটি বিভিন্ন রং-এ পাওয়া যায়। সাহাবাদ পাথরের ব্যবহার দিল্লী অঞ্চলে ব্যাপক। এগুলি সবই সস্তা পাথর।

দেশের সুদূর প্রান্ত থেকে পশ্চিম বাংলায় বয়ে আনা খরচে পোষায় না। দামী পাথরের মধ্যে দু-জাতের দেশীয় পাথর আছে—মার্বেল বা শ্বেত পাথর এবং গ্র্যানাইট। যত ধরনের 'মেঝে' আছে তার মধ্যে মার্বেল ও গ্র্যানাইটই সবচেয়ে মহার্ঘ্য। স্বভাবতই এগুলির মসৃণতা, পালিশ, আরাম দেওয়ার ক্ষমতা, বর্ণচ্ছটা, অনুকৃতি ও সার্মগ্রিক সৌন্দর্য সবই উচ্চাঙ্গের। মার্বেলে স্বচ্ছতার ভাব আছে যার দরুন শ্বেত পাথর মাত্রেই খুব দামীদামী দেখায়।

মধ্য ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রং-এর মার্বেল পাওয়া যায়, যথা— বরোদা (ঘন সবুজ কোঁকড়ানো অনুকৃতি যুক্ত), আবু (হালকা সবুজ থেকে হালকা হলদে), পেপসু (বাদামী, চকোলেট ইত্যাদি রং), ভাসলানা (সাদা অনুকৃতি যুক্ত কালো রং), মাকরানা (দুধ সাদা থেকে ছাই রং— লম্বা লাইন লাইন অনুকৃতি-যুক্ত এবং অনুকৃতি-বিহীন)। গ্র্যানাইট অতিশয় কঠিন পাথর। মার্বেলের মত পাতলা করে কাটা যায় না, মার্বেলের মত সূক্ষ্ম কারুকার্য বা গাত্ররূপ ফোটানোও অসম্ভব কিন্তু গ্র্যানাইটে পালিশ ধরানো যায় মার্বেলের থেকে অনেক বেশী, প্রায় কাঁচের আয়নার মত। পালিশেই এর মূল সৌন্দর্য। বাদামী, সবুজ, কালো নানা গাঢ় রংয়ে পেঁজা তুলোর অনুকৃতিতে পাওয়া যায়। উভয় পাথরই ঠাণ্ডা— গরম আবহাওয়ায় আরামদায়ক, ঝড়-জল-রোদে বছরের পর বছর অটুট থাকে। তবে অপেক্ষাকৃত নরম (কাটার সুবিধা) ও কমদামী বলে মার্বেলের ব্যবহার অনেক বেশী।

১৭ নং সারণী ঃ নানান জাতের মেঝে

উপাদান	দাম/বর্গমিঃ	তৈরীর মাধ্যম	উপযুক্ত স্থান
মার্বেল-	৫৫০-৯০০	সিমেন্ট বালির স্তরের উপর	ঘরে-বাইরে যে কোন অংশ
গ্র্যানাইট	৮০০-১২০০	ঐ	ঐ
পার্কেট	৪৫০	কাঠের মেঝের উপর আঠা দিয়ে সাঁটা	শুকনো ঘর
মোজাইক সরজমিন ও টালি	১৮০-২০০	চুণ সুরকীর স্তরের উপর	যত্রতত্র — সিঁড়িতে, বাথরুমে কেবল সজরমিন
সেরামিক টালি (অমসৃণ)	২৫০-৩৫০	সিমেন্ট বালির স্তরের উপর	সিঁড়ি বাদে সর্বত্র
সিমেন্টের প্লেন টালি	৯০-৯৫	ঐ	ছাদ/টেরাস
সিমেন্টের সরজমিন্ মেঝে	৫৫-৭০	ঐ	ছাদ ঢাকা যে কোন স্থানে
কোটা, জয়সালমীর, সাহাবাদ	১৮০-১৯০	ঐ	রান্নাঘর, বারান্দা টেরাস, ছাদ,উঠোন, বাগান
কুড্ডাপা	ঐ	ঐ	শুকনো ছায়াঘেরা স্থান

(৫) **কাঠের মেঝে বা পার্কেট ফ্লোর**— কাঠের উষ্ণ পরশের জন্য শীত প্রধান পাহাড়ী অঞ্চলে এ ধরনের মেঝে খুব জনপ্রিয়। উচ্চাঙ্গের পালিশ করা সম্ভব বলে ধনী সমতলবাসীরাও পার্কেট ফ্লোরের ভক্ত। ছোট ছোট টুকরো কাঠ ইটের মত পাশাপাশি

সাজিয়ে নানা জ্যামিতিক অনুকৃতি সৃষ্টি করা হয়। দামে মার্বেলের থেকে কম হলেও পালিশ করবার পর সৌন্দর্য কিছু কম নয়। কাঠের টুকরোগুলি সাধারণত ৩০০ × ১০০ মিঃ মিঃ মাপের হয়। ৮ মিলিমিটার পুরু। সাদামাটা কাঠের তক্তা দিয়ে প্রাথমিক মেঝে তৈরী করে তার উপর আঠা দিয়ে নকশা মাফিক সাঁটা হয় পার্কেটের টুকরোগুলি—এক কথায় যাকে বলা চলে কাঠের টালি।

মহাভারতে আমরা পড়ি ময়দানবকৃত যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে ছিল জলের মত স্বচ্ছ স্ফটিকের মেঝে যাকে জলাশয় ভেবে নাকাল হয়েছিলেন দুর্যোধন। এই মেঝের প্রযুক্তি আমাদের বিদ্যের বই থেকে হারিয়ে গেছে। বিদেশে অবশ্য কাঁচের মেঝে নিয়ে গবেষণা হয়েছে তবে কাঁচের ইট (গ্লাস ব্রিক — ঘরে আলোর মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে এমন দেয়ালের জন্য) চালু হলেও অভঙ্গুর কাঁচের টালি দিয়ে তৈরী মেঝের কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ এ পর্যন্ত হয় নি। হয়ত আমাদের উত্তর পুরুষ সত্যিকার স্ফটিকের মেঝে তৈরী করবেন তাই তার উল্লেখ করে রাখলাম এখানে। মেঝের পাঠ খতম। এবার আমরা নামব 'আবরণের' আলোচনায়।

● গালিচার গাল গপ্পো

আবরণের বংশ লতিকাটাও কম নয়ঃ
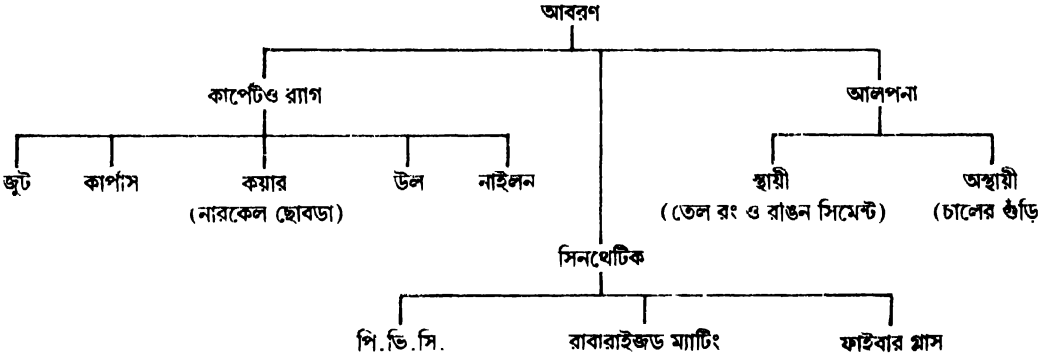
গৃহসজ্জার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কার্পেটের অবদান। পুরো গৃহসজ্জার এটি একটি পশ্চাৎপট যা ঘরে এনে দেয় অনন্যতা, সৃষ্টি করে বিলাস-বহুল মহার্ঘ্য পরিবেশ। কার্পেটের রং, অনুকৃতি গাত্ররূপ অভ্যন্তর-পরিকল্পনার সামগ্রিক কল্পনাসূত্রগুলি (Design Principles) উদ্ভব করে। ঘর জোড়া একবর্ণের কার্পেটে ঘর বড় দেখায়। এছাড়া কার্পেট থেকে যে সব ব্যবহারিক সুবিধাগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান— গোলমাল কমানো, আরাম ও উষ্ণতা প্রদান, ব্যবহারিক নিরাপত্তা (কার্পেটের উপর পড়ে গেলে বা পিছলে গেলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম) এবং সহজ তত্ত্বাবধানে। সিঁড়িতে কার্পেট লাগালে ধাপের খাড়া অংশটির ঠিক তলায় কাঠের বা মেটালের বিড দিয়ে তাকে আটকে দিতে ভুলবেন না।

জুট বা পাটের কার্পেট আবরণের জগতে নতুন সংযোজন। দামে সস্তা। ফলে উচ্চশ্রেণীর কার্পেটের মধ্যে স্থান পায় না। সেই তুলনায় তুলোজাত সুতোর কার্পেট মোটামুটি সস্তা হলেও বেশী কদর পায় দুটি কারণে— কার্পাস কার্পেটের বহুল বর্ণ বৈচিত্র্য এবং এর অতি কোমল পরশ। তবে কার্পাস কার্পেটের একটা বড় দোষ — এর আঁশগুলি কিছুদিন ব্যবহারের পরই শুয়ে পড়ে বা হেলে যায়। ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দিয়ে পরিষ্কার করলে আঁশগুলি আবার দাঁড়িয়ে ওঠে। আর একটি সস্তা কার্পেট হল কয়ার বা নারকোল ছোবড়ার। কয়ার কার্পেটের কোমলতা কম। ফলে বিলাসী মানুষের কাছে এর চাহিদাও কম। তবে করিডোর, প্রবেশ কক্ষ, লবী বা বারান্দায় কয়ার কার্পেট কম খরচে কার্যোদ্ধারের একটা ভাল পথ। কয়ার খুব টেঁকসই। যে জন্য অফিস কাছারীতে এর বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। দামী কার্পেটের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য উলের কার্পেট। উলের কার্পেটের সৌন্দর্য অতুলনীয় আর তেমনি টেঁকসই এগুলি। ফলে দামী হলেও শেষ পর্যন্ত খরচে পুষিয়ে যায়। উলের কার্পেটের আর একটি গুণ হল — এর আঁশ সহজে ময়লা হতে চায় না (শীতবস্ত্র ব্যবহারকারী মাত্রেই তা জানেন) এবং ময়লা হলে সহজেই তা পরিষ্কার করা যায়। উলের উষ্ণতা ও পাকা রংও এর জনপ্রিয়তার কারণ। সবশেষ নাইলন কার্পেট। জুট, কার্পাস ও কয়ার উদ্ভিদ জাত আঁশ, উল পশুজাত। নাইলনই হল প্রথম কার্পেট যা পুরোপুরি সিনথেটিক—শতকরা একশো ভাগ বিজ্ঞানীর কড়া তত্ত্বাবধানে লেবরেটরীতে তৈরী। ফলে কোয়ালিটি (মান) বা যোগ্যতা সূচক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় অনেক ভালভাবে এবং প্রয়োজনানুসারে এর আঁশগুলিতে সেই সব গুণের যথাযোগ্য সমাবেশ করা যায় যাতে ব্যবহারিক দিক থেকে কার্পেটটি হয়ে ওঠে অতি উচ্চমানের। নরম, অতি উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট গোলমাথার কোঁকড়ানো আঁশ থাকে নাইলনের যা বলতে গেলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ই না। এক কথায় আদর্শ কার্পেট বলতে যা বোঝায় তাই হল নাইলন কার্পেট। এর একমাত্র ঘাটতি— উচ্চমূল্য, যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে গেছে এই সিনথেটিক আবরণকে। আশা করা যায় গবেষণা ও বহুল উৎপাদনের মাধ্যমে এর দাম কমিয়ে একদিন মধ্যবিত্তের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যাবে।

সিন্‌থেটিক আবরণের মধ্যে সবচেয়ে চালু পি.ভি.সি. ফ্লোর কভারিং (লিনোলিয়াম, মার্বেলেক্স ইত্যাদি)। পাতলা পলিভিনাইল চাদর বা টালি অ্যারালডাইট জাতীয় আঠা দিয়ে মেঝের সাথে জোড়া হয়। উজ্জ্বল রং ও প্যাটার্ণের জন্য এগুলি জগৎ বিখ্যাত। পি.ভি.সি. আবরণ খুব টেকসই ও খানিকটা শব্দ রোধকও বটে। এই কারণে পাঠাগার, পাঠকক্ষ, ধ্যানঘর বা হাসপাতাল যেখানে নীরবতা একান্ত বাঞ্ছনীয় সেই সব জায়গায় পি.ভি.সি. আবরণ লাগানোর প্রবণতা দেখা যায়। পি.ভি.সি. সহজে পরিষ্কার করা যায় ও আরামদায়কও এবং শেষ কথা মোজাইকের থেকে একটু বেশী খরচ পড়লেও পি.ভি.সি-র দাম মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যেই।

রাবারাইজড আবরণের দাম আর একটু বেশী। এতে পি.ভি.সির সব গুণই বর্তমান। বাড়তি আর একটু বেশী নরম বলে বেশী আরামপ্রদ। রাবারের যেটি দোষ তা হল অধিক ব্যবহারে এটি আস্তে আস্তে বসে গিয়ে কোমলতা হারিয়ে ফেলে ও শক্ত হয়ে যায়। রাবারাইজড আবরণের ব্যবহার হয়ত এই কারণে ক্রমে কমে আসছে। কর্কের টালি আর একরকম মেঝে, শীত প্রধান দেশে বেশ জনপ্রিয় তবে আমাদের দেশে খুব একটা চল নেই। ফাইবার গ্লাস জাতীয় প্লাস্টিক টালিও মূলত পি.ভি.সি. বংশোদ্ভূত। এদেশে এখনো খুব একটা চালু হয় নি।

সবশেষ আবরণকে আবরণ না বলে অলঙ্করণ বলাই বোধ হয় ভাল কারণ আলপনা দিয়ে আসল মেঝেকে ঢাকা দেওয়া হয় না। আসলে নিরাভরণ চেহারাতে সৌন্দর্য ফোটাতে অলঙ্করণ করা হয় চালগুঁড়ি গোলা বা হোয়াইটং দিয়ে। রঙীন আলপনা আঁকতে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ঝুলকালি, কাঠকয়লার পাউডার, লাল মাটি, সাজিমাটি ও রঙীন চকের পাউডার ব্যবহার করা হয়। আলপনার মধ্যে আমাদের গ্রামীণ লোকশিল্প দারুণভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভারতের এক এক রাজ্যে আলপনার এক এক নাম—গুজরাটে সত্যাঁয়, মহারাষ্ট্রে রঙ্গাবলী, উত্তর প্রদেশে সান্‌ঝি ইত্যাদি। রাজস্থান ও সাঁওতাল সমাজে আলপনাকে কেবল মেঝের অলঙ্করণে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি, গৃহদ্বারের দুপাশে তাকে ব্যবহার করা হয় স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে। আলপনাকে আধুনিক শিল্পমাধ্যম হিসেবে কল্পনা করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার স্বীকৃতি দিয়ে জাতে তোলেন শান্তিনিকেতন কলা ভবন। আলপনার ক্ষণস্থায়ী রূপকে স্থায়িত্ব দেয়া চলে আঠা (Gluc), তেল-রং, ছাপার কালি বা রঙীন সিমেন্ট গুঁড়ো দিয়ে। প্রখ্যাত স্থপতি-সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের বাড়ীতে যদি যান দেখবেন সিঁড়ির ধাপ, ড্যাডো ও ল্যান্ডিং-এ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় করা রয়েছে স্থায়ী আলপনা — রঙিন সিমেন্টের মাধ্যমে। অনিন্দ্যসুন্দর সে কাজ।

● সপ্তম অধ্যায়ের শেষ পাঠ

জানালা দরজা : গবাক্ষ ও দ্বার। ঘরের চোখ, কান, মুখ, নাক। সেখানে কাজল, লিপষ্টিক, দুল, নাকছাবির কোন্‌টা কোথায় লাগবে তারই গবেষণা করব আমরা।

জানালার মূল উদ্দেশ্য বাইরে থেকে ঘরের ভিতর আলো, শব্দ, বাতাস ও তৃপ্তিদায়ক বহির্দৃশ্যকে নিয়ে আসা এবং প্রয়োজনে খর রৌদ্রতাপ-ঝড়-জল-বৃষ্টি-শৈত্য-বরফকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া। আবাসন কক্ষে সাধারণত আয়তনের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ জুড়ে থাকে জানালা। স্বভাবতই ঘরের সৌন্দর্যের অনেকখানিই নির্ভর করে জানালার সাজসজ্জার উপর। জানালার সাজ বলতে প্রধানত বোঝায় পর্দা। পর্দা দুরকম হতে পারে — এক, হালকা নেট বা পাতলা প্রায় স্বচ্ছ কাপড়ের। দুই, ভারী মোটা গাঢ় রং-এর কাপড়ের। হালকা পর্দার উদ্দেশ্য আলোর আগমন বন্ধ না করে আবরু সৃষ্টি করা। ভারী পর্দার উদ্দেশ্য ঘরে অন্ধকার সৃষ্টি করার (মনে রাখবেন আধুনিক জানালার পাল্লা আগাগোড়া কাঁচে মোড়া থাকে বলে এগুলি বন্ধ করলেও আবরু বা অন্ধকার কোনটাই সৃষ্টি করা যায় না। এক্ষেত্রে পর্দার ব্যবহার একান্তই আবশ্যক)। আবরু ও আলো-আঁধারির খেলা পর্দার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এর অন্য সার্থকতাও আছে। গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসাবে পর্দা ঘরে এক উষ্ণ সঙ্গতি (Warm Harmony) ও রং-এর বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলে। তন্তুজ পর্দার পাশাপাশি আরো অন্যান্য মাধ্যমের পর্দারও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে পরিচিত কয়েকটি মাধ্যমের নাম (৭.১০ নং নকশা)
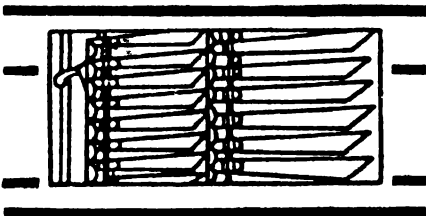
৭·১০ (ক) নকশা—ভেনেসিয়াম ব্লাইণ্ড।
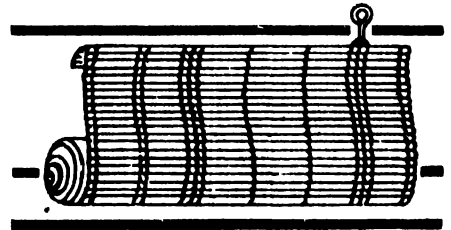
৭·১০ (খ) নকশা—বাঁশের চিক।
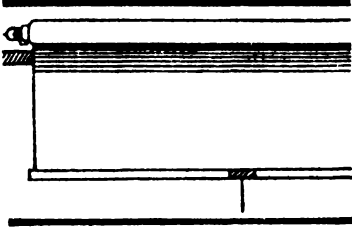
৭·১০ (গ) নকশা—ক্যানভাসের রোলার ব্লাইণ্ড।

(১) প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের ভেনেসিয়ান ব্লাইন্ড — যদিও অফিস কাছারীতেই এর ব্যবহার বেশী, আবাস গৃহে ব্যবহারে কোন বাধা নেই। আমাদের সাবেকী খড়খড়ির মত পাতলা পাতলা পাখি বা লুভার যুক্ত এই ব্লাইন্ড বহু বর্ণে পাওয়া যায়। স্নিগ্ধ আলো ও বাতাসের প্রবেশে বিন্দু মাত্র বাধা সৃষ্টি না করে ভেনেসিয়ান ব্লাইন্ড প্রয়োজনীয় আবরু রক্ষা করে পুরো মাত্রায় এবং রোদের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয় যথেষ্ট পরিমাণে। এর শায়িত (Horizontal) লাইনের ছন্দ (Rhythm) আধুনিক গৃহসজ্জার সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। অ্যারোলাক্স কোম্পানী এক রকম খাড়া (Vertical) ব্লাইন্ড তৈরী করেন। এগুলির খাড়া লাইন ঘরের অন্যান্য পর্দার ভাঁজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই পাখিগুলিকে ১৮০° তে ঘোরানো যায় বলে ঘরের যে কোন জায়গা থেকে বহির্দৃশ্য পুরোপুরি উপভোগ করা যায়।

(২) বাঁশের চিক ও খসখসের পর্দা—সরু সরু বাঁশের কঞ্চি, বেতের চাঁচ বা মাদুরের ঘাস সুতোয় বেঁধে ঝোলানো হয় জানালার বা দরজার সামনে। এই চিকই ভেনেসিয়ান ব্লাইন্ডের পূর্বপুরুষ।

(৩) রোলার ব্লাইন্ড — ক্যানভাসের পর্দা উপরে ম্যাপের মত রোলারের সাথে জড়ানো থাকে। তলাটা টেনে নামিয়ে দিলে জানালা সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আলো বাতাস আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তলাটা ছেড়ে দিলে রোলারের ভিতর বসানো স্প্রীং-এর টানে ছোট স্টিলের ফিতের মত আপনি গুটিয়ে যায়। বিলেতের মানুষ সেখানকার সতত প্রতিকূল আবহাওয়াকে ঘরে ঢুকতে দিতে চায় না। এই ধরনের ব্লাইন্ডবিলেতে যতটা জনপ্রিয় এদেশে ততটা নয়।

(৪) গ্রীল — আমাদের দেশে জানালায় লোহার গ্রীল শুধু জনপ্রিয় নয়, অত্যাবশ্যক। সৌন্দর্যের খাতিরে যতটা, চুরি, ডাকাতির হাত থেকে বাঁচবার খাতিরে তার থেকে অনেক বেশী। গ্রীলের ডিজাইন নিয়ে এদেশে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ফলে গ্রীল নির্মাতার ডিজাইন বইয়ে অনেক উচ্চাঙ্গের ডিজাইন পাওয়া যায় যেগুলি গৃহসজ্জাকে অনন্য করে তুলতে পারে।

● জানালার জাত বিচার

আমাদের দেশে সাধারণতঃ চার ধরনের জানালা দেখা যায় (৭.১১ নং নকশা)ঃ

(১) পিভটেড (Pivoted) বা ভেন্টিলেটার জাতীয়,
(২) স্লাইডিং (Sliding) বাস ট্রামের জানালার মত,
(৩) সাইড হাঙ্গ (Side Hung)- কব্জাওয়ালা বাইরে খোলা জানালা,
(৪) ফিক্সড (Fixed) বা পাকাপাকি বন্ধ জানালা।

৭·১১ নকশা—বিভিন্নপ্রকার জানালার নমুনা।
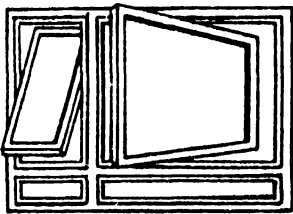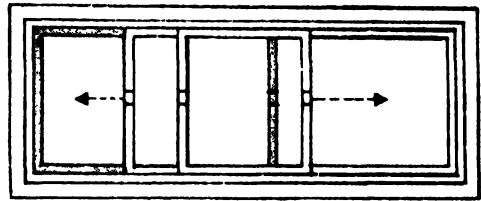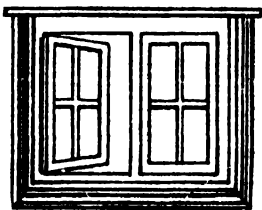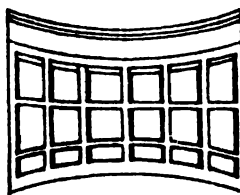
তন্তুজ পর্দা ও অন্যান্য কয়েকটি মাধ্যম যার বিষয় আগের পাতায় আলোচনা করা হয়েছে সে ছাড়াও কাঁচের পুঁথি, কাঠের মালা এবং পাটের দড়ির কাজ করা পর্দাও হয়। এগুলি ভারতীয় ধারার গৃহসজ্জার সাথে খুব মানানসই। তবে জানালার থেকে দরজার পর্দা হিসাবেই বেশী চালু। এগুলি দামেও ভারী তন্তুজ পর্দার থেকে সস্তা।

পর্দা যে কোন জিনিসেরই তৈরী হোক — তাকে উপর থেকে ঝোলানোর জন্য দরকার কাঠের রড অথবা অ্যালুমিনিয়াম বা এনামেলড লোহার ফাঁপা টিউব বা চ্যানেল। রিং ও হুকের মাধ্যমে পর্দা ঝোলে রড, টিউব বা চ্যানেল থেকে। এই রড, টিউব, চ্যানেল, রিং, হুকের সমারোহ দেখতে খুব সুশ্রী নয়। কাজেই এগুলিকে ঢাকা দিতে দরকার পড়ে পেলমেটের। পেলমেট তৈরী হয় কাঠের — তার উপর সাধারণ তেল-রং, পালিশ বা সানমাইকা জাতীয় প্লাস্টিক লাগানো যায় নানান নকশায়, নানান মোটিফে।
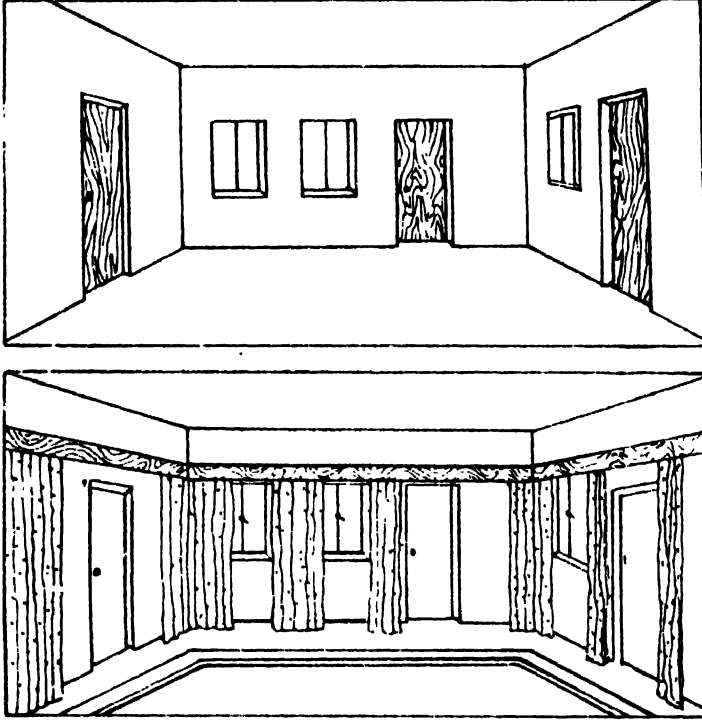
৭.১২ নকশা—পর্দার পেলমেট - গৃহসজ্জার বাঁধন।

ঘরের সব দরজা, জানালার মাথা যদি এক উচ্চতায় থাকে, তাহলে পুরো ঘরের চার দেয়ালে এক উচ্চতায় পেলমেট লাগানো যায় যা সমস্ত গৃহসজ্জার বাঁধন বা ফ্রেম হিসাবে কাজ করবে (৭.১২ নং নকশা)। ঐ নকশাতেই দেখুন ছোট ছোট জানালাগুলির দুপাশে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়ায়, ওগুলি মিশে এক হয়ে গেছে ও সম্মিলিত রূপকে মনে হচ্ছে দেয়াল জোড়া একটি জানালা। ঘরটিকে পর্দা ও পেলমেটে সাজিয়ে বড়ও মনে হচ্ছে। এইভাবে পর্দা ও পেলমেট দিয়ে দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করা যায় (তুলনীয় ৩.০৫ নং নকশা)।

হালকা পর্দা দিয়ে ঘরে আলো প্রবেশ করে অথচ আবরুও বজায় থাকে। এগুলির পেলমেটের দরকার হয় না। পর্দার একধার বা দুধার জুড়ে তার ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ ধরনের স্প্রীংতার। এই স্প্রীংতার দুদিকের চৌকাঠে হুক দিয়ে আটকে দিলেই সুসম্পন্ন হয় পর্দা ঝোলাবার ব্যবস্থা। এই ধরনের পর্দা বাথরুম, পুজোর ঘর, ড্রেসিং রুম ও শোবার ঘরে লাগানো জরুরী।

প্রবীর আর জবার শোবার ঘরে হালকা পর্দা ছিল না বলে শোবার আগে ভারী পর্দা টেনে ঘর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। ওদের অ্যালার্ম ঘড়ি খারাপ হয়ে যাবার পর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠত বিচিত্র উপায়ে।....

জবা : এই উঠে পড, ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

প্রবীর : কি করে বুঝলে?

জবা : এই যে টুটুন ঘুমিয়ে পড়ল।

টুটুন ওদের ন'মাসের বাচ্চা।

• হাজার দুয়ারী

দরজা হতে পারে বকমারী। নিচের লতিকাটা নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মেলালেই বুঝতে পারবেন। তবে সব সজ্জা বর্ণতে প্রায় একমেবাদ্বিতীয়ম মাধ্যম — তেল-রং। কাঠের দরজা বিশেষে (মেহগিনী বা ওই ধরনের উচ্চ শ্রেণীর কাঠ হলে) অবশ্য পালিশ করা চলে। তবে পালিশের উচ্চ মূল্য ও স্বল্পজীবনের দরুন পালিশের চল আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে।
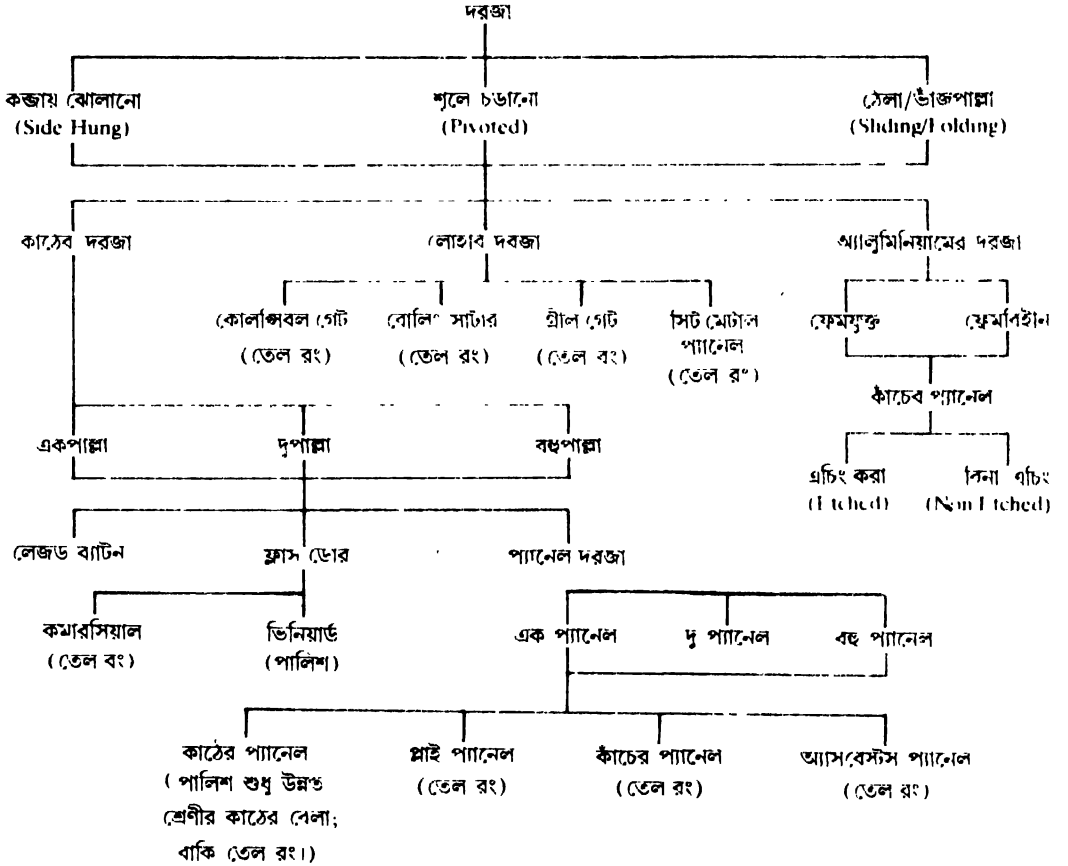
যে হেতু শতকরা ৯৫ ভাগ দরজার (এবং জানালারও) অগতির গতি তেল-রং কাজেই সাজসজ্জার জাঁক-জমকের জন্য চাই রকমারী পর্দা (পাঁচিরই রুজ লিপস্টিকের চাহিদা বেশী, রূপকুমারীর না হলেও চলে যায়)। আর শুধু পর্দা কেন? কার্পেট, রাগ, দাঁড, সতরঞ্চি, কুশন কভার, সোফার ঢাকা, টেবিল ক্লথ, বেডকভার, সুজনী, বালিশের ওয়াড়, ওয়াল হ্যাঙ্গিং -- গৃহ সজ্জায় তন্তুজ সম্ভারের ছড়াছড়ি। আসুন অন্ততঃ একটা অধ্যায় আমরা কার্পাস-পশম-পাট-কয়ার-রেয়ন-নাইলনের স্তব পাঠ করি।

খবরদারপত্র — ৭ নং

● বাহারী মেঝে

(১) বিভিন্ন রংয়ের ১ মি.মি. পুরু ভিনাইল ফ্লোরিং	২৫ টাকা বর্গফুট
এরই রকমফের হচ্ছে [illegible] মি.মি. পুরু	২০ টাকা বর্গফুট
ভোর কোম্পানীর বহুবর্ণ পি.ভি.সি. ফ্লোরিং মার্বেলেক্স	২০ টাকা বর্গফুট
পাথরে সবচেয়ে জনপ্রিয় মার্বেল, টাইল হলে	৭০ টাকা বর্গফুট
বড় স্ল্যাব হলে	৯৫ টাকা বর্গফুট
ফিনিসিং আরো উমদা চাইলে গ্রেনাইট টালি	১৫০ টাকা বর্গফুট
বড স্ল্যাব হলে	২০০ টাকা বর্গফুট
সস্তার মধ্যে আছে মোজেক টালি	১৫ — ২৫ টাকা বর্গফুট
মোজেক নকশাদার হলে	২০ — ৩০ টাকা বর্গফুট

(২) সাধারণ সিমেন্টের বিবর্ণ মেঝেকে ঢাকতে যদি কাপেটের বদলে দড়ি বা সতরঞ্চি ব্যবহার করেন, সস্তায় হয়ে যাবে (৬'×১০') কারুকার্য অনুযায়ী দাম — ১,২০০/- — ২,৫০০/-

● বাহারী দেয়াল

(১) দেয়ালে রং করা তো সনাতনী পন্থা। নতুনত্ব আনতে ওয়ালপেপার লাগাতে পারেন। নকশার চিকনাই অনুযায়ী দাম ৫-৮ টাকা বর্গফুট

(২) এ ছাড়া ওয়াল ডেকরেশান হিসাবে লাগাতে পারেন কাঁচের বা ধাতুর প্লেক (Plaque)। তৈরী করেন ১৮, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা — ৭০০ ০২৬-এর শুভ্রা কুমার (ফোন — ৪২-৩০২৮)। দাম — ৬০/- — ৮০/-

● বাহারী দরজা জানালা

কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে (৭, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩) রাজস্থানী পেন্টিংয়ের আদলে আঁকা কাঠের তৈরী দরজা পাবেন। দুই পাল্লায় তিনটে করে ছটা প্যানেলে ছটা নকশা বা ছবি। দাম কম-বেশী ৪,০০০/-

যোধপুরী পিতলের কারুকার্য করা দরজার দাম ৮,৫০০/- — ১০,০০০/-

নিজের কাঠের দরজায় নিজস্ব নকশা মাফিক পেতলের মোটিফ বসিয়ে নিলে অর্ধেক দামে হবে। পেতলের মোটিফ নকশা অনুযায়ী তৈরী করে দেবেন
১০, ক্লাইভ রো, কলকাতা — ৭০০ ০০১-এর বিজয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন, (ফোন — ২৫-৮৩৪৭)।

Imagination rules the World
— Napoleon

ঘর সাজানোর তন্তুজ সম্ভার বলতে বোঝায় — গালিচা বা কার্পেট, পর্দা বা কার্টেন এবং গদি-বালিশ-তাকিয়ার ঢাকনা বা আপহোল্‌স্ট্রি।

● পা-কি-স্থানে রাখি

কার্পেট দু রকমের — এক, ঘরজোড়া (wall to wall) দুই, নির্দিষ্ট মাপের গালিচা (Rug)। ঘরজোড়া কার্পেটে ঘর বড় দেখায়, ঘরের চেহারায় বিলাসী ভাব ও উষ্ণতা আনে। ঘরজোড়া কার্পেটে খরচ স্বভাবতই বেশী, বিশেষতঃ যদি ঘরটি চতুষ্কোণ না হয়। বাঁকা চোরা বা আংশিক গোল ঘরের মেঝে সম্পূর্ণ ঢাকতে গালিচা কেটে মেঝের আকৃতি আনতে হয়। কাটা বাড়তি অংশগুলি কোন কাজে লাগে না অথচ তার দরুন দাম ধরে দিতে হয়। রাগ বা গালিচা কয়েকটি নির্দিষ্ট মাপে (যথা ৪.৮ × ৩.৬ মি, ৩.৬ × ২.৪ মি, ২.৮ × ১.৮ মি ও ২.৪ × ১.২মি), পাওয়া যায়। রাগের ছোট আকৃতির জন্য ধোলাই করা সহজ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাতা যায়, কোন অংশের রোঁয়া ক্ষয়ে গেলে বা রং উঠে গেলে, গালিচা ঘুরিয়ে সেই অংশ আসবাবের তলায় লুকিয়ে ফেলা যায়। ঘরের মেঝেতে দামী মোজাইক বা মার্বেল থাকলে গালিচার আশপাশে তার সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। তবে ঘরজোড়া কার্পেটের মত উষ্ণ বিলাসী পরিবেশ ছোট মাপের গালিচার মারফত কোনমতেই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কার্পেট বলুন বা গালিচাই বলুন এ সবের মূল উদ্দেশ্য ঘরে এক বর্ণাঢ্য ও উষ্ণ আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে ঘরজোড়া কার্পেটের কার্য্যকরিতা অনেক বেশী। অনেক সময় এক বড়া ঘরজোড়া কার্পেটের উপর ছোট ছোট কাজ করা পার্সিয়ান বা কাশ্মিরী গালিচা ব্যবহার করা হয় ঘরের বিলাসী পরিবেশকে আরো উঁচু পর্দায় তুলতে।

কার্পেট কেনবার আগে তার রোঁয়াগুলি পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। এদিক দিয়ে উলের বা নাইলনের কার্পেটই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। রোঁয়া চট করে ক্ষয়ে যায় না, দীর্ঘদিন খাড়া অবস্থায় অথচ নরম থাকে, রংও বিবর্ণ হয় না। কার্পাস-জাত কার্পেট অবশ্য আরো নরম ও আরামদায়ক। তবে কার্পাস কার্পেট সহজে ময়লা হয় ও ক্রমাগত ব্যবহারে রংও বিবর্ণ হয়ে যায়। লম্বা রোঁয়া কার্পেট দেখতে বিলাসবহুল হয়। কিন্তু এগুলি অল্প ব্যবহারেই নেতিয়ে পড়ে। সেই তুলনায় বেঁটে রোঁয়ার খাড়া থাকার ক্ষমতা অনেক বেশী। কাজেই শোবার ঘর বা বিশ্রাম কক্ষের জন্য লম্বা রোঁয়া কার্পেট পছন্দ করলেও যাতায়াতের পথ, করিডোর বা খাবার ঘরে কার্পেট পাততে হলে খাটো রোঁয়া যুক্ত কার্পেটই বেছে নেওয়া উচিত।

আপনি যদি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেন তাহলে ঘরজোড়া কার্পেটের বদলে ছোট গালিচাই কিনবেন। বাড়ি বদলালে কার্পেট বদলাতে হবে না। নিজের বাড়িতে যখন পাকাপাকি বসবেন তখন নজর দেবেন ঘরজোড়া কার্পেটে। তবে আদৌ কার্পেট পাতবেন কিনা সেটা একটু ভেবে-চিন্তে ঠিক করবেন। বিলেতে কার্পেট ব্যবহার হয় পা'কে ঠাণ্ডা মেঝের কনকনে স্পর্শ থেকে বাঁচাতে। আমাদের দেশে এ সমস্যা নেই। বরং গরমের দিনে কার্পেটের কুটকুটে ছোঁয়া থেকে চকচকে মোজাইক বা সান-বাঁধানো মেঝের ঠাণ্ডা পালিশ বেশী আরামদায়ক মনে হয়। তবে কার্পেটের কতকগুলি উপকারিতা এদেশেও অনস্বীকার্য। যেমন — কার্পেট অবাঞ্ছিত শব্দ শোষণ করে নেয়। মেঝেতে বাসন পড়ার ঝনঝনানি বা জুতোর ঠকঠকানি তো বটেই, হাওয়ায় ভেসে আসা শব্দও বেশ খানিকটা কমিয়ে দেয় কার্পেট। কার্পেট পাতা থাকলে আছাড় খাওয়া বা হাতফসকে কাঁচের বাসন মেঝেতে পড়ার দরুন ক্ষতি বেশ খানিকটা কমে যায়। এ ছাড়াও রয়েছে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা। পায়ের তলায় নরম আরামপ্রদ কার্পেট থাকার ফলে ব্যবহারকারীর কার্যক্ষমতা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি কমে যায় মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তির পরিমাণ। এই কারণে কর্মীদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণ কাজ, বেশী পরিমাণ মনোযোগ পেতে আধুনিক অফিসে ঘরজোড়া কার্পেটের চলন বেড়ে গেছে। এতে যে শুধু কাজ করার ক্ষমতাই বাড়ছে তাই নয়, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের দরুন কর্মীদের ব্যবহারেও পরিবর্তন দেখা গেছে। তাঁরা আগের তুলনায় হয়ে উঠেছেন ভদ্র, বিনীত, উৎসাহী এবং উদ্দীপিত। ঘরোয়া ঘর সাজানোতে রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং পড়ার ঘরে সুখদায়ক কার্পেট বা গালচের সুষ্ঠু ব্যবহারে আপনার স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের গৃহস্থালী কাজে, লেখাপড়ায় অধিক আগ্রহ বা ব্যবহারিক মাধুর্য্য সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আপনিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন।

● কার্পেটের জাতবিচার

কার্পেটের শ্রেণীবিভাগ ও গঠন কৌশল নিয়ে আলোচনা করার আগে ভাল কার্পেটের গুণাগুণ নিয়ে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। ভাল কার্পেট কাকে বলব? অর্থাৎ, কোন্ কার্পেটটি আপনি ব্যবহারের জন্য বেছে নেবেন? এই নির্বাচনে আপনাকে পাঁচটি বিষয়ে নজর দিতে হবে:

(১) প্রথমেই দেখতে হবে আপনার নির্বাচিত কার্পেট বা গালচেটি দেখতে মনোরম হবে রং, নকশা, অনুকৃতি (pattern) এবং গাত্ররূপে (texture)। এইসব বিষয়ে ঘরের অন্যান্য আসবাব, আপহোলস্ট্রি, পর্দা, ঘরের মেঝের দৃশ্যমান অংশ (যা কার্পেট দিয়ে ঢাকা পড়বে না) এবং দেয়ালের রং, নকশা, অনুকৃতি এবং গাত্ররূপের সঙ্গে কার্পেটটি মানানসই হতে হবে। দেয়াল-জোড়া কার্পেট হলে এক্ষেত্রে ধূসর, হাল্কা ছাই বা নস্যি রং, গাঢ় ধান বা মরচে রং বাছাই করাই নিরাপদ। এগুলি ঘরের সম্ভাব্য অন্যান্য যে কোন রংয়ের সাথে খাপ খেয়ে যায়। পর্দা বা আপহোলস্ট্রিতে যদি রঙীন ফুলের নকশা বা অনুকৃতি বা বুটিদার গাত্ররূপ থাকে তা হলে কার্পেট বা গালচেতেও অনুরূপ নকশা, অনুকৃতি বা গাত্ররূপ থাকা প্রয়োজন যাতে একটির সাথে অন্যটি খাপ খেয়ে যায়—নান্দনিক দিক দিয়ে।

(২) কার্পেটটি টেঁকসই হওয়া দরকার। কমদামী কার্পেট সাধারণতঃ কম টেঁকসই হয়। অবশ্য ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবহারকারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় অন্যান্য গুণাগুণ বিচার করে অপেক্ষাকৃত কমদামী কার্পেট নির্বাচন করা যেতে পারে। কার্পেটের মত ব্যয়বহুল বস্তু মানুষ রোজ রোজ কিনতে পারে না। কাজেই অপেক্ষাকৃত দামী হলেও টেঁকসই কার্পেট কেনাই উচিত।

(৩) পাকা রং হওয়া দরকার নির্বাচিত কার্পেটটির। যে কোন কার্পেটকেই জানালা পথে আসা রোদ বৃষ্টি, হাত থেকে চলকে পড়া চা-কফি-দুধ এবং পরিষ্কার করার সময় স্যাম্পু বা ডিটারজেন্ট জাতীয় রাসায়নিকের অত্যাচার কম-বেশী সইতেই হয়। এর ফলে কার্পেটের রং পাকা না হলে তা জায়গায় জায়গায় এত খাপছাড়াভাবে ফিকে হয়ে যাবে যে সামগ্রিকভাবে কার্পেটটিকে বড় বিশ্রী দেখাবে।

(৪) কার্পেটটির রং এবং গঠনশৈলী এমন হওয়া দরকার যে তাতে চট করে ময়লা দাগ ধরবে না। ধরলেও তা খুব একটা নজরে পড়বে না। পড়লেও তা সহজে সাফ করা যাবে। নাইলনের কার্পেট এ দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল। ভাল উলের গাঢ় রংয়ের কার্পেটও মন্দ নয়।

(৫) সবচেয়ে যা দরকারী তা হল কার্পেট বা গালচে এমন জিনিস দিয়ে তৈরী হবে যাতে চট করে পোকা লাগতে পারে না। যেমন নাইলন, রেশম, কয়ার বা ভাল জাতের উল। সস্তা পশম, পাট বা কার্পাসের কার্পেট ব্যবহার করতে হলে তাতে মাঝে মাঝে গামাক্সিন বা ন্যাপথলিনগুলি গুড়োনো পাউডার ছিটিয়ে দেওয়া উচিত। মনে রাখবেন সিলভার ফিস, মথ, উই জাতীয় বেশ কিছু তন্তু কাটা পোকা আছে যা সুযোগ পেলে আপনার কার্পেটে বাসা বেঁধে খুব তাড়াতাড়ি তার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।

● পোক্ত বুনিয়াদ

ভালো কার্পেট বাছাইয়ের ব্যাপারে আরো দুটি বিষয়ে নজর দিতে হবে।

এক, কার্পেটের তলার ধারক (Backing) টি শক্ত সমর্থ না হলে কার্পেটের ঠাস বুনোট খুব শীঘ্রই আলগা হয়ে পড়বে। সাধারণতঃ হাতে বোনা দেশী কার্পেটে কার্পাস কাপড়ের ধারক ব্যবহার করা হয়। শক্ত খরখরে মেঝে হলে ঘষাঘষিতে কার্পাস ধারকের সুতো ক্ষয়ে ছিঁড়ে যায়। ধারকের বুনোট তখন সহজেই ফেঁসে যায়। মেসিনে তৈরী কার্পেটে পাটের বা শণের চট ব্যবহার করা হয় ধারক হিসেবে। কার্পেটের রোঁয়া (উল, নাইলন বা পাট) গুলি ধারকের সঙ্গে সেলাই করে নেওয়া বা বুনে ফেলার পর ধারকের নিচের পিঠে রবারের একটি কোটিং মাখিয়ে দেওয়া হয়। এই জাতীয় রবারের আস্তরণ লাগানো ধারক খুব টেঁকসই হয়।

দুই, কার্পেটের তলায় পাতবার তোষক (Underlay) ব্যবহার করলে উঁচু নীচু ভাঙা ফাটা খুঁতো মেঝেতেও কার্পেট দীর্ঘজীবী হয়। এই তোষক পাতলা রবারের চাদর বা চটের দড়ি বা পি.ভি.সি-র সতরঞ্চী জাতীয় হতে পারে। তবে সস্তায় ভাল তোষক বলতে বোঝায় ফাইবার বোর্ড বা ম্যাসনাইটের সিট (sheet)। এগুলি অবশ্য রবার বা সতরঞ্চীর মত কার্পেটকে নরম সুখস্পর্শ করে তুলতে পারে না। তবে কার্পেটের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পুরো মাত্রাতেই করে থাকে।

কার্পেট কেনার সময় আর একটি ব্যাপারে নজর রাখবেন; বিশেষতঃ ঘরজোড়া কার্পেট অর্ডার দেওয়ার সময়। ঘরের মাপ যেন সঠিক হয়। এক রংয়ের যতটা কার্পেট প্রয়োজন তা একসঙ্গে অর্ডার দিতে হবে। কারণ আলাদা আলাদা লটে কার্পেটের রংয়ের উনিশ-বিশ হয়ে যায়ই। একই ঘরে একই রংয়ের কার্পেট-এর দুটি টুকরোর ঔজ্জ্বল্য (intensity) ও গভীরতা (value) হালকা ও গাঢ় হলে খুব বিশ্রী দেখাবে এবং জোড়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কাজেই একই রংয়ের যতটা কার্পেট আপনার প্রয়োজন তা এক লট থেকে কিনে নিতে ভুলবেন না।

● ঠিকুজী কুষ্ঠির নানান হদিশ

কাঁচমালার জাত বিচারে কার্পেট মূলত তিনরকম:

(১) পশুজাত লোম দিয়ে তৈরী — যেমন ভেড়ার পশমের কার্পেট।

(২) উদ্ভিদজাত তন্তু দিয়ে তৈরী — যেমন কার্পাস বা তুলোর সুতো, পাট বা সিল্কের সুতো কিংবা নারকোল ছোবড়ার আঁশ দিয়ে বোনা কার্পেট।

(৩) মানুষজাত তন্তু বা ফাইবার দিয়ে তৈরী — যেমন নাইলন, অ্যাক্রালিক বা গ্লাস ফাইবারে বোনা কার্পেট।

এর মধ্যে একটু আগে বলা পাঁচদফা জাতবিচারে প্রায় সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ হিসেবে উতরায় মানুষজাত ফাইবারের কার্পেট। দামের দিক দিয়েও এগুলি সবচেয়ে দামী। তারপরেই উল্লেখ করা যায় পশুজাত লোমের কার্পেট বা উলের কার্পেট। এর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়ার লোম বা ইরানী ভেড়ার লোম ভারত বা পাকিস্তানের ভেড়ার লোম থেকে সর্বদিক দিয়েই বেশী উপযোগী (এবং অবশ্যই বেশী দামী)। কাজেই উলের কার্পেট কিনতে হলে সওদা করার আগে জেনে নিন উলের কাঁচামাল আমদানী হয়েছে কোন্ দেশ থেকে। এই ধরনের যাচাই বাছাইয়ে উদ্ভিদ জাত তন্তুতে বোনা কার্পেটের স্থান সবার নীচে এবং স্বভাবতই সস্তা। যদি সস্তার মধ্যেই বৈচিত্র্য আনতে হয় তা হলে স্বীকৃত রেশম, কার্পাস বা কোপরা (নারকোল ছোবড়া) না বেছে দেশী ঘাসের মাদুর বা চাটাই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নরম দামী কার্পেটের মত সুখস্পর্শ না থাকলেও এগুলি নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব দাবী করতে পারবে। হবে সস্তা এবং খাঁটি স্বদেশী। মণিপুরী ঘাসের সতরঞ্চী, বাংলাদেশের শীতল পাটি বা দক্ষিণী মাদুর এ সবই কার্পেটের সস্তা পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

যাক্ আলোচনাটা যখন কার্পেট কেন্দ্রীক তখন আবার কার্পেটেই ফিরে যাওয়া যাক। গঠন শৈলীর দিক দিয়ে কার্পেটকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় (নকশা ৮.০১ থেকে ৮.০৫ পর্যন্ত)।
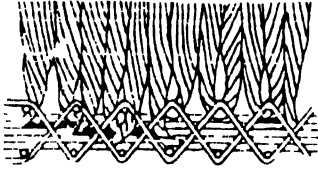
৮.০১ নকশা—উইলটন।
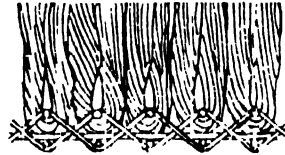
৮.০২ নকশা - অ্যাক্সমিনস্টার।

৮.০৩ নকশা- ভেলভেট।
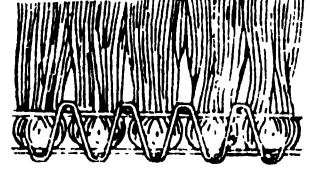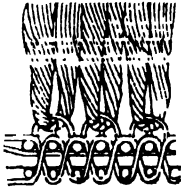
৮.০৪ নকশা—শেনিলী।
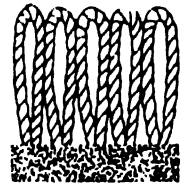
৮.০৫ নকশা—টাফটেড।

(১) **উইলটন** — এই বুননের প্রথম উৎপত্তি ইংল্যান্ডের উইলটন শহরে। এক রঙা প্লেন কার্পেটের ক্ষেত্রে এই বুনন সবচেয়ে উপযোগী। এতে খাড়া রোঁয়ার তলায় একাধিক গুচ্ছি শোয়ান অবস্থায় থাকে, উইলটন কার্পেট মোটা, ভারী এবং বেশী আরামপ্রদ। বুননের দিক দিয়ে এটিই সবচেয়ে দামী।

(২) **অ্যাক্সমিনস্টার** — এই বুননের জন্ম ইংল্যান্ডের আর এক শহর অ্যাক্সমিনস্টারে। এই ধরনের বুননে নকশা অনুকৃতি ও গাত্ররূপের অসংখ্য রূপভেদ সম্ভব। তবে বুননের পদ্ধতি ধীরগতি বলে কার্পেটের দাম পড়ে যায় বেশী।

(৩) **ভেলভেট** — সস্তার এক রঙা কার্পেটের উপযুক্ত সহজ বুনন পদ্ধতি। অ্যাক্সমিনস্টারের মতই রূপের বৈচিত্র্য সম্ভব।

(৪) **শেনিলী** — দামী পদ্ধতি। প্রথমে কার্পেটের রোঁয়াগুলি আলাদা করে বুনে নেওয়া হয় সারি সারি। পরে এই সারিগুলি ধারকের সঙ্গে বোনা হয় দ্বিতীয় দফায়। এই ডবল বুনোটের ফলে কার্পেটটি খুব নরম হয়। এই পদ্ধতিতে কার্পেট সাধারণতঃ অর্ডার ছাড়া বোনা হয় না।

(৫) **টাফটেড** — এটি একটি নতুন পদ্ধতি। এতে কার্পেটের রোঁয়াগুলি আগে থেকে তৈরি একটি পাটের ধারকে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হয়, ধারকের সাথে একসঙ্গে বোনার বদলে। রোঁয়াগুলি অনেক সময় নকশার মত মুড়ে দেওয়া হয় যাকে ইংরাজিতে বলে looped pile। এই পদ্ধতিতে কার্পেটের বুনন শেষ হলে এবং তা ধারকের সঙ্গে সেলাই করে দেবার পর তলা থেকে ধারকে রবার বা ল্যাটেক্সের একটা প্রলেপ মাখিয়ে দেওয়া হয় যাতে কার্পেটটি টেকসই হয়। নীচে রবারের আস্তরণ থাকায় কার্পেটটি অধিকতর নরম হয় এবং তলায় কোন তোষকের (Under laying) রক্ষণাবেক্ষণ দরকার হয় না।

● কার্পেট কেনা না কনে নির্বাচন

আর এক ধরনের শ্রেণী বিভাগ হল কার্পেটের অনুকৃতি এবং গাত্ররূপ অনুযায়ী

(১) কাটা রোঁয়া (Cut Pile) — যেমনদেখানো রয়েছে ভেলভেটের নকশায়।
(২) মোড়া রোঁয়া (Looped Pile) — যেমন দেখানো রয়েছে টাফটেডের নকশায়।
৩) উচু নিচু রোঁয়া (High and Low Pile) — যেমন রয়েছে উইলটনের নকশায়।
(৪) কাটা ও মোড়া রোঁয়া মেশানো (Cut and Looped Pile combined)

এছাড়াও শ্রেণী বিচার হতে পারে কার্পেট এক রঙা বা বহু রঙে রঞ্জিত কিনা, বহু রংয়ে রঞ্জিত হলে সে রংয়ের বিন্যাসে ফুটে ওঠা অনুকৃতি ফুল, লতা পাতা অথবা জ্যামিতিক ডিজাইনের কিনা। এত রকম শ্রেণী বিচারের বায়নাক্কা আসলে আপনাকে নানা ভাবে কার্পেট জগতের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য যাতে কার্পেটের নির্বাচনে আপনার বিশ্লেষণে ভুলচুক না থেকে যায়।

কার্পেটের বোনা দু রকমেই হয় — মেসিনে বা হাতে। মেসিনে বোনা কার্পেট নিঃসন্দেহে টেকসই, তাড়াতাড়ি বোনা যায় বলে উৎপাদন বেশী। ফলে দামে সস্তা। তবে নান্দনিক দিক দিয়ে হাতে বোনা কার্পেটে (যেমন কাশ্মিরী বা বুখারার কার্পেট) যে নয়নাভিরাম সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্ভব তা মেসিনে বোনা কার্পেটে কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই সবদিক ভালমন্দ বিচার করেই এগোবেন কার্পেট সওদা করতে। কারণ ঘর সাজানোর তন্তুজের মধ্যে কার্পেটটাই সবচেয়ে দামী। হাতে বোনা কার্পেটের দাম প্রতি বর্গমিটার ৫৫০ থেকে ১০০০ টাকা অবধি হতে পারে। মেসিনে বোনা কার্পেট অবশ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা — বর্গমিটারে দাম ৪০০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করে। বাহারী পারসিয়ান বা কাশ্মিরী গালিচার দাম অবশ্য আরো বেশী। সেই সঙ্গে মনে রাখবেন মাদুর বা শেতলপাটির বর্গমিটার একশোতেও পৌছায় না।

● ওড়না-নেকাব-ঘোমটা-ঘেরাটোপ-রকমারীপর্দা

কার্পেটের পর আমাদের আলোচ্য বিষয় পর্দা। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি বাঁশের কঞ্চি, খসখস, পুঁথি থেকে শুরু করে প্লাস্টিক, পিতলের ঘন্টি, অ্যালুমিনিয়ামের পাত — অসংখ্য ধরনের পর্দার চল হয়েছে আধুনিক যুগে। শণের দড়ি, ছোট ছোট শাঁখ, শোলার ফুল, জরির ফিতে, রঙিন পুঁথি, রুদ্রাক্ষ, কুঁচফল ইত্যাদি দিয়ে আপনি নিজেও তৈরী করে নিতে পারেন অতি আধুনিক অভিনব পর্দা। অতি সস্তায়।

তবে এই অধ্যায়ে পাঠ হিসেবে আমরা বেছে নেব কেবল তন্তুজ পর্দার খুঁটিনাটি। কেমন করে বাছাই করতে হয়, কেমন করে বানাতে হয়, টাঙাতে হয় ইত্যাদি।

আমরা জানি পর্দা দু রকমের হয় — ভারী মোটা পুরু ঘর আঁধার করা পর্দা (Drapery) এবং হালকা পাতলা প্রায় স্বচ্ছ পর্দা (Sheer Curtain) যা আবরু রক্ষা করলেও ঘরে আলো ঢোকায় কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এই দুই জাতের পর্দার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও যেমন ভিন্ন ভিন্ন — এদের জন্য প্রয়োজনও হয় ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাপড়।

● ওস্তাদের মার শেষরাতে

কনে বৌয়ের সাজের শেষ কথা — ঘোমটা আর আঁচল। এ দুটিকে মান-মনোহর করে তুলতে শাড়ির জগতে হাজার আয়োজন। ঘরের বেলায় তার ঘোমটা আর আঁচল হল পর্দা আর আসবাবের আপহোলস্ট্রি। সাজে বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব, নতুনত্ব আনতে তাই, শাড়ির মতই মাঝে মাঝে পাল্টাতে হয় পর্দা বা আপহোলস্ট্রি। অন্ততঃ বছর পাঁচেক বাদে বাদে। যাঁদের পকেটে রেস্ত একটু বেশী তাঁরা দু সেট পর্দা, টেবিল ক্লথ, বেড কভার, পিলোকেস, সোফার লুজ-কভার এক সাথে তৈরী করে নিতে পারেন। পাল্টাপাল্টি করে ব্যবহার করলে শুধু যে বৈচিত্র্য সাধন হবে তাই নয়, সাজগুলো কাচাকাচি করার সময় আসবাবগুলো আঢাকা অবস্থায় থাকবে না, ঘেরাটোপগুলোর আয়ুও হবে দীর্ঘায়ত।

পর্দা আপহোলস্ট্রি দু বা তিন সেট এক সঙ্গে তৈরী করাতে হলে একটু সস্তার কাপড় নির্বাচন করাই উচিত। তাতে মোট খরচটা আয়ত্তের মধ্যে থাকবে। পর্দা-আপহোলস্ট্রির কাপড় কেনার সময় ওয়াল পেপার ও কার্পেটের কিছু সুতো স্যাম্পল্ হিসেবে সঙ্গে রাখবেন। দেয়াল যদি রং করা হয়, রংয়ের শেড কার্ডটিও সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। ঘেরাটোপের কাপড়ের রং, অনুকৃতি, গাত্ররূপ নির্বাচনে এই স্যাম্পল্‌গুলি খুব কাজে দেবে। আপনার নির্বাচন হবে চমৎকারভাবে মানানসই। দোকানে পর্দা ও আপহোলস্ট্রির কাপড় আলাদা কাউন্টারে পাওয়া যায়। এখান থেকে নির্বাচন করা সহজ। তবে অন্যান্য কাউন্টারেও উপযুক্ত কাপড় খুঁজে দেখতে বাধা নেই। অনেক সময় দেখা যায় টেবিল ক্লথ বা সুজনী কেটে তৈরী পর্দা বা সুতী, সিল্ক বা উলের পোষাকী কাপড় (dress material) ও প্রিন্ট দিয়ে তৈরী আপহোলস্ট্রি অভিনবত্ব ও চমকের সৃষ্টি করে। তবে যাই কিনুন, দামের দিকে নজর রাখতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন সস্তা দামেও অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় পাওয়া যায় যা পর্দা বা আপহোলস্ট্রি হিসেবে চমৎকার মানায়।

● স্বাবলম্বন!

পর্দা তৈরী করার ব্যাপারটি খুব সরল। দরজির হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেই ঘরে তৈরী করে নিতে পারেন। তাতে অনেকটা পয়সা বাঁচবে। কয়েকটা নিয়ম মেনে তৈরী করলে বাড়িতে তৈরী পর্দা দরজির হাতে তৈরী পর্দা থেকে কোনক্রমে খারাপ হবে না। নিয়মগুলি হচ্ছে :

(১) প্রায় সব কাপড়ই বার বার ব্যবহার ও ধোলাইয়ের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এটি মনে রেখে পর্দাটি তৈরী করার সময় জানালা বা দরজার মাপের তুলনায় লম্বা (ঝুল) ও চওড়ায় (ওসার) দেড়-দু ইঞ্চি বড় করে করা উচিত। এছাড়া তৈরী করার আগে একবার জলকাচা করে নেবেন। পর্দা বা আপহোলস্ট্রির নাম করা নির্মাতারা সাধারণতঃ আধগজ মত কাপড় জোড়ের পিছনে এবং ধারের মুড়ে দেওয়া পটি (Seam) এর মধ্যে বাড়তি রেখে দেন যা দিয়ে ঘেরাটোপগুলোর মাপ ভবিষ্যতে ইচ্ছেমত বাড়িয়ে নেওয়া চলে।

(২) পর্দার কাপড়ের পরিমাণ যত বেশী হয়, পুরো টানা অবস্থাতেও তত বেশী ঢেউ (Fold) খেলানো চেহারায় পর্দা সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। সাধারণ নিয়মে পর্দার ন্যূনতম চওড়া দরজা জানালা বা দেয়ালের চওড়ার দু গুণ হওয়া উচিত। আড়াইগুণ হলে আরো ভাল হয়। মনে রাখবেন দামী কাপড়ের ঢেউ (Fold) হীন টানটান পর্দার তুলনায় সস্তার কাপড়ের গোছাগোছা ঢেউযুক্ত পর্দা দেখতে অনেক সুশ্রী, মনোজ্ঞ।

(৩) কাপড় ভারী বা ওজনদার হলে পর্দা নিজের ওজনেই টানটান হয়ে ঝুলে থাকে। তবে মুস্কিল সস্তার কাপড় প্রায়শই ভারী হয় না। এক্ষেত্রে বাইরের বা ফ্যানের হওয়ায় পর্দা উড়তে থাকে অভব্য ভাবে। পর্দার কাপড়ের পিছনে কমদামী লাইনিংয়ের কাপড় সেলাই করে দিলে এ সমস্যাটা অনেকাংশে মিটে যায়। তবে পকেটে লাইনিংয়ের কাপড় খরিদ করার মত মূলধন না থাকলে মধ্যবিত্তরা আর একভাবে সমস্যা মেটাতে পারেন। তা হল পর্দার তলায় মোড়া অংশের ভিতর কাঁচের বা সীসের গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে পর্দার তলাটা ওজনদার করে তোলা। কাঁচের গুলি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন ছোটদের খেলার মার্বেল। সীসের গুলি হিসেবে ব্যবহার করা যায় পুরানো বাতিল বল বিয়ারিং। বল বিয়ারিং একটু বড় মাপের হওয়া দরকার।

(৪) আগের নিয়মে যে লাইনিংয়ের কথা বলা হয়েছে তা আবশ্যিক নয়, বিশেষতঃ ভারী খাপী পর্দার কাপড়ের সঙ্গে। তাবে দিতে পারলে পর্দা রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায় বেশ খানিকটা। এক কথায় লাইনিং পর্দার আয়ু ডবল করে তোলে। যেহেতু লাইনিংয়ের কাপড়ের দাম পর্দার কাপড়ের অর্ধেকের চেয়েও কম হয়, সেইহেতু লাইনিংয়ে বিনিয়োগ করার মত পয়সা হাতে থাকলে পর্দায় লাইনিং দিয়ে নেওয়া উচিত। তাতে আখেরটা লাভজনক হয়ে ওঠে। পর্দা যত মোটা ভারীই হোক না কেন, তার পাশ বা ধারগুলি মুড়ে নিতে ভুলবেন না। ধার মুড়লে বা সুতো পেঁচিয়ে ট্রিম করে নিলে পর্দার জীবন অনেক বেড়ে যায়।

● পর্দার আড়ালে

পর্দা ঝোলানোর জন্যে কিছু রড, রিং, অ্যালুমিনিয়াম চ্যানেল, হ্যাঙ্গার, ট্র্যাক, গাইড রেল, কর্ড ইত্যাদি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। (৮.০৬ ও ৮.০৭) নং নকশায় এই সব সরঞ্জাম ও তা কিভাবে পর্দার প্লিট বা কুঁচি দিয়ে আড়াল করা হয় তা দেখানো হয়েছে। এই সব সরঞ্জাম পর্দার আড়ালে রাখাটা নান্দনিক দিক দিয়ে রুচি সম্মত। যদি ঘরোয়া ভাবে তৈরী পর্দায় এইভাবে কুঁচি দিয়ে টাঙ্গানোর সরঞ্জাম লুকানো না যায় তা হলে পেলমেট বা কাপড়ের ভ্যালেন্স (Valance) দিয়ে সেগুলি ঢেকে রাখা যেতে পারে। পর্দা প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে এই প্রসঙ্গে মনে রাখবার মত শেষ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।
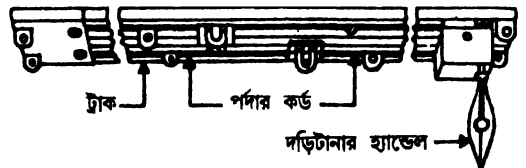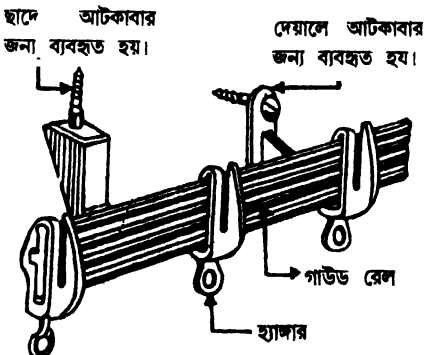
◁ ৮·০৬ নকশা—পর্দা ঝোলানোর সরঞ্জাম।
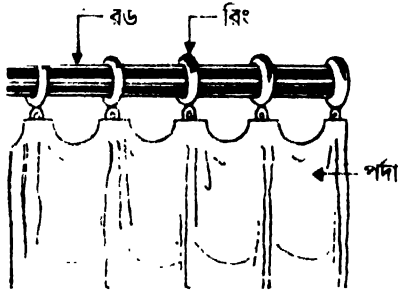
৮.০৬ নকশা—পর্দা ঝোলানোর সরঞ্জাম।

(ক) আমাদের সূর্যিহাসা দেশে জানালায় ভারী ভারী পর্দা চাপিয়ে আলো বাতাস বন্ধ করাটা বোকামী। অন্ধ বিলেতী অনুকরণ মাত্র। এই রীতিটা আমাদের সমাজে ক্রমেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। জানালায় আবরু রক্ষাকারী হালকা পর্দা (sheer curtain) লাগিয়ে ভারী পর্দা (drapery) কে মূলত কাজে লাগানো হচ্ছে নিরাভরণ দেয়াল বা বেয়াড়া অব্যবহৃত দরজাকে আড়াল করতে। দেয়ালঢাকা পর্দা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ঘরের সৌন্দর্য বাড়ানো। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধরনের পর্দার খাড়া ঢেউ (Fold) গুলো নীচু ঘরের উচ্চতা দৃশ্যতঃ বাড়াতে সাহায্য করে। দেয়াল ঢাকা পর্দা টাঙাতে হলে তা কিন্তু ছাদ থেকে টাঙানো দরকার।
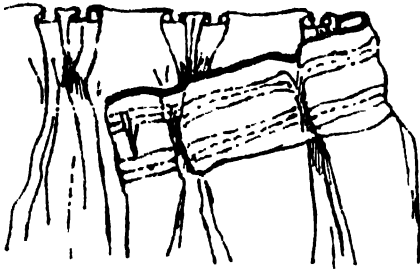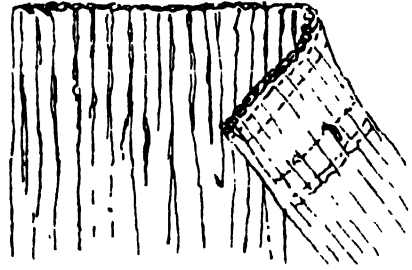
চিমটি প্লিট (PINCH PLEATS) পেনসিল প্লিট (PENCIL PLEATS)

৮.০৭ নকশা—পর্দার কুঁচি দেওয়ার রকমভেদ।

(খ) দেয়াল রং করা হলে মানানসই রংয়ের পর্দায় (এবং আপহোলস্ট্রিতে) অল্প বিস্তর ফুল-লতাপাতা আঁকা থাকলে ভালই লাগে। তবে দেয়ালে যদি ওই ধরনের নকশা করা ওয়াল-পেপার সাঁটা থাকে তা হলে নকশা বিহীন এক রঙা পর্দাই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। খুব নকশাদার কার্পেট ব্যবহার করলেও পর্দা হওয়া দরকার নকশা বিহীন।

(গ) সারা ঘর জুড়ে শুধু ভারী পর্দা একঘেয়ে লাগে। এই সঙ্গে জানালা (এবং দরজাতেও) লেসের বা অর্গাণ্ডির হালকা পর্দা (সাদা বা মানানসই হাল্কা রঙের) ব্যবহার করলে এই একঘেয়েমি সহজেই কেটে যায়। পর্দার রং এমন হওয়া দরকার যাতে ময়লা সহজে চোখে না পড়ে।
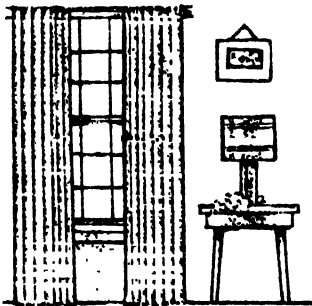
৮.০৮ নকশা—পর্দাটাঙানোর স্টাইল।
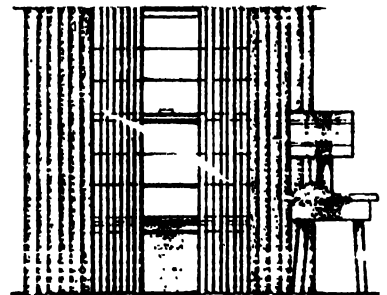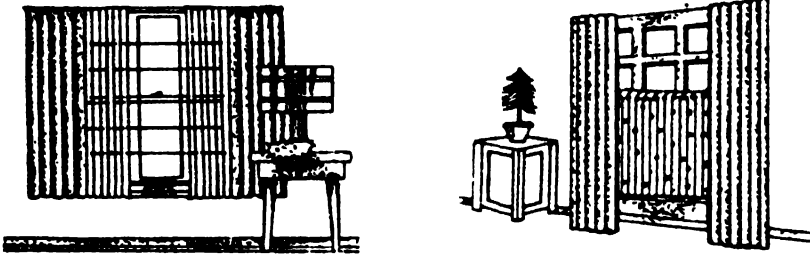
৮·০৮ নকশা—পর্দাটাঙানোব আবো এক স্টাইল।
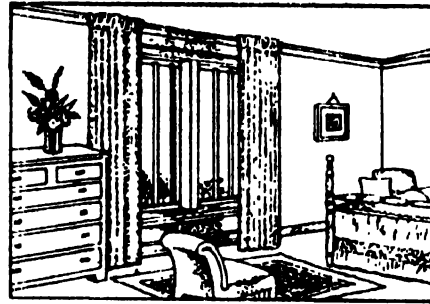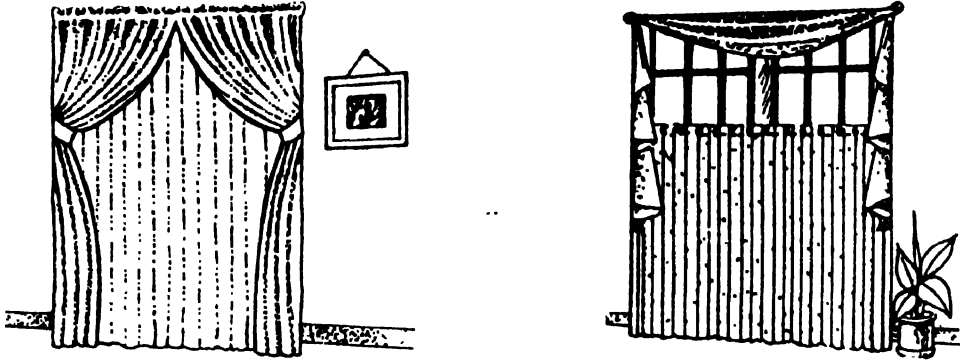
৮·০৯ নকশা—পর্দা টাঙানোব স্টাইল।
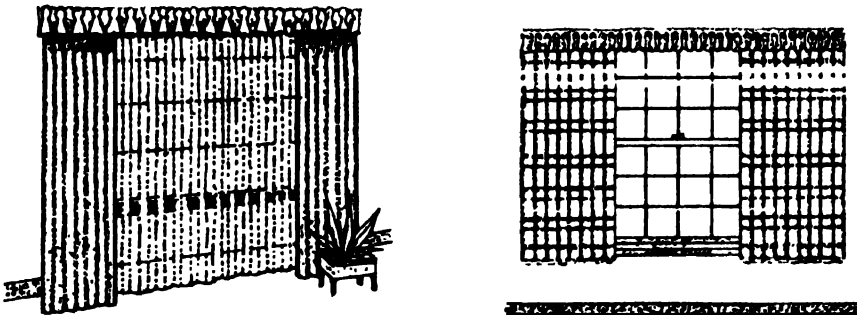
৮·১০ নকশা—পর্দা টাঙানোর স্টাইল।

(ঘ) ঘরে পর্দা টাঙানোর বহু রকমের সনাতনী ও আধুনিক স্টাইল হতে পারে। এর মধ্যে মধ্যবিত্তের উপযোগী চলতি আট নয় রকম স্টাইল দেখানো হয়েছে (৮ ০৮, ৮ ০৯ এবং ৮ ১০)নকশায়। এর মধ্যে রয়েছে জানালার মাথা থেকে জানালার সিল এবং মেঝে অবধি ঝোলানো রকমারী ঢং, নীচু ছাদ থেকে মেঝে অবধি ঝোলানো কায়দা, দু পাশে গোছা করে বাঁধা সাবেকী ফ্যাসানের রকমফের, বিভিন্ন ধরনের ভ্যালেন্স, ভারী ও হালকা পর্দার রকমারী কম্পোজিশান, বেঁটে একাধিক পল্লতে ঝোলানো কাফে কার্টেন। এই অ্যালবাম থেকে ঘরের সঙ্গে মানানসই ঢংটি বেছে নিয়ে সেই পদ্ধতিতে পর্দা টাঙালে তার সৌন্দর্য আরো বেশী করে ফুটে উঠবে। লোকে আপনার ঘর সাজানোর তারিফ করবে।

● ছিট কাপড়ের ছিটিয়ালী

পর্দা পর্ব শেষ করে এবার ধরা যাক ঘরের অন্যান্য তন্তুজ সাজসজ্জাকে। যথা আপহোল্‌স্ট্রি, বিছানার চাদর, সুজনী, বালিশের ঢাকনা ও টেবিল ক্লথ।

এর আগে বলেছি ঘরের দেয়াল যদি রং করা হয় তা হলে পর্দার কাপড়ে ফুল বা লতা পাতার প্রিন্ট চলতে পারে। আবার দেয়ালে ফুল-পাতার নকশাওয়ালা ওয়াল পেপার সাঁটার মতলব থাকলে পর্দা হওয়া উচিত নকশা বর্জিত এক রংয়ের বা নামমাত্র নকশা যুক্ত। অর্থাৎ দেয়ালের এবং পর্দার অলঙ্করণ যেন কোন সময়ই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে বা সারা ঘর জুড়ে জবড়জং অলঙ্কার একঘেয়েমির সৃষ্টি না করে। ঠিক তেমনি আসবাবের বেলায়, খাট,-পালঙ্ক, সোফা-কৌচ যদি সাবেকী ঢংয়ের নানারকম কাঠ খোদাইয়ের কাজ ও মোটিফ যুক্ত হয় তা হলে আপহোল্‌স্ট্রি সাদামাটা এক রঙা বা বড়জোর প্লেন স্ট্রাইপ কিম্বা চেক যুক্ত হওয়া উচিত। ঘরে খুব নকশাদার কার্পেট থাকলেও আপহোল্‌স্ট্রি অপেক্ষাকৃত নিরাভরণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নকশা বিহীন কার্পেট এবং বাহুল্যবর্জিত আধুনিক ঢংয়ের আসবাব হলে আপনার রুচিমাফিক বড় বড় ফুলপাতার প্রিন্টওয়ালা বর্ণ বৈচিত্র্যময় কাপড় ব্যবহার করতে পারেন। ৮ ০৯ নং নকশার প্রথম ছবিতে সাবেকী ডিজাইনের খাট ও সোফায় প্লেন কাপড়ের ঘেরাটোপ এবং ৮ ১০ নং নকশার ছবিতে আধুনিক ঢংয়ের ডিভানে আধুনিক আপহোলস্ট্রি দেখানো হয়েছে। ঘরে যতগুলি আসবাব রয়েছে আপহোল্‌স্ট্রি ও কভার (বেড কভার, টেবিলক্লথ, পিলোকেস) সবগুলির একই রংযের এবং একই নকশার কাপড়ে বানানো উচিত। দু-তিন রকম রং বা নকশাওয়ালা কাপড় ব্যবহার করলে গৃহসজ্জার একতা (Unity) বা সঙ্গতি (Harmony) নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য যদি আপনি আপনার গৃহসজ্জায় কোন একটি বিশেষ আসবাবে আকর্ষক কেন্দ্র (Centre of Interest) হিসেবে গুরুত্ব আরোপ (Emphasis) করতে চান তা হলে ওই বিশেষ আসবাবটিতে কোন পূরক (Complementary) রং বা বিপরীতধর্মী (Contrusting) অনুকৃতি (Pattern) যুক্ত আপহোলস্ট্রি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই বৈচিত্র্য সাধনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি আসবাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা দরকার। পর্দা, কার্পেট, আপহোল্‌স্ট্রি, কভার ইত্যাদির মধ্যে উপযুক্ত সঙ্গতি বা বিপরীতধর্মীতা সঠিক পরিমাণে বজায় রাখার জন্যে এগুলি একসঙ্গে কেনাই যুক্তিযুক্ত।

● সস্তায় কিস্তিমাৎ

এক সঙ্গে কেনার প্রধানতম অন্তরায় মধ্যবিত্তের সীমিত বাজেট। ইংরেজ আমলের সাবেকী প্রথায় পর্দা বা আপহোলস্ট্রির কাপড় বলতে বোঝাত দামী দামী ব্রোকেড, সাটিন, দামাস্ক, গ্যাবারডিন বা নরম জাতের পশু চামড়া (শেষোক্তটি ব্যবহৃত হত কেবল আপহোলস্ট্রির ক্ষেত্রে)। এগুলির প্রায় সব কটিই দামের দিক দিয়ে মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমাধান হচ্ছে খাদি বা হ্যান্ডলুমের প্রিন্ট ব্যবহার করা। সুতির এই প্রিন্টগুলি খুব টেকসই, দামে সস্তা এবং বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারী খাদি বোর্ডের কল্যাণে নানান আধুনিক নয়নাভিরাম রং-ও অনুকৃতিতে পাওয়া যায়। সুতির এই প্রিন্টের বিলিতী সংস্করণের নাম সিন্টজ (chintz)। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও বিলিতী অভিজাত সমাজের ঘর সাজানোয় সিন্টজ ছিল নেহাৎই অপাংক্তেয়। বাড়ির নেহাৎ অপ্রধান ঘর যেমন তৃতীয় বা চতুর্থ বেডরুম, লবী, প্যানট্রি, বাচ্চাদের পড়ার ঘরে কিছু সাশ্রয় করতে হলে সাহেবরা সিন্টজ্এর কথা ভাবতেন। না হলে বসার ঘর, খাবার ঘর, মালিকের শোবার ঘর ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঘরে সিন্ট্জের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

● এলসির এলেম

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই রকম এক অভিজাত ধনী বিলেতী পরিবারে উদিত হলেন ম্যাডাম এল্‌সি দ্য উল্‌ফে (Elsie de Wolfe)। এই সুন্দরী প্রতিভাবতী মহিলা ছিলেন একজন শক্তিশালিনী আবেদনময়ী অভিনেত্রী। প্রকৃতপক্ষে অভিজাত সমাজে জন্মানো প্রথম ইংরেজ অভিনেত্রী তিনি। তখনকার দিনে ইংল্যান্ডে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতেন যে সব মহিলা তাঁদের কুলমর্যাদা একেবারেই ছিল না। ফলে এল্‌সির রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে সেদিন এক মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এলসির জীবন কথা নিয়ে জেন. এস স্মিথ এক অপূর্ব বই লিখেছিলেন। সেটি পড়ে আমরা জানতে পারি যে ম্যাডাম উল্‌ফে কেবলমাত্র প্রথম অভিজাত অভিনেত্রী ছিলেন, তাই নয়। তিনি আরও নানা বিষয়েই ছিলেন ইংল্যান্ড বা ইয়োরোপের 'প্রথমতমা'।

তাঁর প্রতিভার একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল ঘর সাজানো। সত্যি বলতে কি ইংল্যান্ডে আধুনিক গৃহসজ্জার তিনিই প্রবর্তক। তাঁর আগে পর্যন্ত অভিজাত মহলের ঘরগুলি বিরাট বিরাট চিত্র-বিচিত্র পর্দার অন্ধকার ঘেরাটোপের আড়ালে গাদা গাদা ভিক্টোরিয় আসবাবের গুদামবিশেষ ছিল। এই সব ভিক্টোরিয় আসবাব ছিল অতি অলঙ্করণের ভারে ভারাক্রান্ত, জবরজং ডিজাইনের। আরামপ্রদও ছিল না এগুলি। কারুকার্যে খোঁচা লাগার ভয়ে মানুষ এগুলি ব্যবহার করত সন্তর্পণে, আড়ষ্টভাবে।

● হ্যান্ডলুমের ম্যাজিক

এল্‌সি ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে আনলেন এক বিপ্লব। নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার বলিষ্ঠ প্রকাশস্বরূপ ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন গাঢ় রংয়ের ভারী ভারী পর্দা। ঘরগুলি ঝকমকিয়ে হেসে উঠল আলো বাতাস রোদ পেয়ে। দেয়াল থেকে নামিয়ে দিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোনালী ফ্রেমে আটকানো একমানুষ-দেড়মানুষ উঁচু সাবেকী অয়েল পেন্টিংগুলি। এই সব একঘেয়ে পোট্রেটের ফ্রেমের প্যাঁচালো অলঙ্করণগুলি পরিষ্কার রাখাটাই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। বদলে দেয়ালগুলি রাঙিয়ে দিলেন হালকা প্যাস্টেল রংয়ে। জবরজং মোটিফগুলি বিদায় নিল ভারী ভারী আসবাবের গা থেকে। বদলে দেখা দিল ছিমছাম নকশা সমেত হালকা আরামপ্রদ আসবাব। আব সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল আপহোলস্ট্রির। কুটকুটে ব্রোকেড, চকচকে সাটিন এবং খসখসে চামড়ার বদলে প্রধান প্রধান ঘরের আপহোলস্ট্রি এবং কভারে ব্যবহৃত হল নরম সুতির উজ্জ্বল প্রিন্ট-সিন্টজ। ইংরেজ লর্ডেরা প্রথম প্রথম ক্ষেপে উঠলেন এই ধরনের সাজসজ্জার গুরুচণ্ডালী দোষে। কিন্তু ক্রমে লোকে উপলব্ধি করল এই নবধারার ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানের সুবিধাগুলি। ইংল্যান্ডেব সীমা ছাড়িয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল গৃহসজ্জার আধুনিক-ধারা যার — প্রবর্তক ম্যাডাম এল্‌সি দ্য উল্‌ফে।

এই সিন্টজের ভারতীয় সংস্করণ হল খাদি প্রিন্ট। এদেশেও রাজ আমল থেকে চলে আসছিল পর্দা ও আপহোলস্ট্রিতে ভেলভেট-ব্রোকেড-সাটিনের ব্যবহার। আজও কোন বিয়ে বাড়িতে গেলে হামেশাই দেখতে পাবেন নহবৎখানায় চকচকে সাটিনের পর্দা, ববাসনে ভেলভেটের গালচে, ব্রোকেডে মোড়া তাকিয়া। আমাদের বেশীর ভাগ ডেকরেটার কোম্পানী এখনও সাবেকী মোহ ছেড়ে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে নি। বরাসন এখনও তাদের কল্পনায় যাত্রাদলের রাজসিংহাসন যাতে নকল জরির জমকালো পোশাক পরে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন নকল রাজা।

তবে অন্যদিকে হ্যাণ্ডলুম প্রিন্ট নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বেশ কিছু আধুনিক ভারতীয় ডিজাইনার। এই বইয়ে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ফেব্রিক ডিজাইনার শ্রীমতি লিম প্রসাদের করা সুতি প্রিন্টের রঙিন ছবি দেওয়া হল। তা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন আধুনিক সুতি প্রিন্টগুলি বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। নকশার দিক দিয়ে তো বটেই, মজবুতী, পাকা রং এবং দামের দিক দিয়েও এগুলি খুব আকর্ষণীয়। আবহাওয়ার দিক দিয়েও এগুলি ভারতের গরম পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়, সুতি হ্যাণ্ডলুমের নরম ঠাণ্ডা স্পর্শ খুবই সুখকর। আপনি আপনার পর্দা-গদী-কুশনের ঢাকনার জন্য খুশী মত সুতি প্রিন্ট ব্যবহার করতে পারেন। মানানসই প্রিন্ট বাছতে পারলে নিশ্চয়ই তারিফ পাবেন পাঁচজনের।

কেবল সিন্টজে যদি আপনার মন না ভরে, হাতের কাছে আরো কয়েকটি সস্তা তন্তুজ সম্ভার পাবেন যা সুতি প্রিন্টের মত টেকসই না হলেও রূপ বৈচিত্র্যে চমৎকার। এগুলি হচ্ছে, র'সিল্ক এবং মিহি করে বোনা পাটের চট। র'সিল্ক (Raw Silk) এর নিজস্ব বং এবং গাত্ররূপ খুবই উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয়। চটের রংয়ের নিজস্ব কোন বাহার নেই। তবে ইচ্ছে মত রং দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যেখানে নকশাদার কার্পেট বা ওয়াল পেপারের জন্য পর্দা বা আপহোলস্ট্রিতে ডিজাইন সমৃদ্ধ প্রিন্ট ব্যবহার সম্ভব নয় অথচ মনোমত প্লেন হ্যান্ডলুম পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে পর্দা বা কভারে র'সিল্ক বা রঙিন মিহি চট ব্যবহার করে চমৎকার আধুনিকতা আনতে পারেন কম বাজেটের মধ্যেই। স্লিপ কভারে এগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। তবে ফিকস্‌ড আপহোলস্ট্রি— অর্থাৎ যা আসবাবের গদির সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে আটকানো, খোলা যায় না তার সাথে ব্যবহার করতে হলে, বিশেষত র'সিল্ক, একটু ভেবে চিন্তে করবেন। র'সিল্ক সহজেই ময়লা হয়ে যায় এবং একটু কম টেকসই। নিয়মিত ঘষাঘষি হলে অল্পদিনেই ফেঁসে যেতে পারে।

● ওড়না বিলাস

আমাদের ট্রপিকাল আবহাওয়ায় ধুলোর অত্যাচার কম-বেশী সব জায়গাতেই আছে। ফলে পর্দাই বলুন, কুশনই বলুন, গদিই বলুন বা টেবিল বিছানা বালিশের ঢাকাই বলুন, ইয়োরোপের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যায়। এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই আমাদের দেশে ওয়াড় বা স্লিপ কভারের এত বেশী জনপ্রিয়তা। এগুলি খুশীমত খুলে ঘরে কেচে পরিষ্কার করে আবার নিজেই পরিয়ে নেওয়া যায়। পরিষ্কার করার পদ্ধতির মধ্যে কোন ব্যয়বহুল ড্রাই ওয়াশিং নেই। নেই আসবাব ঘাড়ে করে ক্লীনারের দোকানে ধাওয়া করার ঝক্কি। স্লিপ কভারের আরো কতকগুলি সুবিধে আছে। যেমনঃ

(১) পুরানো ভাঙ্গা ফাটা কদাকার আসবাবের কুশ্রীতা এই ধরনের ঝকমকে ওয়াড়ে চমৎকারভাবে ঢাকা যায় একটু বুদ্ধি খরচ করলেই।

(২) ঘরের কালার স্কীম বা রংয়ের পরিকল্পকে ইচ্ছেমত অদল বদল করা যায় দু তিন সেট স্লিপ কভার হাতের কাছে তৈরী রাখলে।
(৩) কম টেঁকসই অথচ বিচিত্ররূপী কাপড়, যেমন তোয়ালে, র'সিল্ক, রোঁয়া ওঠা উল, নকশী কাঁথা, তুষ, তুলোর কম্বল, মিহি চট ইত্যাদিও ব্যবহার করা চলে নিশ্চিন্তে। কারণ ছিড়ে ফেটে গেলে অনায়াসেই বাতিল করা যায় স্লিপ কভার।
তবে স্লিপ কভার তৈরী করার সময় দুটি বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
এক, স্লিপ কভারের কাপড় ঘরের রং-পরিকল্পের সঙ্গে মানান সই হওয়া চাই। না হলে স্লিপ কভার পরানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাধের স্কীমের বারোটা বেজে যাবে।
দুই, স্লিপ কভার তৈরী করাবেন অভিজ্ঞ দর্জিকে দিয়ে। অনভিজ্ঞ দর্জি বা নিজেরা ঘরে তৈরী করলে স্লিপ কভারগুলি যথাযথ ফিটিং না হতেও পারে। বেখাপ্পা ফিটিং স্লিপ কভার অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং যে কোন অতি উমদা পরিকল্পকে নস্যাৎ করে দিতে পারে এক লহমায়।

● শ্রীঅঙ্গের নামাবলী

স্লিপ কভার ও ওয়াড়ের পাশাপাশি মনে পড়ে সুজনী বা বেড কভারের কথা। বেড কভার দোকান থেকে আসে রেডিমেড অবস্থায়। দরজি ডেকে নতুন করে কাটা-সেলাইয়ের প্রশ্ন খুব একটা আসে না। তবে কেনার সময় কয়েকটা বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে যাতে ঘর সাজানোর সামগ্রিক পরিকল্পের সাথে সুজনীর রং, অনুকৃতি এবং গাত্ররূপ পুরোপুরি মানান সই হয়। স্টাডির ডিভান বা অবিবাহিতের শোবার ঘরে ব্যবহারকারী পুরুষ না নারী সেই হিসেবে বিছানার বালিশের খোল বা চাদরের রং ইত্যাদি পুরুষালী বা নারীসুলভ করে নির্বাচন করা শক্ত নয়। কিন্তু ডবল বেডের শোবার ঘরে যা সাধারণতঃ থাকে একজোড়া নরনারী বা দম্পতির একতিয়ারে তার রং, অনুকৃতি এবং গাত্ররূপ নির্বাচনে সুচিন্তিত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

এগুলি খুব বেশী পুরুষালী বা মেয়েলী হলে চলবে না। এমন কতকগুলি নিউট্রাল রং, বলিষ্ঠ অথচ নমনীয় অনুকৃতি ও পুরুষালী ও মেয়েলী গাত্ররূপের মিশ্রণ হওয়া প্রয়োজন যাতে ঘরটি দেখে বোঝা যায় এটি একটি পুরুষের গুহাও বটে আবার একটি মেয়েরও নীড়।

বাজারে রেডিমেড সস্তা যে সব বেড কভার পাওয়া যায় তা মাপে ৭৮ ইঞ্চি থেকে ৮৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ৭২ ইঞ্চি থেকে ৭৮ ইঞ্চি চওড়া। এ ধরনের বেড কভারে মাথার দিকে বালিশ ঢাকা পড়ে না, পাশ থেকেও তোষক বেরিয়ে যায়। বেডকভার কেনার আগে খাট মেপে নেবেন। সুজনীর মাপ এমন হওয়া দরকার যাতে মাথা বাদে বাকি তিন দিক দিয়েই তা মাটি অবধি ঝুলে থাকে। সাধারণতঃ এর জন্য ১০২ ইঞ্চি × ১০৮ ইঞ্চি মাপের বেডকভার দরকার হয়। এই মাপের সুজনী দোকানে না পেলে, বেড কভারের তিনদিকে মানানসই কাপড়ের এক দেড় ফুট চওড়া ঝালর সেলাই করে নেওয়া সম্ভব।

সুজনীর কাপড় যত টেঁকসই ও গাঢ় রংয়ের হয় ততই ভাল। কারণ এটি যে কোন আসবাবের ঢাকনার থেকে বেশী ব্যবহার করা হয়। ফলে ময়লাও হয় খুব তাড়াতাড়ি। সুজনীর কাপড় একটু খাপী হওয়া উচিত যাতে চট করে কুঁচকে না যায়। নরম হওয়াও দরকার। যাতে শয়নকারীর কাছে সেটি আরামপ্রদ হয়।

● রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম

তন্তুজ সম্ভারের নির্বাচন ও কাটাছাঁটার ব্যাপারে অনেক কিছু বললাম। এগুলি ব্যবহারের সাথে সাথে মলিন হয়ে ওঠে এবং তা যথাযথ পরিষ্কার করে না দিলে, এই মালিন্য ঘরের সৌন্দর্য হানি করে। যদিও তন্তুজ সম্ভারের দাগ ওঠানো বা কেচে পরিষ্কার করা ঘর সাজানোর অন্তর্গত নয় তবু এ সম্বন্ধে একটু আধটু আলোচনা করা এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আপনার সাজানো ঘরের ঔজ্জ্বল্য যাতে বহুদিন অবধি বজায় থাকে, সেই কারণেই এই সব তন্তুজ সম্ভারের তদারকী সম্পর্কে কিছু কিছু সঠিক জ্ঞান আপনার থাকা দরকার।

এই তদারকীর দুটি অংশ। প্রথমতঃ কার্পেট-আপহোলস্ট্রি-পর্দা-টেবিল ক্লথ-সুজনী ও পিলোকেসে তেল-হলুদ-চা-কফি-নেলপালিশ ইত্যাদি নানা দাগ হতে পারে। বেশীর ভাগ দাগই সাবানজল দিয়ে মুছলেই উঠে যায়। তবে কিছু কিছু দাগ আছে যাতে কয়েকটি কেমিক্যালের প্রয়োজন হয়। যেমনঃ

(১) কার্পেট শ্যাম্পু (কার্পেটের দোকানে পাবেন)
(২) স্টেন রিমুভার (অভাবে নেলপলিশ রিমুভার)
(৩) সাদা ভিনিগার এবং গ্লিসারিন
(৪) মিথিলেটেড স্পিরিট এবং পেট্রল ও অ্যালকোহল
(৫) অ্যামোনিয়া সলিউশান

এই সব রাসায়নিক ব্যবহারের আগে জল মিশিয়ে দিয়ে এগুলির শক্তি কমিয়ে নেওয়া উচিত। কড়া সলিউশান দিয়ে একবারে দাগ তুলে দেওয়ার চেষ্টা না করে জল মেশানো মৃদু (weak) সলিউশান দিয়ে বার বার ধুয়ে দাগ ক্রমে হালকা থেকে হালকাতর করে তোলাই বাঞ্ছনীয়। তাতে সময় ও পরিশ্রম এর খানিকটা বাড়তি প্রয়োজন হলেও তন্তু এবং তার রংয়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কড়া কেমিক্যাল তন্তুর গঠন, শক্তি ও নমনীয়তাকে নষ্ট করে দিতে পারে এবং তার রং জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে বিবর্ণ করে তুলতে পারে খুব সহজেই। সলিউশানে জল মেশানো ছাড়াও দাগ তোলার আগে আর একটি কাজ করবেন। যে কাপড়ে সলিউশানটি ব্যবহার করবেন তার এমন একটি কোণ বেছে নিন যা চট করে নজরে পড়ে না বা আসবাবের আড়ালে ঢাকা থাকে। এই কোণটিতে একটু সলিউশান লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখে নিন তা কাপড়ে কোন ক্ষতিকর পরিবর্তন আনছে কিনা। সলিউশান লাগিয়ে যদি দেখেন কাপড়টি পুড়ে গেছে, শক্ত খড়খড়ে হয়ে উঠেছে বা বিবর্ণ হয়ে গেছে তা হলে আর না এগিয়ে এ ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞের সন্ধান বড় কার্পেট বা ফার্নিশিং বিক্রেতার কাছে সহজেহ পেয়ে যাবেন। দাগ ওঠানোর পর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বিভিন্ন জাতের কাপড় কাচবার পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। ১৮ নং ও ১৯ নং সারণীতে দেওয়া হল যথাক্রমে সাবানজলে ওঠে না এমন দাগ তোলার পদ্ধতি এবং বিভিন্ন জাতের তন্তুজ সম্ভার কেচে পরিষ্কার করার পদ্ধতি।

● ধোপার ট্রেড সিক্রেট!

১৮ নং সারণী ঃ দাগ ওঠানোর নানা পদ্ধতি

দাগের বিবরণ	দাগ ওঠানোর পদ্ধতি
হলুদ, নানান শস, চকোলেট, বাটার, আইসক্রীম বা দুধের দাগ এবং ওষুধ, কাদা ও স্যাতার দাগ	জলে কার্পেট স্যাম্পু মিশিয়ে তা অল্প অল্প ছড়িয়ে দিন দাগের ওপর। আঙুল বা নরম ব্রাস দিয়ে হালকা ভাবে ঘষলে আস্তে আস্তে দাগ উঠে যাবে। গভীর দাগ হলে ২/৩ বার ধুতে হতে পারে।
আলকাতরা, চুলের কলপ, তেল রংয়ের দাগ অথবা জুতোর পালিশ, ঝুলকালি, ক্রেয়ন।	দাগের ওপর একটু মাখন লাগিয়ে কয়েক ঘন্টা বাদে স্পিরিট বা পেট্রল দিয়ে ড্রাই ওয়াস করবেন। ড্রাই ওয়াস করার পদ্ধতি পরের পাতায় দেওয়া হল। দেখে নেবেন।
মদ, বিয়ার, মধু, কোল্ড ড্রিঙ্কস, চা, কফি, কোকো জাতীয় পানীয়ের দাগ।	যত তাডাতাড়ি সম্ভব তোয়ালে বা শুকনো স্পঞ্জ দিয়ে তুলে নিন চলকে পড়া তরল পদার্থ। তারপর শুকনো দাগে গ্লিসারিন মাখিয়ে ধুয়ে নিন কার্পেট স্যাম্পু দিয়ে।
রক্তের দাগ। বহুদিনের শুকনো কাদার ছাপ।	ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে শুকনো দাগ, ছাপ নরম করুন কয়েক ঘন্টা ধরে। তারের বুরুশ দিয়ে ঘষে ঠান্ডাজলে ধুয়ে ফেলুন। বাড়তি জল স্পঞ্জ চেপে শুকিয়ে নেবেন।
কালি, আলতার দাগ	অ্যামোনিয়া মাখিয়ে পাঁচ মিনিট বাদে ঠান্ডা জলে ধোবেন বারবার।
নেল পালিশের দাগ	নেলপালিশ রিমুভার দিয়ে দাগ তুলে চটপট ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন
গলা মোমের দাগ	যতটা পারেন ব্লেডে চেঁচে নিন। এবার ব্লটিং পেপার ঢাকা দিয়ে গরম ইস্ত্রি চালান।

● কোন্ ফুলে কার পুজো

এবার বিভিন্ন শ্রেণীর তন্তুজ সম্ভার কাচার পদ্ধতি জেনে নিন নিচের সারণী থেকেঃ

১৯ নং সারণী ঃ কাপড় ধোয়ার বিধি নিষেধ

কাপড়ের শ্রেণী	কিসে ধোবেন	কি করবেন	কি করবেন না
পাকা রংয়ের সুতি, রেয়ন, ডেনিম গাত্ররূপ বিহীন	হাত ডোবানো চলে এমন গরম জলে মৃদু ডিটারজেন্ট সহ	রঙিন ও সাদা কাপড় আলাদা ধোবেন। দাগ কাচার আগে তুলে নিতে হবে।	রেয়ন কাচার সময় কোনক্রমেই ফোটাবেন না। অন্য কাপড়ের সাথে ডেনিম ধোবেন না।
গাত্ররূপযুক্ত নাইলন পলিয়েস্টার এবং সিল্ক বা সুতির লেস	ঈষৎ গরমজলে মৃদু ডিটারজেন্ট সহ	রঙিন ও সাদা কাপড় আলাদা ধোবেন। দাগ কাচার আগে তুলে নিতে হবে। ছায়াতে শুকোবেন	নাইলন ঠাণ্ডা জলে কাচবেন। কোনটিই নিংড়োবেন না
রঙিন/সাদা উল বা ভেলভেট	ঈষৎ গরমজলে মৃদু ডিটারজেন্ট সহ	গরমজলে কেচে ঠাণ্ডাজলে ধুয়ে নেবেন। ছায়ায় শুকোবেন	কাপড় নিংড়োবেন না। সাবান বা কড়া ডিটারজেন্ট ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ
রঙিন/সাদা সিল্ক এবং র-সিল্ক	ঠাণ্ডা জলে অতি মৃদু ডিটারজেন্ট সহ	ছায়ায় শুকোবেন	কাপড় নিংড়োবেন না। সাবান বা কড়া ডিটারজেন্ট ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ
পাকা রংয়ের পাট জাত কাপড়	হাত ডোবানো চলে এমন গরম জলে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে।	না আছড়ে নরম বুরুষ ঘষে সাফ করবেন	কাপড় ফোটানো বা আছড়ানো নিষিদ্ধ
ব্রোকেড, ফেল্ট, চামড়া, ক্যানভাস সোয়েড	ড্রাই ক্লিনিং করবেন	চামড়া, ক্যানভাস মৃদু ডিটারজেন্ট মেশানো জলে মুছতে পারেন	জলে ভিজিয়ে কাচতে যাবেন না মোটেই।

তন্তুজ সম্ভার নিয়ে তো গাঁঠরি গাঁঠরি আলোচনা হল। একমাত্র কফনের কাপড় ছাড়া সব ঢাকা-ঢাকনার সম্বন্ধেই বক্তিমে হল কমবেশী। অর্থাৎ শ্রীমতী ঘরের পোশাক-আশাক ড্রেস কমপ্লিট। এবার বাকি অলঙ্করণ। কেউরে কঙ্কনে অপরূপা হয়ে ওঠা। দেখা যাক কি কি গয়না জমা আছে পরের অধ্যায়ের ভল্টে...

● কাকস্নান (ড্রাই ক্লিনিং)!

ড্রাই ক্লিনিং বা পেট্রল ওয়াশের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক জানকারী থাকা দরকার সব সৌখিন এবং পেশাদার ঘর-সাজিয়েরা সেটিই তুলে ধরা হল এখানেঃ

ক. কার্পেটে জমে থাকা ময়লা ছুরি বা চামচ দিয়ে চেঁচে নিন। পর্দা ইত্যাদির বেলাও করণীয় একই রকম।

খ. কার্পেট ছাড়া অন্যান্য কাপড়ের বেলা, সেটিকে উপুড করে যেখানে দাগটি আছে তার পিঠে একটি ন্যাকড়া পাট করে বিছিয়ে নিন।

গ. একটা তুলো পেট্রলে জব জবে করে ভিজিয়ে ন্যাকড়ার ওপর ঠেসে ঠেসে ধরুন বার বার যতক্ষণ না তুলোর পেট্রল পাট করা ন্যাকডা ভিজিয়ে উপুড করা কাপডে প্রবেশ করে অল্প মাত্রায়।

ঘ. প্রত্যেকবার পেট্রল প্রয়োগ করার পর তলার দিক দিয়ে অর্থাৎ উপুড় করা কাপড়ের দাগ লাগা দিক দিয়ে শুকনো তুলো বা ন্যাকড়া চেপে ধরে কাপড় ভেদ করে আসা পেট্রল ব্লট বা শুষে নিতে হবে। পেট্রলের সাথে সাথে দাগের ময়লা উঠে আসবে এবং ক্রমে দাগ মিলিয়ে যাবে।

ঙ. স্পিরিট দিয়ে ড্রাই ক্লিনিং করার পদ্ধতিও ওই একই।

চ. কার্পেটের বেলায়, বিশেষতঃ যেসব কার্পেটে রবারের ব্যাকিং আছে তাতে এই ভাবে পেছন দিক থেকে পেট্রল/ স্পিরিট ঢালা যাবে না। সে ক্ষেত্রে সামনে থেকেই দাগী অংশটুকু বার বার ভেজাতে হবে এবং প্রত্যেকবার ব্লট করে শুকিয়ে নিতে হবে।

ছ. এই ভাবে দাগ তুলে নেবার পর কাপড় বা পর্দার সামনে থেকে একটু একটু পেট্রল বা স্পিরিট লাগিয়ে আলতো করে ন্যাকডা দিয়ে ঘষে ময়লা পরিষ্কার করবেন। এক সঙ্গে এক বিঘৎ পরিমাণ জায়গার বেশী পেট্রল দিয়ে ভেজাবেন না। তাতে ঘষবার আগেই একাংশের পেট্রল শুকিয়ে যাবে এবং শুকনো জায়গায় ন্যাকড়া ঘষলেও তা আশানুরূপ পরিষ্কার হবে না। কম কম জায়গায় ধৈর্য ধরে একটু একটু করে পরিষ্কার করার মধ্যেই ড্রাই ক্লিনিংয়ের সাফল্য লুকিয়ে আছে।

জ. খাঁটি পেট্রল বা স্পিরিট দিয়ে ড্রাই ক্লিনিং না করে তাতে সমপরিমাণ অ্যালকোহল মিশিয়ে পাতলা করে নিলে কাপড়ের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। এতে অবশ্য একই জায়গা দুতিন বার ক্লিনিং করতে হতে পারে পুরোপুরি পরিষ্কার করতে বা দাগ তুলতে। এই ধৈর্যের পুরস্কার হবে কাপড় চিরকাল অক্ষত থাকা অথচ চমৎকার ভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠা।

ঝ. ড্রাই ক্লিনিংয়ের প্রাথমিক সাবধানতা হচ্ছে পেট্রল বা স্পিরিট দিয়ে দাগ ওঠান বা সার্মগ্রিক ড্রাই ক্লিনিং করার আগে নজরে পড়ে না এমন কোন অংশে কাপড়ের উপর পেট্রল/ স্পিরিট/ অ্যালকোহল লাগিয়ে পনেরো-বিশ মিনিট পরে পরীক্ষা করে নেওয়া যে ওই সব রাসায়নিক কাপড়ের কোন ক্ষতি সাধন করছে কিনা।

ঞ. কাপড়ের ওপর সরাসরি ওই সব কেমিক্যাল না ঢেলে ওপরে পাট করে রাখা ন্যাকড়ার মারফত ঢাললে তা কাপড়ের ওপর সমভাবে ও পরিমিত ভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এটিই ড্রাই ক্লিনিংয়ের দ্বিতীয় সাবধানতা। কাপড়টি কেমিক্যালে জবজবে করে ভিজিয়ে ফেললে, কেমিক্যাল ও সময় তো নষ্ট বটেই, কাজও মনোমত হবে না।

ট. দাগ তোলার ব্যাপারে একটি বাড়তি সাবধানতা হল, দাগটি চারদিক দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে ক্রমে কেন্দ্রের দিকে এগোন। তাতে একটি চক্রাকার দাগ থেকে যাবার সম্ভাবনা নির্মূল হবে। যে তুলো বা ন্যাকড়া ঘষে দাগ তুলছেন বা পরিষ্কার করছেন তা ঘন ঘন বদলে নেবেন।

খবরদারপত্র — ৮নং

- **পর্দার কাপড় ও অন্যান্য ফার্নিসিং**

পাবেন

(১) পোদ্দার ব্রাদার্স, ৭৪ চৌরঙ্গী সেন্টার, কল-১৩।
(২) দ্বিবেদী স্টোর্স, নিউমার্কেট, কল-১২।
(৩) তেওয়ারী টেক্সটাইল, ২৬ই গ্রান্ট স্ট্রীট, কল-১৩।
(৪) সঞ্জয় স্টোর্স, ২১৫ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কল-৭।
(৫) গৌরব ফার্নিশিং, ২০৮/৯ রাসবেহারী অ্যাঃ, কল-১৯।
(৬) গোপাল ফার্নিশিং, ২০ এফ, পার্ক স্ট্রীট, কল-১৬।
(৭) শ্রী গোবিন্দ ফার্নিশিং হাউস, ১১৯, রাসবেহারী অ্যাভিন্যু, কল-২৯।
(৮) ওয়াধওয়ানা ফার্নিশিং, পার্ক সেন্টার, এ.সি. মার্কেট, ২৪, পার্ক স্ট্রীট, কল-১৬।
(৯) জনতা টেক্সটাইল, ১৬২, মঃ গাঃ রোড, কল-৭।
(১০) কর্টলিনা, ২ চৌরঙ্গী সেন্টার, কল-১৩।
(১১) লাইফ স্টাইল, ২৩০, আচার্য জগদীশ বোস রোড, কল-২০।

এই সব জায়গায় পর্দার কাপড় হ্যান্ডলুম (৩৫ থেকে ৯০ টাকা মিটার) আর্ট সিল্ক মেশানো হ্যান্ডলুম (৮০- ২০০) এক রংয়া বা ডোরাকাটা সুতি (৪০/ ৫০ মিটার) সস্তার সুতি (২৫ মিটার) কটন সাটিন মিকসড (৪০-৪৫) নাইলন নেট (৩০-৪০ মিটার) ক্রেপ কটন (৬০ মিটার) পাওয়া যাবে কম দামের রেঞ্জে। বেশী দামে গেলে ভেলভেট (১৫০-৬০০) মিকসড হেভি কটন (৮০-৫০০) কারুকার্য করা পলিয়েস্টার নেট (৮০-৫০০) পাবেন প্রায় সব দোকানেই।

- **হালে নকশী কাঁথার চল উঠেছে। প্রাপ্তিস্থান**

(১) শ্রীলতা সরকার, ১৯৪/১ বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন, গড়িয়া, কল-৪৭ (ফোন- ৭২-৪৫০৭)
(২) নীলাঞ্জনা ঘোষ, ২৪ এক্স/ ১এ গর্চা ফার্স্ট লেন, কল-১৯।

দামঃ			
বেড কভার	(১০৮"×৯২")	————	৩৫০০ টাকা
ডিভান কভার	(১০৮"×৯২")	————	৫০০ টাকা
সিঙেগল বেডকভার	(৯২"×৯২")	————	১২০০ টাকা
ওয়াল হ্যাঙ্গিং		————	৮০-৫০০ টাকা

- **বিছানার ম্যাট্রেস :**

ইউফোম-সিয়েস্তা	৭৫"×৩৬"-৪" পুরু	————	১৮০০ টাকা
ইউফোম-সিয়েস্তা	৭৫"×৩৬"-৩" পুরু	————	১২০০ টাকা
ইউফোম-সিয়েস্তা	৭৫"×৭২"-৪" পুরু	————	২৫০০ টাকা
ইউফোম-সিয়েস্তা	৭৫"×৭২" ৩" পুরু	————	২০০০ টাকা
রিল্যাক্সন	৭৮"×৪৮"— ৪" পুরু	————	১৫০০ টাকা
	৭৮"×৭২"— ৪" পুরু	————	২৪০০ টাকা

প্রিয়া-৪" পুরু ছোবড়ার ১ ইঞ্চি ফোমের স্তর দেওয়া থাকে

সিঙ্গলবেড	————	১০০০ টাকা
ডবল বেড	————	১৫০০ টাকা

কার্ল অন —	৭৮"×৩৬"— তোষকের গড়ন	————	১১৫০ টাকা
	৭৮"×৬০— তোষকের গড়ন	————	১৫০০ টাকা
	৭৮"×৭২"— তোষকের গড়ন	————	২২০০ টাকা

এম এম ফোম — ৩" পুরু সিঙ্গল বেড	————	১৫০০ টাকা
৩" পুরু ডবল বেড	————	৩৫০০ টাকা
৪" পুরু সিঙ্গল বেড	————	২০০০ টাকা
৪" পুরু ডবল বেড	————	৪০০০ টাকা
ছোবড়ার গদি সিঙ্গল বেড (ফাইন ছোবড়া)	————	৩৫০ টাকা
ছোবড়ার গদি ডবল বেড (ফাইন ছোবড়া)	————	৫০০ টাকা
তুলোর গদি সিঙ্গল বেড (শিমুল তুলো)	————	৭৫০ টাকা
তুলোর গদি ডবল বেড (শিমুল তুলো)	————	১১০০ টাকা
তুলোর গদি সিঙ্গল বেড (কার্পাস তুলো)	————	৮০০ টাকা
তুলোর গদি ডবল বেড (কার্পাস তুলো)	————	১০০০ টাকা

- **২৩০ আচার্য জগদীশ বসু রোডের ভারতী গাঙ্গুলীর দোকান থেকে তন্তুজ সম্ভারের যেসব দাম পাওয়া গেছে তা হল ঃ**

সাটিন ফিনিসড ডবল বেডকভার	————	৩২৫ টাকা
সাধারণ ডবল বেডকভার	————	২২০—৩০০ টাকা
বাগরু প্রিন্টের বেড কভার	————	২৪০—২৫০ টাকা
ঐ সিঙ্গল সাইজ	————	৯০—১৪০ টাকা
সতরঞ্চি — কাজ করা	————	১৫০—২৩০ টাকা

- **গালিচার কড়চা**

কার্পেটের অনেক গুণ। ভাঙ্গা ফাটা বিবর্ণ মেঝে ঢাকা দিতে কার্পেটের জুড়ি নেই। শীতকালে কার্পেটের ওপর হাঁটতে দারুণ আরাম। কার্পেটের ওপর বাচ্চারা পড়ে গেলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা কম। ভঙ্গুর কিছু পড়লে চট করে ভাঙ্গবে না। কার্পেট শব্দ শোষক ধুলো বালির হাত থেকেও রক্ষা করে খানিকটা।

কার্পেটের রকমফের ও বাজার দর নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হল এখানে ঃ

(১) নটেড কার্পেট—প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কটি নট' বা গ্রন্থি রয়েছে তার উপর নির্ভর করে কার্পেটের শ্রেণী বিচার।

(২) মির্জাপুরী ফুলেল গালিচা— পুরোপুরি উলে তৈরী-সাদা, কালো, বাদামী ফুলের নকশায় জমকালো। দাম—প্রতি বর্গফুটে ৮০— ১৫০ টাকা।

(৩) ব্রডলুম কার্পেট— একরঙ্গা চওড়া রোলে পাওয়া যায় এই কার্পেট। উদ্দেশ্য ঘরের সারা মেঝে জুড়ে ব্যবহার। দাম বর্গফুট প্রতি ৬০ থেকে ৮০ টাকা।

(৪) তিব্বতী কার্পেট— একশ ভাগ উলে তৈরী। নকশার বিশেষত্ব হালকা ও উজ্জ্বল রংয়ের বিচিত্র সমাবেশে ড্রাগন, ফুল জাতীয় তিব্বতী মোটিফের ব্যবহার। দাম-১৮০ টাকা বর্গফুট।

(৫) কাশ্মিরী গালচে—খাঁটি উল বা উল-সিল্ক-সুতোর মিশ্রণে তৈরী। লাল, মেরুণ, সবুজ উজ্জ্বল রংয়ের সূক্ষ্ম বাহারী নকশার কাজে ভরা কার্পেটগুলি সাধারণত ৪'×১০' এর চেয়ে বড় হয় না। দাম ২০০ - ২৫০ টাকা প্রতি বর্গফুট।

(৬) মোদি কার্পেট — তিন রকম ঃ উল, উল-নাইলন মিশ্রণ, ও নাইলন। ব্যাকিং দেওয়া থাকে ল্যাটেক্স ইত্যাদির। বড় রোলে পাওয়া যায়।

দাম	মোদিলন	(১০০% নাইলন)	————	৬০ টাকা বর্গফুট
	মোদি ফ্লোর	(১০০% উল)	————	৭০ টাকা বর্গফুট
	ড্রিমভেলভেট	(উল-নাইলন মিশ্রিত)	————	৮৫ টাকা বর্গফুট

(৭) জুট কার্পেট — পাটের সুতোয় বোনা ২ ফুট ও ৪ ফুট চওড়া রোলে পাওয়া যায় এই একরঙ্গা কার্পেট। দাম ৯ টাকা বর্গফুট।

(৮) কয়ার কার্পেট — নারকেল ছোবড়া থেকে তৈরী করেন কেরালা কয়ার বোর্ড। দুতিন রংয়ের মিশ্রণে তৈরী হয় এর ডিজাইন। পাইল কার্পেটের দাম ২৫ টাকা বর্গফুট, লুমে বোনা ম্যাটিংয়ের দাম ৮ টাকা বর্গফুট। কয়ার বোর্ডের নিজস্ব শো রুম আছে ২২, লাউডন স্ট্রীটে।

কার্পেট কিনতে হলে দক্ষিণাপনে যেতে পারেন, বিভিন্ন শোরুমে নানান জাতের, নানান নানান ডিজাইনের, নানান দামের কার্পেট দেখে শুনে পছন্দ করতে পারবেন। ট্রান্স এসিয়া কার্পেট কিনতে হলে লোয়ার সার্কুলার রোডের লাইফ স্টাইলে যেতে হবে। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের ডেলস্টারেও যেতে পারেন।

নিটোল মুক্তা প্রবাল

Trifles make perfection, and
perfection is notrifle.
— Michelangelo.

● কেউরে কঙ্কনে

কল্পনা করা যাক একটি সুন্দরী তন্বী শিখরদশনা নায়িকার রূপ। হয়ত বা মহার্ঘ্য মসলিনে আবৃতা। তবু যেন রূপ পুরোপুরি খুলছে না। কোথায় যেন থেকে যাচ্ছে একটা রিক্ততা। শূন্যতা। খালি খালি ভাব। এবার ওই প্রতিমা সদৃশ নায়িকার অঙ্গে পরিয়ে দিন দুচারটে বাছাই করা গয়না। কেউর কঙ্কন। দামী সোনার না হলেও চলবে। আমাদের কারবার তো মধ্যবিত্তদের নিয়ে যদি স্বর্ণালঙ্কার তাদের ক্ষমতায় না কুলোয় তা হলেও ক্ষতি নেই। না হয় বেছে নিন ফুলের সাজ। পুষ্পালঙ্কার। তবে তা শোভন সুদৃশ্য হওয়া দরকার। রূপসীকে সাজিয়ে দিন ওই দিয়েই। দেখবেন তার রূপ যেন হেসে উঠছে। ফেটে পড়ছে। অলঙ্কারের মূল উদ্দেশ্য এইটাই। রূপকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলা।

দেহের বেলা অলঙ্কারের যা কাজ ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে তৈজসপত্র (Accessories) -রও তাই কাজ (৩য় অধ্যায়ে ৮নং সারণি দ্রষ্টব্য)। ঘরের শোভাকে বাড়িয়ে তুলতে, তার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করতে 'এক্‌সেসারি' নামক অলঙ্কারের প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। এই অধ্যায়ে আমরা এক্‌সেসারি বা তৈজসপত্রের রকমভেদ এবং যথাযোগ্য ব্যবহার বিষয়ে সবরকম খুঁটিনাটি আলোচনা করব।

যে কোন পরিকল্প বা ঘর সাজানো স্কীমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে (অর্থাৎ সেটি স্বদেশী না বিদেশী চরিত্রের. স্বদেশী হলে, কাশ্মীরী, দক্ষিণী অথবা খাটি শান্তিনিকেতনী বাঙ্গালী ঘরানা প্রভৃতি কোনটির ছাপ ফুটে উঠছে তার মধ্যে) পুরোপুরি তুলে ধরতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা পাওয়া যায় তৈজসপত্রের সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে। সহায়ক তারা পরিকল্পে মালিকের ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলতেও।

● অলঙ্কারের ফর্দ

এইবার আমরা দেখবো তৈজসপত্র বলতে আমরা কি বুঝবো? এক কথায় এগুলি সব রকম টুকিটাকি, যা দিয়ে (৫ নং চিত্র) আমরা ঘর সাজিয়ে থাকি। দেয়ালের ছবি-ক্যালেন্ডার থেকে থালা-রেকাব-কোসাকুসি, ৮নং সারণীর তালিকায় দেখুন প্রায় কোন ঘরোয়া সরঞ্জামই বাদ নেই। তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। তবু এর প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই আলাদা আলাদা করে কমবেশী আলোচনা আমরা এখানে করব যাতে ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতার পুরোপুরি জ্ঞান আমরা অর্জন করতে পারি :

তালিকা

(১) বাতিদান বা ল্যাম্প (Lamp) এবং ঝাড়লণ্ঠন
(২) ছবি এবং নানান ধরনের দেয়াল সজ্জা (Wall Hanging)
(৩) ঘড়ি - দেয়াল ঘড়ি (Wall Clock) ও টেবিল ঘড়ি (Time Piece)
(৪) স্থাপত্যের মডেল (Architectural Model)
(৫) ফুলদানী (Flower Vase) ও গামলা (Potted Plant)
(৬) পোড়ামাটির সৌখীন পাত্র (Pottery)
(৭) অ্যাকোয়ারিয়াম (Aquarium)
(৮) ভাস্কর্য (Sculpture)— পোড়ামাটি, সেরামিক, ধাতু, পাথর, কাঠ, কংক্রিট, কাঁচ, মোম, রবার
(৯) বই ও ম্যাগাজিন
(১০) ফোল্ডিং পার্টিশান বা স্ক্রীন (Screen)
(১১) বাসনপত্র ও কাঁটা চামচ (Tableware)
(১২) আয়না (Mirror)

● আভরণ বরণের প্রথম পাঠ

তালিকা দেখেই বুঝতে পারছেন ছোটখাট এই ঘর সাজানোর জিনিসগুলি প্রায়শই [illegible] গৃহিণী শ্রীমতী গেছলেন কালীঘাট কিংবা শেয়ালদার রথের মেলায়, ফিরলেন সঙ্গে [illegible] মাটির পুতুল নিয়ে — রবীন্দ্রনাথ, তাণ্ডবরত শিব, প্যাঁচা সমেত মা লক্ষ্মী, হামাগুড়ি দেওয়া নীলচে রংয়ের বাল গোপাল। আপনারও অভ্যাস আছে কোথাও [illegible] স্টেশানের হুইলারের দোকান কিম্বা কিউরিও স্টল থেকে টুকি টাকি মেমেন্টো জোগাড় করা। তার মধ্যে খুব একটা বাছবিচার থাকে না। খেয়ালখুশী মত ব্রিফকেস ভরে ওঠে কোনওবার সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের টাইম টেবল, কোনওবার গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের পেপার ব্যাক এডিশানে। কখনও জোটে শার্লক হোমসের বাংলা অনুবাদ, কখনও বা শারদীয়া প্রসাদ কিংবা উল্টোরথ।

কিউরিও স্টল থেকে কেনা জিনিসগুলি আরো খাপছাড়া, একটার সাথে আর একটা বিলকুল বেমানান। মোবাদাবাদী রূপালী তার জড়ান কলম, ইয়া মোটকা রঙীন মোমবাতি, তস্য রঙীন প্লাস্টিকের ফুলদানী, হায়দ্রাবাদী মুক্তো মুক্ত বসানো খাপ সমেত [illegible] কুকরী বা ভোজালীর মডেল, একটা হাতির দাঁতের খুদে দাঁড়কাক। পুত্রের শখ [illegible] কেনার। [illegible] থেকে শুরু করে জোড়া মিনি বেড়াল পর্যন্ত হরেক রকম চিত্তির বিচিত্তির পোস্টার। কন্যাও কম যায় না, স্কন্দে [illegible] ক্যালেন্ডার, রঙীন চায়ের মগ, কাঁচকড়ার তৈরী সবংস গাভী কি নেই তার সংগ্রহে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে [illegible] হরেক রকম কাপ মেডেল যার বেশীর ভাগেরই পালিশ চটে গেছে

আজ্ঞে না!

এ সব থেকে শতবার ঝাড়াই বাছাই করেও সঠিকভাবে ঘর সাজাবার মত তৈজসপত্র নির্বাচন আপনি করতে পারবেন না। ঘর সাজানোর জন্যে আপনাকে প্রথমেই তৈরী করতে হবে একটি পরিকল্প যাতে গোড়াতেই স্থির করে নিতে হবে ঘরের দেয়াল সিলিং, পর্দা কার্পেট, আসবাবপত্রের উপাদান এবং তার রং, অনুকৃতি [illegible]। তারপর [illegible] তৈজসপত্রের একটা তালিকা। পাশাপাশি লিখে ফেলুন তাদের উপাদান, রং, অনুকৃতি [illegible] এবং সংখ্যা [illegible]। উদাহরণ হিসেবে এখানে একটা মনগড়া বৈঠকখানার তৈজসপত্রের তালিকা পেশ করা হল :

● নাকের বদলে নরুণ পেলাম

এই রকম একটি তালিকা তৈরী করে নিয়ে ধীরে ধীরে যাচাই বাছাই করে কিনতে হবে ঘর সাজানোর তৈজসপত্র। [illegible] প্রত্যেকটি অলঙ্কার বাকি সব কিছুর সঙ্গে মানানসই হবে। ঘরের সৌন্দর্য পুরোপুরি [illegible] প্রত্যেকটি তৈজসের একটা উপযুক্ত স্থান আছে। সেটিকে সেখানেই রাখবেন। ঘর কোনক্রমেই বেশী তৈজসপত্রে ভারাক্রান্ত করবেন না। [illegible] জবরজং দেখাবে না। অকারণ খরচের ফেরেও পড়তে হবে না।

অনেক সময় জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, উপনয়ন বা লেখাপড়ায় কৃতিত্বের জন্য বেশ কিছু উপহার সামগ্রী এসে জোটে যার উপযুক্ত স্থান আপনার পরিকল্পে নেই। সেগুলিকে জোর করে ঘর সাজানোর কাজে লাগাবেন না। এ ধরনের জিনিসের জমায়েত যদি বেশী হয়ে পড়ে এবং তা ফেলে দিতে যদি আপনার মায়া হয় তা হলে দুটি উপায় আপনার হাতে খোলা আছে।

এক, ওগুলিকে সযত্নে প্যাক করে রেখে দিন। অন্য কারু বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদিতে উপহার হিসেবে চালান দিন। উপহার না কেনার দরুন যে টাকাটা বাঁচবে তা ঘর সাজানোর তৈজসপত্রের বাবদ খরচা করতে পারবেন।

দুই, এগুলি বদলে (swap) নিন নিজের পছন্দসই তৈজসপত্রের সঙ্গে। কিছু পত্র পত্রিকা এই ধরনের টুকিটাকি বদলাতে যারা ইচ্ছুক তাদের নাম ঠিকানার তালিকা নিয়মিত ছাপেন। এই তালিকার প্রতি নজর রাখবেন এবং পছন্দসই ক্ষেত্রে তৈজসপত্র অদলবদল করে নিতে পারেন। আমি এইভাবে কয়েকটি পোস্টার (সিনেমার নায়ক ও নাম করা ক্রিকেটারদের) এবং একটি কাঠের টেবিল ল্যাম্পের বদলে একটি অনবদ্য ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্তি (অ্যালাবাস্টার পাথরের প্রায় স্বচ্ছ) সংগ্রহ করেছিলাম এক মাড়োয়ারী কিশোরের কাছ থেকে বিনামূল্যে। পরে কিউরিও শপে যাচাই করে দেখেছি ওই সাত ইঞ্চি লম্বা অ্যালাবাস্টার ম্যাডোনার বাজার দর দু শোটাকার মত।

তৈজসপত্র কেনার সময় তার সৌন্দর্যটাই মূল বিচার্য বিষয়। সুন্দর জিনিস মাত্রেই যে দামী হবে তার কোন মানে নেই। অনেক সুন্দর টেকসই জিনিস আছে যার দাম মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। ২১ নং সারণীতে দামী এবং সস্তা তৈজসপত্রের একটা তুলনা মূলক তালিকা দেওয়া হল যাতে মধ্যবিত্ত মানুষ ঘরসাজানোর ব্যাপারে কম বাজেটের তালিকা তৈরী করতে সাহায্য পাবেন অথচ তাঁর বাছাই করা জিনিসে সৌন্দর্যের ঘাটতি হবে না। ২০ ও ২১নং সারণীটি ১১৬ ও ১১৭ নং পাতায় পাবেন।

● জাসুসী ইনভেস্টিগেশান

এতক্ষণ আমরা তৈজসপত্র বা অ্যাকসেসারি সংগ্রহের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা এই সব নিটোল মুক্তা প্রবালের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা জাত বিচারে মাতব, এই অধ্যায়ের প্রথমে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী শুরু করা যাক বাতিদান দিয়ে।

● গয়নার ক্যাটালগ

২০ নং সারণী ঃ তৈজসপত্র (Accessories)

তৈজসপত্র	উপাদান	বিবরণ	বাজেট
সোফার পিছনের দেয়ালে ঝোলানো পেন্টিং — ৩টি	জল রংয়ের ছবি (প্রিন্ট নয়)	প্রাকৃতিক দৃশ্য — কাঁচে বাঁধানো হালকা ফ্রেম মাপ ১২" × ১৬" প্রতিটি	১০০০ টা.
সেন্টার টেবিলের জন্য (১)কাঁচের টপ -১টি	কাঁচ	স্বচ্ছ ৬ মিমি কাঁচ-মাপ ২০" × ৩০"	১০০ টা.
(২)ফুলদানী হিসেবে ব্যবহার্য বড় কোসা -১টি	তামা (ফুল গোঁজার কাঁটাওয়ালা বেস সহ)	বড় মাপের যাতে বেস (base) টি পুরোপুরি জলে ডুবে থাকে। বেসটিকে আড়াল করতে চাই ছোটমাপের একটি সামুদ্রিক শাঁখ	৫০ টা. ২৫ টা.
(৩)ছাইদানী	তামার- পুঁথি বসানো	মাঝারী মাপের	১৫ টা.
সোফার দুপাশে সাইড টেবিলের জন্য টেবিল ল্যাম্প -২টি	পিতলের স্ট্যাণ্ড, র- সিল্কের শেড	মোট উচ্চতা ১৮" মোরাদাবাদী কাজ করা। শেড প্লেন	৩০০ টা.
ডান দিকের দেয়ালে ঝোলাবার জন্য (১)ওয়াল ক্লক	ইলেকট্রনিক ঘড়ি	গোল-কালো পটভূমিকায় সাদা কাঁটা ও অক্ষর	৪০০ টা.
(২)ক্যালেণ্ডার	৬ পাতার মাঝারী মাপের	প্রাকৃতিক দৃশ্যযুক্ত চওড়াটে গড়ন	৪০ টা.
টিভির ওপর রাখার জন্য ভাস্কর্য	সাদা মার্বেল	বুদ্ধমূর্তি, উচ্চতা-১০"	২২৫ টা.
প্রবেশ পথের বাঁ পাশে রাখার জন্য (১)রবার গাছ	বেতের ঝুড়ি প্লান্টার মাটির টব গাছের চারা	মাঝারী মাপের ঐ-ঈষৎ কাজকরা	২৮ টা. ১০ টা. ২০ টা.
মোট খরচ			২২১৩ টা.

২১ নং সারণী ঃ তৈজসপত্র—সস্তা ও দামী

	সস্তা	দামী
ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড	কাঠের, রট আয়রনের	পিতলের, কাঁচের
ছবি	লিথো, সিল্ক স্ক্রীন, আর্ট প্রিন্ট, জল রং	তেল রং
অ্যাকোয়ারিয়াম	গোল্ড ফিস, সোর্ডটেল	ব্ল্যাক অ্যাঞ্জেল, গোরামী
ঘড়ি	আধুনিক ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়ি	সাবেকী কিউরিও টেবিল ক্লক
স্থাপত্যের মডেল	কাঠ বা কার্ডবোর্ডের	প্লাস্টিক বা ধাতুর
ফুলদানী ও গামলা	কাঁচের, চিনেমাটির বা পোড়ামাটির	পিতল, মেলামিন, তামা বা রূপোর
পটারী	ছাঁচে ফেলা কাজ পালিশবিহীন	হাতে গড়া কাজ পালিশযুক্ত (Glazed)
ভাস্কর্য্য	পোড়ামাটি, কাঠ চিনেমাটি, স্যাণ্ডস্টোন কংক্রিট, মোম	মার্বেল, ব্রোঞ্জ, এলাবাস্টার, পিতল, কাঁচ
বই/ম্যাগাজিন	দেশী প্রকাশন	বিদেশী প্রকাশন
আয়না	দেশী কাঁচ/সাদা আয়না	বেলজিয়ান কাঁচ/ সোনালী আয়না
ওয়াল হ্যাঙ্গিং	বাটিক প্রিন্ট, ক্রশ স্টিচ-সুতীর উপর নকশী কাঁথা, লক্ষ্মীর সরা, দেশী মুখোশ	কাশ্মিরী বা বিদেশী কার্পেট, পিতলের প্লেট বা মাস্ক, উড কাট

● আলোর মেলা

আলোকসজ্জার বিজ্ঞান আর কারিগরী দিক নিয়ে প্রায় সব আলোচনাই করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। সেসবের পুনরাবৃত্তি নয়, এখানে কেবল ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে দীপাধার ব্যবহারের নান্দনিক-তত্ত্বের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। ঘর সাজানোর কাজে বাতিদান বা দীপাধারের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ৯.০১, ৯.০২. ৯.০৩ নং নকশায় দেখানো হয়েছে বেশ কিছু ঐতিহাসিক বাতিদান। এগুলিতে অবশ্যই তেল পুড়িয়ে আলোর সৃষ্টি করা হ'ত। তবে এখন এর কয়েকটি ডিজাইনকে বৈদ্যুতিক দীপাধার হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে বাজারে বিক্রি করা হয়। স্টাইল মিলিয়ে আপনার দেশী গৃহসজ্জার সঙ্গে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন দক্ষিণ ভারতীয় আসবাবের সঙ্গে কমল দীপ, কাশ্মিরী কাঠ খোদাই আসবাব ও গালচের সঙ্গে মোগলাই লণ্ঠন, শান্তিনিকেতনী আলপনার কারুকার্যের সাথে নেপালী সূর্য প্রদীপ। উপরোক্ত নকশাগুলি পরের পাতায় পাবেন।

ঘর সাজানোর দৃষ্টিভঙ্গিতে দীপাধার বা বাতিদানের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলো জ্বালানো মাত্রই এই ঘরের সব চেয়ে আকর্ষক উজ্জ্বলতম বস্তুতে পরিণত হয়। কাজেই বাতিদান, তা সে কাটগ্লাসের ঝাড়লণ্ঠনই হোক, দেশী-বিদেশী ডিজাইনের বাহারে বা সাদা মাটা টেবিল ল্যাম্প, স্ট্যাণ্ডল্যাম্প বা ওয়াল ব্রাকেটই হোক, খুব ভেবে চিন্তে নির্বাচন করতে হবে তার স্থান, ঢং, আলোকমান ইত্যাদি। যেহেতু যে কোন দীপাধারই আলোকিত অবস্থায় ঘরের অন্য যে কোন বস্তুর চেয়ে বেশী নজর কাড়তে সমর্থ তাই ল্যাম্পের স্ট্যাণ্ড (অথবা ঝুলন্ত আলোর ক্ষেত্রে চেন) এবং শেড বেশী রং চংয়ে বা নকশাদার না হওয়াই নিরাপদ এবং শোভন।

ভারতীয় বাতিদান

৯·০১ নকশা—ময়ূরদীপ

৯·০১ নকশা—কমলাদীপ।

৯·০১ নকশা — পিলসুজ

৯·০২ নকশা—সয়দীপ।
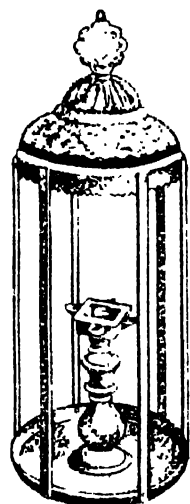
৯·০২ নকশা—সয়দীপ
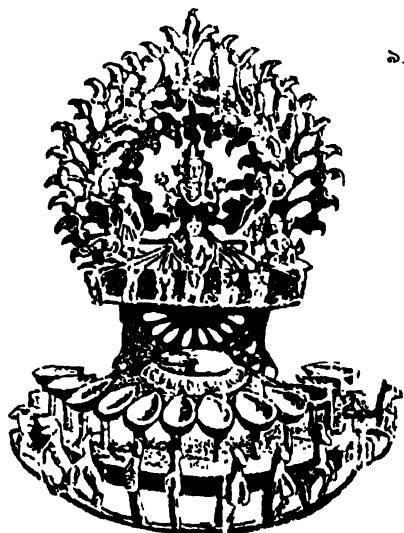
৯·০৩ নকশা—পঞ্চপ্রদীপ।

৯·০৩ নকশা—লণ্ঠন।
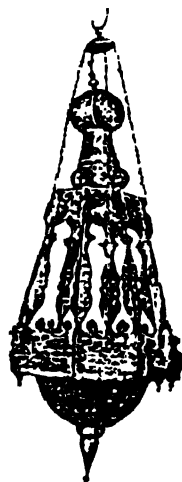
আকারও তার পরিবেশের তুলনায় বড় হওয়া উচিত নয়। একটা মাঝারী মাপের পাঠকক্ষে (Study বা Library Room) যদি ফানুসের মত বেঢপ সাইজের কাজ করা কাগজের জাপানী লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেন, যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন সে ঘরের গৃহসজ্জা মার খাবেই। শেডটি রঙিন হলে তার রং হালকা ও ঘরের অন্যান্য রং-য়ের সঙ্গে মানানসই হওয়া দরকার। শেডে অল্প স্বল্প রুচিসম্মত নকশা রাখা যেতে পারে তবে সে ব্যাপারেও পরিমিতির কথাটা খেয়াল রাখবেন

ল্যাম্পের উচ্চতা এমন হওয়া দরকার যাতে আলো চোখ বরাবর না হয়। চোখের লেভেলের খানিকটা ওপর বা নীচে থেকে যাতে সেটি সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। শেডটি পার্চমেন্ট কাগজ বা ব্যাকিং লাগানো র সিল্কের হতে পারে। শেডে যদি নকশার আধিক্য না থাকে তা হলে স্ট্যান্ড খানিকটা কারুকার্যময় (যেমন পিতলের পিলসুজ, সূক্ষ্ম কাজ করা— ৯.০১নং নকশা) হতে পারে। শেডে নকশার আধিক্য বা চড়া রং ব্যবহার করা হলে স্ট্যান্ডটি সাদামাটা কাঠের (অথবা বড় সাইজের গ্লাসজার বা মাঝারী মাপের প্লেন পিতলের ঘড়া) হওয়া দরকার। রঙীন স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে সাদা বা ছাই রংয়ের শেড এবং রঙিন শেডের সঙ্গে বাদামী, কালো, চকোলেট, গাঢ় নীল প্রভৃতি ঠাণ্ডা রংয়ের স্ট্যাণ্ড ব্যবহার করবেন।

সিলিং থেকে ঝোলানো বাতির চল ক্রমে কমে আসছে। খাবার টেবিলের ওপর অবশ্য ব্যবহারিক সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয় ছাদ থেকে ঝোলানো আলো, বড় রিফ্লেক্টার শেড সমেত। এই শেড, বৈচিত্র্যের জন্য ছোট লেডিজ ছাতা, বেতের ঝুড়ি অথবা কাগজের জাপানী লণ্ঠন দিয়ে তৈরী করতে পারেন। এতে খরচও কম পড়বে।

ভারতীয় (বিশেষতঃ মোগলাই) ঢং-য়ে ঘর সাজাতে গিয়ে যদি মনে হয় ঝাড় লণ্ঠনের ব্যবহার একান্তই প্রয়োজনীয় তা হলে তিনটি বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

(১) ঘরের উচ্চতা সাড়ে তিন মিটারের কম হলে ঝাড়ের শোভা খুলবে না।

(২) ঝাড়ের নিজস্ব রূপ যেমন তার সাইজের উপর নির্ভরশীল, ছোট ঘরে বড় ঝাড় কিন্তু আবার তেমনি বেমানান।

(৩) ঝাড়ে আলোর সংখ্যা যত বেশী হবে তত তার সৌন্দর্য বাড়বে বটে কিন্তু ঘরে প্রয়োজনের অধিক আলো লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সুইচের সঙ্গে ডিমার লাগিয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য কমানো-বাড়ানো যেতে পারে ইচ্ছামত।

● 'ঘর ঘরমে দেওয়ালী.........'

কোন ঘরে আলোক সজ্জা কি রকম হওয়া উচিত তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শেষ করছি বাতিদান পর্ব।

(১) বসার ঘর

সাধারণ আলো হবে মধ্যদীপ্তি যুক্ত, (Medium Intensity) প্রতিফলিত টিউবের আলো। এর সঙ্গে সোফার পাশে টেবিল বা স্ট্যান্ড ল্যাম্পে ব্যবহার করতে পারেন মধ্যদীপ্তি যুক্ত বাল্বের আলো। কোন গাছ বা ছবিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে গাছের পিছন থেকে এবং ছবি বা ভাস্কর্যের সামনে থেকে ব্যবহার করুন উচ্চদীপ্তিসম্পন্ন স্পট।

(২) খাবার ঘর

টেবিলের ওপরের আলোর কথা আগেই বলেছি। তা হওয়া দরকার উচ্চদীপ্তি যুক্ত। এ ছাড়া দেয়ালের ব্রাকেটে অথবা বাসন রাখার সাইড বোর্ডের ওপর সাদা মাটা শেড লাগান নিম্নদীপ্তি যুক্ত আলো ব্যবহার করবেন সাধারণ আলো (General Illumination) হিসেবে। মোমবাতির এক অসাধারণ বৈদ্যুতিক অনুকরণ ইদানীং পাওয়া যায় যে কোন ইলেকট্রিকের দোকানে। খাবার ঘরে এগুলি ব্যবহার করলে বৈদ্যুতিক খরচও কমবে, পরিবেশও হয়ে উঠবে রোমান্টিক।

(৩) শোবার ঘর

বিছানার দুপাশে ব্যবহার করুন টেবিল ল্যাম্প। গাঢ় ঠাণ্ডা রংয়ের শেড। অতএব স্ট্যাণ্ড হতে পারে কারুকার্যময়, অলঙ্কৃত। নাইট ল্যাম্প ব্যবহার করতে হলে শূন্যশক্তির নীল বাল্ব ফিট করে নিন খাটের তলায়। শেড না থাকলেও চলবে। এ ছাড়া আর কোন আলোর প্রয়োজন নেই, ঘর সাজানোর দিক দিয়ে (আলমারীর ভিতরের আলো বা ড্রেসিং টেবিলে আয়নার দুপাশের আলো মূলতঃ প্রয়োজন ভিত্তিক, ঘর সাজানোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার)।

(৪) বাথরুম

আয়নার পাশে মধ্যদীপ্তি সম্পন্ন আলো, ঈষৎ কাজ করা ছোট শেড, প্লেন ব্র্যাকেট। একটি (খুব বড় বাথরুম হলে দুটি) আলোই যথেষ্ট।

● 'চিত্র হল বাক্যহারা কাব্য'- হোরাস

বাতিদানের পরে আমাদের আলোচ্য দেয়াল সজ্জা— ছবি, ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, ওয়াল হ্যাঙ্গিং এবং আয়না। ছবি বলতে হাতে আঁকা ছবি— ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং, সস বা পেন্সিল স্কেচ এবং ছাপাছবি—লিথো, উডকাট, স্ক্রীনপ্রিন্ট, মেটাল এনগ্রেভিং, ফটোগ্রাফ মায় পোস্টার ও ক্যালেন্ডার সবই বোঝায়।

চিত্র সংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রাহকের রুচি, সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যবোধের যে চমৎকার পরিচিতি ফুটে ওঠে, ঘর সাজানোর আর কোন অঙ্গিকেই তা সম্ভব নয়। সত্যিকার ভাল ছবির সাহচর্য ক্রমে মানুষের মনে শিল্পীসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও নান্দনিক রুচি জাগিয়ে তোলে। পেশাদার ঘর-সাজিয়েব পক্ষে এই শিল্পবোধ একান্ত প্রয়োজন। ছবি, শিল্পচর্চা এবং নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কে বহু বই এবং পত্র-পত্রিকা রয়েছে যেগুলি পড়লে সঠিক ভাবে শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য পাবেন হবু পেশাদারেরা। একজিবিশান দেখে বেড়ানোতেও শিল্পীসুলভ নজর তৈরী হয়।

পেশাদারের পক্ষে এই শিল্পবোধ ও নান্দনিক জ্ঞান ছবি নির্বাচন করতেও সাহায্য করবে। ছবির রং বা নকশাই কেবল ঘরের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মানানসই হলে চলবে না, ছবির বিষয়বস্তু এবং অন্তর্নিহিত দর্শনও যাতে গৃহসজ্জার সঙ্গে চরিত্রগত ভাবে খাপ খেয়ে যায় সেটা দেখা দরকার। সনাতনী রীতিতে সাজানো ঘরে খুব আধুনিক বিমূর্ত (Abstruct) ছবি, রং বা নকশার দিক দিয়ে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে যতই মানানসই হোক না কেন, চরিত্রগত ভাবে খাপ খাবে না। .... ধরা যাক, পাশাপাশি দুটি ঘর। একটিতে থাকেন ৭৬ বছর বয়েসের বিধবা দিদিমা, নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী, পাশের ঘরে বিরাজ করেন ২৩ বছরের নাতি, ইংলিশ মিডিয়ামে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে এখন কম্প্যুট্যার প্রোগ্রামিংয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। দুজনেই ধরা যাক ছবি পাগল। দিদিমার ঘরে থরে থরে সাজানো রয়েছে জীবন্ত সব পেন্টিং—বালগোপাল, ভক্ত প্রহ্লাদ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাপ্রভু মায় সাঁই বাবা। নাতির ঘরে দেয়াল জুড়ে বিরাজ করছে ইয়া ইয়া পোস্টার — জন লেনন, কপিলদেব, আনন্দশঙ্কর, শ্রীদেবী, মুনমুন সেন, চে গুয়েভারা। এখন ভাবুন তো আমরা যদি চুপিচাপ এঘরের ছবি ওঘরে এবং ওঘরের পোস্টার এঘরে চালান করে দি, নাতি ও দিদিমার মানসিক অবস্থা কি দাঁড়াবে? আমাদের হাতের নাগালে পেলে—। অতএব ছবি বাছাইয়ে কেবল ফর্ম, রং ও সৌন্দর্য দেখলেই চলবে না। বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণও খুব জরুরী।

ঘরোয়া দেয়াল সাজাতে ছবির বিষয়বস্তু ছিমছাম হওয়া উচিত। ফুলের ছবির একটা সর্বজনীন আবেদন আছে। এছাড়া ল্যান্ডস্কেপ, সিস্কেপ (নদী বা সমুদ্রের দৃশ্য), পশু-পাখির ছবি এবং পোর্ট্রেটও ঘর বিশেষে ব্যবহার করা চলে। কোন ঘরের দেয়ালে কি মাপের কোন্ ছবি ব্যবহার করবেন, তার তালিকা ২২নং সারণীতে দেওয়া হল ঃ

২২ নং সারণী ঃ ছবির উপাদান, মাপ, ফ্রেম

ঘর	উপাদান	বিষয়বস্তু	মাপ/সাইজ	ফ্রেম
লবী, বাথরুম প্রবেশকক্ষ	আয়না	প্রতিফলিত চেহারা	২০"×৪০"থেকে ২৪"×৪৮"পর্যন্ত	ফ্রেমহীন বা পিতলের ফ্রেম
খাবারঘর বসারঘর (ছোট)	ফটোগ্রাফ উডকাট লিথো	পশুপাখি সিরিজ ল্যান্ডস্কেপ সিরিজ ফুলপাতা সিরিজ	১৮"×১২"থেকে ২৪"×১৮"পর্যন্ত	কাঁচবাধানো হালকা কাঠের এনামেল ফ্রেম
বসার ঘর (বড়)	তেল রং	ঐ	৬০"×৩৬"পর্যন্ত	কাচহীন গীল্ট ফ্রেম
	জল রং পেন্টিং	ঐ	২৪"×১৬"পর্যন্ত	কাচ বাঁধানো কাঠ/ধাতু ফ্রেম
শোবার ঘর	ফটোগ্রাফ স্কেচ	পারিবারিক ছবি	১০"×১৬"থেকে ২০"×৩২"পর্যন্ত	ঐ
খাটের মাথায়	অয়েল পেন্টিং	প্রাকৃতিক দৃশ্য পশু (ঘোড়া, বেড়াল)	৩৬"×১৮"পর্যন্ত	কাঁচহীন গীল্ট ফ্রেম
বাচ্চার ঘর	লিথো সিল্কস্ক্রীন পোস্টার	পশুপাখি, মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি, ষ্টিল লাইফ	১২"×১৮"থেকে ১৮"×২৪"পর্যন্ত	ফ্রেমহীন বা হালকা কাঠের ফ্রেম

● চিত্রমালা না দর্শকের দরবারে?

২২নং সারণীতে যে সব উপাদানের কথা বলা হল তার সম্বন্ধে দুচার কথায় ছোট আলোচনা করছি যাতে এগুলির সম্পর্কে ঘর সাজিয়ে পেশাদাররা মোটামুটি ওয়াকিবহাল থাকেন।

ক. তেল-রং বা অয়েল পেন্টিং

তেল-রংয়ের ছবি দুধরনের হয়ঃ

(১) সনাতনী পদ্ধতিতে আঁকা ছবি। শিল্পী যা চোখে দেখেন তাই বিশ্বস্ত ভাবে ধরে রাখেন তাঁর পটে। অবশ্য উঁচুদরের শিল্পী নেহাৎ ফটোগ্রাফের মত পরিবেশ বা প্রকৃতির নকলনবিশী করেন না। নান্দনিক প্রয়োজনে বা আর্টের খাতিরে যা দেখেন 'আঁকার সময় তার থেকে খানিকটা সরে যান।' প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন ফর্ম, কম্পোজিশন এবং রংয়ের। পুকুর পাড়ের পুরানো শিব মন্দিরটার ছবি আঁকতে গিয়ে কম্পোজিশনের খাতিরে ওস্তাদ আঁকিয়ে হয়ত পুকুরটাকে ছবিতে নদী বানিয়ে দিতে পারেন যদি তাতে ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। দেখা দৃশ্যের নিছক অনুকরণে উৎকৃষ্ট ছবি তৈরী হয় না

(২) আধুনিক পদ্ধতিতে আঁকা ছবি। এখানে শিল্পী যে ফর্ম দেখেন, শিল্পীসুলভ খেয়ালে তা পুরোপুরি পাল্টে এক নতুন অপার্থিব দৃশ্য সৃষ্টি করেন। রং-এর ব্যাপারেও এইসব বিমূর্ত শিল্পী কোন নিয়ম মানেন না। এক বিশ্বখ্যাত শিল্পী, যাঁকে বিমূর্ত শিল্পের অন্যতম স্রষ্টা বলা হয় তিনি বলতেন, ছবির আকাশ যে নীল হতেই হবে তার কোন মানে নেই। ছবিতে যদি সুদৃশ্য লাগে তা হলে সেটি লাল বা গোলাপী হতেও আপত্তি নেই। তেমনি ফর্মের বেলাও এরা মানুষ বা পশুর মূর্তিকে কয়েকটি চতুষ্কোণ ঘন (cube) বা ত্রিভুজের (Triangle) সমাহারে গঠিত কম্পোজিশনে পরিণত করেন। বিমূর্ত ছবির গাছ বা মানুষ সত্যিকার গাছ বা মানুষের মত দেখতে হল কিনা সেটা বিচার্য নয়। সেটা সুন্দর হল কিনা সেটাই একমাত্র বিচার্য। যামিনী রায়ের ছবি নজর করে দেখবেন। আঁকা চোখগুলি মুখমণ্ডলের বাইরে চলে গেছে। বাস্তবে এটি অসম্ভব কিন্তু শিল্পে এটি একটা নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা পাখি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর এক শিষ্যাপুত্র বলে উঠেছিল, বাবার আঁকা পাখিগুলি পাখির মত দেখতে, অবন জেঠুর আঁকা পাখিগুলি ছবির মত দেখতে। এটাই বিমূর্ত শিল্পের আসল কথা। ছবিগুলি ছবির মত দেখতে হওয়া চাই।

এইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখবেন ঘরের সাজগোজ, আসবাবাদি যত আধুনিক স্টাইলের হবে তত উগ্র বিমূর্তবাদী ছবি ঘরে মানাবে। ঘরের স্টাইল সাবেকী হলে ছবিও সনাতনী রীতি-সম্মত হওয়া দরকার।

খ. জল রং বা ওয়াটার কালার

অয়েল পেন্টিংয়ের তুলনায় জল-রং ছবির দাম কম। ফলে সেটি মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে। জল-রং ছবি সাধারণতঃ আকারে অয়েল পেন্টিংয়ের থেকে ছোট হয়। ফলে যে দেওয়ালে একটি তেল-রং ছবিই মানানসই হত সেখানে হয়ত দু/তিনটে জল রং ছবির প্রয়োজন পড়ে। তেল-রং ছবির পট হয় সাধারণতঃ ক্যানভাস। জল-রং ছবির ক্ষেত্রে তা মোটা কাগজ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কক্ষ্ম গাত্রকণ যুক্ত এবং সাদা (এরকম কাগজের সৃষ্টিকারীর নামে একে বলা হয় হোয়াটম্যান পেপার)। শিল্পীরা প্রায়শই কাগজের সাদা অংশটি রং দিয়ে ঢাকেন না পুরোপুরি। ফলে ছবিতে একটি শুভ্রতার ঝলক (Sparkle) থেকে যায়। ভাল জল-রং ছবির এটা অন্যতম সম্পদ। জল-রং ছবির সাদা এবং হালকা স্বচ্ছ রং সহজে ময়লা হতে পারে বলে এগুলি কাঁচ দিয়ে ঢাকা হয়। যেখানে একাধিক ছবি পাশাপাশি টাঙ্গানো হবে সেখানে ছবিগুলির মধ্যে একটা বিষয়গত মিল থাকা দরকার। সব কটি ছবিই একই সিরিজ (যেমন পাখির সিরিজ, জাহাজ বা নৌকার সিরিজ, ঘোড়ার সিরিজ, ঝরণার সিরিজ ইত্যাদি) ভুক্ত হতে হবে। ফ্রেমও হবে সবকটির একরকম: তা হলেই ছবিগুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আসবে।

জল-রং ছবি খুব একটা বিমূর্ত হয় না। তবে উচ্চাঙ্গের জল-রং ছবির চরিত্রে একটা তড়িঘড়ি করা স্কেচের ছাপ থাকে বলে এবং যেহেতু ওই ধরনের স্কেচে সব কিছু খুঁটিয়ে আঁকা সম্ভব হয় না, অনেক কিছুই দর্শককে কল্পনা করে নিতে হয়। জল-রং ছবির একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে যা তেল-রংয়ে পাওয়া দুষ্কর।

গ. লিথো, সিল্ক স্ক্রীন, উডকাট, পোস্টার জাতীয় প্রিন্ট

ধনী শিল্প সংগ্রাহকরা হয়ত নাক সিঁটকোবেন কিন্তু ভাল জাতের প্রিন্ট দেওয়ালে টাঙ্গানোয় কোন দোষ নেই। এম. এফ. হাসান বা রামকুমারের আঁকা তেল রং ছবির দাম যেখানে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা, সেই ছবির অতি উমদা প্রিন্টের দাম পঞ্চাশ, ষাটের বেশী হবে না। খুব নজর করে না দেখলে এটি প্রিন্ট না আসল বোঝা শক্ত। তাছাড়া লিথো, উডকাট, সিল্ক স্ক্রীন ইত্যাদি পদ্ধতিতে আঁকা (বা বলতে পারেন ছাপা) ছবি মাত্রই তো প্রিন্ট। সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র কম নয় তেল বা জল-রং আসল ছবির তুলনায়। ফটোগ্রাফিক প্রিন্টও তাই। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে এই ধরনের প্রিন্ট বা পোস্টার দিয়ে দেয়াল সাজানো মোটেই দোষের নয়। কুরুচি তো নয়ই।

আমাদের অফিসে বহু ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। আসল তেল-রং (৪৮" × ৪৮"), ঘর দোরের বিস্তর ফটোগ্রাফের বিশাল বিশাল এনলার্জমেন্ট (২৪" × ১৮"), অফিস শিল্পীদের আঁকা ও বানানো একাধিক রঙ্গীন স্থাপত্যের দৃশ্য ও মডেল। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে নয়নাভিরাম লাগে মালিনী পত্রিকার সম্পাদিকার দেওয়া একটি রঙ্গীন পোস্টার। রাজস্থান পর্যটন বিভাগের ৩০" × ২০" মাপের পোস্টারটিতে একটি রাজস্থানী দুর্গের ছবি রয়েছে। এটিকে আমি সযত্নে নিজের ঘরে স্থান দিয়েছি। আপনারাও ইচ্ছে করলে পর্যটন বিভাগ, আর্ট এক্জিবিশানের আয়োজক বা শিল্প বিষয়ক প্রকাশনা সংস্থা থেকে এইরকম চমৎকার পোস্টার বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন। পোস্টার দিয়ে ঘর সাজানোকে মোটেই ছেলেমানুষী ভাববেন না। ফ্রান্সের তুলুস লোত্রেক জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন কেবল পোস্টার এঁকেই।

ছবি ছাপাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। ফটোপ্রিন্ট, অফসেট প্রিন্ট ছাড়াও শিল্পী নিজে হাতে যে সব প্রিন্ট সৃষ্টি করেন যেমন ধাতুপাত থেকে এচিং, কাঠ খোদাই থেকে উডকাট, রবার শিট থেকে লিনোকাট, সিল্ক স্ক্রীন থেকে স্ক্রীন প্রিন্ট ইত্যাদি। এর মধ্যে এচিং অতি পুরানো পদ্ধতি এবং বহু বিশ্ববিখ্যাত ছবি সৃষ্টি হয়েছে এই পদ্ধতিতে। ঘর সাজানোতে এইসব প্রিন্ট ব্যবহার কোন মতেই নিন্দনীয় নয়।

ঘ.ক্যালেন্ডার

উপযুক্ত নির্বাচনে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডারও গৃহসজ্জার উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের এক জাপানী স্থাপত্যবিদ বন্ধু ১৯৮৮ সালে আমাদের অফিসে একটি জাপানী ক্যালেন্ডার দিয়ে গেছলেন যার বারোটি পাতার প্রত্যেকটিতে একটি করে জাপানী বাড়ির (নির্বাচিত স্থাপত্য উদাহরণ হিসেবে) বাইরের ও ভিতরের রঙীন ছবি এবং নকশা (Floor Plan) দেওয়া ছিল। বহু লোক ক্যালেন্ডারটি দেখে আমাদের বলে গেছেন, যেন মনে হয় ক্যালেন্ডারটি আর্কিটেক্ট অফিসের জন্য অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো

ঙ আয়না

আয়না টাঙ্গানোর মূল উদ্দেশ্য নিজের চেহারার প্রতিফলন দেখা বাথরুম, ড্রেসিংরুম, প্রবেশ লবী, বারান্দা বা পর্চ (Porch) ইত্যাদি জায়গায় দেয়ালে আয়না টাঙ্গিয়ে রাখা হয় যাতে ঢোকা বা বেরুবার আগে লোকে চুল, টাই, বিন্দি, লিপস্টিক, শাড়ি, শাল সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে।

এ ছাড়া আয়না টাঙ্গানোর আরো দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে

(১) আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দৃশ্যতঃ ঘরের মাপ দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। সরু করিডোর বা প্যাসেজের দুদিকে টানা আয়না লাগিয়ে দিলে প্যাসেজটিকে বিশাল হলের মত দেখাবে।

(২) জানালার উল্টো দেয়ালে আয়না লাগালে প্রতিফলিত আলো ঘরের অন্ধকার কোণগুলি আলোকিত করে তোলে

(আমি বাড়ি এক তলায় রাখা টি.ভি.তিনটি আয়নার সাহায্যে দোতলায় নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখার একটা ব্যবস্থা করেছি। টি.ভি বিক্রেমারা লাশ ফেলে দিতে পারে ভয়ে বিশদ বিবরণ গোপন রাখা হল।

আপনার আপহোলস্ট্রি বা পর্দার নকশা বা গাত্ররূপ আয়নার বুকে ফুটিয়ে তুলতে হলে ভাল শিল্পীকে দিয়ে এচিং করিয়ে নিতে পারেন। বড় আয়নার দোকানদারকে অর্ডার দিলে তারাও এচিং করিয়ে দেবেন। ঘর সাজানোর ব্যাপারে সাদা আয়নার থেকে সোনালী আয়না আরো উপযোগী, বিশেষতঃ ঘরের সজ্জা যদি রাজস্থানী বা মোগলাই ধাঁচের হয়, তবে এই ধরণের রঙীন আয়নায় প্রতিফলিত বস্তুর রং বদলে যাবে।

● ঝোলানো আর টাঙ্গানোর ফারাক

টাঙ্গানোর রীতিনীতি ও ফ্রেম সম্পর্কে দু-চার কথা বলে শেষ করব অথ-ছবি কথা।

ছবি টাঙ্গাবেন ঘরের কোন বিশেষ আসবাবের সঙ্গে কম্পোজিশান করে। যেমন শোবার ঘরে খাটের, বসার ঘরে বড় শোফার, খাবার ঘরে ডিনার ওয়াগান বা সাইড বোর্ডের এবং স্টাডিতে পড়ার টেবিলের মাথায় আসবাব থেকে একটু ওপরে (হাত খানেক কি দেড়েক ওপরে) টাঙ্গাবেন, আসবাবের সঙ্গে সেন্টার করে। টাঙ্গাবার তার বা দড়ি যেন দেখা না যায়। ছবি নীচু করেই টাঙ্গাবেন। কোনক্রমেই যেন তা দাঁড়ানো মানুষের চোখের উচ্চতা (সাধারণতঃ মেঝে থেকে ৫ ফুট) ছাড়িয়ে না যায়। অনেকগুলি (৯.০৪ নকশা) ছোট ছোট ছবি একসঙ্গে টাঙ্গাতে হলে পিছনে হালকা রংয়ের একটা বড় বোর্ড ব্যবহার করবেন (৯.০৪ নং নকশা) ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে। এটি সবগুলি ছবিকে দৃশ্যতঃ একটা ঐক্য (Unity) এনে দেবে। ছবি টাঙ্গাবেন, না হেলিয়ে যথাসম্ভব দেয়ালের সঙ্গে খাড়াভাবে সাঁটিয়ে। তার বা দড়ি যত ফ্রেমের মাথার দিকে আটকানো যায়, ছবি ততই খাড়া ভাবে ঝুলবে। ছবি টাঙ্গাবার জন্যে একটি বিশেষ দেওয়ালই বেছে নেবেন। ঘরের চার দেয়ালে ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে তার আকর্ষণ কমে যায়। একটা ঘরে ৩/৪টির বেশী ছবি রাখবেন না। ছবির মাপ বিভিন্ন হলে একটি বড় মাপের প্রধান ছবির সঙ্গে দুটি ছোট সহযোগী ছবিই যথেষ্ট। এই সব ছবির রং, আকার ও বিষয়বস্তু যেন পরস্পরের মানানসই হয়। যখন একাধিক ছবি পাশাপাশি টাঙ্গাবেন তখন ছবিগুলির মধ্যে ফাঁক ছবির যা চওড়া মাপ তার থেকে একটু কম রাখবেন। তাতে ছবিগুলিকে যূথবদ্ধ দেখাবে।
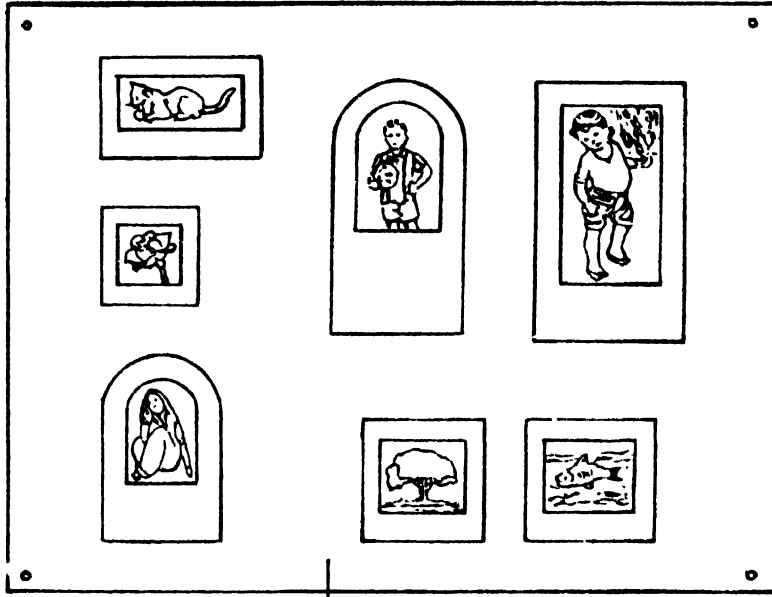
৯.০৪ নকশা—দৃশ্যতঃ ঐক্য আনতে ছোট ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড বোর্ড।

জল-রংয়ের তুলনায় তেল-রং ছবির ফ্রেম চওড়া ও ভারী হয়। আজকাল অবশ্য ফ্রেমহীন বা নামমাত্র ফ্রেমযুক্ত তেল-রং ছবি টাঙ্গাবারও চল হয়েছে। তেল-রং সাধারণতঃ গাঢ় বর্ণের হয়। এর সঙ্গে ব্রোঞ্জ রংয়ের, সোনালী গিল্ট করা বা এর্বনি (Ebony) পালিশ করা কাঠের ফ্রেম ভাল মানায়। জল-রং, লিথো, কালি-কলমের স্কেচ, এচিং জাতীয় ছবি যার পটভূমি সাদা বা হালকা রংয়ের কাগজ, ময়লা এড়াতে সাধারণতঃ কাঁচ দিয়ে ঢেকে ফ্রেম বাঁধানো হয়। এই ধরনের ছবি (বিশেষতঃ মিনিয়েচার পেন্টিং) আকারে ছোট হয়। ফ্রেমে বাঁধানো ছবিকে আকারে একটু বড় দেখাতে ছবিটিকে একটি বড় বোর্ডে সেঁটে বাঁধানো হয় (৯.০৫ নং নকশা)। এই বোর্ড ছবির পটভূমির তুলনায় একটু গাঢ় রংয়ের হলে ছবির খোলতাই বাড়ে। বোর্ডটি ছবির থেকে দুপাশে ও মাথার দিকে ১½/২ইঞ্চি ও তলার দিকে ২/২½ ইঞ্চি বেরিয়ে থাকবে। সাদা কালো ফটোগ্রাফের পক্ষে নিকেল করা লোহার ফ্রেম এবং রঙীন ফটোগ্রাফের পক্ষে সাদা এনামেল করা সরু কাঠের ফ্রেম সবচেয়ে মানানসই। ফ্রেমে কারুকার্য থাকবে কি না তা নির্ভর করছে ছবির বিষয়বস্তু ও ঘরের আসবাব আধুনিক না সাবেকী ঢংয়ের তার ওপর।

৯.০৫ নকশা—ফ্রেমে বাঁধানো ছোট বা মিনিয়েচার ▷ ছবিকে বড় দেখাতে মাউন্টবোর্ডের ব্যবহার।
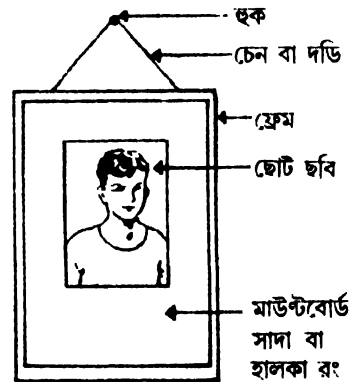
চ. ঘড়ি

কারুকার্যবহুল গ্র্যান্ডফাদার ক্লক থেকে একেবারে কারুকার্যবিহীন আধুনিক ডিজিটাল ক্লক পর্যন্ত হরেক রকম ঘড়ি পাওয়া যায় যা ঘরের সাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেওয়ালে ঝোলাতে পারেন। কারুকার্য বহুল ঘড়ি দাম ও আকর্ষণের দিক দিয়ে প্রায় সাবেকী ভাস্কর্যের মতই মহার্ঘ্য। কাজেই এগুলি এড়িয়ে সাদামাটা ডিজাইনের ঘড়ি নির্বাচন করাই ভাল। এগুলি সব ধরনের ঘরেই মানিয়ে যায়। তাছাড়া ঘড়ির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সময় জানানো। সে উদ্দেশ্য সাদামাটা ঘড়িতেও সমানভাবেই সাধিত হয়।

● কুটুম কাটুম

এবার দেয়াল সজ্জার পালা শেষ হল। ঘরের কোণে স্ট্যান্ডে বা কর্ণার টেবিলে সিগারেট বক্স, ছাইদানী, ফুলদানী, টেবিল ল্যাম্প, টেলিফোন, টাইমপিস জাতীয় টুকিটাকি দরকারী জিনিসের মাঝে যে ঘর সাজানোর বস্তু প্রাধান্য পায় তা হল একটি পাথরের গণেশ, নটরাজ বা বুদ্ধমূর্তি। এক কথায় একটি উত্তম শ্রেণীর ভাস্কর্য। নেহাতই সস্তাগণ্ডা (মাটি, প্লাস্টিক বা চিনেমাটি) থেকে বহুমূল্য (মার্বেল, কাটগ্লাস বা কাঠখোদাই), এমন কি দুর্মূল্য (হাতির দাঁত, ব্রোঞ্জ বা রূপোর তৈরী) ভাস্কর্যও হতে পারে। বিশ টাকা থেকে বিশ হাজার। পাঠক নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বেছে নেবেন। দেশী ভাস্কর্য চাইলে বাছতে পারেন বাঁকুড়ার ঘোড়া, কৃষ্ণনগরের পুতুল, মহীশূরের হাতি কিম্বা বাঁশের নৌকা। আর এক ধরনের আধুনিক ভাস্কর্য আছে। নাটবল্টু, দাঁতচাকা, গাছের শুকনো ডাল, পাথরের নুড়ি, মোটা তার, মোমবাতি, সাবান, কাঁচ বা প্লাস্টিকের শিট, রেডিয়োর বাতিল ভালব, ব্যাটারীর খোল ইত্যাদি জুড়ে সেঁটে একত্র করে মানুষ, ঘোড়া, কুমীর, সিংহ, শকুন, প্যাচা বা নিছক বিমূর্ত কম্পোজিশান হিসেবে নিজে ঘরে বসেই মজার মজার ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে পারেন আপনি নিজেই। জিনিসগুলি জোড়বার জন্যে এরালডাইট ব্যবহার করতে পারেন। ধাতু জুড়তে ঝালাইও করতে পারেন। জিনিসগুলির আসল পরিচয় ঢাকতে সেগুলি সুতো, পাতলা ফিতে, সেলোটেপ, প্লাস্টিসিন দিয়ে ঢেকে রং (সাদা তেল রংই বাঞ্ছনীয় কারণ এর স্থায়িত্ব) করে দেবেন। দেখবেন বিনাপয়সায় ঘর সাজানো হবে। আপনার শিল্পবোধের প্রশংসা হবে এবং, যে যাবে মেজাজে টান ধরবে, বিদঘুটে সময়ে চা-কফির আবদার করলেও ম্যাডাম বিমুখ করবেন না।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এ ধরনের ফেলে দেওয়া জিনিসের ভাস্কর্য তৈরী করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর তৈরী 'কুটুম-কাটুম' (ভাস্কর্যের এই মজাদার নামের স্রষ্টা অবন ঠাকুর নিজেই) সারা পৃথিবীতে খ্যাতি কুড়িয়েছে।

ঘরের খালি নিরাভরণ কোণটিতে সাজিয়ে তুলতে একটি ১২" থেকে ১৮" লম্বা ভাস্কর্যের তুলনা নেই। এটিকে কিছু টবে বসানো লতাপাতার সঙ্গে বসাবেন এবং সোফা বা ক্যাবিনেটের আড়াল থেকে এর ওপর আলোকপাতের ব্যবস্থা করবেন। দেখবেন ভাস্কর্যের রূপ ফেটে পড়ছে।

● আধুনিক মৎস্যপুরাণ

ঘর সাজানোর সব সরঞ্জামই অনড়, অচল, স্থির। এমন কি গাছ গাছালীও যা থাকে তা জীবন্ত হলেও গতিহীন। ফলে যত সুন্দরভাবে সাজানোই হোক না কেন ঘরটি, সে সৌন্দর্যে কোন প্রাণ-চাঞ্চল্য থাকে না। এই প্রাণহীনতা ভাঙ্গতে পেশাদার ঘর সাজিয়েরা ঘরের এক কোণে রঙীন মাছের অ্যাকোরিয়াম রাখার উপদেশ দেন। লাল-নীল মাছগুলি জলজ উদ্ভিদের মধ্যে খেলে বেড়ায় সাবলীল ভঙ্গিতে যা থেকে সৃষ্টি হয় এক গতিশীল সৌন্দর্য (Animated Beauty) যা মানুষকে আবিষ্ট করে রাখে, ছোটদের মানবিক গুণ (স্বাভাবিক সৌন্দর্য বোধ, নিম্ন প্রাণীর প্রতি মমতা, পোষ্যের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি) গুলি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

অ্যাকোরিয়াম বা শোকেসে রঙিন মাছ পোষা কেবল একটি ঘর সাজানোর উপাদানই নয়, একটি চমৎকার সস্তা হবিও। মোট বাজেট ৩৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। শুরু করতে যেসব সরঞ্জাম দরকার তার তালিকাটা এই রকম :

(১) একটা মজবুত কাঠের বা লোহার স্ট্যান্ড বা টেবিল — মাপ ২ফুট × ২ফুট। খাড়াই ২½ ফুট।
(২) ২০ থেকে ৩০ লিটার জল ধরে এরকম সাইজের (১৫"× ২৪"× ২০") ইঞ্চি কাঁচের চৌবাচ্চা, লোহার ঢাকনাযুক্ত।
(৩) লোহার ঢাকনার ভিতর হোল্ডার ফিট করা থাকে। তার জন্য একটি বা দুটি ৪০ ওয়াটের বাল্ব।
(৪) আলো জ্বালানোর জন্য ও পাম্প চালানোর জন্য কাছে পিঠে চাই একটি বৈদ্যুতিক প্লাগ পয়েন্ট।
(৫) ছোট অ্যারেটার (Airetor) পাম্প যা দিয়ে চৌবাচ্চার জলে হাওয়া খেলানো যাবে।
(৬) এয়ারপাম্প থেকে জলের মধ্যে হাওয়া চালান করার জন্য ২ মিটার লম্বা সরু রবারের নল।
(৭) পাম্প করা হাওয়া যাতে ছোট ছোট বুদবুদে জলের সঙ্গে মেশে সেজন্য চাই স্প্রেয়ার ব্লক বা ফিলটার।
(৮) মাছ ধরার হাতলওয়ালা জালের ফাঁদ।
(৯) জল বদলানোর জন্য বালতি, মগ, রবারের নল।
(১০) বাচ্চা বা রুগণ্ মাছকে আলাদা করে রাখার জন্য ৪ লিটারের বড় জার বা স্বচ্ছ জেরিক্যান।
(১১) চৌবাচ্চার জল শোধন করার জন্য নীল (মেথানিল) বা সবুজ ওষুধ। ছোট শিশিতে পাওয়া যায়।
(১২) চৌবাচ্চার কাঁচ থেকে শ্যাওলা পরিষ্কার করার জন্য এক প্যাকেট স্টিল উল (সরু লোহার তারের কুচি)।
(১৩) মাছকে কেঁচো খাওয়াবার জন্য প্লাস্টিক বা কাঁচের ভাসন্ত ফিডিং কাপ।
(১৪) অ্যাকোরিয়ামের তলায় বিছাবার জন্যে সাদা ও রঙীন মার্বেলের নুড়ি বা কুচি।
(১৫) অ্যাকোরিয়াম সাজাবার কাঁচ, প্লাস্টিক বা চীনেমাটির অলঙ্করণ (ব্যাঙ, কুমীর, ডুবুরী, জাহাজ, সাঁকো, জলপরী)।
(১৬) ২/১ টি জলজ উদ্ভিদ, এবং শেষ মেষ
(১৭) রঙিন মাছ যার কিছু বিবরণ ২৮ নং সারণীতে দিলাম।

২৩ নং সারণী ঃ রঙিন মাছের বিবরণ

নাম	বিবরণ	সাইজ
ড্যানিও	খেলুড়ে মাছ। শক্ত সমর্থ। নানারঙে পাওয়া যায়।	১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি
গাপ্পী	বহুবর্ণ, বাহারে পাখনা, শক্ত সমর্থ।	২ ,,
টেট্রা	জ্বলজ্বলে নীল সবুজ পিঠ, লাল পেট। শান্ত প্রকৃতি।	১$\frac{১}{২}$,,
ফাইটার	ময়ূরকণ্ঠী রং। ঝগড়াটে প্রকৃতি।	২$\frac{১}{২}$,,
লোচ	সোনালী কমলা রং, তিনটি চকোলেট ডোরা যুক্ত, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে।	২$\frac{১}{৪}$,,
অ্যাঞ্জেল	কালো / রূপালী অপরূপ বড় মাছ।	৪-৫ ,
মলি	কালো, নীল ভেলভেটের মত রং।	১$\frac{১}{২}$,,
সোর্ডটেল	লাল রং। লম্বা লেজ। ঝগড়াটে।	৩ ,,
প্ল্যাটি	লাল কমলা রং। শান্ত প্রকৃতি।	২$\frac{১}{২}$,,
ক্যাটফিস	মুদ্দফরাশ মাছ। জল পরিষ্কার রাখে। ময়লা খেয়ে ফেলে।	২$\frac{১}{৪}$,,

● **এবার অ্যাকোরিয়াম গড়ে তোলার ৬টি ধাপ জেনে নিন ঃ**

১ম ধাপ— নুন ও পটাশ পার্ম্যাঙ্গানেট দিয়ে ট্যাঙ্ক ধুয়ে, আধট্যাঙ্ক জল ভরে পরীক্ষা করে নিন ট্যাঙ্ক লিক করছে কিনা। কেনার পর ট্যাঙ্ক সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে কাচের জোড় না খুলে যায়। কাচগুলি অ্যালুমিনিয়াম বা লোহার ফ্রেমের খাঁজে ভ্যালামাইট দিয়ে জোড়া থাকে। লিক দেখা দিলে যিনি ট্যাঙ্ক বানিয়েছেন তাঁর সাহায্য নেওয়াই ভাল।

২য় ধাপ— স্ট্যান্ডে ট্যাঙ্ক বসিয়ে পাথরের নুড়ি তলায় সাজিয়ে দিন এবং দু ইঞ্চি খালি রেখে জল ভরে নিন।

৩য় ধাপ— জলজ উদ্ভিদগুলির শিকড় পাথরের কুচির মধ্যে পুঁতে দিন। সাজিয়ে ফেলুন প্লাস্টিক, চীনেমাটির অলঙ্কারগুলি। ফিট করে ফেলুন পাম্প, ফিল্টার ইত্যাদি ও বাল্ব এবং বৈদ্যুতিক যোগসাধন।

৪র্থ ধাপ— তালিকা থেকে নির্বাচন করে ৮/১০ টি মাছ (৪/৫ জোড়া) কিনুন ছোট বড় মিশিয়ে। ২০/ ৩০ লিটার ট্যাঙ্কে এর বেশী মাছ রাখা অনুচিত। মাছের স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের মাছ ট্যাঙ্কের উপরদিকে, মাঝামাঝি বা তলদেশে ঘুরে বেড়ায়। যেমন ঃ—

উপর দিকে— পার্ল, হ্যাচেট, ড্যানিও।
মাঝামাঝি— টেট্রা, নিওন, জেব্রা।
তলদেশে— ক্যাটফিস, লোচ, স্ক্যাভেঞ্জার।

এই তিন শ্রেণী থেকেই মাছ নির্বাচন করলে আপনার অ্যাকোয়ারিয়াম সব সময় ভরা দেখাবে।

৫ম ধাপ— কেনা মাছ ২৪ ঘন্টা আলাদা জারে রেখে দেবেন যাতে তারা আনা-নেওয়ার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে, ঝাঁকুনী না দিয়ে তাদের ভাসিয়ে দিতে হবে ট্যাঙ্কের জলে। তার আগে জলে মেথানিল দিয়ে নেবেন দশ ফোঁটা।

৬ষ্ঠ ধাপ— মাছকে রোজ খেতে দেবেন ছোট কেঁচো। মাছের দোকানেই পাবেন এই কেঁচো। এক ঘন্টায় তারা যতটুকু খেতে পারে সারাদিনের পক্ষে ততটুকু খাদ্যই যথেষ্ট। মনে রাখবেন অ্যাকোয়ারিয়ামে বেশীর ভাগ মাছ মরার কারণ গুরু ভোজন।

● সরস্বতীর সৌন্দর্য

খোলা র‍্যাকে সাজানো রং-বেরংয়ের বইয়ের একটা বিশেষ শোভা আছে যা কাঁচের আলমারীতে বন্দী। ঘরোয়া স্টাডিতে এই ধরনের র‍্যাক বই রাখার পক্ষে চমৎকার সুদৃশ্য অথচ সস্তা ব্যবস্থা। এভাবে রাখা বই শব্দ তরঙ্গকে শুষে নিয়ে বাচ্চার ঘর, স্টাডি বা লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় নীরবতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। কিন্তু এই খোলা র‍্যাকের বিপক্ষেও কিছু বলার আছে। খোলা র‍্যাকের বইকে ধুলো, বালি, ময়লা এবং পোকার হাত থেকে বাঁচানো শক্ত। দুষ্প্রাপ্য বই কাঁচের আলমারীতে রাখাই ভাল। তাতে ড্যাম্প, ধুলো এবং পোকা বইয়ের অনিষ্ট করতে পারবে না। এছাড়া বসার ঘরে খোলা র‍্যাকে বই রাখলে তা চুরি যেতে পারে। আমাদের দেশে ভদ্রমানুষের মধ্যেও একটা অদ্ভুত বিশ্বাস আছে যে বই ধার নিয়ে ফিরিয়ে না দেওয়াটা চৌর্যবৃত্তির মধ্যে পড়ে না।

বৈঠকখানার খোলা র‍্যাকে যদি বই সাজাতেই হয় ঘর সাজানোর খাতিরে— দর্শন, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক খটমট কিছু বই সাজিয়ে রাখবেন। আপনার বেশীর ভাগ অতিথিই ওই রকম বই ধার নিতে আগ্রহী হবেন না।

বই সাজাবার সময় বড় বইগুলি নিচের দিকের তাকে এবং ছোট বইগুলি ওপরের তাকে রাখবেন। কয়েকটি খণ্ডের সিরিজ থাকলে বা একরঙা মলাট হলে তা পাশাপাশি সাজাবেন। এক একটা বিষয়ের বইয়ের এক এক রংয়ের কাগজ দিয়ে লুজ জ্যাকেট তৈরী করে নিতে পারেন। দেখতেও শোভন হবে, কালার-কোড মারফত আপনি এক নজরে জেনে যাবেন কোন্ বিষয়ের বই কোথায় আছে।

● বাসনার বাস রসনায়

খাবার টেবিল সাজানো হয় খাবার প্লেট, গ্লাস, বা থালা, বাটি এবং পরিবেশনের বোল, ডোঙ্গা ও ট্রে নিয়ে। ফুলদানী ও মোমবাতির বাতিদানও এর অঙ্গ হতে পারে। চায়ের কাপ, দুধ-চিনির পাত্র, টি-পটও ক্ষেত্র বিশেষে হতে পারে টেবিল সজ্জা। এছাড়া রয়েছে টেবিল ক্লথ, ম্যাট এবং ন্যাপকিন। ঘর সাজানোর মত এখানেও প্রয়োজন মানানসই রংয়ের খেলা, নকশা, অনুকৃতি ও পাত্ররূপের ব্যবহার সম্মত পারস্পরিক সঙ্গতি ও সমভাব। যেকোন ইংরেজি ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানের বইয়ে এ সম্পর্কে পাতার পর পাতা আলোচনা পাবেন। যেহেতু বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের অধিকাংশ পরিবারে খাবার টেবিল সাজানোটা নেহাৎ জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী বা জামাইষষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই এ আলোচনা আমরা এখানেই সীমিত করলাম।

● সপ্তপদী পরিক্রমা

● এ অধ্যায় আমরা শেষ করব সাতদফা পরামর্শ দিয়েঃ—

(১) লম্বা টে ছবি দেয়ালে টাঙ্গালে ঘরের উচ্চতা বেশী মনে হয়। চওড়া ছবি একই দেয়ালে পাশাপাশি সাজালে ঘর চওড়া লাগে দেখতে।

(২) পেলমেটের উপর ফুলদানী, পুতুল ইত্যাদি রাখবেন না। অত উঁচুতে ওগুলি ভাল দেখায় না।

(৩) সোফার পাশের বা সামনের টেবিলের উচ্চতা সোফার হাতলকে যেন ছাড়িয়ে না যায়।

(৪) স্ট্যান্ড বা টেবিল ল্যাম্পের শেডে কুঁচি না থাকলেই বেশী ভাল দেখায়।

(৫) রেডিয়ো, টিভি ও আলোর তার এবং এরিয়াল যত কম নজরে পড়ে ততই শোভন।

(৬) ঘরে একটির বেশী ঘড়ি বা ক্যালেন্ডার রাখবেন না। পুরানো ক্যালেন্ডার বর্ষপূর্তির সাথে সাথে বিদায় করুন।

(৭) ঘরে এক দুটি টবে পোঁতা সুন্দর সতেজ গাছ বা ফুলদানীতে সুন্দর করে সাজানো ফুলের উপস্থিতি ঘরের চেহারা আমূল পাল্টে দিতে পারে। আর সেই বিষয়েই আমরা অভিজ্ঞ হয়ে উঠব দশম অধ্যায়ের ছায়াঘন পল্লবের তলায়....

● খবরদার পত্র — ৯নং

● **ঘর সাজাতে যেসব টুকিটাকি জিনিসপত্র দরকার হয়, যেমন—**

ফুলদানী-সেরামিক	তামার গামলা
ছাইদানী-গ্লাস	রূপোর গয়না
বিয়ার মগ চিনে মাটির	কাঠের পুতুল
ভাস্কর্য পোড়ামাটির	কাটগ্লাসের ঝাড়
পিতলের থালা, বাটি	মোমবাতি
সোপস্টোনের মূর্তি	চটের ওয়াল হ্যাঙ্গিং
মোষের শিংয়ের শিল্প	ন্যাপকিন
হাতির দাঁতের শিল্প	সার্ভিয়েট
তামার মূর্তি, গামলা	পাখিডাকা ঘড়ি

● **এক কথায় সাজাবার সব অলঙ্কার পাবার খাসা ঠিকানা হল :**

বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রীজ, ৫৭, চৌরঙ্গী রোড, কলি- ২০

ঠিকানাটা চৌরঙ্গীর-হলেও আচার্য জগদীশ বসু রোডের সাদা চূণকাম করা দেয়ালের মাঝে বসানো সবুজ চিত্র বিচিত্র কাঠের দরজা। দরজার ও পাশে ফুল বাঁধানো উঠোন, পেরলেই শোরুম। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ১,০০০ টাকার জিনিসও পাবেন ওখানে।

● হোম ইন্ডাস্ট্রীজে অবশ্য প্লাস্টিকের জিনিসপত্র পাবেন না। যদিও ঘরকন্নার কাজে এগুলি অপরিহার্য। দু নম্বরী প্লাস্টিকের মালে বাজার ছেয়ে আছে। এগুলি এড়িয়ে সঠিক দামে সঠিক জিনিসটি কিনতে হলে আপনাকে বড়বাজার এলাকায় যেতে হবে। সেখানে পাবেন বালতি (৬ লিটার থেকে ২৫ লিটার) দাম ২৫- ৮৫ টাকা ঢাকনার দাম (৮ - ২ টাকা) আলাদা। নাম করা কোম্পানীর বালতি বলতে বোঝায় মিলটন, সানি, ন্যাশনাল।

এরপর গামলা (১৪,১৬,১৮ ও ২০ লিটার মাপের) দাম ২৮ - ৮৫ টাকা (২৪ লিটারের জাম্বো সাইজ পাওয়া যায় মিলটনের, দাম ৯৮ টাকা)।

ঢাকনা সহ স্টোরেজ ড্রাম পাবেন ১০০ লিটার অবধি। দাম সাইজ অনুযায়ী ১০০ থেকে ২৬০ টাকা অবধি। জগ ২৫, মগ -- ৮-২০ টাকা, গ্লাস — ৮ টাকা, ১০ টাকা ব্রাইট ব্রাদার্স নামী কোম্পানী। এঁদের সব জিনিসই অন্যান্যদের তুলনায় ১০/১৫% বেশী। এগুলি বেশী টেকসইও। অন্যান্য নামকরা ব্রান্ডের মধ্যে আছে প্রিন্স প্লাস্টিকস, জনতা প্লাস্টিকস, রাজপল, মিলনপ্লাস্ট, পাইয়োনিয়ার মারভেল, পলিপ্লাস্ট এজেন্সী, প্লাস্টিক আর্ট।

● **কম চলতি কয়েকটি প্লাস্টিকের জিনিস যা ঘর সাজানোর কাজে লাগে।**

(১)	থ্রি-পিস এয়ার টাইট কনটেনার সেট	৫০ টাকা	(৯)	বেবি বাথটব	৮০ টাকা
(২)	ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট	৪৫ টাকা	(১০)	সাইকেল বাস্কেট	৪০-৮০টাকা
(৩)	লনড্রি বাস্কেট কাম স্টুল	১২৫ টাকা	(১১)	ফ্রুট বোল	২০-৪০ টাকা
(৪)	শৌখিন টেবল ম্যাট	২৫- ৩০ টাকা	(১২)	কিচেন ট্রে	৩০ টাকা
(৫)	ব্রেড বক্স (বড়)	৩৫ টাকা	(১৩)	মশলার বাকস	২০, ২৫, ২৮ টাকা
(৬)	পেডাল বিন (ব্রাইট)	১৩০ টাকা	(১৪)	ওয়াটার বটল (১ লিটার- ৪ লিটার)	১৮-৪০ টাকা
(৭)	ঐ নকশা আঁকা	১৫০ টাকা	(১৫)	কুলফি সেট	৩৮টাকা
(৮)	বেবি সেফটি সিট	২৫০ টাকা	(১৬)	সাফারী পিকনিক সেট	২৫০ টাকা

Flowers may beckon towards us, but
they speak towards heaven and God.
— H W. Beecher.

● ফুলসাজের স্বপ্নবিলাস

প্রেয়সীকে সাজাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সাজের ফর্দ বানিয়েছিলেন তাতে কেউর কঙ্কনের পাশাপাশি ছিল কুসুম-কিংশুক ওরফে লাল পলাশ ফুল। ঋষি গৃহের বনবালাদের সেই ট্র্যাডিশান আমরা আজও মেনে চলেছি। ফুলসজ্জা না হলে আজও বাঙ্গালী বাড়িতে ফুলশয্যার তত্ত্ব কমপ্লিট হয় না। আসলে ফুল-লতা-পাতা হল প্রকৃতির নিজস্ব সাজ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁটে উঠতে পারে না মানুষের তৈরী কার্পেট-গালচে -পর্দা-সুজনী- ওয়াড়-চাঁদোয়া-আলপনার সাতনরী হার। তাই সে ঘরের মধ্যে বাগান বানাতে ব্যবহার করে ফুল পাতার মোটিফ, আলপনার লতানো কল্কা থেকে আধুনিক ওয়াল পেপারের জাপানী বাঁশপাতার স্টাইলিশ প্রিন্ট।

সাজ বিলাসী মানুষের আবহমান কাল ধরে অনুযোগ ছিল আঙ্গিনার মত ঘরের অন্দরমহলকেও যদি সাজানো যেত সব সাজের সেরা সাজ গাছপালা দিয়ে। কিন্তু বাদ সাধতেন প্রকৃতি নিজেই। গাছপালার প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে রেখেছেন পাতার সবুজ ক্লোরোফিলে। প্রকৃতির অঙ্গনে সে ক্লোরোফিল সযত্নে লালিত হত সূর্যিমামার স্নেহকিরণে। চারদেয়ালের অন্ধকূপে সূর্যিমামার প্রবেশ নিষেধ; আলোক-পিয়াসী ক্লোরোফিল সেখানে আলোর অভাবে শুকিয়ে হয়ে যেত হলদেটে, তামাটে। ধুকতে ধুকতে নুয়ে পড়ত গাছের দল, কুঁড়িরা ঝরে পড়ত ফোটার আগেই। বার বার ভেঙ্গে পড়ত গাছ গাছালী দিয়ে ঘর সাজাবার মানবিক আগ্রহ। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে কয়েক ঘন্টার মেয়াদে সে শোভা ভোগ করত মানুষ।

● ইনডোর গার্ডেনের ইতিহাস

ফুলদানীর এই স্বল্পমেয়াদী শোভাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চেষ্টার কমতি ছিল না মানুষের। কাগজের ফুল, কাপড়ের ফুল মায় কাঠ পাথরের খোদাই করা ফুল পাতা— কিছুতেই মন ভরত না তার। এ সবই তো মেকি' জীবন্ত সৌন্দর্য্যের হিল্লোল তো এতে নেই। মমি আর মানুষ কি সমান?

মানুষের এই না-পাওয়ার দুঃখ এড়াতে এগিয়ে এল বিজ্ঞান। একদিকে লোহা আর কংক্রিটের যোগসাধনে তৈরী করা সম্ভব হল বড় বড় ঘরের চওড়া চওড়া জানলা দরজা। আগে ছিল খিলানের গবাক্ষ। চওড়ায় তিন ফুট থেকে ছফুট ছিল তার দৌড়। কংক্রিট আর লোহার বিম লাগানোর ফলে জানলা দরজার মাপ মানুষ বাড়াতে পারল ইচ্ছেমত। ইতমধ্যে শিল্প বিপ্লব উপহার দিল বিশাল বিশাল স্বচ্ছ কাঁচের চাদর; ইট পাথরের বদলে আধুনিক স্থাপত্য নিয়ে এল ঘর জোড়া কাঁচের জানলা, বে-উইন্ডো, গ্লাস-ওয়াল। অন্ধকার ঘর ঝলমলিয়ে হেসে উঠল সেই কাঁচ গলিয়ে ঢুকে পড়া সোনালী রোদে।

অন্যদিকে উদ্ভিদবিদরা কলম কাটিংয়ের মারফত হাজির করলেন বেশ কিছু সুন্দর গাছ-গাছালী যাদের রোদের চাহিদা কম, খুব কম। ছায়ায়, এমন কি আঁধার ঘেরা পরিবেশেও দিব্যি তরতরিয়ে বাড়তে থাকল তারা। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিলেন **ইনডোর প্লান্টস (Indoor Plants)**।

সৃষ্টি হল মানুষের স্বপ্নের ইনডোর গার্ডেন (Indoor Garden) বা ঘরোয়া বাগিচা। গ্রীক স্থাপত্য ইতিহাসের স্বর্ণযুগে অ্যাট্রিয়াম (Atrium) বা উঠোনে ছোটখাট ঘরোয়া বাগিচার প্রচলন ছিল। মোগল প্রাসাদেও এধরনের বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দেখা যায় কিন্তু সত্যিকার ইনডোর গার্ডেন জনপ্রিয়তা এবং প্রসার লাভ করে বিংশ শতাব্দীতেই—কংক্রিট ও কাঁচের দৌলতে এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের অন্দরমহলের উপযুক্ত গাছ গাছালী আবিষ্কারের ফলে।

● বাগিচার পঞ্চপ্রদীপ

ঘর সাজানোর কাজে জীবন্ত বা মৃত উদ্ভিদের ব্যবহার পাঁচ রকমের— (১) ঘরের লাগোয়া উঠোন বা টেরাসের বাগান (২) রক গার্ডেন বা নকল পাহাড়ী উদ্যান (১০.০১ নং নকশা) (৩) উঠোনের জলোদ্যান বা লিলিপুল (Lily Pool) এই তিন দফা হল

রঙিন চিত্র নং-৭

রংয়ের মেলা বসাতে মরশুমী ফুলের কোন তুলনা নেই যে তার জীবন্ত প্রমাণ এত সাতরঙ্গা ডালিয়ার সমাবেশ। খুব একটা শক্ত নয় এর তদাবকী কিন্তু বাগান আলো করে থাকবে এরা দিনের পর দিন। পথ চলতি মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে আপনার বাগানের সামনে। নিজের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে— বাঃ।

এ রংয়ের মেলা কিন্তু মধ্যবিত্তের ক্ষমতাব অনায়াস-আয়ত্তের মধ্যে।

রঙিন চিত্র নং-৮

লিলিপুলে লিলি ফুল। বাড়ি তৈরীর সময় ইট ভেজাবার যে চৌবাচ্চা তৈরী, সেই রকম সস্তায় একটা ট্যাসঙ্কে কিছুটা পাঁক মাটি ভরে লিলি বা শালুষ লাগিয়ে দিন। দিনের পর দিন একেবারে বিনা পরিশ্রমে, বিনা পরিচর্যায় ফুটে চলবে লাল নীল শালুক।চমৎকার পাতার আলপনা আঁকবে পানফল, লাল্গ মাছেরা মশা খাবে আর হিল হিলিয়ে খেলে বেড়াবে গতিহীন উদ্ভিদের সুন্দর জগতে। স্ট্যাটিকের পাশেই অ্যানিমেসান। শোভা বাড়াবে বাগানের।

রঙিন চিত্র নং-৯

ঘাস চত্তরের সীমানায় ক্যালেন্ডুলা বা গাঁদাফুল সবুজের রাজত্বে লাল-সোনালু-হলুদ দাঙ্গা সৃষ্টি করে আপনাকে সহজেই হিপনোটাইজ করে ফেলতে পারে। গাঁদা? বলে নাক সিঁটকোবেন না। মরসুমী ফুলেম চাষে সহজতম এর চাষ, রূপসৃষ্টিতে কিন্তু অসাধারণ। প্রমাণ এই ছবি।

খোলা আকাশের তলায় পরিবেশ রচনা। বাকি দুদফা গৃহবন্দী (৪) ইনডোর গার্ডেন বা ঘরোয়া বাগিচা এবং (৫) ফুলসজ্জা বা ইকেবানা। এগুলি আমরা একে একে আলোচনা করব এই অধ্যায়।

১০·০১ নকশা—রক গার্ডেন

● ছোট? তা সে যতই ছোট হোক!

শুরু করা যাক টেরাস গার্ডেন দিয়ে। বাড়ির লাগোয়া এক ফালি উঠোন প্রায় সব বাড়িতেই আবর্জনা ফেলার আস্তাকুড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ কলকাতায় যেখানে বাড়ি বানানোর নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির পিছনে দশ ফুট খালি জায়গা ব্যাক-স্পেস হিসেবে ছেড়ে রাখতে হয় বাড়ি করার সময়। বহুতল ফ্লাট বাড়িতে এই ধরনের ছাদহীন টেরাস ওপরের তলাতেও ছাড়তে হয় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী।

১০·০২ নকশা—[illegible] ব্যাকস্পেসে বাগান

১০·০৩ নকশা—[illegible]
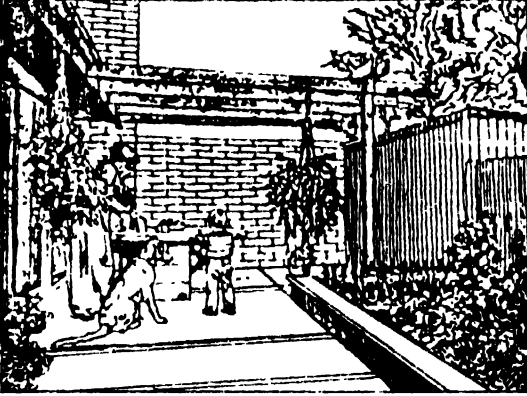
এইসব উঠোন, আঙ্গিনা, ব্যাক-স্পেস, ব্যালকনী বা খোলা ছাদ কেবল ডাস্টবিন-সজ্জিত না রেখে কিছু উপযুক্ত গাছ গাছালী, ফুলপাতায় সাজালে তা এক মনোরম রূপ ধারণ করে '(১০.০২ ও ১০..০৩ নং নকশা)'। নাগরিক জীবনে বিশেষতঃ ফ্লাটবাসীদের জীবনে চারিদিকের স্তূপীকৃত ইট-কাঠ-পাথরের আড়ালে প্রাণ যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখন এই স্বল্প সবুজের উপস্থিতি মনকে সরস তরতাজা করে তুলতে টনিকের মত কাজ করে।

অনেকের ধারণা বিঘে বিঘে জমি না থাকলে বাগানের রূপ খোলে না। এটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন জাপানী উদ্যান বিশারদরা। কুড়ি ফুট লম্বা চৌদ্দফুট চওড়া উঠোন, বাড়িতে ঢোকার গেটের পাশের ফালি পতিত জমিটুকু, পেছনের দশফুট চওড়া ব্যাকস্পেস কিম্বা পাশের চার ফুট চওড়া ছোট্ট ছোট্ট জায়গা সঠিক গাছপালা এবং উদ্যান উপকরণে (Garden Furniture) সাজিয়ে নান্দনিক চমক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতা প্রায় যাদুকরী পর্য্যায়ে উঠে গেছে। এই ধরনের বাগিচা এদেশেও সৃষ্টি সম্ভব, মধ্যবিত্তের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেই এবং এর রক্ষণাবেক্ষণও খুব ব্যয় বা শ্রমসাধ্য নয়। অবশ্য ছোট বাগানের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার কাজে বড় বাগানের তুলনায় বেশী বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয়। যেহেতু গাছ ও উপকরণের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত তাই খুব যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করতে হয় এগুলির। বড় গাছ বাদ দিতে হবে। এমন ঝোপ-ঝাড় দরকার যা সারা বছর সবুজ থাকে, ফুল দেয়, খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় না বা অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য উপকরণও (বেড়া, বসার আসন, ভাস্কর্য, রকগার্ডেন,ফোয়ারা, ইট বা পাথর বাঁধানো চাতাল ইত্যাদি) যাতে সংখ্যায়, আকৃতিতে ও মাপে মানানসই থাকে সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হবে।

উন্মুক্ত গগন তলে অবস্থিত বাগিচার সপ্তঅঙ্গ ঃ

(১) মরসুমী ফুলের কেয়ারী (Flower Bed)
(২) বাহারে পাতা ও ফুলের ঝোপ (Shrubs) লতা (Creeper)
(৩) চত্বর—ঘাস ঢাকা বা ইট অথবা সান বাঁধানো
(৪) নকল পাহাড় বা রকগার্ডেন (Rock Garden)
(৫) বর্ডারের বেড়া বা হেজ (Hedge)
(৬) উদ্যান অলঙ্করণ (Garden Furniture)— যথাঃ বসার আসন (Garden Bench), উদ্যান পথ (Garden Path), আড়াল (Screen) ভাস্কর্য (Sculpture), সাঁকো (Bridge), ফোয়ারা (Fountain) ইত্যাদি
(৭) জলোদ্যান (Water Garden) যথাঃ লালমাছের পুকুর (Fish Pond) এবং পদ্ম-পুকুর (Lily pool)

সবগুলির সমাহার ছোট বাগানে সম্ভব নয়। যেটি যেখানে মানানসই সেটি সেখানে তাক মাফিক লাগিয়ে বাগান করার আগে বানিয়ে নেওয়া প্রয়োজন একটি নকশা বা প্ল্যানের। এই নকশা তৈরীর কলা-কৌশল নিয়ে বলার আগে এই সাতটি অঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধে বিশদ জেনে নেওয়া যাক।

(১) মরসুমী ফুলের কেয়ারী

নীচের সারণীতে পশ্চিম বাংলার উপযোগী ২৫টি মরসুমী ফুলগাছের বিবরণ দেওয়া হল—

২৪ নং সারণী ঃ মরসুমী ফুলগাছের তালিকা

মরশুমী ফুল নাম	উচ্চতা (ইঞ্চিতে)	কোথায় লাগাবেন	গাছের আকার	ফুলের সময়	রং ও গন্ধের বিবরণ
এলিসিয়াম	৪″-১২″	রোদে	ঝাঁকড়া	মে-অগাষ্ট	সুগন্ধী ফুল
টোরেনিয়া	১০″-১২″	ছায়ায়	ঝাড়ালো	মে-জুন	হলুদ-নীল ফুল
কোলিয়াস	১২″-২৪″	রোদে	ঐ	জুলাই	পাতাবাহার
ক্যালেনডুল	১২″-৩৬″	ঐ	ঝোপ	অক্ট-জানু	হলদে-কমলা ফুল
ডেজি	১০″-৩০″	দুই-ই চলে	ঝাড়ালো	মে-সেপ্টেঃ	রঙীন ছোটফুল
এন্টারীনাম	১৮″-৩৬″	ঐ	ডালমেলা	অগাষ্ট-নভেঃ	নানা রং
কোচিয়া	৩০″-৩৮″	রোদে	ঝাঁকড়া	জুলাই-সেপ্টেঃ	লাল বল ফুল
কারনেশান	১৮″-৩৮″	ঐ	ঐ	জুন-সেপ্টেঃ	লাল ছোট ফুল
ক্যানা (সর্বজয়া)	২০″-৭২″	ঐ	ঝোপ	জুলাই-অক্টঃ	নানা রং
ডালিয়া	৩৬″-৭২″	ঐ	ঝাড়ালো	মে-জুলাই	বহুবর্ণ ফুল
ন্যাস্টারসিয়াম	১২″-৯৬″	ঐ	লতানে	মে-সেপ্টেঃ	সুগন্ধী ডবল ফুল
পপি	২৪″-৬০″	ঐ	খাড়া	অগাষ্ট-সেপ্টেঃ	নানা রং
প্যান্সি	৪″-৬″	দুই-ই চলে	ঝাড়ালো	ঐ	ঐ-প্রজাপতির মত
ফ্লক্স	১২″-১৮″	রোদে	ঝোপ	ঐ	ঐ-ছোটফুল
দোপাটি	১৮″-৩০″	ঐ	খাড়া	মার্চ-মে	গোলাপী ফুল
ভায়োলেট	৪″-৬″	ছায়ায়	ঝোপ	ঐ	সাদা বেগুনী ফুল
গাঁদা	৮″-৩০″	রোদে	ঐ	ডিসেঃ-জুলাই	হলদে, কমলা, বাসন্তী
সুইট পি	৪″-৮″	ঐ	লতানে	জুলাই-সেপ্টেঃ	নানা রং
হলিহক	৬০″-৯৬″	ছায়ায়	খাড়া	জুন-সেপ্টেঃ	ঐ
লার্কস্পার	৩৬″-৪৮″	রোদে	ঐ	ঐ	ঐ
কসমস	১৮″-৩৬″	ঐ	ঝাড়ালো	জুন-অক্টঃ	ঐ
জিনিয়া	২৪″-৩৬″	ঐ	ডালমেলা	এপ্রিল-জুলাই	ঐ
সূর্যমুখী	৪৮″-৭২″	ঐ	খাড়া	জুন-সেপ্টেঃ	বড় হলুদ ফুল
অ্যাস্টর	১২″-৩০″	দুই-ই চলে	ঝোপ	মে-জুলাই	তারাকৃতি ফুল
পর্টুলাকা	৪″-৬″	রোদে	ডালমেলা	মার্চ-জুন	নানা রং

গন্ধের চেয়ে রংয়ের শোভাই বেশী। তাই এক সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা (চওড়ায় কমপক্ষে দু-ফুট, মানানসই লম্বা, গোল হলে ন্যূনতম ব্যাস এক মিটার বা সাড়ে তিন-ফুট) গোছা করে চাষ করা হয়। তাতে ফুল ফুটলে জায়গাটা নিরেট রংয়ের চাদরের মত দেখায়। এ ধরনের কেয়ারী পাশাপাশি সাজানো টবে লাগানো ফুলগাছ দিয়েও বানানো যায় (৭ নং চিত্র)। টবে লাগানো গাছে বাড়তি সুবিধা আছে কিছু। টব এদিক ওদিক করে রংয়ের প্যাটার্নে নিতা নতুন বৈচিত্র আনা সম্ভব। ফুল ঝরে পড়া টবগুলিকে ইচ্ছামত চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়ে কেবল ফুটন্ত ফুলের টবগুলিকে চোখের সামনে রাখা যায়। তাতে কেয়ারীগুলি সব সময়ই ফুলে ভর্তি মনে হয়। এছাড়া প্রয়োজনে রুগ্ন বা পোকা ধরা গাছকে পৃথকীকবণ খুব সহজেই সম্ভব।

(২) বাহারে পাতা ও ফুলের ঝোপ এবং লতা

সাজানো বাগানের মূল আকর্ষণ হচ্ছে বাহারে পাতা ও ফুলের ঝোপ ও ছোট গাছ। একে মাপ অনুযায়ী দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, ছোট ঝাড়; দুই, বাহারে বড গাছ। খুব বড় গাছ যেমন সপ্তপর্ণী, দেবদারু, স্বর্ণচাপা, ইউক্যালিপ্টাস প্রভৃতি গাছ অতি সুন্দর হলেও বিশাল আকারের জন্যে মধ্যবিত্তের সীমিত অঙ্গনে অচল। তবে ছোট ঝাড় বা মাঝারী আকৃতির বাহারে গাছের অভাব নেই যেগুলির ফুল-পাতার সৌন্দর্য ছোটখাট বাগানকে মনোহর ও অপরূপ করে তুলতে সক্ষম। এইসব ঝোপঝাড় ও গাছের একটা তালিকা এখানে দেওয়া হল। তবে গাছ লাগাবার সময় সাবধান। জায়গার তুলনায় গাছের সংখ্যা যেন বেশী না হয়ে যায়। তাতে ডালপালার গাদাগাদিতে শুধু যে গাছের বাড ও ফুল ফোটাই বন্ধ হবে তাই নয়। বাগানের চেহারাটা জঙ্গুলে জঙ্গুলে দেখাবে। সৌন্দর্য-বৃদ্ধির বদলে সৌন্দর্যের হানিই হবে। ছোট বাগানের মালিককে এই ব্যাপারটায় সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে।

২৫ নং সারণী ঃ ঝোপ-ঝাড়, বাহারে গাছ

ছোট বাগানের উপযোগী ঝোপঝাড় ও বাহারে গাছ

ঝোপঝাড়	মাঝারী মাপের গাছ	বাহারে লতা
অ্যাজেলিস	কদম	রসুন ফুল
ক্যানডিজ	অর্কেরিয়া কুকি বা ঝাউ	আলামাণ্ডা
ক্যামেলিয়া	সোনালী বাঁশ	বোগেনভিলা
হাসনাহানা	নানা শ্রেণীর পাম	মাধবী
জুঁই	নানা শ্রেণীর সাইট্রাস	অপরাজিতা
ক্রোটন বা পাতাবাহার	অশোক	বেললতা
মিলি	পারিজাত	হানিসাকল
জবা	রবার গাছ	ভেনেস্তা
টগর	কাঁঠালী চাঁপা	ঝুমকোলতা
রঙ্গন	পান্থপাদপ	আইভি
বেলফুল	করবী-শ্বেত ও রক্ত	রেঙ্গুনলতা
কামিনী	পলাশ	এরিস্টোলোচিয়া
গোলাপ	স্থলপদ্ম	লতানো জুঁই

ঝোপ ঝাড়ের খুব একটা তদারকীর দরকার হয় না। ২৫ নং সারণীতে যে চলতি ঝোপঝাড়ের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অ্যাজেলিস তার বড় সাদা গোলাপী ফুলের জন্য জনপ্রিয়। হাসনাহানা বর্ষার ফুল, সাদা, ছোট, তীব্র সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত। জুঁইও তাই। তবে হাসনাহানা ফোটে রাতে (যে কারণে হিন্দিতে -এর নাম রাত কা রাণী), জুঁই দিনে। মিলির ফুল লাল, ছোট, ঝোপ ও ছোট আকৃতির কাঁটা যুক্ত। ক্যানডিজ, ক্যামেলিয়া, টগরের ফুল সাদা। এর মধ্যে ক্যানডিজের ঝোপ মাঝারী মাপের, অন্য দুটি বড় সাইজের। জবা নানা জাতের হয়। ফুল লাল, সাদা, গোলাপী, সিঙ্গল, ডবল, পঞ্চমুখী বহু রকম। রঙ্গন ছোট ঝাড়, ছেঁটে নানা আকৃতি দেওয়া সম্ভব । ফুল জাত ভেদে লাল বা হলদে। সারা বছর ধরে প্রচুর ফোটে। গ্রীষ্মের জনপ্রিয় সাদা বেলফুলের (সিঙ্গল বা ডবল) পরিচয় বাঙ্গালীকে দেবার দরকার নেই। স্থলপদ্ম সকালে ফোটার সময় সাদা থাকে। যত বেলা বাড়তে থাকে ক্রমাগত লালচে আভা ধারণ করে, সন্ধ্যে নাগাদ গাঢ় গোলাপী রংয়ে রাঙ্গা হয়ে ওঠে। লতার মধ্যে উল্লেখিত মাধবী ফুলের রং পরিবর্তনের ধারাও একই রকম। ক্রোটনের ফুলের থেকে পাতার বহুবর্ণ শোভাই বেশী। তাই এর বাংলা নাম পাতাবাহার। শেষ মেষ গোলাপ (সাদা, লাল, হলুদ, গোলাপী, কমলা, নীল মায় কালো রংয়ের ফুল যুক্ত নানা রকম— প্রায় ৪০০ জাতের গোলাপ আছে।)

কেবল গোলাপ দিয়েই বিশাল বিশাল বাগান করা যায়। বহু উদ্যান- বিশেষজ্ঞ (Horticulturist) আছেন যাঁরা শুধু গোলাপ নিয়েই সারা জীবন গবেষণা করছেন। ফুলের রাজা গোলাপ যত ছোট বাগানই হোক অন্ততঃ একটা গোলাপ গাছ না থাকলে বুঝি তার সম্পূর্ণতা আসে না। লতানে জাতের গোলাপ গাছও পাওয়া যায়।

৪/৫ ফুট পর্যন্ত গাছকে যদি ঝোপ বা ঝাড় আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে তার থেকে বড় ১২/১৪ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বাহারী ফুল গাছকে আমরা বলে থাকি মাঝারী মাপের গাছ। ২৫ নং সারণীতে এই ধরনের গাছের তালিকা থেকে অধুনা জনপ্রিয় দুটি গাছ, মুসাণ্ডা ও ফুরুস বাদ পড়ে গেছে। ফুলের রং অনুযায়ী তিন রকম মুসাণ্ডা হয়— লাল, গোলাপী, সাদা। এর মধ্যে লাল জাতটি দুষ্প্রাপ্য, সবচেয়ে দামী ও সুন্দর। ফুরুস হয় দু রকম — গোলাপী ফুল ও সাদাফুল। এবার আলোচনা করা যাক তালিকাভুক্ত গাছের।

কদম গাছ লম্বা হয়। বর্ষায় হলদে ফুল জন্মায়। কৃষ্ণলীলার মধ্যে কদমের উল্লেখ থাকায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে গাছটি অতি পবিত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর ঝাউয়ের মধ্যে অর্কেরিয়া কুকি সবচেয়ে জনপ্রিয়। লম্বা পিরামিডের মত বা মন্দিরের মত সুচালো ডগা বিশিষ্ট। প্রবেশ পথ ও গেটের দুপাশে লাগালে খুব মানানসই হয়। মাটিতে পুঁতলে (যদিও বৃদ্ধির গতি খুব ধীর) উচ্চতা ৩০/৪০ ফুটও পৌঁছে যেতে পারে। আকার ছোট রাখতে হলে টবে পুঁতবেন। টবের সাইজ অনুযায়ী ৩ ফুট থেকে ৬ ফুটের মধ্যে উচ্চতা সীমাবদ্ধ থাকবে। বাহারী বাঁশ অনেক জাতের হয়; তার মধ্যে ছোট মাপের হলদে সবুজ ডোরা কাটা বাঁশ ছোট বা মাঝারী বাগানের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। পামও বহুরকম হয়। নারকেল, সুপুরীও পাম জাতীয় গাছ। ছোট জাতের মধ্যে বটলপাম বাগান সাজাবার উপযোগী। সাইট্রাস বা বিভিন্ন জাতের লেবু যথা— বাতাবী, কমলা, মুসুম্বি, কাগজী, পাতিলেবু। হলদে সবুজ কমলা ফলের রূপে বাগান আলো করে থাকে। অশোক জঙ্গলে গাছ হলেও বাহারী। কমলা রংয়ের ফুল যখন থোকা থোকা হয়ে ফোটে তখন গাছটি দেখতে অপরূপ হয়ে ওঠে। পারিজাত ছোট গাছ। ফুল সুগন্ধী হলুদ-সাদা রংয়ের। রবার গাছের সৌন্দর্য তার বড় বড় পাতায়। সবল সোজা হয়ে ওঠা এই গাছ মাটিতে পুঁতলে প্রকাণ্ড হয়ে উঠবে। বড় সাইজের টবে পুঁতে ঘরের কোণে রাখা যায়। ইণ্ডোর প্ল্যান্ট বা ঘরের মধ্যে লালিত গাছ হিসাবে রবার গাছ অতি জনপ্রিয়। চাঁপা নানা জাতের হয়— কনক, কাঠালী, শ্বেত, স্বর্ণ স্বর্ণচাঁপা অবশ্য বড় গাছ। ছোট বাগানের অনুপযোগী। বাকি জাতগুলি আকারে ছোট। সুগন্ধী সাদা ও হলদে ফুলের জন্য চাঁপার জনপ্রিয়তা। পান্থপাদপ অতি সুন্দর আকৃতির গাছ। বড় বড় পাতাগুলি ময়ূরের পেখমের মত সাজানো। গাছ ৮/১০ ফুট দীর্ঘ হয়। পাতা কাটলে জল ঝরে পড়ে। কাটা পাতার এই জল নাকি পথিকের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম। তাই এর নাম পান্থপাদপ। করবীও ওই একই মাপের গাছ। ফুলের রং অনুযায়ী দু রকম হয় — শ্বেত ও রক্ত করবী। অশোকের মত পলাশও জঙ্গলে গাছ। তবে ফাল্গুন চৈত্রে গাছটি যখন লাল- কমলা ফুলে ছেয়ে যায় তখনকার আগুনে রূপ স্মরণ করেই গাছটি তালিকায় স্থান দিয়েছি। গাছ অবশ্য বড়। তবে ড্রামে পুঁতে পালন করলে আকার ছোট রাখা সম্ভব। স্থলপদ্ম আসলে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে। আকারে বড় বলে মাঝারী মাপের গাছের তালিকায় রেখেছি যদিও তার ফুলের বর্ণ বৈচিত্র বিষয়ে বলা হয়েছে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে।

লতাগাছের পরিচর্যা দরকার। ক্রমাগত বড় হয়ে অন্যান্য গাছ ও বাগান ছেয়ে ফেলে বলে লতাগাছকে প্রায়শই ছাঁটতে হয়। পরিচর্যার অভাব হলে এ জাতের গাছ বাগানের সৌন্দর্যকে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট করে ফেলে। লতার সৌন্দর্য পুরোপুরি বজায় রাখতে হলে ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। মধ্যবিত্ত মানুষ যদি মনে করেন বাগানের প্রতি এতটা সময় দেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে তাঁর পক্ষে বাগানে লতা জাতীয় গাছ লাগানো যুক্তিযুক্ত নয়। ছোট বাগানের মালিক যদি লাগানও তা হলে একটি বড়জোর দুটির বেশী লতা কখনই লাগাবেন না। ২৫ নং সারণীতে যে সমস্ত লতার নাম রয়েছে তার মধ্যে রসুন ফুল হচ্ছে মাঝারী মাপের লতা। ফুলের রং হালকা গোলাপী। বছরে বেশ কয়েকবার গাছ ভরে বড় বড় গোলাপী ফুলে গাছ ছেয়ে যায়। পাতার রসে রসুনের গন্ধ। পাতা চটকালে এই গন্ধ তীব্র হয়ে ওঠে। এই কারণেই লতার নাম রসুন ফুল। আলামাণ্ডা হালকা ছোট লতা। আট-দশ ফুটের বেশী লম্বা হয় না। বড় হলদে ফুল সারা বছর ধরেই দু-চারটে করে ফোটে। বোগেনভিলা খুব জনপ্রিয় লতা। খুব শক্ত সমর্থ মাঝারী মাপের লতা, খুব একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। অথচ জাত ভেদে সারা বছর গোলাপী, বেগুনী, কমলা, লাল, মেরুন, সাদা, হলুদ, নীল ও মেটে রংয়ের ফুলে বর্ষার দুটি মাস বাদে বাকি সময়টুকু গাছ ভরিয়ে রাখে। মাধবী ভারী লতা। ফুল সুগন্ধী, রং হলদেটে সাদা। অপরাজিতাও ভারী লতা। ফুল গাঢ় নীল। সারা বছরই অল্প স্বল্প মাত্রায় ফোটে। রেললতার ফুলও নীলচে বেগুনী, সারা বছর ধরে কম কম মাত্রায় ফোটে।তবে লতার আকার অপরাজিতার মত ভারী নয়। ছোট হালকা লতা। আর একটি হালকা লতা হানিসাকল। শীতকালে প্রচুর পরিমাণে হালকা কমলা রংয়ের সুগন্ধী ফুল ফোটে। ভেনেস্তা ভারী লতা। শুকনো আবহাওয়ায় রোদ পিঠে সোনালী কমলা ফুলে গাছ ভরিয়ে রাখে সারা শীতকাল। পশ্চিমবাংলাতেও এগাছ লাগানো যায় তবে ফুল ফোটে শীতের শেষে ফেব্রুয়ারী মাসে। ফুলের পরিমাণও খানিকটা কমে যায় এখানকার আবহাওয়ায়। ঝুমকোলতার ফুল গাঢ় গোলাপী, সুগন্ধী। দেখতে ঝুমকোর মত। এটি ভারী বড় লতা। আইভি বড় লতা। তবে বাড়ে আস্তে আস্তে। দেয়ালে লাগালে ছোট ছোট সবুজ পাতায় দেয়াল ঢেকে ফেলে ধীরে ধীরে। ফুল নয় পাতাই এর শোভা। পাতায় ছাওয়া দেয়ালটি সবুজ পাতার তৈরী বলে মনে হয়। রেঙ্গুন লতার ফুল সকালে যখন ফোটে তখন তার রং থাকে সাদা। বেলা বাড়লে ক্রমে হালকা থেকে গাঢ় গোলাপী হয়ে ওঠে ফুলের রং। ফলে রোজই সদ্য ফোটা ও বাসি ফুল মিলিয়ে গাছে সাদা, হালকা গোলাপী ও গাঢ় গোলাপী রংয়ের প্রচুর ফুলের সমাবেশ দেখা যায় শীতের দু মাস বাদে সারা বছর। লতার আকার ভারী। অনেকে মধুমালতীও বলেন কারণ ফুলের মধ্যে মিষ্টি মধু

থাকে যা ফুলের গোড়ায় মুখ দিয়ে টানলে মিষ্টি স্বাদে মুখ ভরে যায়। এরিস্টোলোচিয়া বা পাখীলতার ফুল সাদাটে চড়াই পাখীর মত। সারা বছর ধরে ফোটে। দেখে মনে হয় গাছ ভরে পাখী বসে আছে. হালকা মাপের লতা। লতানো জুঁই ভাবী লতা। বর্ষায় ফুল ফোটে. জাত ভেদে সাদা বা হলদে সুগন্ধী ফুল।

চত্বর— ঘাস ঢাকা বা সান বাঁধানো

নরম সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া ঘাসচত্বর যে কোন বাগানের উপভোগ্যতা এবং ব্যবহার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। ঘাস-চত্বর না থাকলে আপনি হয়ত মোরাম বিছানো উদ্যান পথে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুলের বং গন্ধ উপভোগ করতে পাবেন কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই এই বেড়ানো একঘেয়ে ক্লান্তিকব মনে হবে। ছোটখাট একটা ঘাস চত্বর থাকলে কিন্তু আপনি বসে বিশ্রাম ও আলাপচারিতার মধ্যে বাগানে অবস্থান ও উপভোগেব সময় সীমা বাড়িয়ে নিতে পাবেন অনেকখানি (৬ নং চিত্র)। ক্লান্তি দূর করে নিজেকে তবতাজা করতেও আপনাকে বেশ খানিকটা সাহায্য কববে লন (Lawn) বা ঘাস-চত্বর।

আপনার শহুরে ফ্ল্যাটে যদি ঘাস-চত্বর বা লনের উপযোগী জমি না থাকে তা হলে ছাদ বা খোলা টেরাস সে অভাব মেটাতে পারে। শক্ত সমর্থ ছাদে ৮-৯ ইঞ্চি পুরু করে মাটি জমিয়ে লন করা যায়। তবে এ ব্যাপারে কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমে দেখে নিতে হবে ছাদটি ৮/৯ ইঞ্চি পুরু ভিজে মাটির (শুকনো মাটির তুলনায় ভিজে মাটির ওজন অনেকটা বেশী) ওজন বইতে সমর্থ কিনা। এ ছাড়া ছাদে যাতে জল বসে ক্ষতি না হয় সে জন্য মাটি ফেলার আগে ছাদে টারফেল্ট (Tarfelt) বা নিশ্ছিদ্র মোটা পলিথিন শিট বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিন বা টারফেল্টের ওপর ফাঁক ফাঁক করে এক স্তর ইট সাজিয়ে ফাঁকগুলি আর এক স্তর ইট বা মাটির টালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর উপর মাটি ঢাললে বৃষ্টি বাদলার সময় মাটির বাড়তি জল টালি ও ইটের ফাঁক দিয়ে নেমে বেরিয়ে যাবে। মাটির বাড়তি জল বের করে না দিতে পারলে তা ঘাসের শিকড় পচিয়ে দেবে। বাড়ির লাগোয়া জমিতে লন করলেও মাটির একফুট গভীরে ইটের বড় বড় খোয়া বিছিয়ে বাড়তি জল নেমে যাবার পথ করে নেওয়া উচিত। তাতে লনের সবুজ সৌন্দর্য বেড়ে উঠবে, স্থায়ী হবে।

এই খোয়া ইটের নালার উপর যে মাটি ঢালবেন তা পাতা পচা সার মেশানো দো আঁশলা জাতের হওয়া দরকার। মাটির মধ্যে যেন জংলী ঘাস বা লতাপাতার বীজ মিশে না থাকে। জংলী ঘাস জন্মাতে দিলে তা লনের সৌন্দর্য হানি করবে। বাছাই করা দূর্বাঘাসের বা লনের উপযোগী অন্য কোন ঘাসের বীজ বা চারা ভাল নার্সারী থেকে কিনে লাগাতে হবে লনের মাটিতে। সেই সঙ্গে হালকা রোলার চালিয়ে নিলে মাটিটা সমানভাবে বসে যাবে। ঘাস ২ ইঞ্চি মত বড় হলে তাকে ঘাস কাটা যন্ত্র (Mower Machine) দিয়ে ছেঁটে ফেলবেন। দেখবেন ঘাস-চত্বর সবুজ গালিচার রূপ নিচ্ছে। বর্ষাকালে সপ্তাহে একবার ও অন্যান্য সময় মাসে একবার ঘাস ছাঁটা, জুন ও নভেম্বর মাসে বর্গফুটে এক গ্রাম হিসেবে ইউরিয়া সার ছড়িয়ে হালকা ধরনের রোলার চালানো হচ্ছে ভাল সুদৃশ্য ঘাস-চত্বর তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল ফরমূলা।

যদি আপনার বাড়ির ছাদ বা টেরাস ৮/৯ ইঞ্চি পুরু মাটির ওজন বইতে সক্ষম না হয় তা হলে অবশ্য আপনার পক্ষে ছাদে লন বানানো সম্ভব নয়। বিদেশে কৃত্রিম ঘাস লাগানো কার্পেট পাওয়া যায়। প্লাস্টিকের এই ঘাসে ছাঁটার বা সার প্রয়োগের হাঙ্গামা নেই। মাঝে সাঝে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ময়লা ধুলো বালি পরিষ্কার করে নিলেই হল। এ ধরনের কৃত্রিম ঘাসের কার্পেট (Astro turf) এ দেশে পাওয়া যায় না. বিদেশ থেকে আমদানী করা ব্যয়-সাপেক্ষ, মধ্যবিত্তের ক্ষমতার বাইরে। তাতে অবশ্য ভেঙ্গে পড়ার দরকার নেই। লন না হলেও ছাদে মনোহারী ঢংয়ে ইট, শ্লেট, ভাঙ্গা মার্বেল বা মোজায়েক টালীর রঙিন টুকরো সিমেন্টে জমিয়ে এক ধরনের ক্রেজি (Crezy) ফ্লোর বানানো যায় যা টবে লাগানো ফুল গাছ ও কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী সুদৃশ্য বসার বেঞ্চ বা চেয়ারের সমভিব্যাহারে লনওয়ালা বাগানের থেকে কোন অংশে কম সুন্দর হবে না (১০.০৬ নং নকশা)। এরপরই আসছে ....

নকল পাহাড়

নকল পাহাড় বা রকগার্ডেনের কথা। পাহাড়ের একটা নিজস্ব পাথুরে সৌন্দর্য আছে। শ্যামল বাগানের সাথে এই রুক্ষ বলিষ্ঠ সৌন্দর্যকে জুড়ে দিতে পারলে তাতে ফুটে ওঠে বাস্তব প্রকৃতির রূপ (১০.০১ নং নকশা)। বাগানের এক কোণে খুব ছোট হেজ বা বেড়া অথবা উদ্যান পথ (Garden Path) দিয়ে ঘিরে বড় ও মাঝারী আকারের পাথর (মাপ ২ ফুট থেকে ৪ ফুট) আধাআধি মত মাটির মধ্যে পুঁতে সৃষ্টি করতে হবে এক পাথুরে পরিবেশ। নকল পাহাড়ে চুনাপাথর বা বেলেপাথর (Lime stone or Sand stone) -দুই ব্যবহার করা যায়। গ্র্যানাইট পেলে তাও চলবে। তবে ইটের খোয়া বা গাঁথনী ও জমানো কংক্রিটের ভাঙ্গা চাঙড় ব্যবহার না করাই ভাল কারণ এগুলি দিয়ে প্রকৃতিজাত পাথরের আকার আনা শক্ত। পাথরের অভাবে পাথরের আকারে জমানো কংক্রিট ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সব কংক্রিটের ওজন ও ব্যয় কমাতে এর ভেতর খালি টিন, জার ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিলে ফাঁপা নকল পাথরের ওজনও কম হবে, মালমশলাও লাগবে কম। কংক্রিটের পাথর বানাতে হলে মশলা তৈরী করতে লাগবে এক ভাগ সিমেন্টের সঙ্গে চার ভাগ বালি ও সিকি ভাগ জল। পাথর জমে গেলে তরল গোবর, আটা ও অম্ল দুধ একসাথে গুলে মাখিয়ে দিতে হবে জমা পাথরের গায়ে। কয়েক সপ্তাহ বাদে এগুলি শ্যাওলার আকার ধারণ করে জমানো কংক্রিটকে দেবে প্রাকৃতিক পাথরের চেহারা দেবে।

পাথরগুলি আধাআধি মত মাটিতে পুঁততে হবে পাশাপাশি খানিকটা এলোমেলো ভাবে কোন জ্যামিতিক শৃঙ্খলা (Geometric order) না রেখে। মাঝখানের ফাঁক-ফোকরগুলি ভাল মাটি দিয়ে ভরে দিতে হবে। মাটি তৈরী হবে এক ভাগ পাতা পচা সার, এক ভাগ মিহি বালি ও দুভাগ শুকনো ঘাস মিশিয়ে। ২৬ নং সারণীতে রকগার্ডেনের উপযোগী কয়েকটি গাছের বিবরণ দেওয়া হল। এই তালিকা থেকে বাছাই করে ভাল নার্সারী থেকে চারা কিনবেন।

২৬ নং সারণী

রকগার্ডেনের উপযোগী এক ডজন ফুলগাছ

গাছের নাম (বৈজ্ঞানিক)	চলতি ইংরাজি বা বাংলা নাম	জীবৎকাল	স্থান নির্ণয়	ফুলের রং
অ্যাকোনিটাম	মঙ্কস হুড	চিরসবুজ	ছায়ায়	বহু বর্ণ
অ্যাডোনিস	ময়ূরাক্ষী	বর্ষজীবী	রোদে	লাল হলুদ
অ্যান্টিরিনাম	স্ন্যাপ ড্রাগন	চির সবুজ	ঐ	বহু বর্ণ
অ্যাস্টর	স্টার ওয়ার্ট	ঐ	ঐ	বেগুনী, নীল
জুনিপারাস	জুনিপার	ঐ	ঐ	সাদা, গোলাপী
ডেলফিনাম	লার্কস্পার	বর্ষজীবী	ঐ	নীল
পলিপোডিয়াম	ফার্ণ (নানাজাত)	চিরসবুজ	ঐ	সবুজ পাতাবাহার
লিলিয়াম	লিলি	ঐ	ঐ	সাদা, লাল
অক্জালিস	উড সোরেল	বর্ষজীবী	ছায়ায়	সাদা, হলুদ, গোলাপী
পোলেমোনিসিয়া	ফ্লক্স্	ঐ	রোদে	বহুবর্ণ
পর্টুলাকা	সান প্লান্ট	ঐ	ঐ	গোলাপী, লাল
ভায়ওলা	ভায়লেট	চিরসবুজ	দুই-ই	হলদে, লাল, বেগুনী

বর্ডারের বেড়া

বর্ডারের বেড়া — ছবির শোভা বাড়াতে যেমন ফ্রেমের দরকার হয় তেমনি বাগানের সৌন্দর্য বর্ধনে পাম, ডুরেন্টা, মেহেদী, কামিনী প্রভৃতি গুল্ম জাতীয় গাছ দিয়ে বেড়া বা হেজের-সাহায্যে বাঁধানো হয় ফুলের কেয়ারী বা ঘাস-চত্বরের পটভূমিকা (৯ নং ছবি)। উদ্যান পথের দুধারেও লাগান যায় বেড়ার গাছ। তাতে পথের শোভা বাড়ে। তারের জালের বা ইটের দেয়ালের বেড়ায় সুদৃশ্য ও সুগন্ধ ফুলযুক্ত লতা উঠিয়ে দিলে ওই সব শক্ত সমর্থ দীর্ঘস্থায়ী বেড়া একদিকে যেমন গরু ছাগলের হাত থেকে ফুল বাগানকে রক্ষা করে অন্য দিকে ফুলে পাতায় হরিৎবর্ণে বাগানকে মাতিয়ে তোলে: লতা ঢাকা বা গুল্ম দিয়ে তৈরী বেড়াকে প্রায়ই ছেঁটে পরিস্কার চৌকো পাঁচিলের ছিমছাম আকারে রাখতে হয়। অযত্ন বর্ধিত বেড়া বহুদিন না কাটা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের মতই বিসদৃশ দেখায়।

পুরানো বা ভাঙ্গা সীমানা প্রাচীরের (Boundary Wall) পক্ষে আইভি লতা বিশেষ উপযোগী। তারের জাল লাগানো বেড়ার পক্ষে আইপোমিয়া পামেটা, এন্টিগোনান, প্যাসিফ্লোরা প্রভৃতি লতা চমৎকার মানানসই। এদের ফুলের শোভাও উল্লেখযোগ্য। গুল্মজাতীয় গাছের মধ্যে ডুরেন্টা, লোসেনিয়া অ্যালবা, ডোডোনিয়া ভিসকোসা, ইংগাডালসিস, টিকোমা, একালিফা, জবা, কামিনী, জুঁই, রঙ্গন, ফুরুষ, মেহদী, রাং চিতা, কাগজী লেবু ইত্যাদি সাফল্যের সঙ্গে বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

বেড়ার উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যা পিছনের ফুল গাছকে আড়াল না করে। ফুলগাছের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বেড়ার গাছ নির্বাচন করা উচিত। নীচু বেড়ার পক্ষে কোচিয়া বা কোলিয়াশ (পাতা বাহার) ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঝারী উচ্চতার জন্য রঙ্গন চমৎকার। মেহেদীও মাঝারী উচ্চতার গাছ। উচু (৭/৮ ফুট) বেড়ার পক্ষে আবরু সৃষ্টিকারী লতা তারের জালে চড়ানো উচিত।

উদ্যানের অলঙ্কার

উদ্যানের অলঙ্কার (Garden Furniture) — বাগিচার মূল শরীর গড়ে ওঠে উদ্ভিদের সমাহারে। কিন্তু মানুষ যেমন শরীরের রূপসজ্জায় ব্যবহার করে নানা রং, নানা ঢংয়ের জামা কাপড় গয়না-প্রসাধন, তেমনি বাগানে গাছের শোভাকে দর্শকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয় নানা উপকরণ। মার্বেলের তৈরী পাখিদের জল-খাবার পাত্র, ফোয়ারা, স্ট্যাচু, ফুলের গামলা থেকে শুরু করে কংক্রিট বা কাঠের তৈরী বেঞ্চ, জালি, সাঁকো, স্ক্রীন, বহুবর্ণ গার্ডেন আমব্রেলা বা বড় ছাতা এমন কি রঙীন

ইট, পাথর, নুড়ি সাজানো পথ বা কেয়ারীর বর্ডার ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে বাগানকে সাজিয়ে তোলা সম্ভব। এই অধ্যায়ে ছাপানো বিভিন্ন ছবি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন এই ধরনের অলঙ্কারের অজস্র ব্যবহার। এ ধরনের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে অবশ্য সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে অতি অলঙ্করণ যেন না হয়ে যায়: বাগানের রূপকে ছিমছাম রাখতে খুব চিন্তা-ভাবনা করে নির্বাচন করতে হবে এই ধরনের দু চারটি অলঙ্কার। বাগান যত ছোট হবে, অলঙ্কারের সংখ্যা ও আকার তত সীমিত হবে।

১০.০৪ নকশা—উদ্যানের অলঙ্কার। ▷ ▽
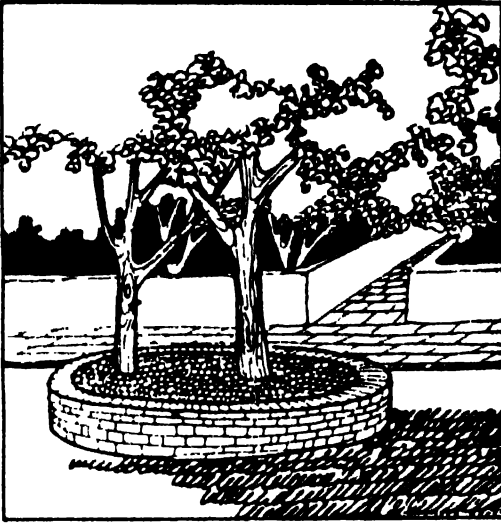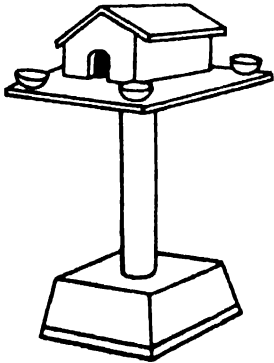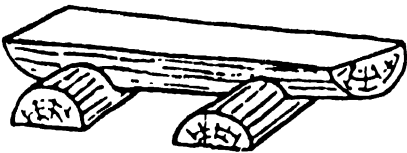
এ বিষয়ে আর একটি সাবধানতার ক্ষেত্র হচ্ছে অলঙ্কারের রং। প্রকৃতির দিকে নজর করে দেখুন সবুজের পটভূমিকায় উজ্জ্বল বহুবর্ণের ব্যবহার কেবলমাত্র ফুলে (ও কিছুটা পরিমাণ পাকা ফলে) সীমাবদ্ধ। ফুলের আয়তন পারিপার্শ্বিক সবুজের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এতে করে রংয়ের একটা ভারসাম্য (balance) সৃষ্টি হয়েছে যা চোখকে পীড়া দেয় না। এই ভারসাম্যের মূল সূত্রটা হচ্ছে যত উজ্জ্বল দৃষ্টিকাড়া রং তত তার আকৃতিগত ক্ষুদ্রতা। এই সূত্রটিকে অলঙ্কারের রং পরিকল্পনাতেও অনুসরণ করা দরকার। সাধারণ ভাবে অলঙ্কারগুলির রং সাদা, ছাই, কালচে সবুজ, নীলচে সবুজ, মেটে ইত্যাদি চাপা রংয়ের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। দু একটা ছোট খাটো উজ্জ্বল রংয়ের ছোঁয়া থাকতে পারে। তবে বড় সড় ভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টিকাড়া রংয়ের ব্যবহার, বিশেষত: ছোট বাগানে করা চলবে না কিছুতেই। ছোট বাগানে ফুলের কেয়ারীর পাশে যদি বহুবর্ণ বিচিত্র বৃহৎ আকারের গার্ডেন আমব্রেলা (ছাতা) লাগানো যায়, তা হলে দর্শকের নজর ফুল থেকে ছাতার দিকেই বেশী যাবে এবং বলা যেতে পারে বাগানের মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হবে।

১০.০৪ নং নকশায় বাগানের কয়েকটি শোভন অথচ সস্তা অলঙ্কারের ছবি দেওয়া হল। এগুলি আপনাকে নিজের বাগান সাজানোর সুলুক সন্ধান দেবে।

জলোদ্যান

জলোদ্যান (এবং বিলোদ্যানের) ১০.০৫ নং নকশা— বাগানের সবুজ ঘাস পাতার মধ্যে পুকুরের জলে ফুটে থাকা পদ্ম শালুক ও মাখনা জাতীয় ফুল এক নতুন ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে (৮ নং চিত্র) যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে মোহিত করেছে। মহাভারতের যুগে, গ্রীক যুগে, রোমান যুগে, পারসীক যুগে, মোগল যুগে এবং ব্রিটিশ যুগে।
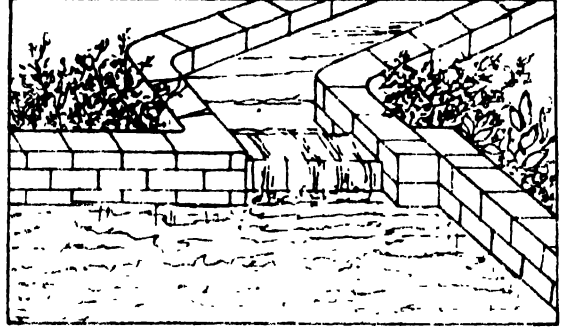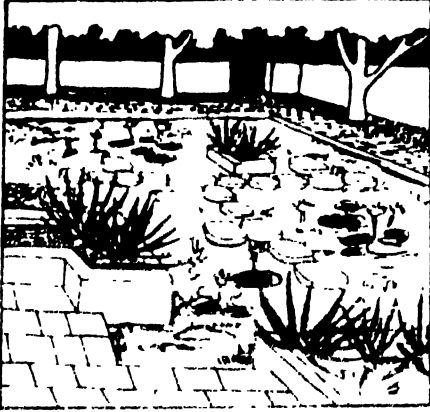
১০.০৫ নকশা - জলোদ্যান

জলজ উদ্ভিদকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায় --

(১) জলজ (aquatic plant)
(২) বিলজ (marsh বা bog plant) এবং
(৩) অন্তর্জলি (Sub aquatic plant)

যে সব গাছের জন্ম ও সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য অন্ততঃ ২/২½ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন হয় তাদের আমরা জলজ উদ্ভিদ বলব। যেমন, পদ্ম (Lotus বা Nelumbium), শালুক (Nymphaea) মাখনা (Euryale Ferox) ইত্যাদি। যে সব গাছের জন্য জলের অল্প গভীরতা প্রয়োজন হয় যথা, কচুরীপানা, পানিফল, ঝাঁঝি, নীল সবুজ শ্যাওলা, নল বা শাপলা ইত্যাদিকে বিলজ শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। জলাভূমির পাড়ে ভিজে পাঁকের মধ্যে জন্মায় যেমন ওয়াটার লিলি (water lily) বিভিন্ন জাতের জলজ ঘাস ও পানাগুলিকে অন্তর্জলি বা Sub aquatic plant আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বাগানে কৃত্রিম জলাশয় বা লিলিপুলের পরিকল্পনা করলে, তার বিভিন্ন অংশে যাতে জলের গভীরতা কম-বেশী থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। গৃহীর গাইড প্রথম খণ্ডে এই ধরনের নানা উচ্চতা বিশিষ্ট কংক্রিটের (ইট গেঁথেও বানানো যায়) চৌবাচ্চার নকশা দেওয়া আছে। আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন। এই চৌবাচ্চার আকৃতি গোল, চৌক, ডিম বা কিডনী-আকৃতি যা খুশী হতে পারে তবে আকৃতি ও সাইজ নির্বাচনের মূল কথা হবে তা যেন, বাগানের আকার ও মাপের সঙ্গে মানানসই হয়। বড় বাগানে আঁকা বাঁকা দীঘির রূপে বানানো যায় বড় জলোদ্যান। জলোদ্যানের (এবং বিলোদ্যানের) রক্ষণাবেক্ষণে যে সব বিষয়ে নজর রাখতে হবে তা হল :

(১) জলাশয়ের গাছে ক্রমাগত ঝড়ো হাওয়া লাগলে গাছে গাছ জড়িয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ও সৌন্দর্য হানি হতে পারে। লিলিপুল এমন জায়গায় হওয়া উচিত বেড়া বা স্ক্রিনের আড়ালে যাতে জোরালো বাতাসের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

(২) বাঁধানো পাকা চৌবাচ্চা হলে তার ভিতর এক ফুট গভীর করে সারযুক্ত দো-আঁশলা মাটি দিতে হবে। বছরে একবার জল বদল করতে হয়। সেই সময় পুরানো পাঁক তুলে ফেলে নতুন সার মাটি দেওয়া কর্তব্য।

(৩) মাটি বদলের সময় পদ্ম, শালুক প্রভৃতি জলজ গাছের পিঁয়াজ যাতে এ দিক ওদিক না হয়ে যায় বা পাঁকের সঙ্গে উঠে চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। পিঁয়াজগুলিকে যথাস্থানে রাখার উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন গামলায় মাটি রেখে তাতে পিঁয়াজ পুঁতে দেওয়া এবং মাটি সুদ্ধ গামলা পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিলে মাটি বদলানো বা পিঁয়াজের তদারকী সহজ সাধ্য হয়। অবশ্য লেখকের অভিজ্ঞতা, এই ধরনের গামলা জলে ডুবিয়ে রাখার দরুন কিছুদিন বাদে গলে যায় এবং পিঁয়াজ সমেত মাটি চৌবাচ্চার তলদেশে ছড়িয়ে পড়ে। চীনেমাটির গামলা দিলে হয়ত তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তবে সেগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(৪) গাছ ঘন হয়ে পড়লে কিছু কিছু তুলে পাতলা করে দিতে হয়।

(৫) শামুক ও গুগলী জলজ গাছের পরম শত্রু। এগুলি যাতে লিলিপুলে বাসা না বাঁধে সে দিকে নজর দেওয়া বিশেষ কর্তব্য। জলে বড় ব্যাঙ বাসা বাঁধলেও তা লিলিপুলের পক্ষে সৌন্দর্যহানি কারক।

(৬) লিলিপুলের দরুন বাগানে মশার উপদ্রব হতে পারে। পদ্ম-শালুকের সঙ্গে লিলিপুলে লালমাছ জাতীয় বাহারী মাছ ছেড়ে দিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সমস্যারও সমাধান হতে পারে। বাহারী মাছ, বিশেষতঃ গাপ্পী জাতীয় মাছ জলে ভাসা মশার লার্ভা খেয়ে মশককুলের বিনাশ করে।

● মৎস্যোদ্ভিদ !

জনপ্রিয় কিছু জলজ গাছের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

ছোট পুকুর বা চৌবাচ্চার পক্ষে শালুক জাতীয় গাছ খুব মানানসই। পিঁয়াজকে ভাগ করে খুব সহজেই এর নতুন চারা সৃষ্টি করা যায়। পদ্মর মতই দেখতে কিঞ্চিৎ ছোট আকারের অসংখ্য ফুলে পুকুর ভরে থাকে। শালুকের মধ্যে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর নাম ভিক্টোরিয়া রিজিয়া। এক ফুট ব্যাসের ফুল ও তিন-চার ফুট ব্যাসের বিশাল পাতার জন্য এ গাছ জগদ্বিখ্যাত। স্বভাবতই বড় অগভীর পুকুরেই এ গাছ বেশী মানানসই।

শালুকের পাতা ও ফুল যেমন জলের উপর ভাসতে থাকে পদ্মর বেলায় তা হয় না। ফুল ও পাতা জল থেকে ৮/১০ ইঞ্চি উঠে থাকে। ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গির ফলে এই ফুল ও পাতায় একটা কাব্যিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় যা শালুকে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া পদ্মের আকার শালুকের থেকে কিঞ্চিৎ বড় হয়। রং লাল ও সাদা। শালুক সবুজ সাদা, গোলাপী বা নীল। দুই ফুলেরই দিনে-ফোটা ও রাতে ফোটা - দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হয় (Day blooming and Night blooming)। দু শ্রেণীর গাছই শীতকালে ঘুমিয়ে পড়ে। ফুল পাতা গজানো বন্ধ থাকে। শীতাবসানে নতুন উদ্যমে গজায় ফুল পাতা।

অল্প জলে আর এক জাতের নীল ফুল জন্মায় যার নাম মাখনা (Eurvale Ferox)। পাতার রং হলদেটে সবুজ।

বিলজ ও অন্তর্জলি গাছের মধ্যে কচু, ফরগেট-মি-নট, ফায়ার বল, হানি সাকল্ জাতীয় লিলি, সরো ঝাউ, ও বিভিন্ন জাতের ফার্ণ, পাম ও ঘাস লিলিপুলের পাড়ে বসালে তার প্রাকৃতিক রূপ পুরো মাত্রায় ফুটে ওঠে।

জলোদ্যানের আনুষঙ্গিক হিসেবে সাঁকো, ডেক, ফোয়ারা, ঝরণা ইত্যাদি অলঙ্কারের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাক মাফিক এর দু একটি আপনার লিলিপুলে জুড়ে দিন। দর্শকের তাক লেগে যাবে। ধারের জমিগুলি অসমতল ও পাথরের সাহায্যে নকল পাহাড়ের মত (৮ নং ছবি) করে রাখলে জলোদ্যান আরো সুন্দর দেখাবে ও অন্তর্জলি গাছগুলি তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে আরো মানানসই হয়ে উঠবে। মনে রাখবেন রক গার্ডেন ও লিলিপুল খুব স্বাভাবিক ভাবেই একে অপরেরটির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় এবং দুয়ে মিলে এমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার শোভা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আর একটা কথা, দুয়েরই রক্ষণাবেক্ষণ খুবই সহজসাধ্য, পরিশ্রম নেই বল্লেই চলে। উদ্যান পরিবেশের প্রথম তিনটি দীপশিখা খোলা আকাশের তলায় জলে-টেরাস গার্ডেন, (১০.০৩ নং নকশা) রক গার্ডেন, লিলিপুল। এগুলির আলোচনা শেষ হল। বাকি গৃহবন্দী দু দফা :

১০০৬ নকশা—ছাদে বাগান।
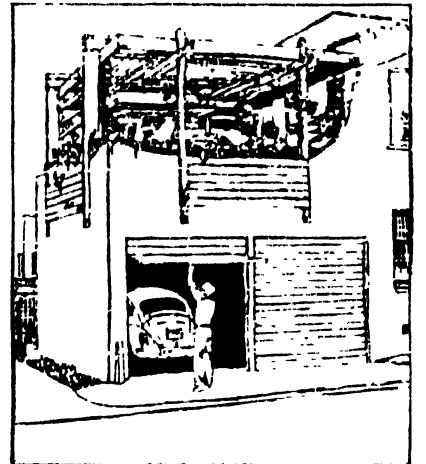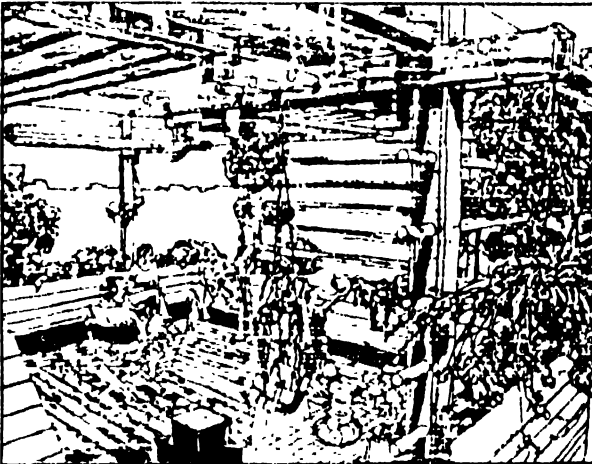
(৪) **ইনডোর গার্ডেন** বা ঘরোয়া বাগিচা এবং
(৫) ইকেবানা ও টেরারিয়াম জাতীয় **ফুলসজ্জা**।

এগুলির আলোচনা দিয়েই আমরা শেষ করব দশম অধ্যায়ঃ মেহগিনির ছায়াঘন পল্লব। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তি ঘটবে মধ্যবিত্তের ঘর সাজানোর। ঘ্যানঘ্যানে বকবকানির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন প্রকাশক, কম্পোজিটার এবং লেখকের জনতা জনার্দন..... আপনারা, পাঠককুল।

নাগরিক জীবনযাত্রায় ঘরোয় বাগিচার একটা বিশেষ স্থান আছে। নাগরিক আবাসনে বাগানের উপযুক্ত জমি রাখা, বিশেষতঃ মধ্যবিত্তের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফ্ল্যাট বাড়িতে ছাদের অধিকারও অধিকাংশ বাসিন্দার পক্ষে নিরঙ্কুশ নয়। অথচ দৈনিক জীবনযাত্রায় কম-বেশী সবুজের ছোঁয়া না লাগলে জীবন মরুসদৃশা রসকষহীন শুকনো হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে বৈচিত্র্যবিহীন একঘেয়ে। এ ক্ষেত্রে ঘরোয়া বাগিচাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এছাড়া ঘরোয়া বাগিচা ঘর সাজানোয় এক নতুন গভীরতা, এক নতুন স্টাইল। রুগী, পঙ্গু, অসমর্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মত অসংখ্য গৃহবন্দী মানুষের কাছেও ঘরোয়া বাগিচা পৌছে দেয় বাগানে সময় কাটানোর বিলাসিতা।

ঘরে গাছ সাজানো যায় ২ ভাবেঃ

(১) পরস্পরের মধ্যে আকৃতিতে, মাপে ও রূপে মিল আছে এমন কয়েকটি গাছকে বেছে নিয়ে সাজানো যায় একটি গুচ্ছ হিসেবে যদি ঘরের সাইজ যথেষ্ট বড হয় এবং ঘরে আসবাবের ভিড় না থাকে।

(২) অপরপক্ষে ঘর যদি ছোট হয় বা আসবাবের আধিক্যে একটি বা দুটি বাহারী গাছকে বেছে নিয়ে একক ভাবে ব্যবহার করতে হয় আসবাব

সজ্জাকে প্রকৃতির পরশে জীবন্ত করে তুলতে। ছোট ঘরে একক সজ্জা হিসেবে লম্বা ফিলোডেনড্রন (Philodendron) বা রবার গাছ চমৎকার মানায় তার ঘন সবুজ বড বড পাতার বিস্তারে। আধুনিক আসবাবে সাজানো ঘরে নকশাদার লেসের মত পাতাওয়ালা বড় ফার্ণ জাতীয় গাছও চমৎকার মানায়, ঘরের আধুনিকতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। সাবেকী আসবাবের সঙ্গে খাপ খায় ফিকাস ইলাসটিকা (Ficus Elastica) ড্রাসিয়োনা (Dracoena) ইত্যাদি। অন্দরমহলের গাছে ফুল চাইলে বসাতে হবে ক্রিসেনথিমাম (Chrysanthemum), কোলিযাস (Coleus) বা ক্যালাডিয়াম (Caladium)। সাদা বা হালকা রংয়ের দেয়ালের পটভূমিকায় এই সব গাছের উজ্জ্বল ফুল-পাতা চমৎকার দেখায়।

যদি কয়েকটি গাছকে গুচ্ছ হিসেবে সাজাতে হয়, বেঁটে গাছ বা যে সব গাছ ধীরে বাড়ে তাদের সামনে, মাঝারী মাপের বা বাড়ের গাছ মাঝখানে এবং লম্বা বা দ্রুত বাড়ের গাছ সবচেয়ে পিছনে রাখা দরকার। লতানো গাছের টবকে সামনে রেখে লতাটিকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পিছিয়ে পিছিয়ে উঁচুতে তুলতে হবে। গাছের বাড বৃদ্ধি ও ফুল ফোটার সাথে সাথে তাদের সামনে পিছনে এগিয়ে পিছিয়ে এমন ভাবে স্থান পরিবর্তন করতে হবে যাতে গুচ্ছের সামগ্রিক সৌন্দর্যের হানি না হয় কোনসময়েই। ফুলগাছ ও পাতাবাহার এক সঙ্গে সাজালে গুচ্ছের সৌন্দর্য বাড়ে। এ সব ক্ষেত্রে ফুল ও পাতার আকার, রং ইত্যাদি যাতে পরস্পরের মানানসই হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনেক সময় ঘরোয়া বাগিচার গাছ বড কাঁচের শোকেস, জার, চওড়া মুখের বড় বোতল বা বাতিল করা লাল মাছের অ্যাকোয়ারিয়মে সাজিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতিকে ইংরেজীতে বলে টেরারিয়াম (Terrarium)। এইভাবে কাঁচের ঘেরাটোপে ছোট ছোট বাহারে গাছ, মোটাদানার বালি, রঙীন পাথরের নুড়ি, গাছের শুকনো মরা ডাল ইত্যাদি দিয়ে জঙ্গল, পাহাড মরুভূমি, জলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মডেল তৈরী করে ঘরে রাখা যায়। এই সঙ্গে তাল মাফিক ব্যবহার করা চলে বনসই *(কৃত্রিম পদ্ধতিতে বয়স্ক গাছের বাড় বন্ধ করে তাকে বামন বা জীবন্ত অবস্থায় ক্ষুদ্রাকৃতি মডেলে পরিণত করাকে 'বনসই' বলে।)* গাছ। সব মিলে অতি উচ্চ স্তরের **শিল্প** সৃষ্টি সম্ভব।

ঘরোয় বাগিচায় সব গাছই পুঁততে হবে উপযুক্ত মাপের পাত্রে (এক টেরারিয়াম বাদে), সেক্ষেত্রে কাঁচের ঘেরাটোপই পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘরোয়া বাগিচার উপযুক্ত অনেক রকম পাত্র পাওয়া যায়। মাটির টব, পোর্সেলিন বা চিনেমাটির গামলা, পিতলের বা কাঁসার চওড়া মুখের কলসী, কানা উঁচু কাঠের ট্রে এবং বাক্স। এর মধ্যে মাটির টবই সবচেয়ে সস্তা। এগুলি গোল চৌক, ত্রিকোণাকৃতি,— নানা আকারের ও মাপের হয়। কমদামেরগুলি অলঙ্কার বিহীন ও বেশীদামেরগুলি নানারকম নকশাদার। এগুলিকে ইচ্ছে করলে তেল-রং দিয়ে নানা রংয়ে রঞ্জিত করাও যায়।

ঘরোয়া বাগিচার শ্রীবৃদ্ধি যেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা হল.........

● শ্রীবৃদ্ধির তেরস্পর্শ

(১) আলো — ঘরের ভিতরে বাইরের তুলনায় আলো কম। ক্রোটন, কোলিয়াস, রবার গাছ প্রভৃতির আলোর পিপাসা বেশী। এগুলিকে দক্ষিণের জানলার ধারে অথবা স্পটলাইটের সরাসরি নিচে রাখা দরকার। ফার্ণ ও ড্রাসিয়োনার আলো প্রয়োজন মাঝারী ধরনের। এগুলি পূব বা পশ্চিমের জানালার পাশে রাখলে এরা প্রয়োজনীয় আলো সংগ্রহ করে নিতে পারে। অ্যাসপিডিসট্রা (Aspidistra), অ্যাগ্লাওনেমা (Aglaonema), সেনসিভিয়েরীয়া (Sansevieria), ফিলডেনড্রন প্রভৃতি গাছের আলোর প্রয়োজন

সবচেয়ে কম। এগুলিকে উত্তরের জানালার ধারে বা ঘরের অন্ধকার কোণে রাখলেও আলোর অভাবে গাছের শ্রীবৃদ্ধি বন্ধ হয় না। ঘরের মধ্যে গাছ রেখে দিনান্তে তার উপর স্পটলাইট মারফত আলোকসম্পাত করলে এক ঢিলে দুই পাখী মরে। আলোর ছটায় গাছের রূপ বেড়ে যায় এবং এই কৃত্রিম আলো থেকে গাছ প্রয়োজনীয় আলোর সরবরাহ পেয়ে যায়।

(২) **উত্তাপ** — কতক গাছ ঠান্ডায় ভাল থাকে, কতক গরমে। ২৬/২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি তাপ সইতে পারে ড্রাসিয়োনা, নেফথাইটিস, ফিলোডেনড্রন, রবার গাছ অ্যাগ্লাওনেমা, ফার্ণ, ক্যালডিয়াম, কোলিয়াস, ক্যাকটাস ইত্যাদি। আমাদের উষ্ণ আবহাওয়ার পক্ষে এগুলিই বেশী উপযুক্ত। বেগোনিয়া, আমারিলিস, জেরানিয়াম, পয়েনসেটিয়া, অ্যাসপিডেট্রা, সেন্সিভেরিয়া প্রভৃতি গাছ ঠাণ্ডা দেশের উপযুক্ত। ২০/২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশী উত্তাপে শুকিয়ে যেতে পারে। এগুলি আমাদের ঘরোয়া বাগিচা থেকে বাদ দেওয়াই ভাল।

(৩) **আর্দ্রতা** — বাতাসে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ আর্দ্রতা থাকলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। আমাদের দেশে (পশ্চিমবঙ্গে) এ ধরনের আর্দ্রতা নিয়ে একমাত্র শীতকাল ছাড়া কখনই সমস্যা দেখা দেয় না। শীতকালে গাছের পাতা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিলে বা হালকা করে জল পিচকিরি দিয়ে স্প্রে করে দিলে আর্দ্রতার ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। হাওয়ার আর্দ্রতার সাথে সাথে টবের মাটির আর্দ্রতা সম্বন্ধেও নজর রাখতে হবে। মাটি কম ভিজে থাকলেও যেমন গাছপাতা শুকিয়ে যাবে, বেশী ভিজে থাকলেও শেকড় পচে গাছের মৃত্যু হতে পারে।

টবে জলের পরিমাণ সঠিক রাখার একটি সহজ উপায় হল ওপর থেকে জল না ঢেলে টবটিকে একটা জল ভর্তি থালায় বসিয়ে রাখা, টবের তলার ছেদা দিয়ে জল ঢুকে মাটিকে সঠিক ভাবে ভিজে রাখবে। ওপর থেকে টবের মাটিতে আঙ্গুল গুঁজে দিলে আঙ্গুলের ডগায় মাটির ভিজে ভাব অনুভূত হবে; তখন টবকে জলপাত্র থেকে তুলে নেবেন। মনে রাখবেন ক্যাকটাস জাতীয় গাছের বা স্কন্দমূল গাছের জলের প্রয়োজন কম। যে সব গাছে ফুল ফোটে তাদের জলের প্রয়োজন বেশী, বিশেষতঃ ফুল যখন ফুটছে, তখন।

এইভাবে আলো-বাতাস-জল দিয়ে যত্ন করলে আপনার ঘরোয়া বাগিচা দেখতে দেখতে ঘরে উপবন রচনা করবে।

● বুড়ো-আংলা

বুড়ো আংলা ছিল রূপকথার নায়ক। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন। বয়স তরতরিয়ে বাড়লেও আকারে বুড়ো আংলা বুড়ো আঙ্গুল বরাবরই রয়ে গেছল। উদ্ভিদ জগতের বুড়ো আংলাদের নাম বনসই। জাপানী পদ্ধতিতে তাদের বাড়বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে। নব্বুই বছরের বট, পাকানো গাঁটে গাঁটে বয়সের ছাপ, ঝুরি নেমেছে জরাগ্রস্ত কাণ্ডকে ঘিরে অথচ উচ্চতায় খুব বেশী তো দেড় হাত — পোঁতা রয়েছে তিন ইঞ্চি উঁচু চীনে মাটির গামলায় কিম্বা শ্যাওলা-জমা ট্রেতে দুলছে তিরিশ বছরের ক্ষুদে আমগাছ ডালে ডালে ক্ষুদে পাকা টুকটুকে আম সমেত। স্কেল মডেলিংয়ের এক মজার আমেজ ঘিরে থাকে বনসইয়ের প্রতিটি গাছকে। তাই ঘরোয়া বাগিচায় বনসইয়ের দারুণ কদর। বনসই-করণ প্রসঙ্গে দু-চার কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সাধারণভাবে ঘরোয়া বাগিচায় বড়গাছের স্থান নেই, যেমন আছে খোলা আকাশের নিচে গড়ে ওঠা আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা বাগানে। এই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে বনসইয়ের বেলা। তার ক্ষুদ্র আকারের মধ্যেও থাকে এক বিশালতার ছাপ। মহীরুহের চেহারা ও পরিবেশ ঘিরে থাকে তার স্কেল মডেলকে। বনসই তাই প্রকৃতির এক ভিন্নতর পরিবেশকে হাজির করে চার দেয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে। বনসইয়ের আকর্ষণ এইখানেই।

'বনসই' কথাটা জাপানী। 'বন' মানে পাত্র এবং 'সই' মানে গাছ পোঁতা। দুয়ে মিলে মানে দাঁড়ায় 'পাত্রে পোঁতা গাছ'। জাপান দ্বীপে জন ঘনত্ব খুব বেশী। মানুষের স্থানই যেখানে অকুলান সেখানে গাছ-গাছালীর জন্যে বেশী জায়গা ছাড়া তো অসম্ভব। তাই জাপানী বাগান জগদ্বিখ্যাত তার ক্ষুদ্রতার জন্যে। সহস্র বছর ধরে সেদেশে চর্চা হয়েছে কি ভাবে ক্ষুদ্রতার মধ্যে প্রকৃতিকে ধরে রাখা যায়, তার অনন্ত রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায় কয়েক শত বর্গফুট গৃহাঙ্গনের মধ্যে। জাপানী বনসইও তাই। বিশাল বৃক্ষের 'ডাক-টিকিট' সুলভ সংস্করণ।

ক্ষুদ্রতার মধ্যে প্রকৃতি ধরতে হয় বলে, প্রকৃতির সত্যিকার বিশাল রূপকে বিসর্জন দিতে হয়েছে জাপানী উদ্যানবিদদের। তার বদলে তারা নজর দেয় ছোটখাট ডিটেল বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে। এই ছোটখাট ডিটেলগুলি, যেমন এক গোছা ফুল, ছোট্ট এক খণ্ড তৃণভূমি, শুকনো কিছু কাঠকুটো, গাছের ডাল কিম্বা বয়স্ক গাছের কিছু ঝুরি, গামলায় ফোটা দুটো পদ্ম কিম্বা একটা পাথর জাপানী বাগানে প্রকৃতির প্রতীক হয়ে থাকে। পদে পদে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রকৃতির রূপ।

এখানেই জাপানী বাগানের বিশেষত্ব।

প্রকৃতির এই প্রতীক সৃষ্টির নেশাতেই জাপানী উদ্ভিদবিদরা মেতেছেন বড় গাছের অন্যান্য রূপ গুণ বজায় রেখে তাকে কৃত্রিম উপায়ে ছোট করতে। এই চেষ্টার ফলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁরা বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলেন উদ্ভিদ পালনের নবজ্ঞান। ১৯০৯ সালে লন্ডনের প্রদর্শনীতে বিশাল ওক, ম্যাপেল ও পাইনের ক্ষুদ্রাকৃতি বনসই সংস্করণ দেখে পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে গেল। ইউরোপেও বনসই-য়ের চলন হল। বনসই করা শক্ত নয়, খরচ বা সময়সাপেক্ষও নয়। একমাত্র প্রয়োজন শুধু ধৈর্য এবং উদ্ভিদের প্রতি মমতা।

সত্যিকার বয়সটা বনসই করা গাছের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়। আসলে যেটা দরকার তা হল বনসই গাছে একটা বয়সের ছাপ ফেলা। বনসই বিশেষজ্ঞরা এই ছাপ ফেলতে নানা পদ্ধতির সাহায্য নেন, যেমন গাছের বাকল আংশিক ভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে কাণ্ডে কোটরের সৃষ্টি, ডাল কেটে গাঁট বা পাকানো কাণ্ড ও মরা ডাল সৃষ্টি, শিকড়কে আংশিকভাবে মাটির উপরে তুলে দিয়ে ভূমিক্ষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া ইত্যাদি। বনসইবিদদের কাছে ঋতুপর্ণীর তুলনায় চিরহরিৎ গাছের কদর বেশী কারণ চিরহরিৎ গাছে বয়সের ছাপ ফেলা যায় সহজে আমাদের দেশে যাঁরা বনসই করেন তাঁদের কাছে বট, অশ্বত্থ, নানা জাতের লেবু, ওক, পাইন, বাহারী বাঁশ, ডুমুর, দেবদারু, ঝাউ, এবং কয়েক শ্রেণীর লতা (জুনিপার, ওয়েস্টেরিয়া, ঈনিসেরা প্রভৃতি) খুব প্রিয়।

● বামনের জাতবিচার

উচ্চতা ভেদে চার রকম বনসই হয়। অনুকৃতি (৬ ইঞ্চি উচ্চতা), ক্ষুদ্রাকৃতি (৭থেকে ১২ ইঞ্চি উচ্চতা), মধ্যমাকৃতি (১৩ থেকে ২৪ ইঞ্চি) এবং বৃহদাকৃতি (২৫ ইঞ্চি বা তার চেয়ে বড়)। কত বড় বনসই আপনি বেছে নেবেন তা নির্ভর করবে আপনার ঘরের বা প্রদর্শন ক্ষেত্রের মাপ, যে আসবাব বা মেঝের উপর রাখা হবে বনসই তার আয়তন এবং কটি বনসই প্রদর্শন হবে তার সংখ্যার উপর। সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি ও মধ্যমাকৃতি বনসইয়ের উপরই লোকের ঝোঁক বেশী।

১০.০৭ নকশা [illegible]
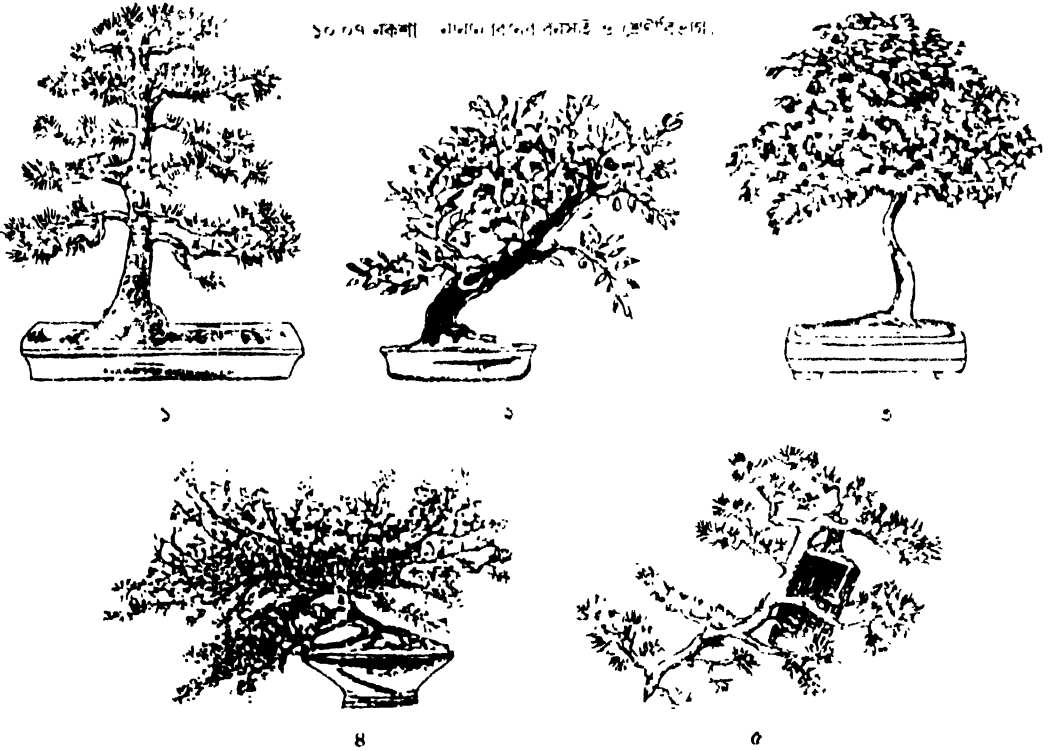
এছাড়া ভঙ্গিমা অনুযায়ী ৫ শ্রেণীর বনসই হতে পারে (১০.০৭ নং নকশা)।

(১) আভঙ্গ বা আপরাইট (Upright)
(২) বঙ্কিমভঙ্গ বা স্লান্টিং (Slanting)
(৩) সমভঙ্গ বা ইনফরমাল আপরাইট (Informal Upright)
(৪) অতিভঙ্গ বা সেমিকাস্কেড (Semi-cascade)
(৫) এবং বহুভঙ্গ বা কাস্কেড (Cascade)

কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি গাছের কাণ্ডকে জড়াজড়ি করে গড়ে তোলা হয় বনসইয়ে বিশেষ শিল্প বৈচিত্র আনতে। এই ধরনের পাকানো কাণ্ডে কালক্রমে বয়সের ছাপ পড়লে বুড়ো-আংলার রূপ সম্পূর্ণ হয়। ঘন জঙ্গলের অনুভূতি আনতে হলে বড় পাত্রে কমপক্ষে পাঁচটি গাছের গ্রুপ বনসই তৈরী করতে হবে। মাঝের গাছটি পাশের গুলির তুলনায় একটু বড়সড় হলে মধ্যমণি হিসেবে

নজর কাড়ে। পাঁচটি গাছই একজাতের হওয়া ভাল, না হলে অন্তত এক ধরনের হওয়া দরকার। বনসইয়ের ডাল, পাতা, কাণ্ড, শিকড়, মাটি, মায় আধার বা পাত্র সব মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ কম্পোজিশান হওয়া দরকার যাতে এই বইয়ের গোড়ায় বলা ফর্ম, ব্যালেন্স, প্রোপোরশান এবং টেক্সচার ও রেখাগত সাম্য বজায় থাকে।

গাছের কাণ্ডটা মোটা হলে তা গাছের বয়স হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তবে এ আকার মোটা না হওয়াই উচিত। গাছের মোট উচ্চতার এক-ষষ্ঠাংশ হওয়া উচিত কাণ্ডের গোড়ার চওড়া। এবং ক্রমে তা সরু হতে হতে ডগাটা সূঁচালো হয়ে যাওয়া উচিত। ডাল পালাগুলি কোনদিকে কতটা হেলে থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দেবার জন্যে প্রয়োজন মত শক্ত তারের বাঁধন দিতে হয়।

বনসইয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন খুব জরুরী। পাত্র সাদামাটা, অলঙ্কার বর্জিত, একরঙা হওয়া প্রয়োজন। পাত্রের মাপ হবে গাছের উচ্চতার ২/৩ ভাগ (যদি একটি গাছের বনসই করা হয়)। গ্রুপ বনসইয়ের পাত্র প্রয়োজনানুযায়ী বড় হতে পারে।

নার্সারী থেকে বনসই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু দাম নেয় প্রচুর। মধ্যবিত্তের ঘর সাজানোর সঙ্গে তা খাপ খাবে না। অপর পদ্ধতি হচ্ছে ছোট চারাগাছকে নিজে হাতে টবে পুঁতে দশ-বিশ বছরে ধীরে ধীরে তাকে বনসইয়ে রূপ দেওয়া। এ পদ্ধতি সস্তার কিন্তু প্রচুর সময় সাপেক্ষ। শেষ-মেষ আছে আর এক পদ্ধতি। .... বড় গাছের তলায় সন্ধানী নজর নিয়ে দেখবেন। অনেক সময়ই দেখতে পাবেন প্রকৃতির খেয়ালে জন্মেছে বামন চারা, ন্যাচারাল বনসই। দশ-বিশ বছর বয়স কিন্তু আকারে বাড়ে নি হাত সংখ্যা হাতের বেশী। প্রকৃতি এরকম মানুষও তৈরী করেন মাঝে মাঝে। লাগসই ভাবে তাদের খোঁজ পেলে কাজে লাগান সার্কাস মালিক বা সিনেমা-যাত্রার ডিরেক্টাররা। এ ধরনের বামন গাছ পেয়ে গেলে জানবেন প্রকৃতি আপনার দশ বছরের পরিশ্রম ও হজ্জোর বাঁচিয়ে দিলেন। বট অশ্বত্থের বা নিমগাছের তৈরী বনসই অনেক সময় পাবেন ছাদের কার্নিশে বা পাঁচিলের ফাটলে।

পাত্রে লাগাবার আগে গাছের শিকড়ের তিনভাগের একভাগ ছেঁটে ফেলতে হবে জলে ডোবানো অবস্থায়। এতে গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যাবে। বনসই পাত্রটির উচ্চতা সাধারণতঃ কম হয়। তাই গাছের শিকড়গুলিকে তার বা মাথার কাঁটা দিয়ে মাটি ও পাত্রের সঙ্গে আটকে রাখতে হয়। এইভাবে নিবিড় যত্ন ও সাহচর্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এক একটি বনসই যা অপরূপ রূপে মাতিয়ে তুলতে পারে মধ্যবিত্তের সাজানো ঘর আঙিনা-ছাদ। শুরু করার আগে শক্ত মনে হচ্ছে। করলে দেখবেন যতটা শক্ত ভাবছেন ততটা নয়।

বইটি শেষ করবার আগে সাজানোর শেষ কথাটা আলোচনা করা যাক। .... ফুল সজ্জা বা ঘরের ফুলদানীতে ফুল সাজানো। আমাদের দেশী পদ্ধতিতে ফুল সাজানো হয় বর্ণচ্ছটার বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে ব্যাকরণ খুব একটা থাকে না। কিন্তু জাপানী পদ্ধতিতে ফুল সাজানো বা ইকেবানার মধ্যে রয়েছে নান্দনিক ব্যাকরণের নিয়মকানুন যেগুলি অনুসরণ করে খুব অজ্ঞ শিক্ষানবীশও অল্প দিনেই পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন ফুল সজ্জায়।

ইকেবানা কথাটি জাপানী। মানে, 'ফুলকে নবজীবন দান'। আসলে ইকেবানা কেবল ফুলদানীতে ফুল-লতা-পাতা-শাখা -প্রশাখা গুঁজে দেওয়া নয়। এটি একটি জীবন্ত শিল্প পদ্ধতি যার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় ফুল পাতার সাথে তালপাতার পাখা, ফুলঝাড়ু শুকনো শিকড়, কাগজ বা কাপড়ের ফিতে, ময়ূরের পালক, পালকের ঝুলঝাড়া, গাছের মরা ডাল, পাটকাঠি, গমের শীষ নানান ফল, পাথর, কাঁটা তার, কাচের টুকরো, আয়না, ইট, মাটির ধুনুচি, ফিউজড বালব--- এক কথায় কি নয়।

জাপানীদের ইকেবানার জন্ম হয়েছিল ৬ষ্ঠ শতকের চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বুদ্ধের প্রতি পুষ্পাঞ্জলী প্রথার মাধ্যমে। এদিকে ষোড়শ শতকের বিদগ্ধ ইউরোপীয় চিত্রকররা যে নানা ফুলের ফলের পাতার সমাহারে 'স্টিল-লাইফ' ছবি আঁকতে শুরু করলেন তার মাধ্যমে ইউরোপের ধনী বিলাসী জমিদার শ্রেণীর মধ্যে শুরু হল রং ও ফর্ম অনুযায়ী ব্যালেন্সড কম্পোজিশানে ফুল সাজানোর প্রথা। আধুনিক ফুল সজ্জা এই দুই রীতির সঙ্গমে উদ্ভূত।

ওহারা স্কুল। ইকেবানা চর্চার জগৎ জোড়া জাপানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরা সফল ছাত্রছাত্রীদের ইকেবানার ডিগ্রী দিয়ে থাকেন। ভারতেও গড়ে উঠেছে এর একাধিক শাখা। গ্র্যান্ড মাস্টার হোউন ওহারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় শাখা ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীমতি নির্মলা লকসিমনী এবং শ্রীমতি হেনা রহিমতুল্লার নেতৃত্বে। এরা ছাড়াও রাজস্থানী মহিলা মন্ডলের স্কুল 'প্রেরণা', নামকরা ঘর-সাজিয়ে শ্রীমতি রত্না রামচন্দানীর ইনস্টিটিউট অফ ক্যাটারীং টেকনলজীর — ফুলসাজানোর ক্লাস, শ্রীমতি খ্রিটি পিঠাওয়ালার গুলিস্তান ফির্নিশিং স্কুল, ইন্ডো জাপানীজ অ্যাসোসিয়েসান, সোফিয়া কলেজ, পুণা লেডিজ ক্লাব, কলকাতায় অ্যাকাডেমীতে শ্রীমতি উমা বসুর ক্লাস, শ্রীমতি মীনা অনন্তনারায়ণের হায়দ্রাবাদ, বরোদা ও নাগপুর সেন্টার--- ভারতের বহু জায়গায় ফুলসজ্জার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ওহারা স্কুলের ধারায়। ওহারা পদ্ধতি এক ডজন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বারো দফা নিয়ম হলঃ

(১) ইকেবানার মাল-মশলার প্রাকৃতিক রূপ অবিকৃত রাখতে হবে যথা সম্ভব।

(২) মাল-মশলা ও পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই।

(৩) মাল-মশলা এবং পাত্রের রং পরস্পরের মানান সই হতে হবে।

(৪) ইকেবানার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে এক একটি ঋতুর প্রাকৃতিক রূপ ও পরিবেশ।

(৫) ন্যূনতম মাল-মশলার সাহায্যে সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও বাঙময় হতে হবে ইকেবানাকে।

(৬) অপ্রয়োজনীয় পাতা ও ডালপালা বাদ দেবেন ইকেবানা তৈরীর আগেই।

(৭) চটপট একটানা কাজ করে শেষ করবেন ফুলসজ্জা।
(৮) মনে রাখবেন ফোটা ফুলের থেকে কুঁড়ির মাধ্যমে পরিবেশকে প্রকাশ করা যায় অনেক গভীর ভাবে।
(৯) শীতকালীন ফুল সাজানোর ভিতর থাকে প্রাচুর্যের ইঙ্গিত এবং গ্রীষ্মকালীন সজ্জায় ফুটে ওঠে রিক্ততা।
(১০) হেইকা পদ্ধতিতে মালমশলা তলার দিকে ঘনভাবে এবং পাত্রের কানায় পরিপাটি করে সাজানো হয়।
(১১) ডালপালাকে অস্বাভাবিকভাবে বেঁকানো বা অশোভন ভাবে জড়াজড়ি করে রাখা নিষিদ্ধ।
(১২) ফুলের চেয়ে পাতার সৌন্দর্য্য বেশী মনোহারী, শিল্পরুচিসম্মত।

ইকেবানাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন হোউন ওহারা, ইকেবানার পাত্র অনুযায়ী :

(ক) মরিবানা—বেঁটে, চওড়া থালা বা ট্রে আকৃতির পাত্র ব্যবহার করা হয় এ ক্ষেত্রে (১০.০৮ নং নকশা)।

(খ) হেইকা—লম্বা, সরু গেলাস বা ফুলদানী জাতীয় পাত্র ব্যবহার করা হয় এ ক্ষেত্রে (১০.০৯ নং নকশা)।

উভয় ভাগেই ফুল সাজানোর ঢং অনুযায়ী পাঁচটি করে স্টাইল রয়েছে :

(১) খাড়া বা Upright
(২) হেলানো বা Slanting
(৩) ছড়ানো বা Cascade
(৪) লম্বমান বা Vertical
(৫) বিচিত্র বা Contrasting

প্রত্যেকটি স্টাইলেই ৩টি আকর্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয় ৩টি ফুলগুচ্ছ বা শাখার মাধ্যমে যাদের বলা হয় — প্রথমা (subject stem), দ্বিতীয়া (seconder stem) তৃতীয়া (object stem)। ইকেবানার এইসব জটিল ব্যাকরণ কিছু কিছু বোঝবার চেষ্টা করলাম -- তবে ব্যাপারটায় সত্যিকার আগ্রহ থাকলে ফুল সাজানোর কোন ক্লাসে যোগ দেওয়াই উচিত।

জাপানী প্রথায় 'তিনের নিয়ম' পালন করা হয়। তিনটি বা তিন গুচ্ছ ফুল তিনটি দৃষ্টি আকর্ষক কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটি, সাধারণত মধ্যেরটি হয় আকারে বা দৈর্ঘ্যে বড়। অনেকসময় এটি অধিক লম্বা বা সামনের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে। এই সব কারণে তিনটির মধ্যে এই কেন্দ্রটিই প্রধান দৃষ্টি আকর্ষক হয় ও সামগ্রিকভাবে ফুলসজ্জার কম্পোজিশানগত ভারকেন্দ্র রূপে বিবেচিত হয়। অন্য দুটি গুচ্ছ বা কেন্দ্র কম্পোজিশানের ভারসাম্য বজায় রাখার সহায়ক হয়।

প্রথমেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে সাজানো ফুলের শিল্পকর্মটিকে কোথায় রাখা হবে। ড্রইং রুমের এককোণে, পড়ার টেবিলে, মালটিপারপাস ক্যাবিনেটের তাকে যে সব গুচ্ছ রাখা হয় তা দেখা হয় এক দিক থেকে। পিছন থেকে তা সুদৃশ্য হল কিনা তা কেউ দেখে না। অনেকটা পূজো প্যান্ডেলের মাটির প্রতিমার মত। তবে প্রতিমার মতই এর একটা চালচিত্র জাতীয় পশ্চাদপট বা ব্যাকড্রপের ইঙ্গিত থাকলে তা দেখতে শোভন হয়। ড্রেসিং টেবিল বা কোন আয়নার সামনে রাখা ফুল-শিল্পের সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে তা পিছনে কেউ না দাঁড়ালেও পিছনটা সব সময়ই আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের নজরে চলে আসে। এ ছাড়া যে সব ফুলের ডেকরেশান ডাইনিং টেবিল, ড্রইংরুমের সেন্টার টেবিল বা আসরের মাঝখানে রাখা হয় তাকে সব দিক দিয়েই পর্যবেক্ষণ করা হয় বলে তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাকড্রপ থাকা উচিত নয়।

স্থান নির্বাচন হয়ে গেলে ঠিক করে ফেলতে হবে সাজানোর উপাদানগুলি এবং উপযুক্ত পাত্র। যেমন ধরুন পাথরের নুড়ির সঙ্গে শ্যাওলা জাতীয় গাছ ও লম্বা লম্বা ঘাস মানানসই। এক্ষেত্রে পাত্রটি চৌক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গোল খাবার টেবিলের কেন্দ্রে যদি গোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ রাখা হয় তা হলে গোলপাত্র বা সাবেকী ঘটাকৃতি ফুলদানীই বেশী উপযুক্ত। গালাপ বা চন্দ্রমল্লিকার সাবেকী ঢংয়ের গুচ্ছের সঙ্গে দু একটি গোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকার পাতাই উপযুক্ত। অন্যকিছু বেমানান। বেতের সেন্টার টেবিলে শাঁখ বা তামার কুশীতে সাজিয়ে রাখার জন্য স্বর্ণ চাঁপা, বেলফুল বা রংবেরংয়ের জবা খুব মানানসই। এই সঙ্গে দু-একটি রঙীন কাঁচের গুলি বা ছোট বলও রাখা যেতে পারে। সব জিনিষগুলির রংয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার এবং তা ঘরের রংয়েরও পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়।

ইকেবানার সবকটি নকশাই ১৪৩ থেকে ১৪৬ নং পৃষ্ঠার মধ্যে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হল :

১৩৪ পৃষ্ঠায়—মরিবানা (খাড়া, হেলান, ছড়ানো)।

১৪৪ পৃষ্ঠায়—মরিবানা (লম্বমান, বিচিত্র)। ও ১৪৪ পৃষ্ঠায়—হেইকা (খাড়া)।

১৪৫ পৃষ্ঠায়—হেইকা (হেলান, ছড়ানো, লম্বমান)।

১৪৬ পৃষ্ঠায়—হেইকা (বিচিত্র)।

ইকেবানা

১০০৮ নকশা—মরিবানা (তিনরকম)।

ইকেবানা

১০·০৮ ও ১০·০৯ নকশা—মরিবানা (দুরকম) ও হেইকা (একরকম)

ইকেবানা

১০·০৯ নকশা—হেইকা (তিনরকম)।
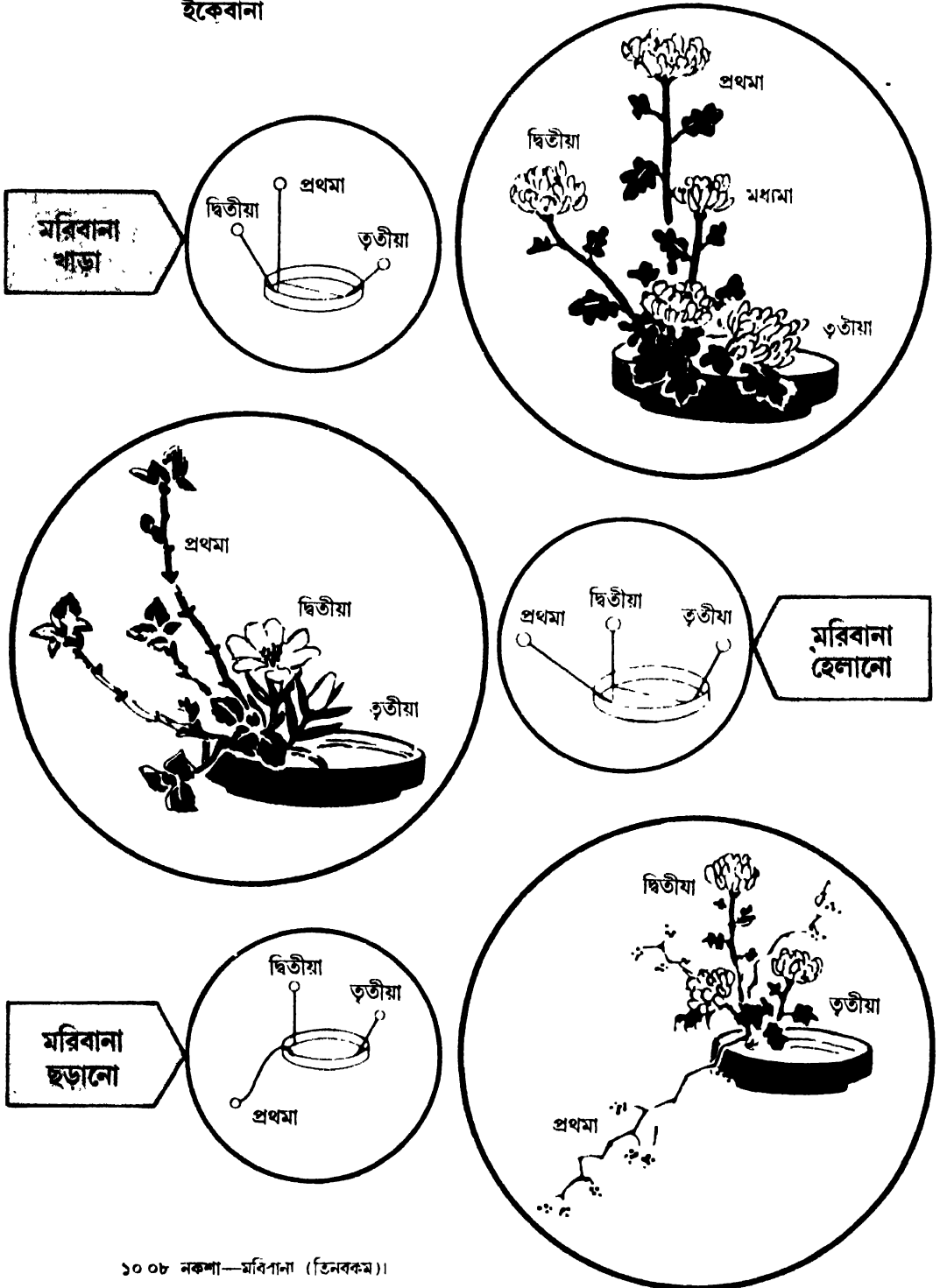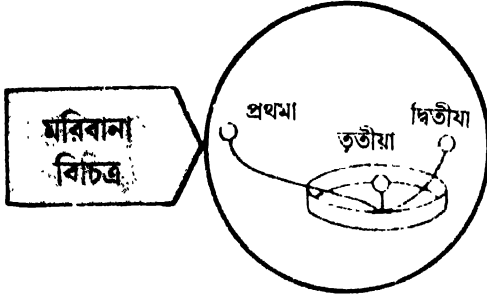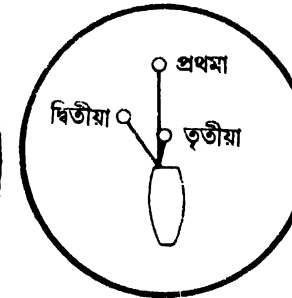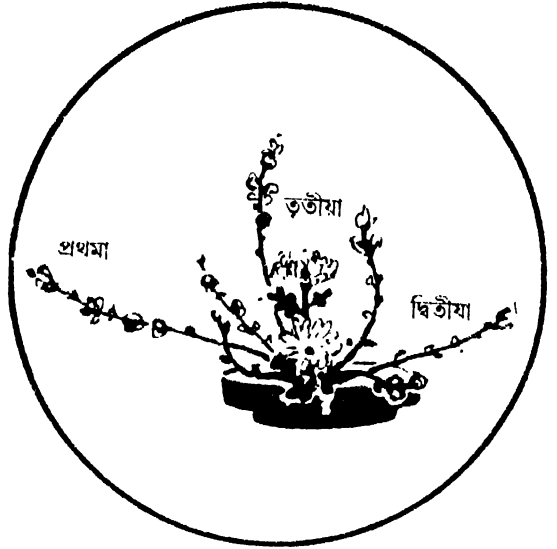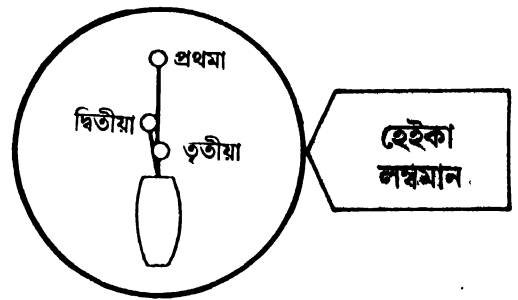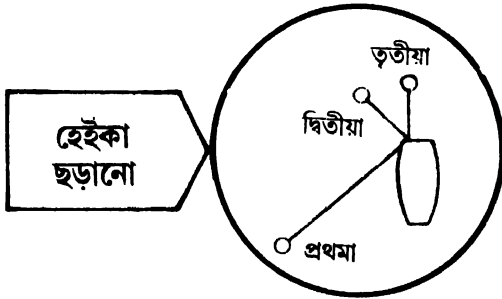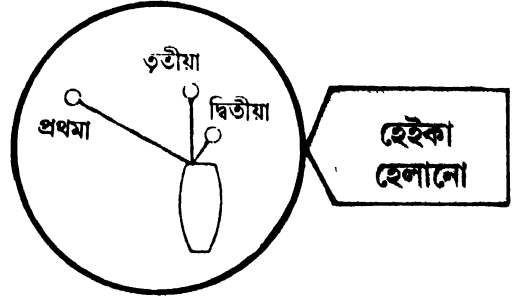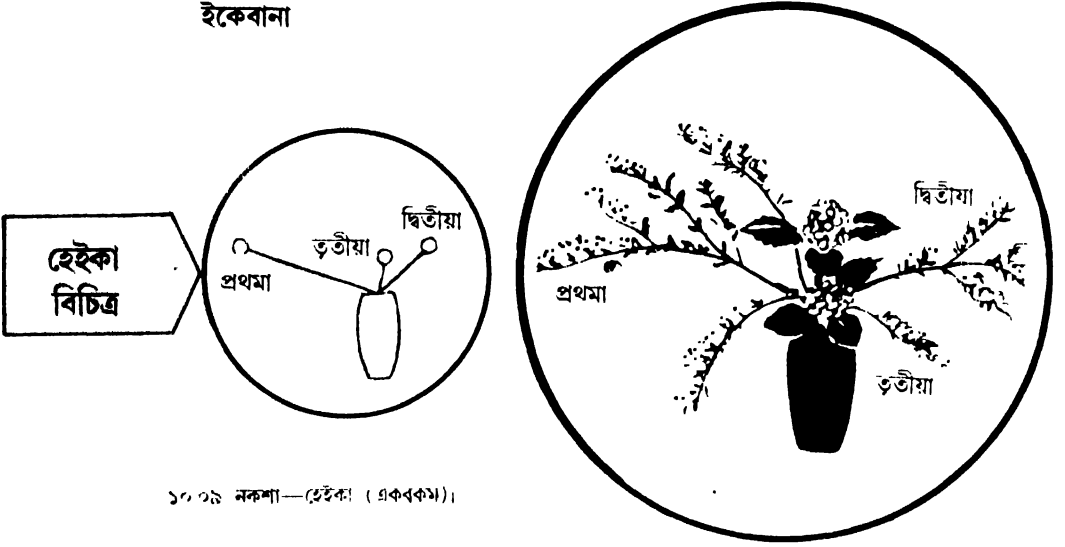
ইকেবানা

১০০৯ নকশা—হেইকা (একরকম)।

ফুল সাজানোর কয়েকটি আধুনিক নিয়মের উল্লেখ করা হল এখানেঃ

(১) রেখাগত নিয়মঃ শিল্পকর্মের মূল প্যাটার্নটি হবে রেখার জ্যামিতিক ছন্দে বদ্ধ যথা ত্রিভূজ, চতুষ্কোণ বা গোলাকার।

(২) ফর্মঃ শিল্পকর্ম সার্বিক ফর্মটিও হওয়া দরকার জ্যামিতিক। যথা পিরামিড, কিউব, সিলিণ্ডার, ফানেল ইত্যাদি। পাত্রটিও হবে এই সার্বিক ফর্মের মানানসই।

(৩) টেক্সচারঃ গোলাপের গাত্ররূপ নরম ভেলভেটের মত, জিনিয়ার কর্কশ টেক্সচার। শিল্পকর্মের অন্যান্য মালমশলার গাত্ররূপ নির্বাচন করতে হবে প্রদর্শিত ফুলের টেক্সচারের সঙ্গে মানানসই করে।

(৪) রংঃ পুরো শিল্পকর্মটির মধ্যে রংয়ের সামঞ্জস্য ও ছন্দ বজায় রাখতেই হবে। এ ব্যাপারে রংয়ের অধ্যায়ে বর্ণিত কালার স্কীমের যে কোনটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৫) প্রপোরশান বা অনুপাতঃ বনসইয়ের বেলা যেরকম গাছ ও পাত্রের আকারের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত বর্ণনা করা হয়েছে ফুল সাজানোর ক্ষেত্রেও তেমনি পাত্র ও পুষ্পগুচ্ছের আকারে একটা সামঞ্জস্য থাকা একান্ত দরকার। তা না হলে ব্যাপারটা 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির' মত হয়ে যায়।

(৬) ব্যালেন্স বা ভারসাম্যঃ এ বিষয় আগেই বলা হয়েছে। একটি মূল আকর্ষক কেন্দ্র বা পুষ্পগুচ্ছ ও একটি বা দুটি সহায়ক কেন্দ্র বা পুষ্প গুচ্ছ এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তা পরস্পরের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সব মিলিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ (Unified)ভাব প্রকাশ করে।

ফুল সজ্জার বিশেষ গুণ, এত সস্তায় ঘর সাজানোর এত মনোগ্রাহী উপকরণ আর কিছু হতে পারে না। রংয়ে, ঢংয়ে, গন্ধে, লাস্যে কুশ্রীতম ঘরকেও মুহূর্তে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে ফুলের সাজ। যা কাঠ, পিতল, লোহা, প্লাস্টিক ও পেন্টের মাধ্যমে বিশ হাজার টাকা খরচ করলেও সম্ভব নয়। কিন্তু ফুল সজ্জার সব চেয়ে বড় দুর্বলতা এর ক্ষণস্থায়িত্ব। গাছ থেকে পাড়ার সাথে সাথেই শুরু হয় শুকানোর পালা। বড় জোর কয়েক ঘন্টা। তারপরেই উবে যায় তার সতেজ সৌন্দর্য, সজীব বর্ণচ্ছটা। নিস্তেজ ফুল ক্রমে বিবর্ণ হয়ে, কুঁকড়ে, ঝরে পড়ে।

কিছু ফুল অবশ্য সৃষ্টি করেছেন বিশেষজ্ঞরা, যাকে বলা হয় কাট-ফ্লাওয়ার (Cut Flower), যা চয়ন করার পরও সজীব থাকে বেশ কয়েক দিন, উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যায় হয়ত বা দেড় দু সপ্তাহ। কিন্তু সে সজীবতাও চিরস্থায়ী নয়। এই অসুবিধা দূর করতে অভিজ্ঞ ফুল সাজিয়েরা শুকনো ফুল পাতা এবং নকল ফুল পাতার ব্যবহার করে থাকেন।

● শুষ্ক পুষ্প-পত্র বিন্যাস

ফুলের স্বল্প স্থায়িত্ব ছাড়াও, বছরের বেশ কিছু ঋতু, যেমন গ্রীষ্ম বর্ষায় সাজাবার মত বর্ণাঢ্য ফুলের অভাব হয় নিদারুণ ভাবে। এই সময় সাজাবার কাজে শুকনো ফুলপাতা দারুণ কাজে আসে। লতাপাতা শুকানোর আগে গ্লিসারিন সলিউশানে (১ভাগ গ্লিসারিন, দু ভাগ জল) ১৫ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর হালকা করে কুকিং অয়েল মাখিয়ে খবর কাগজের পরতে পরতে সাজিয়ে ভার ওজন (যথা খান কতক মোটা মোটা বই) চাপিয়ে রাখতে হবে দুমাস। যে সব গাছ-গাছালীকে ভালভাবে শুকিয়ে

রাখা যায় তার মধ্যে আছে যব, ধান বা গমের শীষ, পদ্ম ও সূর্যমুখীর শুঁটি, মানি প্লান্ট, খেজুর ও কার্পাস গাছের ডাল, কল্কেকম্ব বা অ্যাস্টার জাতীয় চিররঙীন ফুল, বড গাছের মরা শেকড বা পুরানো ছাল ইত্যাদি। এই সব শুকনো গাছ পাতাকে সাজাবার সময় দরকার মত সবুজ, খয়রা, বাদামী, সাদা, পাঁশুটে, লাল, সোনালী বা রূপালী রং করে নিতে পারেন তেল রং দিয়ে। নকল ফুলের ইদানীং প্রচুর চল হয়েছে। কাগজ কাপড বা প্লাস্টিকের তৈরী এই সব ফুল লতাপাতার মধ্যে যেগুলি একটু দামী সেগুলি না ছুঁলে আসল না নকল বোঝাই যায় না। ঘর সাজানোয় নকল ফুল ব্যবহার করতে হলে এই ধরনের দামী জিনিসই ব্যবহার করা উচিত। যদিও এতে প্রাথমিক খরচটা বেশ বেশী রকমই পডবে তবে এগুলি সুদীর্ঘ কাল টেকসই হওয়ায় আখেরে এগুলি সস্তা পডে এবং সময়েরও প্রচুর সাশ্রয় হয়। নকল ফুল সাজানোর পদ্ধতি ঠিক আসল ফুল সাজানোর মতই।

ফুল সাজানোর আলোচনার এখানেই ইতি। বইও এখানেই শেষ। তবে এক ফুল বিক্রেতা বন্ধুর অনুরোধে একটি 'পুনশ্চ' প্যারা যোগ করতে বাধ্য হলাম। ফরমূলাগুলিও ভদ্রলোকেরই দেওয়া।

● পুনশ্চ ঃ কাটা ফুলের যত্ন

(১) এক বালতি জল নিয়ে বাগানে ঢুকবেন ফুল কাটতে যাতে কাটবার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গোডাটা জলে ডুবিয়ে রাখা যায়।

(২) ফুলের ডাঁটাটা তেরছা করে কাটবেন খুব ধারালো ছুরি দিয়ে। জলে ডোবানোর আগে তলার দিকের সব পাতা ছেঁটে দেবেন।

(৩) বালতি ভর্তি কাটা ফুল ঘরে এনে, প্রত্যেকটি ফুলের গোডা এক মিনিট ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে নেবেন।

(৪) যে সব ফুলের ডালের কাঠ খুব শক্ত তার তলাটা ঈষৎ চিরে দিলে ফুল বেশী দিন তাজা থাকে। পপি, লিলি, পদ্ম, গোলাপ, রজনীগন্ধা ও বেলফুল চয়ন করা উচিত কুঁডি অবস্থায়। তাতে ফুলদানীতে ফুল বেশী দিন তাজা অবস্থায় থাকে। চন্দ্রমল্লিকার ডাল কাটতে হয় জলে ডোবা অবস্থায়।

(৫) কাটা ফুল সাজাবার আগে অন্ধকার ঠাণ্ডা জায়গায় ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা উচিত ঠিক ফুল বা কুঁডির নীচে অবধি।

(৬) ফুলদানীর জল রোজ বদলানো দরকার। সেই সময় ডাঁটা গোডা থেকে একটু করে কেটে দেবেন।

এইভাবে যত্ন নিলে ফুলদানীর ফুল তিন দিনের জায়গায় সাতদিন সজীব সতেজ হয়ে থাকবে। মনে রাখবেন, মধ্যবিত্তের ঘর সাজাবার সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে মনকাডা উপকরণ ফুল। ফুলের যত্ন, সাজাবার টেকনিক ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর কৌশল যদি আয়ত্ত করতে পারেন সস্তায় ঘর সাজিয়ে হিসেবে আপনি কেল্লা ফতে করতে পারবেন অতি সহজে।

খবরদারপত্র — ১০ নং

● কিছু নার্সারী ও ফুলের বীজ-চারা

(১) সাটন অ্যান্ড সনস ১৩ডি রাসেল স্ট্রীট, কল-৭১

জবা	—	১০৲-১৫৲	প্রতিচারা	চন্দ্রমল্লিকা	—	৫৲	প্রতি কাটিং
বেল ফুল	—	৫৲-৬৲	,,	ডালিয়া	—	৪.৫০৲	,,
রজনীগন্ধা	—	৭৲-১০	ডজন	গোলাপ	—	১২৲-২৫৲	প্রতি কলম
গন্ধরাজ	—	৭৲-১০৲	প্রতিচারা	এরোলিয়া	—	২২৲-৩০৲	টাকা
টগর	—	৮৲	,,	(ইনডোর প্লান্ট)			
কবরী	—	৮৲	,,	রবার প্লান্ট	—	২৫৲-৮০৲	,,
মুসান্ডা (রং অনুযায়ী)	—	২০-৫০	,,	ফার্ণ	—	২৫৲-৫০৲	,,
	--			ড্রুদেমা	—	২০৲-৭০	,,

(২) ইম্পিরিয়াল নার্সারী, ৯, বাইচরণ পাল লেন, কল-৪৬

বঙ্গন	—	৪৲-৫৲	টাকা	গোলাপ	—	১৫৲-২৫৲	টাকা
জবা	—	৬৲-১০৲	,,	মনস্টেরা	—	২৫	,,
ডালিয়ার কাটিং	—	৪৲	,,	মারাণ্টা	—	৭৲-২৫৲	,,
চন্দ্রমল্লিকা	—	৫৲	,,	ফিলোডেনড্রন	—	১৫৲-১০০৲	,,

শিখেরপুর কমলা নার্সারী, এ-ই মার্কেট, রুম-১৬, সল্ট লেক সিটি, কল-৭০০ ০৬৪

দাম প্রায় একই রকম। মরশুমী ফুলের বীজের প্যাকেট ঃ জিনিয়া, ক্যালেন্ডুলা, অ্যান্টিরেনাম -৫/৬ টাকা, প্যানজি -৮ টাকা, বলসম, হলিহক - ৭ টাকা, ডালিয়া -১০ টাকা, পিটুনিয়া জাতভেদে ১০/১২ টাকা। এঁদের গোলাপের কলম নাম করা, দাম ১৫-৩০ টাকা কলম প্রতি।

গ্লোব নার্সারী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (ব্লক -৪)
ঐ শাখা ১০, লিন্ডসে স্ট্রীট, কল - ৮৭, **শিয়ালদহ স্টেশন** এবং দমদম এয়ার পোর্ট হোটেল

মরশুমী ফুলের চারা	৫ টাকা ডজন
মিক্সড কার্নেসান	১২ টাকা ডজন
সূর্যমুখী, কচিয়া, অ্যামারেনথাস ইত্যাদি বীজ	৭-১০ টাকা
বুগেনভিলা	৭.৫০ — ২৫.৫০ টাকা
নানারকম ইনডোর প্লান্ট	২৫ - ১৩০ টাকা

ফ্রেডি সুর্তি কোং, ২৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, কল - ১২

মরশুমী ফুলের জন্য খ্যাত। বীজের প্যাকেট প্রতি দাম — ১২ থেকে ৩০ টাকা।

এস. কে. **গুটগুটিয়ার ফ্লাওয়ার অ্যাণ্ড প্লান্টস বুটিক,** ৪০, সেক্সপীয়ার সরণি, কল — ১৭।

ডাল সমেত এক একটা গোলাপ রিবন দিয়ে সাজিয়ে বিক্রি হয় ২.৫০/৫ টাকায়। সাজি বা বেতের টুকরী কিম্বা কুলোয় সাজানো ফুল পাতার গোছা বা তোড়া রূপ ও আকৃতি ভেদে ১৮ থেকে ৩০০ টাকা! অর্কিডও পাবেন কালিম্পং থেকে আমদানী করা। কাউকে বোকে উপহার দিতে চাইলে দোকানে ঠিকানা দিয়ে দেবেন, নির্দিষ্ট দিন ক্ষণে আপনার উপহার পৌঁছে যাবে উদ্দিষ্ট মানুষটির কাছে।

● চির বর্ণময় সতেজ **নকল ফুল** তৈরী করেন **রীণা পাল**। ঠিকানা বি. ই- ২৮৯, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪। ফোন ৩৭-৩১০৮ অথবা ৩৭-৪৭৪১। খোঁপায় গোঁজার একক গোলাপ কুঁড়ির দাম ১০ টাকা। এখান থেকে শুরু হয়ে দামের দৌড় শেষ হয়েছে ৫০০ টাকায়। এর মধ্যে আছে ১০০ টাকার গোলাপ বা পদ্ম গুচ্ছ, ৯০ টাকার আইরিস বোকে, এক সাজি জবা ৩৭৫ বা এক পাত্র টিউলিপ ২৫০। নকল ফুলের স্বর্গ রীণা পালের পুষ্প পার্লার।

● আর একটি সংস্থা **দর্শনা** (কর্ণধার শ্রাবণী বসু ও নমিতা ব্যানার্জী), ৬৩/১ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কল (ফোন ৪২ ২৮১৪, ৪৬-৯৪২১ ও ৪৬-৭০৯৬)। এঁরাও কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক, মোম, তার, সিল্ক রিবন, তুলো, কাঠ দিয়ে তৈরী করেন নকল গাছ, ফুল, ফল, লতা, পাতা, বনসই, — কি নয়!

দাম	ক্যাকটাস বা পাতাবাহার	৫০০	টাকা
,,	বনসই (বট-অশ্বত্থের)	৮০০	,,
,,	মাঝারী ফুল গাছ	২৫০	,,
,,	ছোট ফুল গাছ	২০০	,,
,,	আম কাঁঠালের ফলন্ত চারা	৩০০	,,

● টবের ফুলগাছে চট জলদি ফুল আনতে হলে এক মগ জলে একটা বার্থ কন্ট্রোল পিল গুলে জলটা টবে ঢেলে দিন। পিলের এস্ট্রোজেন গাছকে দ্রুত ফুলবতী করে তুলবে।

লেখকের নিবেদন

নিবেদন,

দশটি খবরদার পত্রে শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কাজের বিবরণ দেওয়া হল। খবরদার পত্রে এঁদের উল্লেখ কোনভাবেই এঁদের প্রশংসা-পত্র নয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য এঁদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। এরপর পাঠক তাঁদের কাজে লাগাতে চাইলে স্বয়ং তাঁদের কার্যকারিতা, উপযুক্ততা ও সাধুতা যাচিয়ে বাজিয়ে নেবেন।

যে সব দামের উল্লেখ করা হল তা অনেক ক্ষেত্রে আনুমানিক — মোটামুটি বাজেট করবার উপযুক্ত প্রকৃত দাম সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং উল্লিখিত দামের সঙ্গে তার খানিকটা তফাৎ থাকতেই পারে।

দুর্গা বসু